click @islamibookbd.wordpress.com

নশরুত্তীব

হাকিমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা ■ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১ [illegible]বাজার, ঢাকা-১০০০।
ISBN : 978 984 [illegible]

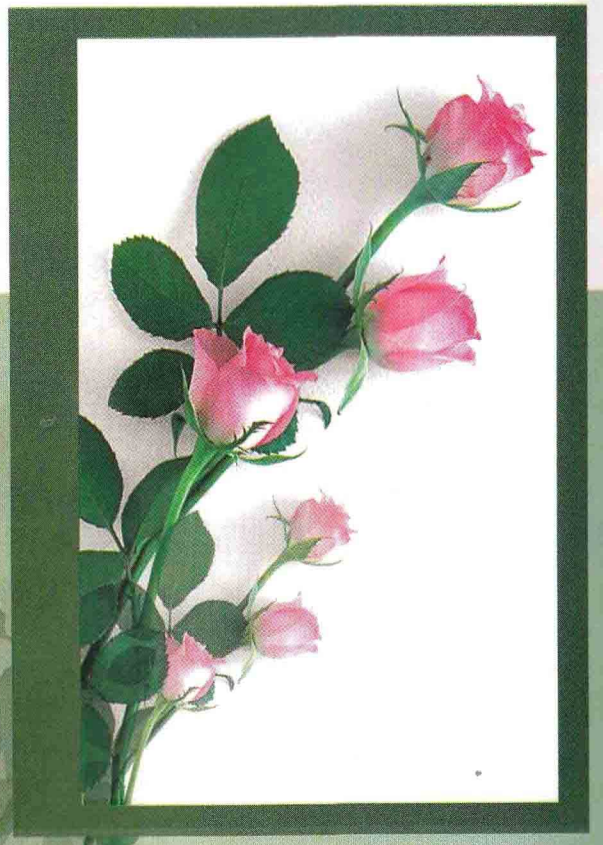

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

অনুবাদ

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ
সাবেক ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
তফসীরে নূরুল কোরআন, বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান, মহান রাষ্ট্রনায়ক
হযরত রসূলে করীম (দঃ) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা–

প্রকাশনায়

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

উৎসর্গ

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী এর নামে.....

—মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

৪র্থ প্রকাশ : জুন-২০১৩ ইং

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

মূল ঃ ❐ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

অনুবাদ ❐ হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রকাশক ❐ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম (তারেক)

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স

[স্বত্ব ❐ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য ❐ ২০০.০০ (দুই শত) টাকা মাত্র

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহপাকের প্রিয়তম রসূল, পেয়ারা হাবীব, বিশ্ব-সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, যিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত।

যাঁর আগমনের অপেক্ষা করেছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে। যিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতেমুন নবিয়্যীন। যাঁর দিদার লাভ না হলে ব্যাকুল হতেন ফেরেশতাদের দলপতি হযরত জিব্রাঈল (আ.)। যাঁর দরবারে জিব্রাঈলকে ২৩ বছরে ২৪ হাজার বার হাযির হতে হয়েছে, যিনি আল্লাহ্পাকের দিদার লাভ করেছেন শবে মে'রাজে।

যিনি সর্বপ্রথম মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন, সারা বিশ্বে আজ দেড় শত কোটি মানুষ যাঁর অনুসারী। যাঁর আদর্শ মহান, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, চিরস্মরণীয়, চির অনুকরণীয়, চির সংরক্ষিত, চির-প্রশংসিত, তিনিই তো সেই অনন্য অসাধারণ ফুল **"যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা"**।

যাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি কোনো কস্তুরী, কোন আম্বর এবং কোনো সুগন্ধি বস্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিকতর খুশবুদার পাইনি। যদি কারও সঙ্গে প্রিয়নবী (দঃ) মোসাফাহা (করমর্দন) করতেন তবে সমস্ত দিন ঐ ব্যক্তির হাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মোসাফাহার খুশবু লেগেই থাকতো। আর যদি কখনও কোনো শিশুর মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে দিতেন তবে খুশবুর কারণে ঐ শিশু হাজারো শিশুর মাঝে অত্যন্ত সহজে পরিচিত হতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আনাসের (রা.) গৃহে বিশ্রাম করছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। হযরত আনাসের মাতা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকের ঘাম একটি শিশিতে পুরে নিচ্ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি করছো? তিনি জবাব দিলেন ঃ হুজুর! আমরা এগুলোকে আমাদের খুগন্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করবো। কেননা, আপনার এই ঘাম সর্বোত্তম সুগন্ধি।

ইমাম বোখারী (র.) হযরত যাবের (রা.)-এর সূত্রে 'তারীখে কবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যদি কোনো দলের সঙ্গে কোথাও গমন করতেন, যদি কেউ তাঁর অনুসন্ধান করতো তবে সে শুধু খুশবুর কারণেই তাঁর সন্ধান

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

তাই, তিনিই সেই অপূর্ব বিস্ময়কর ফুল–

"যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা"।

বহুদিন ধরে মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান পূত-পবিত্র জীবনাদর্শ বাংলাভাষী মুসলমানদের খেদমতে পেশ করবো।

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ! আল্লাহ্‌পাকের অগণিত শোকর যে, তিনি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (র.)-এর অমর অবদান "নশরুত্যীব ফি যিক্‌রিন্নাবিয়্যিল হাবীব" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ "যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা" নামে পেশ করার তওফিক দান করেছেন।

আল্লাহ্‌পাকের এই বিশেষ নেয়ামত এবং তওফিকের জন্য তাঁর মহান দরবারে পেশ করছি সেজদায়ে শোকরানা।

যাঁরা এ গ্রন্থের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং যাঁরা এ পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌পাকের মহান দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছি।

প্রিয় পাঠক।

দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা, সপ্তাহ, মাস এবং বছরের নামে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায়ের পালা। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি প্রকৃত মন্‌জিলের দিকে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমাকে হাযির হতে হবে এক আল্লাহ্‌পাকের মহান দরবারে।

কিন্তু কি নিয়ে যাব? সেদিনের জন্য কোনো সম্বলই যে সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি, তাই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবশেষে এই গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছি। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে তাঁর আশ্রয় নিয়েছি। যাতে করে কেয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর শাফায়াত লাভে ধন্য হই। রহমতুল্‌লিল আলামীনের আশ্রিত হয়ে আল্লাহ্‌ পাকের রহমতের ছায়ায় স্থান লাভ করি।

মূলত ঃ এ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জীবনের সকল সাধনা এবং সকল আরাধনা! হে আল্লাহ্‌! কবুল কর। হে আল্লাহ্‌! কবুল কর। হে আল্লাহ্‌! যদি এ গ্রন্থের জন্য আমাকে সওয়াব দান করা পছন্দ কর, তবে তা এ অধমের তরফ থেকে তোমার প্রিয়নবী (দঃ)-কে দিও। আর এই অধমকে তাঁর মহান দরবারে বারে বারে হাযির হয়ে সালাম পেশ করার এবং তাঁর শাফায়াত লাভ করার তওফিক দিও।

—বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২৮/১২/৮০

সূচি-নির্দেশিকা

বিষয় ----------পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

নূরে মোহাম্মদীর বিবরণ---------- ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রিয়নবীর (দঃ) উচ্চ মর্যাদার বিবরণ ---১৭

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের
উচ্চ বংশের বিবরণ ---------- ২৩

চতুর্থ অধ্যায়

প্রিয়নবী (সা.)-এর নূরের নিদর্শনের কথা, যা তাঁর পিতা ও
অন্যান্য পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে---------- ২৬

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন
প্রকাশিত বরকতসমূহ ---------- ২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রিয়নবীর (দঃ) জন্মগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ---------- ৩১
মহানবী (দঃ)-এর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে আহলে
কিতাবদের ভবিষ্যদ্বাণী ---------- ৩৪

সপ্তম অধ্যায়

প্রিয়নবী হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের দিন, মাস,
বছর ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা
জন্মগ্রহণের দিন ও তারিখ---------- ৩৮

অষ্টম অধ্যায়

হুজুর (দঃ)-এর শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা ---------- ৩৯

নবম অধ্যায়

প্রিয়নবী (দঃ) যাঁদের স্নেহ যত্ন লাভ করেছেন এবং যাঁদের দুগ্ধ
পান করেছেন তাঁদের বিবরণ---------- ৪৭

দশম অধ্যায়

যৌবন কাল থেকে নবুওয়্যত লাভ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ---- ৪৯

একাদশ অধ্যায়

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিরোধিতা---------- ৫২
মে'রাজ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা ---------- ১০৫
আয়াতুল এস্‌রার তফসীর---------- ১০৯
বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ---------- ১২০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mustafa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

বিষয় ---------- পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবিসিনিয়ায় হিজরত ---------- ১২২

চতুর্দশ অধ্যায়

নবুওয়্যত লাভের পর মক্কী জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ---------- ১২৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

হিজরতে মদীনা ---------- ১২৭

ষোড়শ অধ্যায়

হিজরতের পরের ঘটনাবলী ---------- ১৩১

সপ্তদশ অধ্যায়

জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা ---------- ১৩৩

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন দলের ইসলাম গ্রহণ ---------- ১৫৬

ঊনবিংশ অধ্যায়

কর্মচারী নিয়োগ ---------- ১৫৯

বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট দাওয়াত নামা প্রেরণ ---------- ১৬০

একবিংশ অধ্যায়

মো'জেযা প্রসঙ্গ ---------- ১৬২

আলমে মায়ানী ---------- ১৬৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

হুজুর (দ.)-এর বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত অর্থ ---------- ১৭৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর বৈশিষ্ট্য ---------- ১৭৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ---------- ১৮১

পানাহার যা খাদ্য হিসেবে অথবা ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ---- ১৮১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

হুজুরের (দ.) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবায়ে কেরাম ও খাদেমবৃন্দ ---------- ১৯০

স্ত্রীগণ ---------- ১৯০

বাঁদী ---------- ১৯১

সন্তান-সন্ততি ---------- ১৯১

হুজুরের (দ.) পিতৃব্যগণ ---------- ১৯১

বিষয় ---------- পৃষ্ঠা

ফুফু ---------- ১৯২

গোলাম ও বাঁদী ---------- ১৯২

হুজুরের (দ.) গৃহের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ---------- ১৯২

প্রহরীবৃন্দ ---------- ১৯৩

ওহী লিপিবদ্ধকারীগণ ---------- ১৯৩

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবী (দ.)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত ও নেয়ামতসমূহ ---------- ১৯৪

হুজুরের (দ.) মৃত্যুর ঘটনা ---------- ২০১

প্রিয়নবীর (দ.) তিরোধান ---------- ২০৩

কাফন ---------- ২০৫

দাফন ---------- ২০৫

জিয়ারত ---------- ২০৭

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হুজুর আকরাম (দ.) আলমে বরযখে ---------- ২০৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবীর (দ.) কয়েকটি বিশেষ ফজিলত যা কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হবে ---------- ২১৩

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবী (দ.)-এর সে সমস্ত ফযিলত, যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে ---------- ২১৯

ত্রিংশ অধ্যায়

সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে হুজুরই (দ.) সর্বোত্তম ---------- ২২৪

একত্রিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা যাতে হুজুর (দ.) এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে ---------- ২২৭

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

হুজুর আকরাম (দ.)-এর বন্দেগীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে ---------- ২৩৩

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়

উম্মতের প্রতি মহানবীর (দ.) দয়া-মায়া ---------- ২৩৬

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবীর (দ.) প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ---------- ২৪০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (দ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ---------- ২৪৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

 click @islamibookbd.wordpress.com

বিষয় ---------- পৃষ্ঠা

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (দ.) এর প্রতি দরূদ পাঠের ফজিলত ----------২৫৩
দরূদ শরীফের আদব---------- ২৬০

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

হুজুর (দ.)-কে ওসিলা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা ----------২৬১

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর আলোচনা অধিক পরিমাণ হওয়া---------- ২৬৬

উনচত্তারিংশ অধ্যায়

স্বপ্নে প্রিয়নবী (দঃ)-এর দীদার লাভ সম্পর্কে---------- ২৬৯

চত্বারিংশ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম, আহ্‌লে বায়ত এবং ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা ----------২৭৩
"ফাজায়েলে আহলে বায়েত" ----------২৭৫
আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারেস ওলামাদের ফজিলত ----------২৭৭
সালাত ও সালামের চল্লিশ হাদীস---------- ২৮০

পরিশিষ্ট

প্রিয়নবী (দ.)-এর দৃষ্টিশক্তি----------৩০১
প্রিয়নবী (দ.)-এর দৈহিক শক্তি ---------- ৩০২
প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ----------৩০২
প্রিয়নবী (দ.)-এর আলাপ-আলোচনা, তাঁর খাদ্যদ্রব্য, নিদ্রা এবং ওঠা-বসা সম্পর্কে---------- ৩০৩
প্রিয়নবী (দ.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী, বীরত্ব, দানশীলতা, মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগ এবং আন্তরিকতা---------- ৩০৩

ক্ষমা ও ঔদার্যে প্রিয়নবী (দ.)

মহানবীর (দ.) মজলিস---------- ৩০৮
প্রিয়নবীর (দ.) জীবনধারা----------৩০৯
প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর খোদাভীতি এবং সাধনা----------৩১০
প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর সৌন্দর্য ----------৩১০
ধৈর্য ও সহনশীলতা ----------৩১১
প্রিয়নবীর (দ.) কেশ মুবারক ও পোশাক ----------৩১২
প্রিয়নবীর (দ.) অন্তিম মুহূর্ত----------৩১৬
ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে প্রিয়নবীর (দ.) এরশাদ ----------৩১৭
মহানবীর (দ.) কৌতুক----------৩১৭
হযরত ঈসা (আ.) হবেন অনুসারী ----------৩১৭
আল্লাহ্‌পাকই মহানবীর (দ.) হেফাজত করেছেন----------৩১৭

— ০ —

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

নূরে মোহাম্মদীর বিবরণ

প্রথম বিবরণ

আবদুর রাজ্জাক তাঁর সনদসহ হযরত যাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমাকে এই খবর দিন যে, আল্লাহ্‌পাক সর্বপ্রথম কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে যাবের। আল্লাহ্‌পাক সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে নিজের নূর থেকে (অর্থাৎ নিজের নূরের ফয়েজ দ্বারা) সৃষ্টি করেছেন। সেই নূর আল্লাহ্‌পাকের কুদরতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণরত ছিল; আর সে সময় লওহ, কলম, বেহেশত, দোজখ কিছুই ছিল না, ফেরেশতাও ছিল না, এমনকি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন ও মানব এক কথায় কিছুই ছিল না।

অতঃপর যখন আল্লাহ্‌পাক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন সেই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করেন। একভাগ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লওহ, আর তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করেন। এরপর সুদীর্ঘ হাদিস রয়েছে।

ফায়দা ঃ এই হাদসি দ্বারা এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নূরে মোহাম্মদী হলো আল্লাহ্‌পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেননা, যেসব জিনিসের ব্যাপারে প্রথমে সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, সেই সবগুলোর সৃষ্টি যে নূরে মোহাম্মদীর পর, তা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত এরবাজ ইব্‌নে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাকের নিকট আমি তখন খাতেমুন্‌নাবীয়্যীন নির্বাচিত হয়েছিলাম, যখন আদম আলাইহিস সালাম পয়দাও হননি– এই বিবরণটি আহমদ এবং বায়হাকীর। আর হাকেম এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন। (ফায়দা) মেশকাত শরীফে ও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

তৃতীয় বিবরণ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যখন আদম (আ.) দেহ এবং আত্মার মাঝামাঝি ছিলেন। (অর্থাৎ যখন হযরত আদম (আ.)-এর দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি)। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিযি শরীফে, ইমাম তিরমিযি (র.) এই হাদীসের প্রশংসা করেছেন।

আর এমনি শব্দ মাইসারাহ গেবতীর বিবরণে এসেছে। ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী (র.) স্বীয় ইতিহাসে এবং আবু নাঈম হুলিয়াতে এই বিবরণ পেশ করেছেন। আর হাকেম তার সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ বিবরণ

"যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। কবে আপনি নবী নির্বাচিত হয়েছেন? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আদম আলায়হিস সালাম যখন রুহ এবং আত্মার মাঝখানে ছিলেন, তখন আমার নিকট থেকে নবুওয়তের শপথ লওয়া হয়েছে।" (যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন "এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে আর আপনার নিকট থেকে এবং নূহ আলায়হিস সালাম থেকে।")

পঞ্চম বিবরণ

ইমাম জয়নুল আবেদীন তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি আদম আলায়হিস সালামের জন্মের ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমার পরওয়ারদিগারের দরবারে একটি নূর ছিলাম।

ফায়দা ঃ এই সংখ্যায় কম হতে পারে না, বেশী হওয়াটাকে বাঁধা দেয়া যায় না। সুতরাং যদি বেশীর বিবরণের প্রতি দৃষ্টিপাত হয় তবে সন্দেহ করা উচিত হবে না। প্রশ্ন হতে পারে যে, বিশেষ করে এই সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ত এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ বিবরণ

আবি সহল কাহতানের আমালী গ্রন্থের একাংশে সহল এবনে সালেহ হামদানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে আলী (অর্থাৎ ইমাম বাকের) থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাঁর আগমন তো সকলের শেষে হয়েছে, এমন অবস্থায় তিনি সকলের অগ্রবর্তী কিভাবে হলেন?

তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্পাক যখন সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠ থেকে বের করেছিলেন, তখন সকলকে (আত্মাকে) প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সর্বপ্রথম তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন– بلى হ্যাঁ "অবশ্যই" বলে, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সকলের পরে প্রেরিত হয়েও সর্বাগ্রে রয়েছেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

ফায়দা ঃ যদি এই অঙ্গীকার গ্রহণের সময় আত্মার সাথে রুহের মিলনও ঘটতো তবে তখনও রুহের হুকুমই প্রভাবশালী হতো। এজন্যে এই রেওয়ায়েতকে নূরের বিবরণে সন্নিবেশিত করা সমিচীন মনে করেছি। আর পূর্বে ইমাম শাবীর রেওয়ায়েতে রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পূর্বে হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে। আর এই অঙ্গীকার হলো "আলাসতু বিরাব্বিকুম" বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এটি আদম আলায়হিস সালামের সৃষ্টির পরের ঘটনা, সম্ভবতঃ নবুওতের এই অঙ্গীকার শুধু তাঁর সাথেই ছিল, আর কেউ এতে শরীক হয়নি। যেমন উক্ত হাদীসেও এর কিছু ইঙ্গিত রয়েছে।

সপ্তম বিবরণ

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি আপনার কিছু প্রশংসা করি (যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রশংসাও এবাদত, তাই)। তিনি এরশাদ করলেন ঃ বলুন, আল্লাহ্পাক আপনার রসনাকে রক্ষা করুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

কবিতা ঃ

من قبلها طبت فى الظلال وفى * مستودع حيث يخصف

الورق ثم هبطت البلاد لابشر * انت ولا مضغة ولا علق بل

نطفة تركب السفين وقد * الجم نشرا واهله الغرق تنقل

من صالب الى رحم * اذا مضى عالم بدا طبق وردتنا،

الخليل مكتتما * فى صلبه انت كيف يحرق حتى احتوى

بيتك المهيمن من * خندف عليه تحتها النطق وانت لما

ولدت اشرقت * الارض وضائت بنورك الافق فنحن فى ذالك

الضياء وفى النور * سبل الرماد نخترق ـ

অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আবির্ভাবের পূর্বে আপনি বেহেশতের ছায়ায় ছিলেন অত্যন্ত খোশহাল অবস্থায়, আর সেই আমানতের স্থানে যেখানে বেহেশ্‌তের বৃক্ষের লতাগুলো জড়ান হতো (অর্থাৎ আপনি ছিলেন আদম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠে যখন তিনি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে জান্নাতের ছায়ায় ছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামও সেখানে ছিলেন আর আমানতের স্থানের ব্যাখ্যাও এখানে পৃষ্ঠ, যেমন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো মুস্তাওদাউন। আর বৃক্ষপত্র জড়ানোর দ্বারা ইঙ্গিতও করা হয়েছে সেই ঘটনার দিকে যে, আদম আলায়হিস সালাম নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করলে জান্নাতী পোশাক আপনা-আপনি চলে যায়, তখন তিনি বৃক্ষপত্রগুলো একত্রিত করে শরীরে জড়িয়েছিলেন অর্থাৎ তখনও তিনি মোস্তাওদায়ে ছিলেন।), অতঃপর তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি পূর্ণ মানুষও ছিলেন না, মাংসপিণ্ডও ছিলেন না, জমাট রক্তও ছিলেন না। এই অবস্থাটা অপূর্ণ দেহ তৈরী হওয়ার নিকটতম অবস্থা। আর হযরত আদম আলায়হিস সালামের অবতরণের সময় অপূর্ণ দেহ যে ছিলেন না তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, আর পৃথিবীতে অবতরণও আদম আলায়হিস সালামের মাধ্যমে হয়েছিল, যা

হোক, তিনি তখন পূর্ণ মানুষও ছিলেন না, জমাট রক্তও ছিলেন না, মাংসপিণ্ডও ছিলেন না। বরং পূর্বপুরুষের পৃষ্ঠে শুক্রজাত বস্তু ছিলেন আর সেই বস্তু যখন নূহ আলায়হিস সালামের তরীতে আরোহণ করলো তখন অবস্থা এমন ছিল যে, নসর নামক মূর্তি এবং তাঁর অনুসারীরা প্রলয়ংকারী বন্যার শিকার হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল অর্থাৎ হে রাসূলুল্লাহ্! তোমার অছিলায়ই নূহ আলায়হিস সালামের তরী রক্ষা পেয়েছিল। মাওলানা জামী তাঁর এক কবিতায়ও এই কথাটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ যদি তুমি হে রাসূলুল্লাহ্ নূহের তরীর আরোহী না হতে তবে কি করে সেই তরী জুদি পাহাড়ে পৌঁছত এবং রক্ষা পেত। আর সেই শুক্র একের পরে এক পৃষ্ঠ থেকে স্বস্থান পরিবর্তন করতে লাগলো এবং সম্মুখে অগ্রসর হলো। এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠেও উপনীত হয়ে নমরুদের অগ্নি থেকে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের রক্ষা পাওয়ার কারণ হলো, কেননা যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম রয়েছেন তখন অগ্নি তাকে কিভাবে স্পর্শ করতে পারে? আর এভাবে তিনি পরপর স্থান বদল করে খন্দফ-এর বংশে এসে উপস্থিত হন।

খন্দফ খেতাব হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দূরসম্পর্কীয় পিতামহ মুদরেকা ইবনে ইলিয়াসের মাতার বংশধরদের। যাঁর সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বংশের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

আর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন যমীন আলোকিত হয়, তাঁর নূরে সমগ্র বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়, তাই আমরা সেই নূরের আলোতেই হেদায়েতের পথ অতিক্রম করি।

কবিতা ঃ

وكل اى انى الرسل الحرام بها * فانما التصلت من نورة

بهم فانه شمس فضل هم كواكبها * ويظهرن انوارها للناس

فى ظلم يارب صل وسلم دائما ابدا * على حبيبك خير

الخلق كلهم ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আর যত মোজেযা, যত অলৌকিক ঘটনা অন্যান্য রসূলগণের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নূরের বরকতেই হয়েছে। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হলেন নবুওয়তের আকাশের সূর্য, সকল গুণ, যাবতীয় মাহাত্ম্যের অধিকারী সূর্য, আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিস সালাম হলেন সেই সূর্যের চারিপার্শ্বের নক্ষত্ররাজী।

"হে পরওয়ারদিগার! চিরদিন দরূদ ও সালাম নাযেল কর তোমার প্রিয় নবীর প্রতি যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি।"

❋❋❋

দ্বিতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রিয় নবীর (দঃ) উচ্চ মর্যাদার বিবরণ

প্রথম বিবরণ

হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক আরশের উপর লিপিবদ্ধ দেখেছেন। আর আল্লাহ্পাক আদম আলায়হিস সালামকে এরশাদ করেছেন ঃ যদি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টির ইচ্ছা না হতো তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

ফায়দা ঃ এতদ্বারা হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিকট হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ফজিলত প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আদম আলায়হিস সালামের দ্বারা ভুল হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে আরজ করলেন; "হে পরওয়ারদিগার। আপনার নিকট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উছিলায় দরখাস্ত করছি যে, আমাকে মাফ করুন।" তখন আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ "হে আদম তুমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরিচয় কিভাবে লাভ করলে? অথচ আমি এখনও তাঁকে সৃষ্টি করিনি।" আদম আলায়হিস সালাম আরজ করলেন ঃ হে পরওয়ারদিগার আমি এভাবে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম যে, যখন আমাকে আপনি স্বহস্তে সৃষ্টি করলেন, আর আমার মাঝে আত্মা দান করলেন তখন আমি মহান আরশের খুঁটির উপর লিপিবদ্ধ দেখলাম "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, আপনি নিজের পবিত্র নামের সাথে এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হবেন। আল্লাহপাক এরশাদ করেন ঃ হে আদম! তুমি সত্যবাদী, সত্যই সে আমার নিকট সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। আর যখন তুমি আমার নিকট তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekqane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

উসিলায় দরখাস্ত করেছ, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াল্লাসামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

বায়হাকী এই হাদীসখানি রেওয়ায়েত করেছেন আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ এবনে আসলামের বিবরণ থেকে। আর বলেছেন, এর সঙ্গে আবদুর রহমান একা রয়েছেন, আর হাকেমও এই রেওয়ায়েত করেছেন এবং এই বিবরণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। আর তাবারানীও এর উল্লেখ করেছেন তবে তাতে একটি বাক্য বেশী আছে যে, (আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন) তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে সমস্ত নবীদের পরে সর্বশেষ নবী।

তৃতীয় বিবরণ

এবনুল জাওযি স্বীয় গ্রন্থ সালাতুল আহযানে লিখেছেন যে, আদম আলায়হিস সালাম যখন হযরত হাওয়া আলায়হিস সালামের নৈকট্য কামনা করলেন তখন তিনি মোহর দাবী করলেন। আদম আলায়হিস সালাম তখন আল্লাহ্পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদিগার। আমি তাঁকে মোহর হিসাবে কি বস্তু প্রদান করব? এরশাদ হলো, হে আদম আমার হাবীব মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিশ বার দরূদ পেশ কর। আদম আলায়হিস সালাম তাই করলেন।

চতুর্থ বিবরণ

আহমদ, বাজ্জাজ, তাবারানী এবং হাকেম ও বায়হাকী এরবাজ এবনে সারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমি আমার পিতামহ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের দোয়া এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের খোশখবরী।

ফায়দা ঃ এতে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

প্রথমত ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ الآية

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ الآية

দ্বিতীয়ত ঃ

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِ اسْمُهٗ أَحْمَدُ ـ

প্রথম আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-এর দোয়া এই যে, আমাদের বংশধরদের মধ্যে তোমার অনুগত একটি দল সৃষ্টি করো, আর এই দলে এমন একজন পয়গম্বর প্রেরণ কর, যার এই গুণাবলী হবে। এতদ্বারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, তিনি ভিন্ন এমন কোনো নবীর আবির্ভাব হয় নি, যিনি হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর।

আর দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথার উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি সুসংবাদ প্রদান করি এমন একজন রসুলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহমদ হবে।

পঞ্চম বিবরণ

মেশকাতে বোখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস থেকে এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, তাওরাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এই গুণ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, "পয়গম্বর, আমি আপনাকে উম্মতের অবস্থার সাক্ষী হিসাবে এবং সু-সংবাদদাতা হিসাবে, ভয় প্রদর্শনকারীরূপে এবং উম্মী দলের আশ্রয়স্থলস্বরূপ প্রেরণ করেছি। ("উম্মী দল" শব্দ দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমরা একটি উম্মী জামাআত) আপনি আমার বান্দা এবং পয়গম্বর, আমি আপনার নামকরণ করেছি মোতাওয়াক্কেল, আপনি কড়া মেজাজের লোক নন। আপনি হাট-বাজারে চিৎকার করে ফিরেন না। আপনি মন্দের বদলা মন্দ কাজ দ্বারা দেন না বরং মাফ করে দেন। আল্লাহ্পাক সে পর্যন্ত আপনাকে মৃত্যুবরণ করাবেন না, যে পর্যন্ত কুফরকে ঈমানের দ্বারা পরিবর্তন না করেন। এভাবে যে, মানুষ কালেমা পড়তে থাকবে আর সেই কালেমার বরকতে অন্ধ চক্ষুগুলো দেখতে থাকবে, বন্ধ কর্ণগুলো শ্রবণ করতে থাকবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এবং রুদ্ধ অন্তরগুলো উন্মুক্ত হবে (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না সত্য ধর্ম পরিপূর্ণভাবে প্রচার এবং প্রসার লাভ করবে সে পর্যন্ত আপনার মৃত্যু হবে না)।"

ষষ্ঠ বিবরণ

মেশকাত শরীফে মাসাবী এবং দারেমী থেকে হযরত কা'বের যে বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে তাওরাতের উদ্ধৃতি রয়েছে। আর তাতে লেখা রয়েছে, মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমার বান্দা এবং পছন্দনীয় বান্দা। তিনি মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ মন্দ ব্যবহার দ্বারা গ্রহণ করেন না বরং ক্ষমা প্রদর্শন করেন। মক্কা তাঁর জন্মস্থান। মদীনা শরীফ তাঁর হিজরতের স্থান। আর তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র হলো সিরিয়া।

ফায়দা ঃ যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে সিরিয়াই ছিল মুসলমানের রাজধানী। আর সেখান থেকে ইসলামের প্রচার হয়েছে ব্যাপকভাবে।

সপ্তম বিবরণ

মেশকাত শরীফে তিরমিযি শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর পাশাপাশি একথাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাঁরই পার্শ্বে সমাধিস্থ হবেন।

ফায়দা ঃ সর্বশেষ উল্লেখিত এই তিনটি বিবরণের বর্ণনাকারীগণ সাবেক আসমানী গ্রন্থসমূহের অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। প্রথম এবং শেষ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী আর মধ্যম বিবরণের বর্ণনাকারী তাবেঈ। আর পবিত্র কোরআনের কোনো কোনো আয়াতও এই বিবরণসমূহের অর্থ বহন করে। যেমন দুটি আয়াতের অর্থ এই অধ্যায়ের চতুর্থ বিবরণীর ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে। আর তিনটি আয়াত আরও উল্লেখিত হচ্ছে। তৃতীয় আয়াত সুরায়ে আ'রাফে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন ঃ "এমন সব লোক যারা অনুসরণ করে উম্মী নবীর, যাদের উল্লেখ তাওরাত-ইঞ্জিলে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তারা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, উত্তম বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল ঘোষণা করবে আর মন্দ বস্তুসমূহকে হারাম জানবে, আর যেসব হুকুম অত্যন্ত কঠিন সেগুলোকে মুলতবী করবে।

চতুর্থ আয়াত সুরায়ে ফাত্হে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্পাকের রসূল আর তাঁর সাথে যারা রয়েছে তারা এমন গুণে গুণান্বিত আর তাদের গুণাবলী ইঞ্জিল ও তাওরাতে এভাবে স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম আয়াত সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ পাক যখন আহলে কিতাবের নিকট তাদের অর্জিত জ্ঞানের সত্যতা বর্ণনাকারী কিতাব প্রেরণ করেছেন, অর্থাৎ কোরআনে করীম নাজিল হয়েছে, আর তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কাফেরদের মোকাবেলায় বিজয় লাভের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করত অথবা এই আহলে কিতাবগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের খবর তাদের নিকট প্রকাশ করতো। অতএব, তাদের নিকট পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার এবং যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল হবে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর সত্যতা অস্বীকার করে বসলো।

ফায়দা ঃ তাদের এই পরিচিতি লাভ হয়েছে সাবেক আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে। অতএব, সাবেক আসমানী গ্রন্থসমূহে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উল্লেখ রয়েছে। তাদের এই পরিচিতির কথা পবিত্র কোরআনের সূরায়ে বাকারায় এভাবে এরশাদ হয়েছে।

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ـ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের সন্তানদেরকে যেভাবে তারা জানে, এমনিভাবে তারা শেষ নবী (দঃ) সম্পর্কেও জানে।

কবিতা ঃ

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَّخُلُقٍ * وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمٍ ـ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ * غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ ـ

وَوَافِقُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ * مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ ـ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

অর্থাৎ পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সুন্দরতম আকৃতি এবং প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। উভয়দিক থেকে তিনি সকল নবীদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। আর তাঁরা জ্ঞান এবং মর্যাদার দিক থেকে তাঁর নিকটবর্তী হতে পারেননি। সকল নবীগণ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে অন্বেষকারী, তাঁদের অবস্থা এমন যেন তাঁর মা'রেফাতের মহাসমুদ্র থেকে সামান্য পরিমাণ পানীয় গ্রহণকারী। আর তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নিকট নিজ নিজ নির্দিষ্ট মাকামে দণ্ডায়মান। তাঁদের অবস্থা তাঁর জ্ঞানের অনুপাতে একটি কিতাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম নোক্তার সমান, অথবা যের, যবরের সমান। হে পরওয়ারদিগার। সর্বদা দরূদ ও সালাম পেশ কর, তোমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম।

❋❋❋

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উচ্চ বংশের বিবরণ

প্রথম বিবরণ

মেশকাত শরীফে তিরমিযি শরীফের সূত্র থেকে হযরত আব্বাস (রা.)-এর বিবরণ সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহর পুত্র, আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র। আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে আমাকে সর্বোত্তম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন–অর্থাৎ মানবরূপে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন, আরব এবং আজম। আমাকে উত্তম ভাগ অর্থাৎ আরবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর আরবের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রয়েছে, আমাকে উত্তম গোত্র অর্থাৎ কোরাইশ গোত্রে সৃষ্টি করেছেন। আর কোরাইশদের মধ্যেও কয়েকটি বংশ সৃষ্টি করেছেন, আমাকে সর্বোত্তম বংশ বনি-হাশেম বংশে সৃষ্টি করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তম আর বংশের দিকে থেকেও আমি সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি বিবাহের মাধ্যমেই জন্ম লাভ করেছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। হযরত আদম থেকে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত বর্বরতার যুগের কোনো ব্যভিচারের ঘটনা ঘটেনি। (অর্থাৎ আমার বংশ সম্পূর্ণ পবিত্র রয়েছে। তাবারানী, আবু নায়ীম, এবনে আসাকের আর মাওয়াহেবেও এমনি বিবরণ রয়েছে)।

তৃতীয় বিবরণ

এই বিবরণটি উপস্থাপিত করেছেন আবু নায়ীম, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোনো নারী পুরুষ অবৈধভাবে মেলামেশা করে নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর বংশকে সর্বদা পবিত্র

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

রেখেছেন। পূর্ব পুরুষকে সর্বদা মন্দ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে পবিত্র রেখেছেন। আর যখন বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে, যেমন আরব অনারব, কোরাইশ এবং অকোরাইশ। এমন অবস্থায় আমাকে আল্লাহ্পাক উত্তম গোত্রে রেখেছেন।

চতুর্থ বিবরণ

দালায়েলে আবুনায়ীমে হযরত আয়েশার (রা.) বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) প্রিয়নবী (দঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আর প্রিয়নবী (দঃ) হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর কথা বর্ণনা করেছেন ঃ আমি সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তম কোনো মানুষ দেখি নাই, আর বনি হাশেমের চেয়ে উত্তম কোনো গোত্রও দেখি নাই– তাবারানীও অনুরূপ বিবরণ পেশ করেছেন। শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজার বর্ণনা করেন ঃ এই হাদীসের সত্যতা সুপ্রমাণিত। এমন বিবরণ স্থান পেয়েছে মাওয়াহেবেও। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর এই কথার যেন যথার্থ অনুবাদ করা হয়েছেঃ

آفاقها گردیده ام مهر بتان ورزیده ام

بسیار خوبان دیده ام لیکن توچیزے دیگری

অর্থাৎ সারাবিশ্ব-ভ্রমণ করেছি, অনেক সুন্দরীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু তবুও বলব তুমি অনন্য, অসাধারণ, তুমি অদ্বিতীয়।

পঞ্চম বিবরণ

মেশকাত শরীফে মুসলিম শরীফ থেকে ওয়াসেলাহ এব্নুল আসকার বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, আমি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্পাক ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের থেকে কেনানাহকে নির্বাচন করেছেন, আর কেনানাহ থেকে কোরাইশকে নির্বাচন করেছেন, আর কোরাইশ থেকে বনি হাশেমকে এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন। আর তিরমিযি শরীফের বিবরণে রয়েছে ঃ ইব্রাহিম (আ.)-এর সন্তানদের থেকে ইসমাইল (আ.)-কে নির্বাচন করেছেন।

اَكْرَمْ بِهٖ نَسَبًا طَابَتْ عَنَاصِرُهٗ * اَصْلاً وَفَرْعًا وَقَدْ سَادَتْ بِهِ الْبَشَرُ.

مُطَهَّرٌ مِّنْ صِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ * كَيْشُوْبُهٗ قَطُّ لاَ نَقْصٌ وَلاَ كَدُوْرُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُوْرُ.

(১) তাঁর বংশ কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, বস্তুতঃ তাঁর দ্বারা মানব জাতি সম্মানিত হয়েছে।

(২) মুর্খতার যুগের যাবতীয় কালিমা থেকে তাঁর বংশ পবিত্র রয়েছে, তাঁকে কোনো দোষ স্পর্শ করেনি।

(৩) হে পরওয়ারদেগার! তোমার পেয়ারা হাবীবের প্রতি সর্বদা দরূদ ও সালাম নাযেল কর, যাঁর দ্বারা যুগ যুগ ধরে মানবতার মান উন্নীত হয়েছে, বিভিন্ন যুগ সৌন্দর্য এবং গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়

প্রিয়নবী (সা.)-এর নূরের নিদর্শনের কথা, যা তাঁর পিতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে

১ম হাদীস

হাফেজ আবুসাঈদ নেশাপুরী আবুবকর ইবনে আবি মরিয়াম থেকে, আর তিনি সাঈদ ইবনে আমর আনসারী থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা থেকে, আর তিনি কা'বুল আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নূরে মুবারক আবদুল মোত্তালিবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়, আর তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তিনি একদিন হাতীমে কা'বায় ঘুমিয়ে পড়েন, যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন দেখলেন তাঁর চোখে সুরমা ব্যবহৃত হয়েছে, আর মাথায় তৈল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরিধান করানো হয়েছে, তিনি নিজেকে এই অবস্থায় দেখে হতবাক হলেন এবং কিছুই জানতে সক্ষম হলেন না যে, এসব কিছু কে করেছে?

তাঁর পিতা কোরাইশদের গণকদের নিকট গমন করলেন এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন, তখন তারা জবাব দিল যে, জেনে রাখ, আসমান যমীনের স্রষ্টা এই যুবককে বিয়ে করার হুকুম দিয়েছেন। তাই তিনি সর্বপ্রথম "কাইলা" নাম্নী এক নারীর পানি গ্রহণ করলেন। তার মৃত্যুর পর ফাতেমাকে বিয়ে করলেন এবং তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন। আর আবদুল মোত্তালিবের দেহ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ আসতে লাগলো এবং হুজুর (দঃ)-এর নূর তার ললাটে চমকে উঠলো। আর যখন কোরায়েশ গোত্র অভাবগ্রস্ত হতো তখন আবদুল মোত্তালেবের হাত ধরে তারা মুছবির পাহাড়ের দিকে গমন করত এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতো এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করত। আল্লাহ্পাক হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর নূরের বরকতে রহমতের বৃষ্টি দান করতেন।[১]

১. মাওয়া হেব।

২য় হাদীস

আবুনাঈম এবং খারায়েকী ইবনে আসাকের হযরত আতার সুত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবদুল মোত্তালেব তদ্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহকে তাঁর বিবাহের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে একজন ইহুদী মহিলা গণকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, সে ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেছিল তার নাম ছিল ফাতেমা খাশিয়াহ। সে আবদুল্লাহর চেহারায় নূরে নবুয়াত দেখতে পেয়ে তাঁকে নিজের দিকে ডাকলো কিন্তু আব্দুল্লাহ তার নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। মাওয়াহেব গ্রন্থেও এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩য় হাদীস

যখন আবরাহা বাদশা তার বিরাট হস্তি বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করলো তখন আবদুল মোত্তালেব কোরায়েশ গোত্রের কয়েকজন লোকসহ মুছবির পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তখন আবদুল্লাহর ললাটে হুজুর (দঃ)-এর নূর মোবারক গোলাকার চক্রের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। এমনকি তাঁর জ্যোতি বাইতুল্লাহ শরীফের উপর বিচ্ছুরিত হলো। আবদুল মোত্তালেব এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে কোরাইশদেরকে বললেন ঃ আমরাই বিজয়ী হব। অতঃপর আবরাহার সৈন্যরা যখন আবদুল মোত্তালেবের উষ্ট্র ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং আবদুল মোত্তালেব স্বীয় উষ্ট্র ফিরিয়ে আনার জন্য আবরাহার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের চেহারার নূর দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়ে আবদুল মোত্তালেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে নিজের পার্শ্বে উপবেশন করালেন। মোটকথা, হুজুর (দঃ)-এর নূর মোবারকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য এত অধিকতর ছিল, যে কারণে আবরাহা বাদশা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হয়।[১]

ما فيه الاهمام قد سما عظما + او سيد نحو فعل الخير متبدر ـ

তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে রয়েছেন সকলেই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী বা এমন মহান নেতৃবৃন্দ, যাঁরা ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী এবং কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুতগামী।

১. তারিখে হাবীবুল্লাহ মওলানা এনায়েত আহমদ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

حتى بدا مشرقا من والديه وقد * تجملت بحلاه الشمس والقمر

অবশেষে তিনি তাঁর পিতা মাতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সারা বিশ্বকে আলোকময় করে দিলেন, এমনকি তাঁর নূর থেকেই চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত আলো লাভ করলো।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُوْرُ ـ

❋❋❋

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন প্রকাশিত বরকতসমূহ

১ম হাদীস

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পুণ্যময়ী-মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওহাব থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হুজুর (দঃ) তাঁর মাতৃগর্ভে আগমন করলেন তখন তাঁর মাতাকে স্বপ্নে এই সুসংবাদ দান করা হলো যে, তুমি এই উম্মতের দরপতিকে গর্ভধারণ করেছ। যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন তখন তুমি পাঠ করবে

اُعِيْذُهٗ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ ـ

এবং তাঁর নাম মোহাম্মদ রাখবে।[১]

২য় হাদীস

হুজুর (দঃ)-এর মাতা অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন এমন একটা নূর বা আলো প্রকাশিত হত, যদ্বারা সুদূর সিরিয়া ও বসরার ইমারতসমূহ পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন।[২]

ফায়দা ঃ হুজুর (দ.)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর মাতা এমনি নূর দেখেছিলেন। তবে উপরোল্লেখিত ঘটনা জন্মগ্রহণকালীন ঘটনা থেকে পৃথক।

৩য় হাদীস

হুজুর (দঃ)-এর মাতা আরও বর্ণনা করেন যে, আমি কোনো স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা এত অধিক সহজ ও হালকা দেখিনি যত হালকা এই সময় ছিল।

১. সীরাতে এবনে হিসাম।
২. সীরাতে এবনে হিসাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

"সুব্‌ক" অর্থ ভারী ছিল না, আর "সহল" অর্থ কোনো প্রকার কষ্ট, অলসতা, দুর্বলতা, ক্ষুধা না হওয়ায় কষ্ট ছিল না। "সামামা" নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় এই পরিমাণ ওজন হয়েছিল যে, মা আমেনা অন্যান্য মহিলাগণের নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। হাফেজ আবু নাঈম বলেন যে, গর্ভের প্রারম্ভিক অবস্থায় বেশ ওজন হয়েছিল (হাকীমূল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এ ছিল মাহাত্ম্যের ওজন যেমন ওহী নাজেল হওয়ার সময় ওজন হয়েছিল।) এমন ওজন অবশ্য মনের প্রফুল্লতা দূরীভূত করে না। অতঃপর সেই ওজন হালকা হয়ে যায়। গর্ভধারণের সময় সাধারণতঃ মাতৃজাতির যে কষ্টদায়ক অবস্থায় হয়, হুজুর (দ.)-এর মাতার অবস্থা তার চেয়ে অনেক সহজ ও আরামদায়ক ছিল।

❋❋❋

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রিয়নবীর (দঃ) জন্মগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা

১ম হাদীস

মোহাম্মদ ইবনে সা'দ হযরত আতা ও ইবনে আব্বাস সহ আরও বহু লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দঃ) এর মাতা হযরত আমেনা বলেন যে, তাঁর জন্মলগ্নের পর মুহূর্তেই একটা নূর প্রকাশিত হলো যার আলোতে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সবকিছুই আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি যমীনের উপর স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে এক মুষ্টি মাটি গ্রহণ করলেন এবং মাথা উত্তোলন করে আসমানের দিকে তাকালেন।[১]

ফায়দা ঃ এই নূরের কথা অন্য এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐ নূর দ্বারা হুজুরের (দঃ) মাতা সিরিয়ার শাহীমহল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন যে, ورويا امى التى رات এবং একই হাদীসে হুজুর (দঃ) আরও এরশাদ করেছেন যে, وكذالك امهات الانبياء يرين -

অর্থাৎ "আম্বিয়াদের মাতাগণও এমনি নূর দেখেছেন।" ইমাম আহমদ, বাজ্জার, তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী হযরত ইব্‌রাজ থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন যে, ইব্‌নে হাব্‌বান এবং হাকেম এই বর্ণনাকে সত্য ও সঠিক বলেছেন, মাওয়াহেবে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

২য় হাদীস

হযরত ওছমান বিন আবিল আস স্বীয় মাতা ফাতেমা বিন্‌তে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবীর (দঃ) জন্মগ্রহণের সময় আমি দেখতে পেলাম যে "বায়তুল্লাহ" নূরের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো এবং তারকারাজি যমীনের এত নিকটবর্তী হয়ে এল যে, আমার ধারণা হতে লাগলো যে, হয়ত আমার উপর এসে পড়বে।[২]

---

১. মাওয়াহেব।
২. বায়হাকী, মাওয়াহেব।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

৩য় হাদীস

আবু নাঈম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে এবং তিনি তার মাতা শেফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন মা আমিনার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমি তাঁকে নিজের কোলে গ্রহণ করলাম। শিশুদের অভ্যাস অনুযায়ী যখন তাঁর মুখ থেকে আওয়াজ প্রকাশিত হলো তখন আমি কোনো একজন অদৃশ্য ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনলাম ঃ "হে মোহাম্মদ। আল্লাহপাক আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি আরও বলেন যে, আমি দুনিয়ার প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবকিছুই জ্যোতির্ময় হয়ে যেতে দেখলাম। এমনকি রোমের বিভিন্ন শাহীমহল পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অতঃপর তাঁর মাতা থেকে আমি তাঁকে দুগ্ধ পান করালাম এবং বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমি একটা অন্ধকারে ডুবে গেলাম এবং আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এবং মোহাম্মদ (দঃ) আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতঃপর আমি একজন অদৃশ্য ঘোষককে একথা বলতে শুনলাম যে, কে একজন প্রশ্ন করছে যে, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? অন্য একজন জবাব দিচ্ছে যে, প্রাচ্যে। শেফা বলেন, এই ঘটনা সর্বদাই আমাকে প্রভাবিত করে রাখলো অতঃপর আল্লাহ্পাক তাঁকে নবুওয়ত দান করলেন এবং তিনি ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলেন।[১]

ফায়দা ঃ উপরের বর্ণনায় প্রাচ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এতে প্রতীচ্যে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করা হয় না। শামামা গ্রন্থের এক বর্ণনায় প্রতীচ্যের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

৪র্থ হাদীস

প্রিয়নবী (দঃ)-এর জন্মলগ্নের অলৌকিক ঘটনাসমূহের মধ্যে এই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ইরানের শাহীমহল কেঁপে উঠেছিল। চৌদ্দটি পাথর সেই শাহীমহল থেকে খসে পড়েছিল, তরবীয়া হ্রদ হঠাৎ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, পারস্যের এক হাজার বছরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল। ইমাম বায়হাকী আবু নাঈম, খারায়েতী "হাওয়াতিফ" নামক গ্রন্থে এইসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

১. মাওয়াহেব।

ফায়দা ঃ এ সমস্ত ঘটনা ইরান ও সিরিয়ার তৎকালীন রাজত্বের ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

৫ম হাদীস

"সীরাতে ওয়াকেদী" থেকে "ফতহুল বারী" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুজুর (দঃ) জন্মগ্রহণের সময়ই কথা বলেছেন।[২]

২. মাওয়াহেব।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

মহানবী (দঃ)-এর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের ভবিষ্যদ্বাণী

৬ষ্ঠ হাদীস

ইমাম বাইহাকী ও আবু নাঈম হযরত হাচ্ছান বিন ছাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি তখন সাত আট বছরের বালক, আমার বোধশক্তি হয়েছে। একদিন সকালে একজন ইহুদী হঠাৎ চিৎকার করে অন্যান্য ইহুদীগণকে ডাকতে আরম্ভ করলো। তার চিৎকার শ্রবণে সকলে একত্রিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে? এমনিভাবে চিৎকার করছো কেন? হযরত হাচ্ছান (রা.) বলেন ঃ আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাদের কথা শ্রবণ করেছিলাম। সেই ইহুদী জবাব দিল যে, আহ্মদ (দ.)-এর সেই তারকা আজ সকালে (যখন তাঁর জন্মগ্রহণের নির্দিষ্ট মুহূর্ত ছিল) উদিত হয়ে গেছে।[১]

সীরাতে এবনে হিসামে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মোহাম্মদ বিন ইসহাক সাঈদ বিন্ আবদুর রহমান বিন্ হাচ্ছান বিন্ ছাবেতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুজুর (দঃ) যখন মদীনা মোনাওয়ারায় তাশরিফ আনেন, তখন হাচ্ছান বিন ছাবেতের বয়স কত ছিল? তিনি বললেন ঃ ষাট বছর। আর হুজুর (দঃ) ৫৩ বছর বয়সে হিজরত করে মদীনায় তাশরিফ আনেন। তাই এই হিসাব মোতাবেক দেখা যায়, হাচ্ছান বিন্ ছাবেত হুজুর (দঃ) থেকে বয়সে সাত বছর বড়। কাজেই তিনি ঐ ইহুদীর কথা সাত বছর বয়সের সময় শ্রবণ করেছিলেন।

৭ম হাদীস

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ যে রাত্রে প্রিয়নবী (দঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, সেই রাত্রে একজন ইহুদী মক্কার দিকে আগমন করছিল। সে কোরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে কোরাইশ সকল। আজ রাত্রে তোমাদের মধ্যে কি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? তারা জবাব দিল আমরা জানি না। তখন সেই ইহুদী বলল যে, অনুসন্ধান করো। কেননা, আজ রাত্রে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন যার দুই কাঁধের মাঝখানে

১. মাওয়াহেব।

একটা চিহ্ন রয়েছে (যাকে মোহ্রে নবুওয়ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। অতঃপর কোরাইশ অনুসন্ধান করার পর জানতে পারলো যে, আবদুল্লাহ বিন আবদুল মোত্তালিবের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই ইহুদী হুজুরের মাতা আমিনার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি হুজুর (দঃ)-কে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সেই ইহুদী হুজুরের সেই চিহ্ন দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বলল ঃ "আজ থেকে নবুওয়াত বনি ইসরাঈলদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। হে কোরাইশগণ শুনে রাখ। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এই শিশু (মোহাম্মদ) তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবে যার সংবাদ দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রচারিত হবে। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১] হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময়েই আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশিত হয়েছে। হে মানব জাতি! তাঁর সৌন্দর্যময় জন্মগ্রহণ ও তিরোধানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

কবি বলেছেন ঃ

يَوْمًا تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ * قَدْ اُنْذِرُوْا وَالْجُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ -

এমন এক বরকতময় দিনে হুজুর (দঃ) জন্য গ্রহণ করেছেন যেদিন পারস্যবাসী বহু নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং তারা জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে একথা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা মহানবী হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের কারণে তাদের রাজত্ব ধ্বংস করে দেয়ার এবং বিভিন্ন বিপদাপদের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

وَبَاتَ اَيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ * كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمِ -

এবং নওশেরওয়া বাদশার শাহীমহল হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়েছে। আর পারস্যের সেনাবাহিনীর অবস্থা অনুরূপই হয়েছিল। অতঃপর তারা আর কখনও সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগই পায়নি।

১. ফতহুল বারী, মাওয়াহেব।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ * عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ ـ

অগ্নিপূজক পারস্যবাসীর হাজার বছরের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড আক্ষেপের কারণেই নিভে গেল এবং ফোরাত নদী এমন আত্মহারা হলো যে, তার দীর্ঘ দিনের প্রবাহ গতি বন্ধ হয়ে হঠাৎ শুষ্ক হয়ে গেল।

وَسَاءَ سَاوَةُ اَنْ غَاصَتْ بِحَيْرَتِهَا * وَرُدَّ وَارِدُهَا حِيْنَ ظَمِىْ ـ

ফোরাতের পার্শ্ববর্তী "সাদাহ্" এলাকার লোকেরা এ কারণে অত্যন্ত চিন্তিত হলো যে, তাদের নদী শুষ্ক হয়ে গেছে, তাই কোন তৃষ্ণার্ত লোক তার তীরে পানি পান করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

كَاَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ * حُزْنًا وَّبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ ضَرَمِ ـ

এমন মনে হচ্ছে যে, অগ্নি যেন পানিতে আর পানি যেন অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ * وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمِ ـ

জ্বীন জাতিও মহানবী (দঃ)-এর শুভাগমনের জয়গানে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর নূরে সকলেই আলোকিত এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়েরই সত্য প্রকাশিত।

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ * تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

অবিশ্বাসীগণ অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, তাই তারা সুসংবাদও শ্রবণ করল না, ভীতি-প্রদর্শনের প্রতিও কর্ণপাত করল না।

مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ بِاَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعَوَّجَ لَمْ يَقُمِ ـ

আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের গণকরা তাদের জাতিসমূহকে এই বলে সতর্ক করে দেয়ার পরেই তারা সত্য গ্রহণে অস্বীকার করল যে, অচিরেই তাদের অগ্নি নিভে যাবে, তাঁদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِى الْاُفُقِ مِنْ شُهُبٍ * مُنْقَضَّةً وَّفْقَ اَفِى الْاَرْضِ مِنْ صَنَمِ

এবং আসমানের প্রান্তে ফেরেস্তাগণ কর্তৃক (জ্বীন) শয়তানের প্রতি অগ্নি বর্শা নিক্ষিপ্ত হতে দেখার পরও তারা সৎপথ গ্রহণ করা থেকে বিরত রইল ও অন্ধ এবং বধির হয়ে গেল।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ـ

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সপ্তম অধ্যায়

প্রিয়নবী হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের দিন, মাস, বৎসর ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা

জন্মগ্রহণের দিন ও তারিখ

হুজুর (দঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে সকলেই একমত কিন্তু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, রবিউল আউয়ালের আট তারিখ, কেউ বলেছেন, এই মাসের বার তারিখ।[১]

মাস

এ সম্পর্কেও সকলেই এক মত যে, হুজুর (দঃ)-এর জন্মগ্রহণের মাস ছিল রবিউল আউয়াল।

বৎসর

এখানেও সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, "আমে-ফীল" অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা বাদশা তার বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফের উপর আক্রমণ করেছিল; সে বৎসরই মহানবী (দঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। "সোহাইলির" বর্ণনানুযায়ী এই ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর এবং "দিময়াতীর" বর্ণনানুযায়ী পঞ্চান্ন দিন পর হুজুর (দঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন।[২]

সময়

কেউ বলেছেন রাত্রে, কেউ বলেছেন দিনে। এ দুটি রায় আল্লামা "যারকাশী" উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন সোব্‌হে ছাদেকের সময় হুজুর (দঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩]

স্থান

প্রিয় নবী হুজুর (দঃ)-এর জন্মস্থান মক্কাতুল মোকাররামা।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصْرُ ـ

১. শামামা ২. শামামা ৩. শামামা

অষ্টম অধ্যায়

হুজুর (দঃ)-এর শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা

১ম হাদীস

এবনে শায়েখ "খাসায়েস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর (দঃ)-এর দোলনা ফেরেশ্‌তাগণ দোলা দিতেন।[১]

২য় হাদীস

ইমাম বায়হাকি ও এবনে আসাকীর হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হালিমা (রা.) বলতেন, যখন তিনি হুজুর (দঃ)-কে দুগ্ধ পান বন্ধ করে দিলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এইকথা হুজুরের জবান মোবারক দিয়ে প্রকাশিত হতে শ্রবণ করলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

আর যখন তিনি একটু বড় হলেন তখন বাড়ির বাইরে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং অন্যান্য ছেলেদের খেলা দেখতেন কিন্তু তিনি কোনোদিন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন না।[২]

৩য় হাদীস

এব্‌নে সাদ, আবু নাঈম এবং এব্‌নে আসাকীর হযরত এব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হালিমা হুজুর (দঃ)-কে সর্বদা নিজের কাছাকাছিই রাখতেন, দূরে কোথাও যেতে দিতেন না। একদিন তার অজান্তে হুজুর (দঃ) তাঁর দুধভগ্নি শীমার সঙ্গে দ্বিপ্রহরের সময় বকরী চড়াতে মাঠের দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। হযরত হালিমা হুজুরের খোঁজে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে যখন শীমার সঙ্গে হুজুর (দঃ)-কে দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে বললেন ঃ এত গরমের মধ্যে তাঁকে কেন এনেছ? শীমা জবাব দিল, আম্মা। আমার এই ভ্রাতার কোনো প্রকার গরমই লাগে না; কারণ, একটা মেঘের টুকরা তার মাথার উপরে সর্বদাই ছায়াপাত করেছিল। যখন তিনি কোথাও অপেক্ষা করতেন সে মেঘমালাও স্থীর অপেক্ষা করতো এবং পুনরায় যখন তিনি চলতেন ঐ মেঘমালাও সঙ্গে সঙ্গে চলতো। এমনিভাবেই আমরা এ পর্যন্ত পৌঁছলাম।[৩]

১. মাওয়াহেব। ২. মাওয়াহেব। ৩. মাওয়াহেব।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

৪র্থ হাদীস

হযরত হালিমা সাদিয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, সাদ গোত্রের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমি তায়েফ থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের অনুসন্ধানে পবিত্র মক্কা নগরীতে আগমন করলাম (এই গোত্রের স্ত্রীলোকদের এটা পেশা ছিল)। এই বৎসর দেশে খুব অভাব ছিল। আমার কোলেও একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল কিন্তু আমার স্তনে এই পরিমাণ দুগ্ধ ছিল না যা আমার ঐ ছেলের জন্য যথেষ্ট। সারারাত তার চিৎকারের কারণে আমাদের নিদ্রায় দারুণ অসুবিধা হতো এবং আমাদের উষ্ট্রের স্তনেও তখন দুধ ছিল না। এই ছফরে আমি একটা গাধার উপর আরোহণ করেছিলাম যা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে সঠিকভাবে চলতে অক্ষম ছিল। সফরের সাথীগণ এতে খুব বিরক্তবোধ করছিল। আমরা মক্কা শরীফে পৌঁছার পর যে স্ত্রীলোকই রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে দেখতো এবং একথা শ্রবণ করতো যে, তিনি এতীম তখন কেউ তাকে গ্রহণ করতো না। কেননা এক্ষেত্রে অধিক সম্মানী লাভের কোনো আশা ছিল না। আর এদিকে হালিমার স্তনে দুগ্ধ অল্প থাকায় সেও কোনো ধনবান লোকের সন্তান লাভ করতে সক্ষম হলো না। হয়ত হালিমা বলেন ঃ আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, একেবারে শুন্যহাতে ফিরে যাওয়াতো ভাল মনে হয় না তাই আমি এই এতীম শিশুটিই গ্রহণ করি। হালিমার স্বামী বললেন ঃ হযরত আল্লাহপাক এতেই বরকত দান করবেন। মোটকথা আমি এতিম মোহাম্মদকেই (দঃ) নিয়ে এলাম।

হযরত হালিমা বর্ণনা করেন ঃ আমি মোহাম্মদ (দঃ)-কে নিয়ে আমাদের শিবিরে আগমন করলাম এবং কোলে নিয়ে দুগ্ধপান করাতে আরম্ভ করলাম। তখন আমার স্তনে এত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ এলো যে, তিনি এবং তার "দুধভাই" অত্যন্ত পরিতৃপ্ততার সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আমার স্বামী পূর্বের সেই দুগ্ধশূন্য উষ্ট্রীর নিকট এসে দেখলেন তার স্তনও দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি উষ্ট্রীর দুগ্ধ দোহন করলেন। আমরা সকলে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা পান করলাম এবং তৃপ্তি ও শান্তির নিদ্রায় রাত্রি যাপন করলাম। অথচ এর পূর্বে রাত্রিতে নিদ্রা যাপন আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমার স্বামী বলতে লাগলেন, হালিমা তুমি তো অত্যন্ত মোবারক শিশু লাভ করেছ। হালিমা বললেন ঃ আমারও তাই বিশ্বাস। অতঃপর আমরা মক্কানগরী থেকে আমাদের সফর আরম্ভ করলাম। আমি যখন মোহাম্মদ (দঃ)-কে কোলে

নিয়ে সেই দুর্বল গাধার উপর আরোহন করলাম তখন সেই গাধা এত দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করলো যে, অন্য কোনো সাওয়ারী তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হল না। হালিমা বলেন ঃ আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে আরম্ভ করলো, হালিমা একটু মন্থর গতিতে অগ্রসর হও, এটাতো সেই গাধাই যার উপর আরোহণ করে তুমি এসেছিলে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তারা বলল ঃ নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য রয়েছে।

অতঃপর আমাদের সফর শেষ হলো, আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। তখন দেশে খুব দুর্ভিক্ষ ছিল। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার বক্‌রীগুলোর স্তনও দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে অথচ অন্যান্য লোকদের জীবজন্তুর স্তনে এক ফোঁটা দুগ্ধও ছিল না। আমাদের গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ রাখালদেরকে বলতো যে, তোমরাও সেই মাঠে বক্‌রী নিয়ে যাও যেখানে হালিমার বক্‌রী নিয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও অন্যান্যদের বকরী দুগ্ধশূন্য অবস্থায় ফিরে আসতো এবং আমাদের বকরী দুগ্ধপূর্ণ হয়ে ফিরে আসতো। (কেননা, এতে চারণভূমির কোনোই অবদান ছিল না, যে কারণে আমার বকরী দুগ্ধপূর্ণ হয়েছে সেতো সকলের অজানা।) মোটকথা আমরা নিত্য নতুন খায়ের বরকত লাভ করতাম, এমনিভাবেই তাঁর বয়সের দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি তখন তাঁর দুগ্ধ পান বন্ধ করে দিলাম। হুজুর (দঃ)-এর দৈহিক গঠন ও আকৃতি অন্যান্য ছেলেদের আকৃতি থেকে বেশ বড় ছিল। দু'বছর বয়সেই তাঁকে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হচ্ছিল। অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর মাতা আমেনার নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু গত দু'বছর যাবত হুজুর (দঃ)-এর কারণে যে অব্যাহত বরকত আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছিল সে জন্য আমাদের মনের একান্ত বাসনা ছিল যে, তিনি আরও কিছুদিন আমাদের মাঝে অবস্থান করেন। আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে একটা উপযুক্ত অজুহাত এই ছিল যে, তখন মক্কা শরীফে মহামারীর প্রকোপ ছিল; তাই আমরা এই মহামারীর অজুহাত তুলে মা আমেনার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে পুনরায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলাম। অতঃপর কয়েক মাস পরেই হুজুর (দঃ) তাঁর দুগ্ধভ্রাতার সঙ্গে মাঠে গমন করলেন, এমনি সময় তাঁর দুগ্ধভ্রাতা দৌঁড়িয়ে আমাদের নিকট এই সংবাদ দিল যে, আমার কোরাইশ ভাইকে দুইজন সাদা পোশাক পরিহিত লোক এসে ধরাশায়ী করে তাঁর উদর মোবারক বিদীর্ণ করেছে, আর আমি তাকে সে অবস্থায় রেখে এসেছি। হালিমা বর্ণনা করেন ঃ এ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সংবাদ শ্রবণ করে আমরা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলাম যে, তিনি দণ্ডায়মান রয়েছেন তবে তাঁর চেহারার বর্ণ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বাবা, কি হয়েছিল? তিনি এরশাদ করলেন ঃ সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক এসে আমাকে ধরাশায়ী করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে তার অভ্যন্তর থেকে খোঁজ করে কি যেন বের করেছে। হালিমা বলেন ঃ একথা শ্রবণ করে আমরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমার স্বামী আমাকে বললেন ঃ হালিমা এই শিশুর প্রতি প্রেতাত্মার আক্রমণ হয়েছে; তাই তার কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়ার পূর্বেই তাঁকে তাঁর মাতার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে তাঁর মায়ের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ "হালিমা তুমিতো ওকে নিজের নিকটেই রাখতে চেয়েছিলে, এখন নিয়ে এলে কেন? আমি বললাম ঃ এখন আল্লাহ্‌র ফজলে সে বুদ্ধিমান হয়ে গেছে; এতদ্ব্যতীত আমি আমার খেদমত সুসম্পন্ন করেছি। আল্লাহ্‌পাক জানেন কখন কি ঘটনা ঘটে যায় তাই নিয়ে এলাম। আমেনা বললেনঃ প্রকৃত ঘটনা কি তাই বল। আমি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করার পর তিনি বললেন ঃ হালিমা তুমি কি এই ধারণা করেছ যে, তাঁর প্রতি শয়তানের বদ নজর পড়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ঃ কখনো না। আমার ছেলের একটা বিশেষ শান রয়েছে, তাই তাঁর প্রতি কখনও শয়তানের বদ নজর হতে পারে না। অতঃপর তিনি গর্ভধারণ ও জন্মলগ্নের অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করলেন (যা ৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় হাদীসের এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম হাদীসের শেষভাগে বর্ণিত হয়েছে)। তৎপর হুজুরের (দঃ) মাতা হালিমাকে বললেন ঃ ঠিক আছে তাকে রেখে তুমি চলে যাও।

ফায়দা (১) ঃ এই হাদীসে একাধিক কারামত উল্লেখিত হয়েছে।

ফায়দা (২) ঃ হালিমার স্বামীর নাম হারেছ বিন আবদুল উজ্জা, তার পুত্রের নাম আবদুল্লাহ এবং এক কন্যার নাম আনিসা ও অপরজনের নাম যুজামা আর এরই অপর নাম শীমা। বিভিন্ন মনীষীগণ এদের সকলের ঈমান গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

১. শামামা, জাদুল মাআদ।

৫ম হাদীস

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তুর এবনে ইয়াজিদ থেকে এই বক্ষ বিদীর্ণ করার পরের ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেছেন, ঐ দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বলল যে, তাঁকে অর্থাৎ হুজুর (দঃ)-কে তাঁর উম্মতের দশ ব্যক্তির সঙ্গে ওজন কর। অতঃপর ওজন করার পর আমিই অধিক ওজনের প্রমাণিত হলাম। তৎপর একশত তারপর এক হাজার লোকের সঙ্গে ওজন করার পরও আমিই পরিমাপে ভারী প্রমাণিত হলাম। অতঃপর সেই ফেরেশতা বলল ঃ হয়েছে, আর নয়; আল্লাহ্‌পাকের শপথ, একে যদি তাঁর সমস্ত উম্মতের সঙ্গে ওজন দাও তবুও তিনিই অধিক ওজনের প্রমাণিত হবেন।[১]

ফায়দা (১) ঃ এই বাক্যে হুজুর (দঃ)কে এই সুসংবাদ দান করা হচ্ছে যে, আপনি নবী হবেন।

ফায়দা (২) ঃ হুজুর (দঃ)-এর বক্ষ-বিদীর্ণ করার এমনি ঘটনা চার বার হয়েছে। সর্বপ্রথম হুজুর (দ.)-এর দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহর সঙ্গে চারণভূমিতে হয়েছিল যার ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হলো। ২য় বার, দশ বছর বয়সের সময় মরুভূমিতে হয়েছিল। ৩য় বার, রমজান মাসে নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হেরা পর্বতের গুহায়। ৪র্থ বার, মে'রাজের রাত্রে। ৫ম বার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই (শামামা)।

হযরত শাহ আবদুল আজিজ (র.) আলামনাশ্‌রাহ সূরার তফসীরে এই কয়েকবারের বক্ষ-বিদীর্ণ করার ঘটনা সম্পর্কে এই তথ্য উল্লেখ করেন যে, ১ম বার হুজুরের (দঃ) বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করে তার মন থেকে খেলা-ধূলার আকর্ষণ বের করা হয়েছে যা সাধারণতঃ বালকদের মনে হয়ে থাকে। ২য় বার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর মন থেকে যৌবনের সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য দূর করা হয়েছে, যার কারণে যুবকরা আল্লাহ্‌পাকের অসন্তুষ্ট জনিত কাজে লিপ্ত হয়। ৩য় বার করা হয়েছিল ওহীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা ও ওহীর ওজন বহনে তার মনকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য এবং শেষবার অর্থাৎ ৪র্থ বার তাঁর মনের মধ্যে ঊর্ধ্বজগতের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার শক্তি দান করা হয়েছে।[২]

১. সীরাতে এবনে হিসাম, ২. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ষষ্ঠ হাদীস

হুজুর (দঃ) হালিমার দুগ্ধ পানের সময় শুধুমাত্র ডান স্তন থেকেই দুগ্ধ পান করতেন বাম স্তন তাঁর দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। এমনি ইনসাফ ছিল হুজুরের স্বভাবের মধ্যে। হুজুর (দঃ) শিশু অবস্থায় কখনও কাপড়ের মধ্যে প্রশ্রাব বা মলত্যাগ করতেন না বরং নির্দিষ্ট সময়ই তিনি প্রশ্রাব বা মলত্যাগ করতেন। কখনও তিনি উলঙ্গ হতেন না। ঘটনাক্রমে কখনও যদি উলঙ্গ হয়ে পড়তেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ পরিধেয় পোশাক দিয়ে তাকে আবৃত করে দিতেন।[১]

হুজুর (দঃ) তাঁর বাল্যকালের একটা ঘটনা নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ "একবার আমি অন্যান্য বালকদের সঙ্গে গর্দানে বহন করে পাথর এনেছিলাম। সকল বালকরাই তাদের নিজ নিজ পরিধেয় কাপড় খুলে গর্দানে রেখে পাথর বহন করছিল যাতে কষ্ট কম হয়। হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আমিও একবার অনুরূপ কাজ করার ইচ্ছা করেছিলাম (কারণ, এই বয়সে মানুষ একেতো নিষ্পাপ থাকে উপরন্তু এই বয়সে কখনও উলঙ্গ হলে কেউ নির্লজ্জ মনে করে না)। কিন্তু আমার দেহে খুব জোরে যেন একটা ধাক্কা লাগল এবং অদৃশ্য থেকে কে যেন বললো যে, 'পোশাক পরিধান কর।' আমি সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি পরিধান করে বস্ত্রহীন গর্দানেই পাথর বহন করতে আরম্ভ করলাম।[২]

৭ম হাদীস

ইবনে আসাকীর হালিমা বিন তারফা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার মক্কা মোয়াজ্জমায় গমন করলাম। তখন মক্কাবাসী খুব দুর্ভিক্ষে দিন যাপন করছিল। কোরায়েশের লোকেরা আবু তালেবকে বলল ঃ পানির জন্য 'দোয়া করুন'। আবু তালেব দোয়া করার জন্য বাইতুল্লাহর দিকে চললেন। তার সঙ্গে এত সুন্দর একজন বালক ছিল, মনে হচ্ছিল বাদলঘেরা আকাশের মাঝখানে সূর্য উদয় হয়েছে (এই বালকই মহানবী (দঃ) যিনি তখন আবু তালেবের সঙ্গে ছিলেন)। আবু তালেব হুজুর (দঃ) এর পিঠ মোবারক খানায়ে কা'বার সঙ্গে লাগালেন এবং হুজুর (দ.) স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণ সমস্ত আসমানে এক টুকরা মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না; কিন্তু হুজুর (দঃ) এর ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে মেঘমালা এসে ঘনিভূত হতে লাগল অতঃপর প্রবলভাবে বর্ষণ হলো। এই ঘটনাও হুজুরের শৈশবকালে ঘটেছিল।[৩]

১. তারিখে হাবিবুল্লাহ। ২. সিরাতে ইবনে হিসাম। ৩. মাওয়াহেব।

৮ম হাদীস

একবার হুজুর (দঃ) তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে বার বছর বয়সে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় গমন করলেন। পথিমধ্যে একজন খ্রিস্টান রাহেবের (বোহাইরার) নিকট রাত্রি যাপন করলেন। রাহেব হুজুর (দঃ) কে দেখে এবং তাঁর নবুওয়তের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর পরিচয় পেলেন এবং সেই ব্যবসায়ী দলকে দাওয়াত করলেন। তখন আবু তালেবকে তিনি বললেন ঃ ইনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের সর্দার ও পয়গাম্বর। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাঁর চরম শত্রু। একে সিরিয়াতে নিয়ে যেও না, খোদা না করুন তাদের হাতে এর কোনো ক্ষতি সাধন হয়ে যায়। সুতরাং আবু তালেব ব্যবসার জিনিসপত্র সেখানেই বিক্রয় করে হুজুর (দঃ)-কে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে আবু তালেবের অনেক মুনাফা হয়েছিল।[১]

ফায়দা ঃ সীরাতে ইবনে হিসামে এই ঘটনা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ম হাদীস

আবু তালেবের সঙ্গে থাকাকালীন যখন হুজুর (দঃ) পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করতেন তখন পরিবারের সকলে খাবার খেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করতো, কিন্তু যখন হুজুর (দঃ) তাদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন না তখন তারা খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতো না।

কবি বলেছেন ঃ

وَيَا هَنَا ابْنَةَ سَعَدِ فَهِيَ قَدْ سَعَدَتْ * سَعَادَةً قَدْرُهَا بَيْنَ الْوَرٰى خَطِرَةً -

হযরত হালিমা মহান ভাগ্যবতী। তিনি এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছেন যা সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে মহান।

اِذْ اَرْضَعَتْ خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ * هٰذَا هُوَ الْفَوْزُ لَامُلْكُ وَلَا وَزَرٌ -

কেননা, তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম সন্তানকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। এটি মহাসাফল্য, মন্ত্রিত্ব ও রাজত্ব কিছুই তার সমমানের নয়।

১. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

رَأَتْ لَهُ مُعْجِزَاتٍ فِى الرَّضَاعِ بَدَتْ * وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرُ ـ

তিনি মহানবী (দঃ)-এর অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাঁর দুগ্ধ পানকালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি এমন বরকতসমূহ লাভ করেছেন যা অন্তহীন।

وَحَدَّثَتْ قَوْمَهَا اَهْلُ الْكِتَابِ بِمَا * يَكُوْنُ فِىْ شَانِهِ مُذْ شَخْمَهُ فَظَرُوْا ـ

এবং তাহলে কিতাব অর্থাৎ পূর্ববর্তী গ্রন্থধারী লোকেরা যখন থেকে মহানবী (দঃ)-কে দেখেছে তখন থেকেই জাতির নিকট তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصْرُ ـ

❋❋❋

নবম অধ্যায়

প্রিয় নবী (দঃ) যাঁদের স্নেহ যত্ন লাভ করেছেন এবং যাঁদের দুগ্ধ পান করেছেন তাঁদের বিবরণ

হুজুর (দঃ) যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছেন।[১] তার গর্ভকাল যখন মাত্র দু'মাস, তখন তদ্বীয় পিতা আবদুল্লাহ কোরাইশদের ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে সিরিয়া গমন করেছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনা মোনাওয়ারায় স্বীয় মামার গৃহে অবস্থানকালে রোগাক্রান্ত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[২] হুজুর (দঃ) যখন ছয় বছরের কিশোর, তখন তাঁর মাতা আমিনা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হুজুর (দঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তিনিও ইন্তিকাল করেন[৩], আর তখন উম্মে আইমান তাদের সঙ্গে ছিলেন।[৪] অতঃপর প্রিয় নবী (দঃ) আপন দাদা আবদুল মোত্তালেবের নিকট রইলেন। যখন হুজুর (দঃ)-এর বয়স আট বছর, তখন আবদুল মোত্তালেবও ইহজগত ত্যাগ করলেন। তিনি হুজুর (দঃ)-এর লালন পালন সম্পর্কে আবু তালেবকে অসিয়ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি চাচা আবু তালেবের নিকট রইলেন। আবু তালেব হুজুর (দঃ) এর নবুওয়তের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৫]

হুজুর (দঃ) সাত দিন পর্যন্ত মা আমিনার দুগ্ধ পান করেছেন,[৬] অতঃপর কয়েকদিন আবু লাহাবের আজাদ করা বাঁদী সুওয়াইবার দুগ্ধ পান করেছেন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং হুজুরের (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু সালমা ও হযরত হামজাকেও দুগ্ধ পান করিয়েছেন এবং সেই সময় তার নিজ পুত্র "মস্রূহকেও" দুগ্ধ পান করিয়েছেন। অতঃপর হালিমা সা'দিয়া হুজুর (দঃ)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। হালিমার পুত্রকন্যা যাঁরা হুজুর (দঃ)-এর দুগ্ধ ভাই বোন ছিল তাদের নাম ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ের ৪র্থ বর্ণনার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. সীরাতে এবনে হিসাম। ২. তারিখে হাবিবুল্লাহ। ৩. সিরাতে এবনে হিসাম। ৪. মাওয়াহেব। ৫. সীরাতে এবনে হিসাম। ৬. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

হযরত হালিমা হুজুর (দঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আবদুল মোত্তালেবকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন যিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর ঐ সময় হযরত হামজাও সা'আদ গোত্রের কোনো এক স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করতেন। ঐ সময় ঐ স্ত্রীলোকটিও হুজুর (দঃ)-কে একবার দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। তখন হুজুর (দঃ) হযরত হালিমার নিকট। তাই, দেখা যাচ্ছে হযরত হামজা দু'জন স্ত্রীলোকের দুগ্ধপানে হুজুরের (দঃ) সঙ্গে শরীক হওয়ার কারণে হুজুরের (দঃ) দুগ্ধভাই হয়েছেন, একজন সুওয়াইবা, অন্যজন সা'আদ গোত্রীয় একজন স্ত্রীলোক। হুজুর (দঃ) যাঁদের কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন তাঁরা হলেন ঃ হুজুর (দঃ)-এর মাতা "আমিনা", "সুওয়াইবা", হালিমা, সীমা এবং উম্মে আইমান একজন হাবসী বাঁদী যার নাম বরকত। হুজুর (দঃ) তাঁর পিতার উত্তরাধিকার থেকে এই বাঁদীটি লাভ করেছিলেন। হুজুর (দঃ) যায়েদের সঙ্গে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। হযরত উসামা তাঁদেরই পুত্র-সন্তান।

❋❋❋

দশম অধ্যায়

যৌবন কাল থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা

১ম হাদীস

যখন হুজুর (দঃ)-এর বয়স চৌদ্দ অথবা পনের বৎসর, কোনো কোনো বর্ণনা মোতাবেক বিশ বৎসর, তখন কোরাইশ এবং কায়শে আইলান গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, হুজুর (দঃ) সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় এরশাদ করেছেন, আমি স্বীয় পিতৃব্যদেরকে শত্রুর তীর থেকে রক্ষা করেছি। এই ঘটনা সুদীর্ঘ।[১]

২য় হাদীস

যখন হুজুর (দঃ)-এর বয়স পঁচিশ বৎসর, তখন হযরত খাদিজা (মক্কার একজন অর্থসম্পদশালী মহিলা যিনি অনেক লোক দ্বারা নিজের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করাতেন)। হুজুর (দঃ)-এর সততা, আমানতদারী এবং মহত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা শ্রবণ করে তার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সিরিয়া গমনের অনুরোধ জানালেন এবং বললেন, আমার গোলাম "মাইসারা" আপনার খেদমতে থাকবে। হুজুর (দঃ) খাদিজার অনুরোধ গ্রহণ পূর্বক সিরিয়া গমন করলেন এবং কোনো এক সুযোগে তিনি একটা বৃক্ষের নীচে অবতরণ করলেন, সেখানে একজন পাদ্রীর উপাসনালয় ছিল। সেই পাদ্রী হুজুর (দঃ)-কে দেখে "মাইসারাকে" জিজ্ঞাসা করলো, এই ব্যক্তি কে? মাইসারা জবাব দিল, ইনি মক্কা শরীফের অধিবাসী কোরাইশ বংশের একজন লোক। পাদ্রী বলল, এই বৃক্ষের নীচে নবী ব্যতীত অন্য কেউ কোনো দিন অবতরণ করেনি। হুজুর (দঃ) সিরিয়ায় ব্যবসা করে অনেক লাভবান হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। মাইসারা কখনও কখনও প্রত্যক্ষ করেছে যে, যখন সূর্যের তাপ প্রখর হতো তখন দু'জন ফেরেস্তা তাঁকে ছায়া দান করতো।

---

১. সীরাতে এবনে হিসাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর হুজুর (দ.) হযরত খাদিজাকে তাঁর ব্যবসায়ে মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। হযরত খাদিজা দেখলেন যে, এই ব্যবসায় প্র দ্বিগুণ লাভ হয়েছে (এখানে হুজুর (দঃ)-এর সততা ও আমনতদারীর তিন প্রমাণ ছিল)। এদিকে মাইসারা খাদিজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এ ফেরেস্তাদ্বয়ের ছায়াদানের ঘটনা বর্ণনা করলো। খাদিজা ওরাকা এব নওফল (যিনি তাঁর চাচাত ভাই ও ঈসায়ী ধর্মের একজন বিখ্যাত আলে ছিলেন)-এর নিকট এসে হুজুর (দঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ওরা বললেনঃ খাদিজা তোমার এই বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে জেনে রা মোহাম্মদ (দঃ) এই উম্মতের নবী। আমি আসমানী গ্রন্থ থেকে জান পেরেছি যে, এই উম্মতের মধ্যে একজন নবী আবির্ভূত হবেন আর তার এটাই। হযরত খাদিজা অত্যন্ত বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন তাই তিনি ওরাক এই কথা শ্রবণ করে হুজুর (দঃ)-এর খেদমতে এই পয়গাম প্রেরণ করে যে, আপনার ভদ্রতা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী ও মহত্তম চারিত্রি গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে আমি আপনার সঙ্গে শুভপরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হ চাই। হুজুর (দঃ) চাচাদেরকে এই পয়গাম সম্পর্কে অবহিত করলেন অতঃপর তাদের ব্যবস্থাধীনে হযরত খাদিজার সঙ্গে মহানবী (দঃ)-এ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।[১] ঐ পাদ্রীর নাম ছিল "নাসতূরা।"[২]

৩য় হাদীস

রাসূলে পাক (দঃ)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কোরাইশগ বাইতুল্লাহকে পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করলো। যখন হাজরে আসওয়া "সংস্থাপনের সময় এল, তখন প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো যে, হাজরে আসওয়াদকে তার নির্দিষ্ট স্থানে আ স্থাপন করবো।" এ নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও খুনাখুনী হওয়ার উপক্র সর্দারগণ পরামর্শ করে বললেন যে, আগামীকাল সর্বপ্রথম যে বাইতুল্ল পৌঁছতে সক্ষম হবে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সকলে কাজ করবে পরদিন হুজুর (দঃ)-ই সর্বপ্রথম আগমন করলেন। কোরাইশগণ দে বললেন ঃ ইনি মোহাম্মদ। ইনি আমীন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কাবা হুজুর (দঃ)-কে আল-আমীন খেতাবে ভূষিত করেছিল। অতঃপর "হাজ আসওয়াদ" সংস্থাপনের এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সকলেই হুজুর (দঃ)-এ মহান দরবারে উপস্থিত হলো। হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন ঃ একটা ব

১. সীরাতে এবনে হিসাম। ২. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

চাদর আন। অতঃপর হাজরে আস্ওয়াদকে ঐ চাদরের উপর রেখে সবাই মিলে চাদরের চতুষ্কোণ ধরে খানায়ে কা'বা পর্যন্ত আনার পর হুজুর (দঃ) তাকে স্বহস্তে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন।[১] এই পন্থা গ্রহণ করার কারণে সকলেই সন্তুষ্ট হলো। কারণ, পাথর উত্তোলনের সৌভাগ্য কিছু না কিছু সকলেই লাভ করতে পারলো এবং যেহেতু সকলে ঐক্যমতে হুজুর (দঃ)-কে উকিল নির্বাচন করেছেন তাই নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর পাথর সংস্থাপন করা পরোক্ষভাবে এতেও সকলের অংশ রয়েছে।[২]

কবি বলেছেন ঃ

وَفِىْ خَدِيْجَةِ الْكُبْرٰى وَقِصَّتِهَا * عَجَائِبٌ يَا أُولِى الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوْا .

হযরত খাদিজাতুল কোবরার ঘটনায় অনেক আশ্চর্যান্বিত তথ্য রয়েছে, হে বুদ্ধিমানেরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

اِخْتَارَتِ الْمُصْطَفٰى بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتْ * فِىْ مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَنْتَشِرُ .

তিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-কে স্বামীরূপে বরণ করলেন, আর নিশ্চয় মহানবী (দঃ)-এর পবিত্র মো'যেজাসমূহে গভীর চিন্তা করেছিলেন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصْرُ .

১. সীরাতে এবনে হিসাম। ২. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

একাদশ অধ্যায়

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিরোধিতা

হুজুর (দঃ)-এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন তিনি নির্জনতাই ভালবাসতেন। 'হেরা' নামক গুহায় গমন করতেন এবং একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন এবং নবুওয়াত লাভের ছয় মাস পূর্বে তিনি সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। একবার 'গারে হেরার' মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ সোমবার দিন হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং সূরায়ে ইকরার প্রথম পাঁচ আয়াত হুজুর (দঃ)-এর নিকট পৌঁছালেন এবং তখনই তিনি নবুওয়তের মহান দায়িত্ব লাভে ধন্য হলেন।

এর কিছুদিন পর সূরা মুদ্দাচ্ছেরের প্রথম কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হল। فَأَنذِرْ অর্থাৎ আপনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ইসলামের তাবলীগ আরম্ভ করলেন কিন্তু এ তাবলীগ ছিল নিতান্ত গোপনীয় পন্থায়। তৎপর যখন فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ এই আয়াত নাজেল হল তখন হুজুর (দঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের তাবলীগ করলেন। অতঃপর কাফেররা হুজুর (দঃ) ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করলো কিন্তু আবু তালেব হুজুর (দঃ)-এর সার্বিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করতো।

একবার কাফেরের দল একত্রিত হয়ে আবু তালেবকে বলল ঃ হয় তুমি মোহাম্মদ (দঃ)-কে আমাদের হাতে সমর্পণ করো; অন্যথায় আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আবু তালেব যখন হুজুর (দঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন না তখন কাফেররা মহানবী (দঃ)-কে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করলো। আবু তালেব হুজুর (দঃ)-কে নিয়ে হাশেম ও মোতালেব গোত্রের সকল লোকজনসহ পাহাড়ের একটা ঘাঁটিতে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কাফেরগণ হুজুর (দঃ) ও আবু তালেবসহ হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের লোকদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সঙ্গে বয়কট শুরু করলো। এবং সকল ব্যবসায়ী লোকদেরকে তাদের নিকট কোনো খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাতে নিষেধ

করে দিল। আর একটা কাগজের মধ্যে এই বয়কটের চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে খানায়ে কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল। দীর্ঘদিন এই বয়কট অবস্থা চলার পর অবশেষে আল্লাহ্পাক ওহী দ্বারা হুজুর (দঃ)-কে এই সংবাদ দিলেন যে, বায়তুল্লায় ঝুলানো বয়কটের চুক্তিপত্র পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তবে ঐ চুক্তিপত্রে যে যে স্থানে আল্লাহ পাকের নাম লিপিবদ্ধ ছিল তা যথাবিহিত অবশিষ্টই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর একটি শব্দও অবশিষ্ট ছিল না। হুজুর (দঃ) এইকথা আবু তালেবের নিকট প্রকাশ করলেন। আবু তালেব ঘাঁটি থেকে বের হয়ে কোরাইশদের নিকট এ সংবাদ দিয়ে বললেন ঃ তোমরা ঐ চুক্তিপত্রের অনুসন্ধান কর যদি মোহাম্মদ (দঃ)-এর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করে দেব। আর যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে কমপক্ষে এতটুকুতো করো যে, এই বয়কট অবস্থা পরিহার করো। কোরাইশরা বায়তুল্লাহ থেকে চুক্তিপত্র নামিয়ে দেখল সত্যসত্যই তা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তখন কাফেররা সে চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং বয়কট পরিহার করলো। আবু তালেব হুজুর (দঃ) সহ বনি হাশেম ও বনি মোত্তালেবের সকল লোকজন সহ সেই ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হুজুর (দঃ) যথারীতি পুনরায় আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন।[১]

এই চুক্তিপত্র মনসুর বিন আকরামা বিন্ হিসামের হাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং নবুওয়তের সপ্তম বৎসরের মুহাররম মাসে তা বায়তুল্লাহ শরীফের দেয়ালে ঝুলানো হয়েছিল। ঐ চুক্তিপত্র লেখক মনসুরের হস্ত অবশ হয়ে গিয়েছিল। নবুওয়তের দশম বছরে সকলে শেয়াবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তিন মাস পর আবু তালেবের ইন্তিকাল হয় এবং তার মাত্র তিন দিন পর বিবি খাদিজা ইন্তিকাল করেন।[২] হযরত খাদিজার ইন্তিকালের পর হুজুর (দঃ) আরও দু'জন স্ত্রীর পানি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। ছয় বছর বয়সে তিনি হুজুর (দঃ) এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আক্দ মক্কা মোয়াজ্জামায় সুসম্পন্ন হয় এবং মদীনাতে হিজরতের পর নয় বছর বয়সে হুজুর (দঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আর দ্বিতীয় বিবাহ সাওদা বিনতে যাম'আর সঙ্গে (তিনি ছিলেন বিধবা) মক্কাতেই সুসম্পন্ন হয় এবং হুজুর (দঃ)-এর সঙ্গেই মদীনাতে হিজরত করেন।[৩] এই দশম বছরেই হুজুর (দঃ) তায়েফে বনি

১. তারিখে হাবিবুল্লাহ। ২. শামামা। ৩. তারিখে হাবিবুল্লাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ছাকিফ-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত ও তাদের নিকট থেকে সাহায্য সহানুভূতি লাভের আশায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (কেননা আবু তালেবের মৃত্যুর পর কোনো প্রতাপশালী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হুজুর (দঃ)-এর পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসাবে অবশিষ্ট ছিল না)। কিন্তু তায়েফের সর্দারগণ হুজুর (দঃ)-কে কোনোরূপ সাহায্য করলো না বরং নিম্ন শ্রেণীর অবাঞ্ছিত লোকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে হুজুর (দঃ)-কে বর্ণনাতীত কষ্ট দিল। হুজুর (দঃ) সেখান থেকে অত্যন্ত ব্যথিত মনে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই প্রত্যাবর্তনকালে যখন হুজুর (দঃ) মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বে "বতনে নাখ্‌লা" নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এলো, তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করলেন।

রাত্রে নামাজের মধ্যে হুজুর (দঃ) কোরআনে পাক তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় ইরাকের মোসেল প্রদেশের এক নিনওয়া নামক পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী সাত জন অথবা নয় জন জ্বীন সেখানে পৌঁছলো এবং তারা আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত শ্রবণ করে অপেক্ষমান রইল। হুজুর (দঃ) নামাজ শেষ করার পর তারা মহানবী (দঃ)-এর মহান দরবারে আত্মপ্রকাশ করলো। হুজুর (দঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সূরায়ে আহকাফের وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ এই আয়াতে সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ঐ সকল জ্বীনেরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজ জাতির নিকট গিয়ে তারাও ইসলামের তাবলীগ করলো।

অতঃপর হুজুর (দঃ) মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হুজুর (দ) উকাজ, মাজান্না এবং জিল্‌মাজাজ নামক আরবের বিভিন্ন বাজারসমূহে গমন করে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু কোনো গোত্রই হুজুর (দঃ)-এর দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করতো না।

নবুওয়তের একাদশ বছরে হুজুর (দঃ) হজ্জের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এই সময় আনসারদের কিছু বিশিষ্ট লোক হুজুর (দঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হুজুর (দঃ) তাদের নিকট ইসলামের তাবলীগ করলেন। আনসারদের সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ মদীনার ইহুদীদের নিকট থেকে একথা শ্রবণ করেছিলেন যে, অচিরেই একজন পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করবেন। মদীনার সেই ইহুদীরা সর্বদাই আনসারদের সম্মুখে

পরাজিত হয়ে থাকতো। তাই তারা বলতো যখন সেই নবী জন্মগ্রহণ করবেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে তোমাদিগকে দমন করবো। আনসারগণ হুজুর (দঃ)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত শ্রবণ করে বললো যে, মনে হয় ইনিই সেই নবী ইহুদীরা যার উল্লেখ করেছে। আনসারগণ এই আশংকা করলেন যে, হতে পারে ইহুদীরা আমাদের পূর্বেই এই নবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কথানুযায়ী আমাদের প্রতি আক্রমণ করবে। তাই, ঐ আনসারদের মধ্যে থেকে ছয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা এই অঙ্গীকার করলেন যে, আমরা আগামী বছর পুনরায় হাযির হবো।

পরে মদীনা মোনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করে তারা হুজুর (দঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন, এমনকি প্রত্যেক ঘরে ঘরে মহানবী (দঃ) সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল।

পরের বছর বার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মক্কা আগমন করে হুজুর (দঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইসলামের যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন এবং হুজুর (দঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা সম্পর্কে বাইয়াত করলেন। এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" বলা হয়। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মদীনার এই প্রতিনিধি দলের অনুরোধক্রমে প্রিয়নবী (দঃ) কোরআনে পাক ও শরীয়তের নির্দেশাবলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মাস'আব বিন উমাইরকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। মাস'আব বিন উমায়ের মদীনা গমনের পর হুজুর (দঃ)-এর নির্দেশানুসারে কোরআনে পাক ও শরীয়তের নির্দেশাবলি শিক্ষাদান ও ইসলামের তাবলীগের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত মাস'আবের তাবলীগের কারণেই মদীনার অধিকাংশ আনসার ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলো। আনসারদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই তখন অমুসলিম ছিল।

পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়তের ত্রয়োদশ বছরে আনসারদের নেতৃস্থানীয় সত্তরজন ব্যক্তি মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ আগমন করে মহানবী (দঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তওহীদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা হুজুর (দঃ)-এর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করলেন যে, যখন আপনি মদীনা শরীফ আগমন করবেন তখন আমরা আপনার সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করব এবং কোনো শত্রু আপনার প্রতি আক্রমণ করলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। এই বাইয়াতের নাম "বাইয়াতে উকবায়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ছানীয়া।" উকবা শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘাঁটি, যেহেতু এই দু'বারে বাইয়াতই পাহাড়ের একটা ঘাঁটিতে হয়েছিল; তাই তাকে "উকবা" বলা হয়।[১]

কবি বলেছেন ঃ

وَعِنْدَ مَا جَاءَ جِبْرَائِيْلُ وَقَالَ لَهُ * اِقْرَأْ وَأُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ وَالسُّوَرُ ـ

এবং হযরত জিব্রাঈল মহানবী (দঃ)-এর পাক দরবারে হাযির হয়ে বললেন ঃ আপনি পাঠ করুন। অতঃপর সূরাসমূহ এবং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলো।

دَعٰى لِدِيْنِ اِلٰهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتْ * لِمَا دَعٰى زُمَرٌ مِنْ بَعْدِهَا زُمَرُ ـ

হুজুর (দঃ) মানবজাতিকে মহান আরশের প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করলেন। মানুষ দলে দলে হুজুর (দঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযির হলো।

وَقَامَ يُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوْا سَفَهًا * وَكَذَّبُوْا حَسَدًا وَالْحَقَّ هُمْ بَطَرُوْا ـ

মহানবী (দঃ) এমন এক জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন যারা মুর্খতার কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হুজুর (দঃ)-কে অস্বীকার করেছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করেছে।

কাফেররা মহানবী (দঃ)-এর প্রতি যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল আল্লাহ্ পাক তা থেকে হুজুর (দঃ)-কে সম্পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র প্রমাণিত করলেন; তাদের সকল কথাই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ছিল।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا * عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ـ

মেরাজ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের মহান গুণাবলীর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন হলো মেরাজের ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাটি ইমাম জুহরীর বর্ণনা মোতাবেক নবুওয়তের পঞ্চম সনে ঘটে (ইমাম নববীও এই অভিমতই পোষণ করেন)।

১. তারিখে হাবীবে এলাহী, সীরাতে এবনে হিসাম।

এই বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যে সমস্ত মহান সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমরা লাভ করি, তাঁরা হলেন ঃ হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.), হযরত ইবনে আমর (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.), হযরত আবু হোরায়রা (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত যাবের (রা.), হযরত বোরায়দা (রা.), হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.), হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস্ (রা.), হযরত সোয়ায়েব (রা.), হযরত মালেক ইবনে ছায়ছায় (রা.), হযরত আবী আনাছা (রা.), হযরত আবু আইউব (রা.), হযরত আবুজার (রা.), হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.), ও হযরত আবু ছুফিয়ান ইবনে হারব্ (রা.)।

আর নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আসমা বিন্‌তে আবুবকর (রা.), হযরত উম্মে হানী (রা.), হযরত উম্মে সালামা (রা.)। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে এমন কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন।

প্রথম ঘটনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম (বোখারী শরীফের বর্ণনা)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি শেয়াবে আবী তালেবে ছিলেন (ওয়াক্কেদীর বর্ণনা)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন (তাবারানীর বর্ণনা)।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি স্বগৃহে ছিলেন এবং তাঁর ঘরের ছাদ খুলে ফেলা হয় (বোখারী শরীফের বর্ণনা)।

এই বিবরণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে এইভাবে যে, উম্মে হানীর বাড়ি যা শেয়াবে আবী তালেবে অবস্থিত ছিল তাকে তিনি নিজের বাড়ি বলেছেন। আর সেখান থেকে তাঁকে মস্‌জিদে হারামের হাতীম নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং যেহেতু তাঁর চক্ষে তখনও ঘুম ছিল, তাই তিনি হাতীমে পৌঁছেও শায়িত হন। আর ছাদ খুলবার মধ্যে এই হিকমত ছিল যে, প্রথম থেকেই যেন তিনি জানতে পারেন, কোনো বিশেষ অসাধারণ ঘটনা তাঁর সাথে ঘটতে যাচ্ছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

দ্বিতীয় ঘটনা

কিছু ঘুমও ছিল আর কিছুটা জাগ্রত অবস্থাও ছিল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আ.) আসলেন। আর তাবারীর বর্ণনায় রয়েছে– তিন ব্যক্তি আসলেন। একজন বললেন ঃ তিনি, অর্থাৎ উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, তিনিই। তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ তবে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, তাঁকেই নিয়ে চলো।

পরবর্তী রাত্রে উক্ত তিন ব্যক্তি পুনরায় আগমন করেন, আর কোনো কথা বললেন না, তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।[১] নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যকার অবস্থা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। আর তাকেই নিদ্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারপর তিনি জাগ্রত ছিলেন আর সমস্ত ঘটনা তাঁর জাগরণ অবস্থায়ই ঘটেছে। আর কোনো কোনো বিবরণে রয়েছে, যা মিরাজের ঘটনার শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর আমি জাগ্রত হয়েছি। এর অর্থ হলো আমি মিরাজের সেই অলৌকিক তথা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছি। আর একথা যে বলা হয়েছে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি কে? এর কারণ হলো, কোরাইশ গোত্রের লোকেরা কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে শয়ন করতো। আর তাবারানীতেই রয়েছে ঃ প্রথমে জিব্রাঈল ও মিকাঈল আগমণ করেন, আর এসব কথা বলে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনজন উপস্থিত হন।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমি একজনকে বলতে শুনেছি, এই তিনজনের মধ্যে একজন রয়েছেন, যিনি দু'জনের মধ্যে আছেন।

আর মাওয়াহেবে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হলেন হযরত হামজা (রা.) এবং হযরত জাফর। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে শায়িত ছিলেন।

১. বোখারী শরীফ।

তৃতীয় ঘটনা

সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ উপর থেকে নিচের দিকে বিদীর্ণ করা হয় এবং তাঁর কালব বের করে ফেলা হয়। একটি সোনালী বাটিতে ছিল আবে জমজম্। এই আবে জমজম্ দ্বারাই তার কালবকে ধৌত করা হয়। এরপর আর একটি বাটি আনা হলো, তাতে ছিল ঈমান এবং হিকমত, যা তাঁর কলবে রাখা হলো। এরপর কাল্বকে যথাস্থানে সঠিকভাবে রাখা হলো।[১]

ফেরেশতারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কালবকে জমজম্ দ্বারা ধৌত করলেন, অথচ কাওসরের পানিও এই পর্যায়ে ব্যবহার করা সম্ভব

হতো, কোনো কোনো আলেমের মতে এটি প্রমাণ হলো– একথার যে, আবে জমজম্ আবে কাওসার থেকেও উত্তম।[২] আর স্বর্ণের তশতরীর ব্যবহার অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ব্যবহার হলো এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে– (১) স্বর্ণ ব্যবহার হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে মদীনায়ে মোনাওয়ারায়। মিরাজের ঘটনার সময় এটি হারাম ছিল না।[৩] (২) মিরাজের ঘটনা হলো আখেরাতের ব্যাপার; আর আখেরাতে স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ হবে। (৩) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ব্যবহার করেননি, করেছেন ফেরেশতাগণ, আর তাদের জন্য এই হুকুম নয়।[৪] আর ঈমান ও হিকমত তশতরীতে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এমন কোনো গায়বী বস্তু ছিল, যদ্বারা ঈমান ও হিকমতের উন্নতি সাধিত হতো। তার দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যেমন–দুনিয়াতে কোনো কোনো বস্তুর ব্যবহার অন্তর এবং মস্তিষ্কে এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার করে। আর যেহেতু সেই বস্তু হিকমত ও ঈমানের বৃদ্ধির কারণ ছিল এই জন্য এই নামকরণ করা হয় (ইমাম নববীও তাই বলেছেন)।

অতঃপর তাঁর নিকট শুভ্র বর্ণের একটি জন্তু উপস্থিত করা হলো, যাকে বোরাক বলা হয়। যা লম্বা-কর্ণবিশিষ্ট জন্তু থেকে সামান্য উঁচু এবং খচ্চর থেকে একটু নীচু ছিল, যা এত দ্রুতগামী ছিল যে, যতদূর তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হত তদূরেই সে তার পা ফেলত।[৫] আর সেই জন্তুটির উপর তার পৃষ্ঠদেশে ছিল জিন, মুখে ছিল লাগাম।

১. মুসলিম শরীফ। ২. শাইখুল ইসলাম আল বলকেনী। ৩. ফত্হুল বারী। ৪. এবনে আবি জমরাহ। ৫. মুসলিম শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যখন সেই জন্তুটির উপর আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন তখন সে একটু দুষ্টামি করতে লাগলো। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার কি হলো? আল্লাহ্পাকের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিকতর কোনো সম্মানিত ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করেনি।

এই কথাটি শ্রবণ করা মাত্র সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো[১] এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বোরাকের উপর আরোহণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তার বোরাকের রেকাব ধরলেন। আর মিকাঈল আলায়হিস সালাম লাগাম হাতে নিলেন।

ফায়দা ঃ বোরাকের দুষ্টামি ক্রোধ বশতঃ ছিল না, ছিল আনন্দের স্থলে তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা শ্রবণ করে লজ্জিত এবং অনুগত হয়। যেমন একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম

পাহাড়ের উপর তাশরীফ রাখলেন, তখন পাহাড় নড়ে উঠল। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এরশাদ শ্রবণ করে সে স্থির হয়ে গেল। তিনি তখন পাহাড়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

اُثْبُتْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

অর্থাৎ, হে পাহাড় স্থির হও, কেননা তোমার উপর রয়েছেন নবী ও সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ।

আর বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আমার হাত ধরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছেন।[২]

আর অন্য বিবরণে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বোরাকের উপর নিজের পশ্চাতে আরোহণ করিয়েছেন।[৩]

উপরোল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এই বর্ণনার কোনো বিরোধ নেই। কেননা হয়ত হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম প্রথম প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে তাঁর সঙ্গে আরোহণ করেছেন যাতে করে হুজুর ভীত না হন। পরে বোরাক থেকে অবতরণ করে বোরাকের রেকাব হাতে নিয়েছেন, আর উভয় অবস্থায় মাঝে মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক হুজুরের হাতও ধরেছেন।

১. তিরমিযী শরীফ। ২. বোখারী শরীফ। ৩. ইবনে হিব্বান।

চতুর্থ ঘটনা

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মান্‌জিলের দিকে রাওয়ানা হলেন, তখন এমন একটি এলাকায় উপস্থিত হলেন, যেখানে ছিল অনেক খেজুর বৃক্ষ। এ সময় হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন ঃ এখানে অবতরণ করে নফল নামাজ আদায় করুন। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আরও বললেন, আপনি ইয়াসরাব নামক স্থানে (মদীনা শরীফ) নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর এমন একটি এলাকায় আগমন করলেন, যেখানের যমীন ছিল সাদা। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এখানে অবতরণ করে নামাজ আদায় করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করলে জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ আপনি মাদায়েনে নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর বায়তুল্লাহামে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করলেন। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জন্মস্থান (বাজ্জার, তাবারানী এবং বায়হাকীও এই বিবরণের সত্যতা বর্ণনা করেছেন)।

আর একটি বিবরণে মাদায়েনের স্থলে 'তুরেছিনা' উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তুরেছিনাতে নামাজ আদায় করেছেন, যেখানে আল্লাহ্পাক হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন।[১]

পঞ্চম ঘটনা

এতে আলমে বরযখের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। আর তা হলো এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম পথে একজন বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিব্রাঈল এটি কি? তিনি বললেন, চলুন চলুন, আপনি চলতে থাকুন। অতঃপর একজন বৃদ্ধ লোক দেখা গেল। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এভাবে ডাকতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এদিকে আসুন।' তখন জিব্রাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বললেন, চলুন, চলুন। অতঃপর অন্য একটি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্য হলো। তারা তাঁকে এইভাবে সালাম করলো, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আউয়াল, আস্‌সালাম আ'লাইকা ইয়া আখের, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাশের। তখন জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন ঃ এঁদের জওয়াব দিন।

১. নাসায়ী শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

আর এই হাদীসের শেষে উল্লেখ আছে যে, যে বৃদ্ধাকে আপনি পথে দেখেছিলেন তা ছিল দুনিয়া। অতএব, দুনিয়ার এতখানি বয়স রয়েছে যা সাধারণতঃ একজন বৃদ্ধার থাকে। আর যে আপনাকে আহ্বান করেছিল সে ছিল ইবলিস। যদি আপনি ইবলিস এবং দুনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিতেন, তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিত। আর যাঁরা আপনাকে সালাম করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মুসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম।

তাবারানী এবং বাজ্জার-এর বিবরণে হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভ করলেন যারা একই দিনে বীজ বপন করে এবং সেই একই দিনে ফল কাটে। আর ফল কর্তনের পর পুনরায় সেই অবস্থা হয় যা ফল কর্তনের পূর্বে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি? তিনি জওয়াব দিলেন, এঁরা হলেন আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহেদ। তাঁদের নেকী ৭ শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আর তাঁরা যা খরচ করে আল্লাহ্‌পাক তার উত্তম বিনিময় দান করেন, আর তিনি উত্তম রিযিকদাতা।

এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো, যাদের মাথা পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল এটি কি? তিনি বললেন, এরা সেইসব লোক যারা ফরজ নামাজ আদায়ে প্রস্তুত হত না।

এরপর এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ হলো, যাদের লজ্জাস্থান অগ্রে এবং পশ্চাতে আবৃত ছিল আর লোকগুলো চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বিচরণ করছিল, আর জক্কুম এবং জাহান্নামের পাথর ভক্ষণ করছিল। হুজুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই লোকগুলো কে? জিব্রাঈল (আ.) বললেনঃ এরা সে-সব লোক, যারা স্বীয় অর্থ সম্পদের যাকাত আদায় করতো না। আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেননি। আর আল্লাহ্‌ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

অতঃপর আর একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ হলো, যাদের সম্মুখে একটি পাতিলে পরিপক্ক গোশ্‌ত রাখা আছে; আর অন্য একটি পাতিলে কাঁচা গোশ্‌ত রাখা আছে। এই লোকগুলো পঁচা কাঁচা গোশ্‌ত ভক্ষণ করছে, আর পরিপক্ক গোশ্‌ত স্পর্শ করছে না। হুজুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই লোকগুলো কে? হযরত জিব্রাঈল জবাব দিলেন ঃ এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যাদের নিকট ছিল বৈধ স্ত্রীগণ, তবুও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে; এইভাবে সেসব স্ত্রী লোকগণ, যাদের বৈধ স্বামী থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

এরপর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার এতবড় একটি বোঝা তৈরি করেছিল যা সে বহন করতে সক্ষম নয় আর এরপরও আরও জ্বালানী সে সংগ্রহ করে চলেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেন, এ হলো আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যার উপর মানুষের বহু আমানত ও অধিকার রয়েছে, যা আদায়ে সে সক্ষম নয় এতদসত্ত্বেও সে আরও বোঝা নিতে উদ্যত।

অতঃপর তিনি অন্য একটি এমন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যাদের রসনা এবং ওষ্ঠদ্বয় কেচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে, আর কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবস্থা ফিরে আসছে। এই অবস্থা কোনো সময় বন্ধ হয় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেন, এ হলো পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েজ বা উপদেশক।

অতঃপর তিনি একটি ছোট পাথর দেখলেন, ঐ পাথরটি থেকে একটি বড় গরু সৃষ্টি হয়; গরুটি পুনরায় উক্ত পাথরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু তা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেন, এটি হলো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে মুখে অনেক বড় কথা বলে পরে লজ্জিত হয়; কেননা, তা ফেরত দিতে অক্ষম হয়।

এরপর তিনি এমন একটি ময়দানে তাশরিফ নিলেন যেখানে পবিত্র, আনন্দ-দায়ক বাতাস এবং মৃগনাভির সুগন্ধ রয়েছে। এরপর একটি শব্দ শ্রবণ করলেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, এটি জান্নাতের শব্দ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

জান্নাত বলে, "হে পরওয়ারদিগার, যা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন তা আমাকে দান করুন। কেননা, আমার সুউচ্চ ইমারতসমূহ তার মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনালী-রূপালী পাত্রসমূহ, মূল্যবান কুরসী-কেদারা, বাহনসমূহ, মধু, পানি এবং অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য অনেক বেশি একত্রিত হয়েছে। তাই আমার প্রতিশ্রুত জান্নাতবাসীদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, যাতে করে তারা এই নেয়ামতসমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হন।"

আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ তোমার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষ যে তোমার প্রতি ও আমার রসুলদের প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, আমাকে ভিন্ন অন্য কারো প্রতি বিশ্বাস করবে না, আর যে আমাকে ভয় করবে সে শান্তিতে বসবাস করবে; সে যা আমার কাছে চাইবে আমি তা তাকে দান করবো। আর যে আমাকে করজ দিবে (অর্থাৎ আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে) আমি তাকে উত্তম বিনিময় দান করবো। আর যে আমার প্রতি ভরসা করবে আমি তার জন্য যথেষ্ট হবো। আমি আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। আর মোমেনদের সাফল্য সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্পাক যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা, তিনি বরকতময়।

জান্নাত বলল ঃ আমি রাজি হয়েছি।

অতঃপর একটি ময়দানে গমন করতে হলো। সেখান থেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হচ্ছিল, আর দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম জবাব দিলেন, এটি জাহান্নামের আওয়াজ। জাহান্নাম বলে, "হে পরওয়ারদিগার, আমার সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে (অর্থাৎ দোজখীদের দ্বারা জাহান্নাম ভরপুর করে দেওয়া) তা পূর্ণ করুন। কেননা, আমার জিঞ্জির রসমূহ, আমার বাঁধনসমূহ, আমার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আমার গরম পানি এবং অন্যান্য আজাবসমূহ অনেক মাত্রায় একত্রিত হয়েছে, আমার গর্ত অত্যন্ত গভীর এবং তাপ অতীব সতেজ হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের এরশাদ হলো যে, প্রত্যেক মুশরেক নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক কাফের নারী ও পুরুষ এবং প্রত্যেক অহংকারী, দ্বীন ইসলামের দুশমন, যে কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, তোমার জন্যে নির্দিষ্ট হবার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

দোজখ বলল ঃ আমি রাজি হয়েছি।

আর আবু সাঈদের বিবরণ 'বায়হাকী' থেকে এইভাবে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমাকে ডান দিক থেকে জনৈক আহ্বায়ক আহ্বান করলো যে, 'আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো।' আমি তার কথার কোনো জবাব দেইনি। অনুরূপভাবে আর একজন আমাকে বাঁদিক থেকে আহ্বান করলো; আমি তারও কোন জওয়াব দেইনি। আর এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, একটি স্ত্রীলোক দেখা গেল, যে তার হাতগুলো উন্মুক্ত করে রেখেছে আর সে সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত রয়েছে, আর আল্লাহর দানস্বরূপ সে সৌন্দর্য লাভ করেছে। সেও আমাকে বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম), আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার নিকট থেকে কিছু কথা জানব। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করিনি।

আর এই হাদীসেই রয়েছে যে, জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ প্রথম আহ্বায়ক ছিল ইহুদীদের আহ্বায়ক। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেত। আর দ্বিতীয় আহ্বায়ক নাসারা বা খৃস্টানদের পক্ষ থেকে ছিল। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত খৃস্টান হয়ে যেত। আর সেই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি তার আহ্বানে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত।

এইসব ঘটনাগুলো আসমানসমূহের সফরের পূর্বেই ঘটেছিল। আর কোনো কোনো ঘটনা আসমানে অবতরণের পর ঘটেছে। যেমন এই হাদীসেই রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আসমানে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম আলায়হিস সালামকে দেখতে পেলেন। আর সেখানে অনেক দস্তরখান পাতা রয়েছে, তাতে রয়েছে পবিত্র গোশ্ত। কিন্তু এই দস্তরখানে কোনো লোক নেই। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি দস্তরখান রয়েছে; তাতে রয়েছে পঁচা গোশ্ত এবং তাতেই রয়েছে মানুষের ভীড়। অনেক লোক সেই পঁচা গোশত ভক্ষণ করছে। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এরা সেসব লোক, যারা হালালকে বাদ দিয়ে হারাম খায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

আর এই বিবরণে এই কথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন যাদের উদর ঘরে হয় যেন একটি ঘর। যখন তাদের কেউ দণ্ডায়মান হতে চায় তখন সঙ্গে পড়ে যায়। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ এরা হলো সুদখোর লোক। আর এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যাদের ওষ্ঠদ্বয় উষ্ট্রের ন্যায়; তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করে আর সেগুলো তাদের নিম্নদেশের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এরা সেইসব লোক যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের ধন-সম্পদ হজম করে। আর এই সফরে এমন একদল নারীকে দেখলেন যাদেরকে তাদের স্তনের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে; এরা ছিল ব্যভিচারিণীর দল।

আর এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়কেও দেখলেন, যাদের পাঁজরে গোশত কর্তন করে তাদেরকেই ভক্ষণ করানো হচ্ছিল; এরা ছিল চোখলখোর।

ফায়দা ঃ আলমে বরযখের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে প্রত্যক্ষদর্শীর সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, এই সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে সেই আকৃতিসমূহের যা হযরত আদম আলায়হিস সালামের বাঁদিকে ছিল, যার উল্লেখ হবে নবম ঘটনায়।

আর এই পর্যায়ে কতগুলো এমন ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মহাশূন্য পরিভ্রমণের পূর্বে দেখেছিলেন নাকি পরে; যেমন হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গমন করেন তখন কোন কোন আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যাঁদের সাথে বিরাট জন-গোষ্ঠী ছিল, আর কোনো নবীর সঙ্গে নিতান্ত সামান্য সংখ্যক লোক ছিল, আর কোনো কোনো নবীর সাথে কেহই ছিল না।

অতঃপর তিনি দেখলেন ঃ এক বিরাট দল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে বলা হয়, মুসা (আ.) এবং তাঁর উম্মত। কিন্তু একটু উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, আর দেখুন; এরপর যা দেখলাম তা হলো এক অতি বিরাট জনসমাবেশ; চারিদিকে লোকে লে.কারণ্য। তখন আমাকে

হলো, এটি আপনার উম্মত। এতদ্ব্যতীত আপনার উম্মতের আরও ৭০ হাজার লোক রয়েছে, যারা কোনো হিসাব ব্যতিতই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এরা সেসব লোক, যারা দেহে কোনো প্রকার চিহ্ন অংকিত করে না। যারা মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে না, যারা কোনো বস্ত্র দ্বারা ভাল মন্দ হবার, কল্যাণকর-অকল্যাণকর হবার আলামত নির্ণয় করে না, আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়।[১]

ষষ্ঠ ঘটনা

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন (মুছলিম শরীফের রেওয়ায়েত), হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি বোরাক ঠিক সেই স্থানে বেঁধে দিলাম যেখানে অন্য নবীগণ তাঁদের বাহনসমূহ বাঁধতেন।

আর বাজ্জার বর্ণনা করেছেন বুরাইদা থেকে যে, জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ একটি পাথরে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ছিদ্র করেন এবং তাতে বোরাককে বেঁধে দেন।

ফায়দা ঃ উভয় বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সেই ছিদ্রটি হয়ত প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, কিন্তু কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা খুলে দেন, আর বোরাক বাঁধার ব্যাপারে হয়ত দু'জনেই অংশ গ্রহণ করেন।

আর এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো ন্যায্য কারণ নেই যে, বোরাককে বেঁধে রাখার কি প্রয়োজন ছিল, তাকে তো অনুগত করেই প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ, এই বিশ্বে অবতরণের পর হয়ত তাঁর মধ্যে জাগতিক চরিত্র প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ছিল। যদি বোরাক ছুটে যাওয়ার আশংকা নাও থাকে তবুও তার কোনো প্রকার দুষ্টামি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সাময়িকভাবে পেরেশান করার সম্ভাবনা ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও বহু হেকমত থাকতে পারে, যা অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

১. তিরমিজি শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সপ্তম ঘটনা

তফসীরে ইবনে হাতেমে রয়েছে, বিবরণ হযরত আনাসের (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলে আর সেই স্থানে পৌঁছলেন যার নাম বাবে মুহাম্মাদ, তখন বোরাক বেঁ দিলেন এবং উভয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। তখন জিব্রাঈ আলায়হিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বললেন আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ দরখাস্ত করেছিলেন আপনাকে যেন হুর দেখানো হয়। তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখ জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এ স্ত্রীলোকদের নিকট তশরিফ নি এবং তাদেরকে সালাম দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লা এরশাদ ফরমান ঃ আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। অতঃপর তারা আম প্রশ্নের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কার জন্যে? তা বললঃ আমরা নেক এবং আমরা সুন্দরী। আমরা এমন লোকদের স্ত্রী যা পবিত্র পরিচ্ছন্ন, যারা অপরিচ্ছন্ন হবে না, যারা চিরদিন বেহেশ্‌তে বা করবে, কোনো দিন বেহেশত থেকে বিদায় নিবে না, যারা চিরঞ্জীব, যাদে মৃত্যু হবে না কোনো দিন। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হলো, অনে লোক সমবেত হলো, তৎপর একজন মোয়াজ্জেন আজান দিলে একামতও হলো; আমরা সকলে কাতারবন্দী অবস্থায় অপেক্ষমান রইলা যে, কে ইমাম হবেন। এমন সময় জিব্রাঈল (আ.) আমার হাত ধরে সাম দাঁড় করিয়ে দিলেন, আমি সকলের ইমামতি করলাম। যখন নামা সুসম্পন্ন হলো জিব্রাঈল (আ.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি জানেন যে, আপনার পিছনে কারা নামাজ পড়েছেন? আমি বললাম, "না" তিনি বললেন, এই পৃথিবীতে যত নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলে আপনার পিছনে নামাজ আদায় করেছেন।

বায়হাকী আবু সাঈদের বিবরণ পেশ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লা আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমি এবং জিব্রাঈল (আ উভয়ই বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করি এবং আমরা দুই রাকাত নামা আদায় করি। আর ইবনে মাস্‌উদ (র.)-এর বিবরণে এইটুকু বেশী ক সংযোজিত রয়েছে যে, আমি মসজিদে প্রবেশ করে আম্বিয়া (আ.)-ে দেখতে পাই। তাদের কেহ দণ্ডায়মান অবস্থায়, কেহ রুকু অবস্থায় অ কেহ সেজদারত ছিলেন। এরপর মুয়াজ্জেন আজান দিল, আম

কাতারবন্দী হয়ে এই অপেক্ষায় রইলাম যে, কে ইমাম হবেন? ঠিক এমন সময় জিব্রাঈল (আ.) আমার হাত ধরে আমাকে সম্মুখের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমাম হিসাবে নামাজ আদায় করলাম।

হযরত ইবনে মাসউদ (র.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, যখন নামাজের সময় হলো এবং আমি তাদের ইমাম হলাম।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসায় পৌঁছলেন তখন দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁর সাথে নামাজ পড়লেন।

আর বায়হাকীতে আবু সাঈদের বর্ণিত যে হাদীস সংকলিত হয়েছে তা হলো এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। (অর্থাৎ তিনি ফেরেশ্‌তাদের জামাতের ইমাম হলেন)। যখন নামাজ সুসম্পন্ন হলো তখন ফেরেশ্‌তারা জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ইনি কে? ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম জবাব দিলেন, ইনি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম, খাতেমুন নাবিয়্যীন। ফেরেশ্‌তারা বললেন? তাঁর নিকট নবুওয়তের জন্য কোনো পয়গাম এসেছে নাকি তাকে আসমানে নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত এসেছে? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন হ্যাঁ, তাই। ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি নাজিল করুন। উত্তম ভাই, উত্তম খলিফা, (অর্থাৎ আমাদের ভাই, আল্লাহর খলিফা) অতঃপর আম্বিয়ায়ে কেরামের রুহের সহিত মোলাকাত হলো। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম এইভাবে ভাষণ দান করলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমাকে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, যিনি আমাকে দান করেছেন বিরাট ক্ষমতা। যিনি আমাকে অনুসরণীয় করেছেন, যিনি আমাকে নমরুদের অগ্নি থেকে নাজাত দিয়েছেন। আর সেই অগ্নিকে আমার জন্যে শান্তির উপকরণ হিসেবে তৈরি করেছেন।

এরপর হযরত মুসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহপাকের জন্য। যিনি আমার সাথে বিশেষভাবে কথা বলেছেন। আর আমাকে বিশেষ মর্যাদা দান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

করেছেন, আর আমার প্রতি 'তাওরাত' নাজিল করেছেন। আর ফেরাউনের ধ্বংস এবং বনি ইসরাঈলের নাজাত আমার হস্তে প্রকাশ করেছেন। আর আমার উম্মতকে এমনি এক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছেন, যারা সত্যের আলোক দিশারী এবং সত্য অনুসারে সুবিচার করে।

এরপর হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করেছেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্যে, যিনি আমাকে বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন, যিনি আমাকে যবুরের এলেম দান করেছেন, আর আমার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছেন। আর আমার জন্যে পাহাড়কে অনুগত করে দিয়েছেন, আর পক্ষীদেরকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন এবং আমাকে দান করেছেন হেকমত ও সুস্পষ্ট ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা।

এরপর হযরত সুলাইমান আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করেছেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্যে, যিনি আমার জন্য বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছেন, যিনি শয়তানদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন, আমি যখন যা চাই তারা আমার জন্যে তাই প্রস্তুত করে, যেমন বড় বড় অট্টালিকাসমূহ এবং মূর্তিসমূহ (তখন তা বৈধ ছিল) এবং যিনি আমাকে পক্ষীদের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যিনি বিশেষদানে আমাকে সবকিছু দান করেছেন এবং যিনি আমার জন্যে শয়তান, মানুষ, জ্বীন ও পক্ষীদের সৈন্যদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন। আর যিনি আমাকে এমন বাদশাহী দান করেছেন যা আমার পরে আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না এবং যিনি আমাকে এমন পবিত্র বাদশাহী দান করেছেন যে সম্পর্কে আমার কোনো হিসাব হবে না।

অতঃপর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহপাকের প্রশংসা করে এইভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করেন ঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্‌পাকের, যিনি আমাকে তাঁর কালেমা বলে আখ্যা দিয়েছেন, যিনি আমাকে আদম আলায়হিস সালামের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরি করে আদেশ দিয়েছেন, 'তুমি আত্মাবিশিষ্ট হও' আর তিনি আত্মাবিশিষ্ট (জীবন্ত মানুষ হয়েছেন) আর যিনি আমাকে লিখবার ক্ষমতা, হেকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের এলেম দান করেছেন। আর যিনি আমাকে এই শক্তি দান করেছিলেন যে, আমি যখন মাটি দ্বারা পক্ষীর আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁক দিতাম তখন আল্লাহ্‌পাকের হুকুমে তা জীবন্ত পাখীতে পরিণত

হতো। আর যিনি আমাকে এই শক্তি দান করেছিলেন যে, আমি আল্লাহ্‌পাকের হুকুমে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিতাম আর মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতাম এবং যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন এবং যিনি আমাকে ও আমার মাতাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করেছেন, এই জন্যেই আমাদের প্রতি শয়তান কোনো সফলতা লাভ করেনি।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন, আপনারা সকলে আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা করেছেন আমিও আমার পরওয়ারদিগারের প্রশংসা করছি। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্‌পাকের জন্যে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন রূপে এবং সমস্ত মানুষের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শন রূপে, যিনি আমার প্রতি কোরআনে করীম নাজিল করেছেন, যাতে রয়েছে সবকিছুর বিবরণ এবং যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন যাদের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে, যিনি আমার উম্মতকে সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী উম্মত হিসেবে তৈরী করেছেন আর যিনি আমার উম্মতকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রথমেও তারা (অর্থাৎ মরতবা ও মর্যাদার দিক থেকে সর্বাগ্রে তারা) আর শেষেও তারা (অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে তারা সর্বশেষে)। আর যিনি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন, আমার বোঝাকে হালকা করেছেন এবং আমার আলোচনাকে সর্বোচ্চ মরতবায় স্থান দিয়েছেন, আর আমাকে সকলের উদ্বোধনকারী এবং পরিসমাপ্তকারী নির্বাচন করেছেন (অর্থাৎ নূরের দিক থেকে সর্বপ্রথম এবং প্রকাশ হওয়ার দিক থেকে সর্বশেষ)।

এরপর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ অতএব এইসব গুণাবলীর কারণেই হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আপনাদের সকলের উপরে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আসমানসমূহের ভ্রমণের উল্লেখ করেন। আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তিনজন পয়গাম্বর যথা– হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ভাষণ এবং তাদের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। আর এই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

বিবরণে একথাও রয়েছে যে, যখন আমি নামাজ থেকে অবসর পেলাম তখন একজন আমাকে বলল "হে মোহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইনি হলেন মালেক, ইনি দোজখের দারোগা। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে আমাকে সালাম পেশ করলো।[১]

আর ইবনে আব্বাস (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শবে মে'রাজে দাজ্জালকেও দেখেছেন এবং দোজখের খাজেনকেও দেখেছেন।[২]

এইভাবে পাশাপাশি উল্লেখ করাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালকেও তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখেছেন, অর্থাৎ তার আকৃতির কোনো নমুনা তিনি দেখেছেন। কেননা সেই মুহূর্তে দাজ্জাল যে সেখানে উপস্থিত ছিল না একথা সুস্পষ্ট।

অষ্টম ঘটনা

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম নামাজ সুসম্পন্ন করার পর যখন মসজিদ থেকে বাইরে তাশরিফ আনলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাঁর সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করলেন। একটিতে ছিল শরাব আর একটিতে ছিল দুধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি দুধকে বেছে নিলাম। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ আপনি স্বভাব ধর্মকে পছন্দ করেছেন। এরপর আসমানের দিকে গমন করেন।[৩]

আর আহ্‌মদের বিবরণে রয়েছে, বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইবনে আব্বাস, দু'টি পাত্রের একটি হলো দুধের, আর একটি হলো মধুর।

আর বাজ্জাজের বিবরণে রয়েছে তিনটি পাত্রের কথা-দুধ, শরাব এবং পানি। এবং সাদ্দাদ ইবনে আউসের হাদীসে রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : নামাজের পর আমি পিপাসাগ্রস্ত হলাম। তখন এই পাত্রসমূহ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। আমি যখন দুধ গ্রহণ করলাম তখন একজন বুজুর্গ যিনি আমার সম্মুখে ছিলেন তিনি জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে বললেন ঃ তোমার বন্ধু স্বভাব-ধর্মকে গ্রহণ করেছেন।

১. মুসলিম শরীফ। ২. মুসলিম শরীফ। ৩. মুসলিম শরীফ।

ফায়দা ঃ বোরাক বাঁধার পরে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির তারতীব এভাবে হবে ঃ

(১) মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে হুরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা।

(২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করা। সম্ভবতঃ এটি ছিল তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ঐ সময় হয়ত অন্যান্য নবীগণ পূর্বাহ্নেই মসজিদে সমবেত ছিলেন, যাদেরকে তিনি বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছেন, কেহ রুকু অবস্থায় ছিলেন, কেহ সেজদারত ছিলেন, হয়ত সকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো নবী তাঁর পরিচিত ছিলেন। আর মনে হয় নবীগণ নিজেদের নামাজ শেষ করার পর এই তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুক্তাদী হয়েছিলেন।

(৩) অতঃপর অন্যান্য আম্বিয়া আলায়হিস সালামের একত্রিত হওয়া।

(৪) অতঃপর আযান, একামত, নামাজ এবং জামাত হওয়া, আর এই জামাতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন এবং আম্বিয়ায়ে আলায়হিমুস সালাম এবং কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তার মুক্তাদী ছিলেন, এঁদের কোনো কোনো লোককে তিনি চিনতেন না, এজন্যেই জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ সমস্ত নবী রসূলগণ আপনার পিছনে নামাজ পড়েছেন।

এটি কোন্ নামাজ ছিল? এ প্রশ্নের জবাব পরে আলোচিত হবে। আর আযান এবং একামত হয়ত এইভাবেই হয়েছে যেমন বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মদীনা মুনাওয়ারা আগমনের পর এই বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, অথবা অন্য কোনো প্রকারের আযান ও একামত হয়েছে।

(৫) অতঃপর ফেরেশতাদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব। এই পর্যায়ে দোজখের খাজেনের সঙ্গে মোলাকাত হলো। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করলো তাঁর পরিচয়। জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শ্রবণ করে তারা জিজ্ঞাসা করলো তাঁর নিকট কি কোনো ওহী প্রেরিত হয়েছে? এসব কথারই প্রমাণ যে, ফেরেশতারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানতো যে, তাঁর সাথে এমন ঘটনা ঘটবে। এ সম্পর্কে অবশ্য দু'টি সম্ভাবনা আছে–প্রথমতঃ হুজুর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের জ্ঞান হয়ত তখন পর্যন্ত তাদের হয়নি, কেননা ফেরেশতাদের প্রতি থাকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব অর্পিত। সর্বদা অন্যান্য ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়তের ব্যাপারে হয়ত তাদের জ্ঞান ছিল, আর প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো মে'রাজ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া। এমনিভাবে আসমানসমূহের পরিভ্রমণের সময় যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও একই কথা।

(৬) আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সঙ্গে মোলাকাত।

(৭) আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের ভাষণ।

(৮) পাত্রসমূহ পেশ করা, এই সম্পর্কে বিবরণসমূহের চিন্তা করলে জানা যায় যে, পাত্র ছিল চারটি – দুধ, মধু, সরাব এবং পানি। কোনো কোনো বর্ণনাকারী দু'টির উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করেছেন, আর কেহ তিনটির উল্লেখ করেছেন। অথবা পাত্র তিনটিই ছিল, একটি পাত্রে পানি ছিল, যার মিষ্টি মধুর ন্যায় ছিল, কখনও তাকে মধু বলা হয়েছে আর কখনও পানি। আর সরাব তখন পর্যন্ত হারাম বলে ঘোষিত হয়নি। কেননা, এই ঘোষণা হয় মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর। এটি আনন্দদায়ক বস্তু, এজন্য এটি দুনিয়ার রূপক। মধু অধিকাংশ সময় স্বাদ ভোগ করার জন্য পান করা হয়, খাদ্য হিসেবে নয় তাই এটিও একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তু, আর এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসের দিকে আর পানি খাদ্য বস্তুর সহকারী খাদ্য নয়। যেভাবে দুনিয়া দ্বীনের সাহায্যকারী, আসল উদ্দেশ্য নয়, পক্ষান্তরে দ্বীন আধ্যাত্মিক খাদ্য যা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন দুধ যা দেহের মৌলিক খাদ্য। যদিও আরও অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, কিন্তু তবুও সেগুলোর উপর দুধের প্রাধান্য রয়েছে, এটি খাদ্য এবং পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এভাবে সিদরাতুল মুনতাহার পরেও পাত্রসমূহের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (হাফেজ এমাদুদ্দীন এবনে কাসির)। হয়ত এতে সুদৃঢ় করা, তাম্বিহ করা, তাগিদ করা এবং ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য হতে পারে।

(৯) অতঃপর আসমানের ভ্রমণ। আর উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা যেভাবে ঘটনাবলীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে একদিকে ঘটনাবলীকে একত্রিত করা হয়েছে, অন্যদিকে উল্লেখিত বিবরণমূহের মধ্যকার গরমিলও দূরীভূত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সম্বর্ধনার জন্যেই হয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাদের একত্রিত করা হয়েছিল। মূলতঃ আল্লাহ্পাকই সর্বজ্ঞাত।

নবম ঘটনা

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আসমানের পরিভ্রমণ শুরু করেন। কোন কোনো বিবরণে রয়েছে যে, তিনি বোরাকের উপর আরোহণ করে আসমানে পরিভ্রমণ সুসম্পন্ন করেন।

বোখারী শরীফে হাদীস সংকলিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ অন্তরকে বিধৌত করে তাকে ঈমান এবং হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করার পর আমাকে বোরাকে আরোহণ করানো হয়েছে। বোরাক তার দৃষ্টির শেষ সীমায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতো। আর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে এইভাবে দুনিয়ার সংলগ্ন আসমানে পৌঁছে। এতে এ কথাই সুস্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি বোরাকে আরোহণ করেই আসমানে তাশরিফ নিয়ে যান। যদিও পথিমধ্যে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে তাশরিফ নেন। বায়হাকীতে আবু সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ অতঃপর (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পর) আমার সম্মুখে একটি সিঁড়ি আনা হয় যাতে মানবজাতির রুহসমূহ (মৃত্যুর পরে) আরোহণ করে তাই ঐ সিঁড়ি থেকে সুন্দরতর আর কিছু দেখা যায়নি।

তোমরা কোনো কোনো মৃত ব্যক্তিকে উন্মিলিত চোখে আসমানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছ, এর কারণও এই যে, সে এই সিঁড়িকে দেখে আনন্দিত হয়, আর শরফুল মোস্তফা গ্রন্থে রয়েছে যে, এই সিঁড়িটি জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে আনা হয়েছে। আর তার ডানে এবং বামে, উপরে এবং নিম্নে ফেরেশতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

আর কা'বের বিবরণে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্যে একটি রৌপ্য নির্মিত এবং একটি স্বর্ণ নির্মিত সিঁড়ি আনা হয় এবং তিনি ও জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাতে আরোহণ করেন।

আর এবনে আসাকীর এর বিবরণ হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের ঘটনা থেকে অবসর পেলাম তখন এই সিঁড়ি আনা হয় এবং আমার ভ্রমণের সাথী জিব্রাঈল আমাকে আরোহণ করায় এবং আসমানের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফায়দা ঃ বোরাক এবং সিঁড়ির বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব যে, কিছু পথ বোরাকের উপর আরোহণ করে আর কিছু পথ সিঁড়ির উপর আরোহণ করে অতিক্রম করেছেন, যেভাবে সম্মানিত মেহমানের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন উপস্থাপিত করা হয়। এতে করে তাঁর জন্য এই সুযোগ ও অধিকার থাকে যে, তিনি সামান্য সামান্য পথ অতিক্রম করে সকল যানবাহনের সদ্ব্যবহার করেন। আর বোরাক যদিও অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করে কিন্তু তার দ্রুত গমণ একজন আরোহীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেননা, বোরাকে আরোহণ করার পর বিভিন্ন স্থানে ও মাকামে অবতরণ এবং বিভিন্ন মনজিলে বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ একথারই প্রমাণ বহন করে যে, এই ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত শান্ত অবস্থায়।

দশম ঘটনা

হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছলেন। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আসমানের দুয়ার খুলবার ব্যবস্থা করলেন। দ্বাররক্ষী ফেরেশতাগণের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে? তিনি বললেন ঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমার সাথে কে আছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র পয়গাম (নবুওয়তের জন্যে অথবা আসমানে উপস্থিতির জন্যে) প্রেরিত হয়েছে কি? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ হ্যাঁ।[১]

আর বায়হাকীর হাদীসে আবু সাইদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমানের দুয়ারসমূহেরর মধ্য থেকে একটি দুয়ারে পৌঁছেন। এই দুয়ারটির নাম বাবুল হাফাজা। এতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, তাঁর নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে রয়েছেন বার হাজার ফেরেশতা।

শোরায়েকের বর্ণনা যা বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, যমীনে আল্লাহ্ পাকের কি পরিকল্পনা রয়েছে, সে সম্পর্কে আসমানের অধিবাসীরা তেমন একটা খবর রাখেন না, যে পর্যন্ত না তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করানো হয়। যেমন এখানে জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের ভাষায় জানা যায়, এতে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার কারণও সুস্পষ্ট যে, এর বিবরণ অষ্টম ঘটনার পঞ্চম নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেখানে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করার যৌক্তিকতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১. বোখারী শরীফ।

বোখারী শরীফের বিবরণে রয়েছে যে, ফেরেশতারা একথা শ্রবণ করে বলেছে 'মারহাবা' আপনার আগমন মোবারক। এরপর দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমি ওখানে পৌঁছে দেখি হযরত আদম আলায়হিস সালাম উপস্থিত রয়েছেন। জিব্রাঈল 'আলায়হিস সালাম তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম, তাঁকে ছালাম দিন, আমি তাঁকে সালাম পেশ করলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন আর বললেন ঃ 'মারহাবা' সুসন্তানকে, 'মারহাবা' নবীয়ে ছালেহকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখলাম, যাঁর ডানে কিছু আকৃতি ছিল এবং বামেও, যখন তিনি ডানদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে, পক্ষান্তরে যখন তিনি বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। আমি জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন; ইনি আদম আলায়হিস সালাম। আর ডানদিকের এবং বাঁদিকের এই আকৃতিগুলি হলো তাঁর সন্তানদের রুহসমূহ। ডানদিকে যারা রয়েছে তারা জান্নাতী, আর বাঁদিকে যারা রয়েছে তারা দোজখী। এজন্যই তিনি ডান দিকে দেখে খুশী হন এবং বাঁদিকে দেখে কাঁদতে থাকেন। (মেশকাত শরীফেও অনুরূপ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।)

আর বাজ্জাজের হাদীসে হযরত আবু হোরায়রার বিবরণ হলো এই যে, তাঁর ডানদিকে একটি দুয়ার ছিল সেই দুয়ার থেকে খুশবু আসছিল আর বাঁদিকেও একটি দুয়ার ছিল তা থেকে আসছিল দুর্গন্ধ। যখন তিনি ডানদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন খুশী হতেন, আর যখন বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন চিন্তিত হতেন। আর শোরায়েকের উপরোক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নীল এবং ফোরাতকে দেখেছেন। আর এই বিবরণেই রয়েছে যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে তিনি আর একটি নহরও দেখেছেন, এতে রয়েছে মুক্তা এবং যবরজদ পাথরের নির্মিত মহল, আর এটিই হলো কাওসার।

ফায়দা ঃ হযরত আদম আলায়হিস সালাম ইতিপূর্বে সকল আম্বিয়াদের সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হয়েছেন। আর এভাবে তিনি তাঁর কবরেও উপস্থিত রয়েছেন। এমনিভাবে সমস্ত আসমানেও যে আম্বিয়ায়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উত্থিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কবরে তাঁর মূল দেহ থাকে। আর অন্যান্য স্থানে তাঁর রুহ আকৃতি ধারণ করে, যাকে সুফিগণ 'জেসমে মেছালি' বলে থাকেন, রুহের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে বিদ্যমান। আর সেই জেসম বা দেহের সংখ্যাও হয় একাধিক আর একই সময় সেই দেহসমূহের সাথে রূহের সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব। কিন্তু তাঁর নিজস্ব শক্তিতে নয়, বরং শুধু এক আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের খাস কুদরতে ও মর্জিতে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এই 'জেসমে মেছালি' যা উভয় স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়েছে প্রত্যেক জায়গায় তা স্বতন্ত্র আকৃতির অধিকারী ছিল। এজন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখা হওয়া সত্ত্বেও আসমানে হযরত আদমকে চিনতে পারেননি। অবশ্য হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম যেহেতু আসমানে পূর্ণ দেহসহ আছেন সেজন্য আসমানে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখাটা সম্ভব। কিন্তু তাঁকে যে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখেছেন, যার উল্লেখ অষ্টম ঘটনায় রয়েছে ঐ দেখা দেহসহ ছিল না। বরং তা ছিল 'জেসমে মেছালি' আর আত্মার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বেও জেসমে মেছালির সম্পর্ক অলৌকিকভাবে সম্ভব। যদিও এটিও সম্ভব যে, বায়তুল মুকাদ্দাসেও তিনি স্বশরীরে ছিলেন, প্রথমতঃ আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসেছেন অতঃপর আসমানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অবশ্য এটা অসাধারণ অবস্থা। আর আল্লাহ্ পাকই এসব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

আর আদম আলায়হিস সালামের ডানে এবং বামে যে আকৃতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোও দৃষ্টান্তমূলক আকৃতি।

আর বাজ্জাজের সংকলিত বিবরণে চিন্তা করলে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যে, এই আত্মাসমূহ ঐ সময়ে আসমানে উপস্থিত এবং আসমানের অধিবাসী ছিল না বরং নিজ নিজ ঠিকানায় ছিল। আর সেই ঠিকানা ও আদম আলায়হিস সালামের স্থানের মধ্যে একটি দুয়ার ছিল। সেই দুয়ার দিয়ে এই আকৃতিসমূহের প্রতিবিম্ব সেই স্থানে পড়েছিল। অথবা সেই বাতাস যা এসেছিল তাও দেহের রূপ ধারণ করে এবং তাতে ছিল প্রতিবিম্ব প্রকাশের বৈশিষ্ট্য, যেমন বাতাস যখন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন তা প্রত্যক্ষ করার ন্যায় যোগ্যতা অর্জন করে। কেননা, এই বিবরণে দুয়ারের অস্তিত্বের কথা উল্লেখিত রয়েছে, আর এটি সুস্পষ্ট, এই দুয়ারটি ছিল ওই আকৃতিসমূহের প্রতিবিম্ব প্রকাশের মাধ্যম। আর আল্লাহ্পাক মহাজ্ঞানী। আর এতে এ প্রশ্ন আর রইল না যে, কোরআনে করীমের যে আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ۔

("যারা আল্লাহ্পাকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং অহংকার করে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে তাদের জন্য আসমানের দ্বার খোলা হবে না।")

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, "কাফেরদের রূহ আসমানে যেতে পারবে না। অতঃপর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে হযরত আদম আলায়হিস সালামের বাঁদিকে কাফেরদের আত্মা কিভাবে সমবেত হলো?"

এতদ্ব্যতীত নীল এবং ফোরাত নদীকে সপ্ত আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখার কথা রয়েছে, অথচ এই নদীসমূহ রয়েছে দুনিয়াতে। এই কথার তাৎপর্য কি? সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নীল ফোরাতকে দেখার ব্যাখ্যা সিদরাতুল মুনতাহার বিবরণের স্থানে প্রদত্ত হবে। এখানে শুধু বিবরণীসমূহ একত্রিত করার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করা দরকার।

হয়ত সিদরাতুল মুনতাহার মূলেই রয়েছে নীল ও ফোরাতের কেন্দ্র আর সেখান থেকে পানি দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আসে এবং সেখান থেকে যমীনে আসে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে।

অন্যান্য হাদীসের বিবরণ হলো এই যে, হাউজে কাউসার জান্নাতে রয়েছে। অর্থাৎ মূল হাউজ সেখানেই রয়েছে। আর একটি শাখা এখানে রয়েছে। যেমন একটি শাখা কেয়ামতের ময়দানেও হতে পারে।

একাদশ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, আমাকে জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম সম্মুখের দিকে নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং দুয়ার খোলা হলে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে? বললেন ঃ আমি জিব্রাঈল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমার সঙ্গে কে? জবাব দিলেন ঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর নিকট কি আল্লাহর পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? জিব্রাঈল বললেন ঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললোঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। এরপর দুয়ার খুলে দেয়া হলো। (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ) আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন হযরত ইয়াইহিয়া আলায়হিস সালাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম, তাঁরা উভয়ে আত্মীয় (খালাত ভাই)।

জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন ঃ ইনি ইয়াহ্‌হিয়া, ইনি ঈসা, তাঁদেরকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তাঁরা উত্তর দিলেন। এরপর বললেন ঃ মারহাবা নেক ভাইকে, মারহাবা নেক নবীকে।

ফায়দা ঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর খালা হলেন হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আ.)-এর মাতা। অতএব, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতার খালার নাতি। আর নানি যেহেতু মায়ের পর্যায়ে হয়, এই জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর নানীকে তাঁর মাতার স্থানে রাখা হয়; যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে তার মাতা হতেন, তবে হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আ.) তাঁর খালাত ভাই হতেন। তাই, তিনি ইয়াহ্‌হিয়া (আ.)-এর খালাত ভাই। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর খালার সন্তান। যদিও ছেলে নয়, তবে নাতি। আর যেহেতু তাঁরা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু (আ.)-এর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে নন, তাই তাঁরা তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন।

দ্বাদশ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর আমাকে জিব্রাঈল (আ.) তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে? বললেন ঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমার সাথে কে রয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তাঁর নিকট কি কোনো পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? জিব্রাঈল (আ.) বললেন ঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললেন ঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক, এবং দুয়ার খুলে দেওয়া হলো। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম, তখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সেখানে দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল (আ.) বললেনঃ ইনি ইউসুফ। তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মারহাবা নেক ভাইকে। মারহাবা নেক নবীকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সৌন্দর্যের একটা (বড়) অংশ দেওয়া হয়েছে।[১]

১. মেশকাত শরীফ।

আর বায়হাকীর সংকলিত হাদীসে আবু সাঈদের বিবরণে এবং তাবারানীর হাদীসে হযরত আবু হোরায়রার বিবরণে রয়েছে ঃ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। আর যিনি সৌন্দর্যের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এমন ফজিলতের অধিকারী, যেমন সমস্ত তারকারাজির মাঝে চতুর্দশীর চাঁদ।

ফায়দা ঃ এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ প্রথমতঃ এই কথায় হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত নন, তার প্রমাণ একখানি হাদীস, যা তিরমিযী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাক এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করেননি, যিনি সুন্দর এবং মধুর কণ্ঠ নন। আর তোমাদের নবী তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, এই বর্ণনার ঐ সার্বিক পন্থা আপন অবস্থায় থাকতে পারে, আর বিশেষ কোনো ফজিলত সার্বিক ফজিলতের বিরোধী নয়, অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এক প্রকারে হযরত ইউসুফ (আ.) সবচেয়ে বেশী সুন্দর হতে পারেন, আর অন্য প্রকারে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর হবেন। আর উভয় প্রকারের মধ্যে এমনিভাবে পার্থক্য হবে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) প্রকাশ্য দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর এবং এই সৌন্দর্যেরও একটি সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে।

আর লাবণ্যের দিক থেকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী সুন্দর। আর এই সৌন্দর্যের কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। যেমন যতই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর সৌন্দর্য। আর সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাকই ওয়াকেফহাল। আর এই স্থানটি হলো নিতান্তই আদবের স্থান।

ত্রয়োদশ ঘটনা

অতঃপর জিব্রাইল (আ.) আমাকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে গেলেন; দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমার সঙ্গে কে রয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর নিকট কি আল্লাহ্‌পাকের কোনো পয়গাম প্রেরিত হয়েছে?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

জিব্রাঈল (আ.) বললেন ঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ এই কথা শ্রবণ করে বললেন ঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। দুয়ার খোলা হলো। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন হযরত ইদ্রীস (আ.)। জিব্রাইল (আ.) বললেন ঃ ইনি ইদ্রীস (আ.), তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ মারহাবা, নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

ফায়দা ঃ যদিও হযরত ইদ্রীস আলায়হিস সালাম হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষের মধ্যে ছিলেন, তবুও নবুয়তের ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর পৌত্রের সম্পর্কের উপর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো আদব। সাধারণতঃ সমসাময়িক সন্তানকে অথবা নিজের থেকে উচ্চ মর্তবার অধিকারী সন্তানকে ভাই বলে ডাকা হয়। আর এবনুল মুনীর বলেছেন যে, একটি অপরিচিত সূত্রের বিবরণে রয়েছে, 'মারহাবা' নেক সন্তানকে। আর কারও কারও মতে ইদ্রীস হলো হযরত ইলিয়াস আলায়হিস সালামের লকব। আর তারই সঙ্গে চতুর্থ আসমানে মোলাকাত হয়েছে। আর তিনি নবীর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত নন। আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী।

চতুর্দশ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে গেলেন। দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো কে? তিনি বললেন ঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেন ঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তার নিকট কি কোনো পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। পরে সেখান থেকে বলা হলো ঃ মারহাবা আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, হারুন আলায়হিস সালাম রয়েছেন। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি হারুন আলায়হিস সালাম। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

পঞ্চদশ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে ঃ অতঃপর জিব্রাইল (আ.) আমাকে উপরের দিকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলেন। দুয়ার খোলা হলো ঃ জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে? তিনি বললেন ঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেন ঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তাঁর নিকট কি কোনো পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলো ঃ মারহাবা! আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম হযরত মুসা আলায়হিস সালামকে। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ ইনি মুসা আলায়হিস সালাম। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জওয়াব দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে। অতঃপর আমি যখন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম তখন হযরত মুসা আলায়হিস সালাম কাঁদলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কান্নাকাটির কারণ কি? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদি যে, আমার পরে একজন যুবক পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন–যাঁর উম্মতের জান্নাতী লোকদের সংখ্যা আমার উম্মতের জান্নাতী লোকদের থেকে অনেক বেশী। (এই কারণে আমার উম্মতের জন্য আমার দুঃখ এবং আক্ষেপ হয় যে, যেভাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উম্মত তাঁর অনুসরণ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আমার উম্মত আমার অনুসরণ করেনি। আর এভাবে আমার উম্মতের এমন লোকেরা বেহেশত থেকে বঞ্চিত হলো; তাই তাঁদের জন্য আমার কান্না আসে।)

ফায়দা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যুবক শব্দটা ব্যবহার করা এই দিক থেকে হয়েছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হবে, যখন তিনি বৃদ্ধকালেও পৌঁছবেন না। অথচ অন্য নবীগণ বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার পরও তাঁদের অনুসারী হয়নি। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছে তেষট্টি বছর, অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর বয়স হয়েছিল একশত পঞ্চাশ বছর।[১]

১. কাসাসুল আম্বিয়া।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ষোড়শ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল সপ্তম আসমানের দিকে আরোহন করলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে? বললেন আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আর তোমার সঙ্গে কে আছেন? বললেন ঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? বললেন ঃ হ্যাঁ তখন বলা হলো ঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি ওখানে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিব্রাইল (আ.) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতামহ ইব্রাহীম (আ.)। তাঁকে সালাম দিন আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ মারহাবা নেক সন্তানকে এবং নেক নবীকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় কোমর বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আর বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে– যাঁদের দ্বিতীয়বার আসার আর সুযোগ হয় না অর্থাৎ আগামী দিন আরও নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করবে।[১] আর দালায়েলে বায়হাকীতে আবু সাঈদের বিবরণে রয়েছে যে, যখন আমাকে সপ্তম আসমানে আরোহণ করানো হলো, তখন আমি সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে দেখতে পেলাম। তিনি অতি সুন্দর আর তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক রয়েছে। আর আমার উম্মতেরও দুই প্রকার লোক রয়েছে। প্রথমতঃ যাদের পরনে পরিচ্ছন্ন পোশাক ছিল। দ্বিতীয়তঃ যারা ময়লা পোশাক পরিহিত ছিল। আমি যখন বায়তুল মামুরে প্রবেশ করলাম তখন পরিচ্ছন্ন পোশাকধারী লোকেরা আমার সঙ্গে প্রবেশ করলো। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে বাঁধা দেওয়া হলো। অতঃপর আমি আমার সংগীদেরসহ নামাজ আদায় করলাম।

ফায়দা ঃ কোনো কোনো বিবরণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালামের মর্তবার তরতীব অন্য প্রকার এসেছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তরতীবই অধিকতর শুদ্ধ এবং আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী। বায়তুল মামুর সম্পর্কে সিদরাতুল মুনতাহার উল্লেখের পরে আরও আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

১. মেশকাত শরীফ, মুসলিম শরীফ।

অষ্টাদশ ঘটনা

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, আমাকে অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার দিকে উঠানো হয়। তার কুল এত বড় বড় ছিল যেন হিজর নামক স্থানের মটকা, আর তার পাতাগুলো এত বড় ছিল যেন হাতীর কান। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি সিদরাতুল মুনতাহা। আর সেখানে চারটি নদী রয়েছে, দু'টি ভিতরের দিকে যায়, দু'টি বাইরের দিকে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে জিব্রাঈল। এটি কি? তিনি বললেন, যে নদী দুটি ভিতরে যাচ্ছে সেগুলো জান্নাতের, আর যেগুলো বাইরে আছে সেগুলো নীল এবং ফোরাত। তৎপর আমার নিকট একটি পাত্রে শরাব এবং অন্যটিতে দুধ, তৃতীয়টিতে মধু পেশ করা হয়। আমি দুধকে গ্রহণ করলাম। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি স্বভাব ধর্ম। যার উপর আপনি রয়েছেন এবং আপনার উম্মতও তারই উপর কায়েম থাকবে।

বোখারী শরীফের অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহার বুনিয়াদে এই চারটি নদী রয়েছে। আর মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহার বুনিয়াদ থেকেই এই চারটি নহর প্রবাহিত হয়। আর ইবনে হাতেম হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালামকে দেখবার পর আমাকে সপ্তম আসমানের উপরের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি তিনি একটি নদীর নিকট পৌঁছেন। যেখানে ইয়াকুত, মুক্তা ও জবরযদ পাথর দ্বারা নির্মিত পাত্রসমূহ ছিল। এবং তার উপর সবুজ সুক্ষ্ম পর্দা ছিল। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি কাওসার, যা আপনাকে আপনার পরওয়ারদিগার দান করেছেন। এতে সোনালী এবং রূপালী পাত্রসমূহ ছিল আর তা ইয়াকুত এবং জমরদ নামক মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রবাহিত হয়। তার পানি দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা। আমি একটি পাত্র থেকে পান করে দেখলাম, তা মধু থেকে অধিকতর মিষ্টি এবং কস্তুরী থেকে অধিকতর খুশবুদার ছিল।

আর বায়হাকীর সংকলিত হাদীসে আবু সাঈদের বিবরণে রয়েছে যে, সেখানে ছিল একটি ঝরনা। যার নাম "সালসাবীল।" আর সেই ঝরনা থেকে দুটি নহর প্রবাহিত, একটি কাওসার দ্বিতীয়টি রহমতের নহর।

আর মুসলিম শরীফের বিবরণে রয়েছে যে, আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, আর তা ষষ্ঠ আসমান এবং যমীন থেকে যে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সব আমল উপরে উত্তোলন করা হয় তা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে। আর সেখান থেকে উপরে নেওয়া হয়। আর যা হুকুম আহকাম উপর থেকে আসে, সেগুলো সর্ব-প্রথম সিদরাতুল মুনতাহার উপরেই অবতীর্ণ হয়। আর সেখান থেকে দুনিয়াতে আনা হয়। আর এজন্যেই তাকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়।

বোখারী শরীফে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহায় এত রং এর বিপুল সমাবেশ হয়েছে যে, এখন এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করাও মুশকিল হয়ে গেছে।

আর মুসলিম শরীফে রয়েছে, এগুলো হলো সোনালী পাখী।

আর একখানি হাদীসে রয়েছে, এগুলো হলো সোনালী টিড্ডি পাখী। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, সিদারাতুল মোনতাহাকে ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

মুসলিম শরীফের একটি বিবরণে রয়েছে, যখন আল্লাহর হুকুমে একটি আশ্চর্য জিনিস সিদরাতুল মোনতাহাকে ঢেকে দিয়েছে, তখন তার আকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাই কোন মাখলুক সিদরাতুল মুনতাহার সত্যিকার অবস্থার বিবরণ পেশ করতে সক্ষম হয় না।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মোনতাহা দেখার এবং পানি পেশ করার মধ্যে এই বাক্য সংযোজিত হয়েছে, অতঃপর আমার সম্মুখে বায়তুল মা'মুর উত্তোলন করা হয়।[১]

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদারাতুল মোনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে আমি মুক্তা-নির্মিত গুম্বেদ দেখেছি আর বেহেশতের মাটি হল কস্তুরী।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে একটি আশ্চর্যজনক বস্তু ঘিরে ফেলল, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। অতএব, সৃষ্টি জগতে কেউ তার অবস্থা বর্ণনা করতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহা দেখা এবং পাত্রগুলির উপস্থিত করার মধ্যে এই কথাটি রয়েছে যে, পুনরায় বায়তুল মামুরকে আমার সম্মুখে উত্তোলন করা হয়েছে।[২] অন্য আরও একটি বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সেইখানে মুক্তা দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ রয়েছে। আর তার মাটি হলো কস্তুরী।[৩]

১. মুসলিম শরীফ। ২. মুসলিম শরীফ। ৩. মেশকাত শরীফ।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে। আর ষষ্ঠ আসমানে হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, হয়ত তার ভিত্তি ষষ্ঠ আসমানেই রয়েছে। আর এতে একথা জরুরী নয় যে, চারটি নহরও ষষ্ঠ আসমানেই হবে; যেমন অন্যান্য বিবরণেও রয়েছে যে, এই নহরগুলো সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তি থেকেই প্রবাহিত হয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যখন ষষ্ঠ আসমান পার হয়ে সপ্তম আসমানে নহর প্রবাহিত হয়, তখন প্রবাহিত হওয়ার এই স্থানকে ভিত্তি বলে ধরা যায়, যা সপ্তম আসমানে রয়েছে। অতএব, এই নহরসমূহ যা দ্বিতীয় ভিত্তি থেকে প্রবাহিত হয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছিল, এগুলো হলো কাওসার এবং রহমতের নহর। এই উভয়টি সালসাবিলের শাখা। সম্ভবতঃ এই সালসাবিল আর এই স্থান যেখান থেকে কাওসার এবং রহমতের নহর প্রবাহিত হচ্ছে–এইসব সিদরাতুল মুনতাহার দ্বিতীয় ভিত্তিতেই হবে। আর ইবনে আবি হাতেমের উপরোল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, কাওসার জান্নাতের বাইরে রয়েছে। এর ব্যাখ্যা হয়ত এই হবে যে, কাওসারের সেই অংশটুকু বাইরে রয়েছে যা সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তিতেই রয়েছে, অবশিষ্ট অধিকাংশ জান্নাতের ভিতরেই রয়েছে। যেমন অন্যান্য হাদীসের বিবরণ দ্বারাও একথা জানা যায়।

আর নীল এবং ফোরাত নদী আসমানে হওয়া এইভাবে সম্ভব হতে পারে যে, দুনিয়াতে যে নীল ও ফোরাত নদী রয়েছে তা বৃষ্টির পানি একত্রিত হয়ে প্রস্তর থেকে প্রবাহিত হয়। আর বৃষ্টি আসমান থেকে। তাই বৃষ্টির যে অংশটি নীল এবং ফোরাতের মূল কেন্দ্রে রয়েছে তা হয়ত আসমান থেকে এসেছে, তাই নীল এবং ফোরাতের ভিত্তি আসমানে রয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার রং-এর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা রূপক হিসাবেই বলা হয়েছে। কেননা, সে তো ফেরেশতা ছিল। আর এই কথা বলা যে, "জানি না কি ছিল।" এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হয়ত প্রথমতঃ জানা যায় নাই অথবা এই ভাষা স্বীয় বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এই মর্মে যে, সিদরাতুল মুনতাহার অপরিসীম সৌন্দর্যের বিবরণ পেশ করার জন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আর মুসলিম শরীফের বিবরণ, যা বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে রয়েছে তা দ্বারা মনে হয় বায়তুল মামুর সিদরাতুল মুনতাহারও উপরে; যেমন এই শব্দ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

দ্বারা "অতঃপর বায়তুল মামুর উত্তোলন করা হলো।" আর এই উত্তোলন সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার স্থান হযরত ইব্রাহীম আলায়হিমুস সালামের মাকামের উপরে বলে মনে হয়। যেমন এই শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় "আর আমাকে উত্তোলন করা হয়েছে সিদারাতুল মুনতাহার দিকে।" এই বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর। এমন অবস্থায় এই বাক্যের কি তাৎপর্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) বায়তুল মামুরের সঙ্গে তার কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন? যা সপ্তম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার দেয়ালের নিম্নাংশের সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর উত্তোলন উচ্চস্থান থেকে উচ্চস্থানে হতে পারে, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে যা সপ্তম আসমান থেকেও উচ্চ, আরও উচ্চে হতে পারে।

আর সপ্তম ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে নামাজ পড়ার যে কথা রয়েছে–তাতেও কোনো প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না। কেননা, নামাজ নিম্ন মঞ্জিলে হয়েছিল, যেমন সাধারণতঃ মসজিদসমূহে হয়।

আর তাবারানী কাতাদার বিবরণ সংকলন করেছে যে, "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, বায়তুল মামুর একটি মসজিদ, যা আসমানে কা'বা শরীফের সোজা উপরে রয়েছে, এইভাবে যে, যদি তা নিক্ষিপ্ত হয় তবে নিক্ষিপ্ত হবে কা'বা শরীফের উপরেই। তাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রতিদিন প্রবেশ করে। আর যে একবার বেরিয়ে আসে সে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। আর উপরে জান্নাতে প্রবেশ করার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, হয়ত তা বায়তুল মামুর দেখার পূর্বে হবে, আর হয়ত বা পরেও হবে। কিন্তু পবিত্র কোরআন থেকে এইটুকু জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার নিকটেই রয়েছে, কিন্তু তার উপরে। যেমন বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনা সিদরাতুল মুনতাহার সফরের পরের অবস্থা এইভাবে সংকলন করেছে যে, অতঃপর আমাকে জান্নাতের দিকে উঠানো হয়েছে এবং আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী। আর বায়হাকী সংকলিত হাদীসে এই কথা উল্লেখিত আছে যে, জান্নাত ভ্রমণের পর আমার সম্মুখে দোজখ উপস্থিত করা হয়, তাতে ছিল আল্লাহ পাকের গযব, আযাব এবং প্রতিশোধ। যদি তাতে লোহা এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাকে হজম করে ফেলে অতঃপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এই বর্ণনার ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, দোযখ স্বস্থানে ছিল, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামও ছিলেন স্বীয় অবস্থানে। মাঝখান থেকে আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁকে দেখানো হয়।

ঊনবিংশ ঘটনা

বোখারী শরীফে বায়তুল মামুর এবং দুধের পাত্রের উল্লেখের পর এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, তৎপর আমার প্রতি দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। অন্য একটি বিবরণে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের মোলাকাতের পর এই কথা রয়েছে যে, তৎপর আমাকে উচ্চ মাকামে উঠানো হয়, এমনকি আমি এক সমতল ময়দানে পৌঁছি, আমি সেখানে কলমের শব্দ শ্রবণ করি (যা লেখার সময় হয়) তখন আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরয করা হয়।[১]

ফায়দা ঃ প্রথম বিবরণে নামাজ ফরজ হওয়ার কথা বায়তুল মা'মুর ভ্রমণের অনেক পরে মনে হয়। কেননা, এই বিবরণে "সুম্মা" শব্দটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য এটিই। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় বিবরণে নামায ফরজ হওয়ার হুকুম বায়তুল মামুরের ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে ঐ সমতল ময়দানে পৌঁছার সময়ে হয় বলে প্রমাণিত হয়। আর এই বিবরণে ব্যবহৃত অক্ষরটির তাৎপর্য এই হয়। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে চিন্তা করলে যে সত্য উদঘাটিত হয়–তা হলো এই যে, বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণের পর এবং উল্লেখিত ময়দানে পৌঁছার পর নামাজ ফরজ হয়, আল্লাহ্পাক মহাজ্ঞানী।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি ইঙ্গিত থেকেও ঐ কলম ব্যবহারের স্থান সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মা'মুরের উপরে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর তা হলো এই যে, এই কলমগুলো হচ্ছে অদৃশ্যের, যা দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মসূচীকে লাওহে মাহ্ফুজ হতে নকল করে চলেছে। আর সিদরাতুল মুনতাহা সম্পর্কিত আলোচনা ষোড়শ ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপর হতে যে সকল বিধান অবতীর্ণ হয়, তা প্রথমে ঐখানেই আসে। সুতরাং সিদরাতুল মুনতাহা তার নিচে বলেই ধরা যায়। এমনিভাবে বায়তুল মা'মুরের ভিত্তি সপ্তম আসমানেই বিদ্যমান, যেখানে ফেরেশ্তাকুল আল্লাহপাকের ইবাদতে নিয়োজিত আর আসমানসমূহ উক্ত সাধারণ বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত; আর এগুলোর মধ্যে বিধানসমূহ নাযেল হতে থাকে। অতএব, বায়তুল মা'মুরও সিদরাতুল মুনতাহার নিম্নদেশেই রয়েছে।

১. মেশকাত শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

বিংশ ঘটনা

বাজ্জার মে'রাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তাতে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বোরাকের উপরে আরোহণ করে চলার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি ঐ অবস্থায় পর্দা পর্যন্ত পৌঁছেন। আর এই কথাও বলেন যে, একজন ফেরেশ্‌তা পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিব্রাইল (আ.) বললেনঃ সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, আমি যখন থেকে পয়দা হয়েছি আমি কোনো দিনও এই ফেরেশতাকে দেখিনি, অথচ আমি বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ্‌পাকের অত্যন্ত নৈকট্য লাভে ধন্য।

আর দ্বিতীয় হাদিসে রয়েছে যে, জীব্‌রাঈল (আ.) আমার নিকট থেকে সরে গেলেন, সমস্ত শব্দগুলো বন্ধ হয়ে গেল।[১]

আর আবুল হাছান ইব্‌নে গালেব আবু রবি ইবনে ছাবা শেফাউছ্‌ছুদুর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; আমার নিকট জিব্রাঈল (আ.) এসেছিলেন; আমার পরওয়ারদিগারের মহান দরবারের সফরের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন; এমনকি একস্থানে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। আমি বললাম ঃ হে জিব্রাঈল! এমন স্থানে এসে কোনো বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিব্রাঈল বললেন ঃ যদি আমি আর একটুও অগ্রসর হই তবে আমার পরগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। বিখ্যাত বুজুর্গ সাধক কবি সা'দী আলাইহির রহমান এই কথারই ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

اگر ایك سر موے بر تر پرم + فروغ تجلی بسوزد پرم -

আর এই হাদীসে রয়েছে যে, আমাকে অতঃপর নূর দ্বারা শক্তিশালী করা হয় এবং সত্তর হাজার পর্দা আমাকে পার করানো হয়, যেগুলোর একটি পর্দা অপর পর্দাটির সাথে সামাঞ্জস্যহীন ছিল এবং আমার সাথে মানব ও ফেরেশতাকুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ঐ সময় যখন আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় তখন এক ঘোষণাকারী আবু বকর (রা.)-এর কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন–"থামুন, আপনার প্রভু সালাতে

১. শরহে মুসলিম নববী।

নিয়োজিত রয়েছেন, আর সেখানে একথাও ছিল যে, আমি আবেদন করলাম–যে দু'টি বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মনে হলো, তার একটি হচ্ছে যে, তবে কি আবু বকর আমার চাইতেও অগ্রগামী রয়েছেন? দ্বিতীয়তঃ, আমার পরওয়ারদেগার সালাতের মুখাপেক্ষী নন।

তখন এরশাদ হয়েছে, হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এই আয়াত পাঠ করুন–

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ـ

সুতরাং আমার সালাত-এর অর্থ হলো, আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর আবু বকর (রা.)-এর কণ্ঠস্বরের ঘটনা হলো এই যে, আমি একজন ফেরেশতা আবু বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি–যে আপনাকে ডাকবে আবু বকরের কণ্ঠস্বরে–যাতে করে আপনার অস্বস্তি দূরীভূত হয় আর আপনি এতটা ভীত না হন, যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

শেফাউস্‌সুদুর গ্রন্থের এক বিবরণে রয়েছে যে, পর্দাসমূহের উঠে যাবার পর একটি রফরফ তথা সবুজ রং-এর একটি মসনদ আমার জন্যে আনা হয় এবং আমাকে তাতে রাখা হয়, তৎপর আমাকে উপরে উঠানো হয়; এমনকি আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছি। সেখানে আমি এমন মহান বিষয় দেখেছি–যার বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাওয়াহেবে এব্‌নে গালেবের সূত্র থেকে এই বিবরণসমূহকে শেফাউস্‌সুদূর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

ফায়দা ঃ বাজ্জারের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আকাশসমূহের উত্তোলনও বোরাকের উপরেই হয়েছে (এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী)। আর মহাপ্রভুর রহমতের দৃষ্টির জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি থেমে যাওয়ার যে আদেশ হয়েছিল, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সম্মুখে চলতে থাকলে আল্লাহ্‌র কাজে বিঘ্ন ঘটবে যেমনি সৃষ্টি জগতের একটি ব্যস্ততা অপরটির জন্য বিঘ্নের সৃষ্টি করে। বরঞ্চ এর তাৎপর্য হলো এই যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এই সময় বিশেষ রহমত প্রদানে নিয়োজিত, আপনি আপনার পরিভ্রমণ ক্ষান্ত করুন এবং এতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

নিয়োজিত হউন। কেননা, আপনার পরিভ্রমণের ব্যস্ততা এই বিশেষ রহমত লাভের মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটাবে (এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী)। আর শেফাউস্‌সুদুরের উল্লেখিত বিবরণে এটাও বর্ণিত ছিল। অতঃপর আমাকে আগের পরের সকলের এলেম দান করলেন, আমাকে আরও বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান দান করেছেন এবং তার গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হলো। এছাড়া আমি নিজেও অনুভব করছিলাম যে, এর মর্যাদা রক্ষা করা আমি ব্যতিত অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আমাকে এলেম দান করেছেন সেই সব বিষয়ের–যেসব বিষয়ে আমাকে অধিকার দান করেছেন এবং আমাকে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর জিব্রাঈল বললেন ঃ তিনি আমাকে স্মরণ করলেন এই বিষয়ে–আর আমাকে শিক্ষা দিলেন আমার উম্মতের সর্বসাধারণের নিকট এর প্রচারের। সুতরাং বিভিন্ন সুফির এই কথার নির্ভুলতায় সন্দেহ হতে পারে। যেমন তাঁরা বলছেন যে, মে'রাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কিছু লিখিত জ্ঞান লাভ হয় যা বিশেষ সুফীদেরকেই প্রদান করা হয়েছে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, প্রথমতঃ, ঐ বর্ণনাতেই প্রশ্ন আছে যেমন والعهدة عليه (এবং দায়িত্ব তার উপর) বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, যখন এর গোপনীয়তার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তখন সুফীদেরকেই বা কিভাবে জানানো হলো। তৃতীয়তঃ, যদি এই বিষয়কেও সেইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার অধিকার নবী (দ.)-কে দান করা হয়েছে, তাহলে এতে এই সত্যকে মেনে নিতে হবে যে, হয়ত তিনি সুফীদেরকে ভিন্ন কোনো এলেম শিখিয়েছেন, আর এই যে, তাঁদের বক্তব্যের কোনো কোনো বিষয় শরীয়তের খেলাফ হলেও হাকীকত এবং তরীকতে তা বৈধ। এই এলেমসমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে মানুষের মাধ্যমে অলিখিতভাবে চলে আসছে। এই ধরনের বিশ্বাসকে অধর্ম ব্যতিত আর কি বলা যেতে পারে। কেননা, এটি কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিরোধী কথা।

যদি একথা মেনে নেওয়া যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এমন কোন কথা কারোর নিকট বলেছেন, তবে তা নিশ্চয়ই শরীয়ত বিরোধী হবেনা, অবশ্য এই অবস্থা হতে পারে যে শরীয়ত এইসব বিষয়ে নির্বাক। তবে এই সমস্ত এলেম এমন নয় যার উপরে আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি নিভৃরশীল, কেননা, এমন এলেম শুধু এলমে দীনই। আর এল্‌মে দীনের

পরিপূর্ণতা এবং তার প্রচার সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দলিল প্রমাণ দ্বারা হয়েছে। তবে এই পর্যায়ে একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে আর তা হলো শেষজামানার ফেতনা ফাসাদ সম্পর্কীয় এলম। এবিষয়ে কোন কোন সাহাবীকে অবগত করানো হয়েছে আর কোন কোন সাহাবীকে এ বিষয়ে জানানো হয়নি। যা সাধারণতঃ এই ধরনের বিষয়ে স্বাভাবিক গ্রহণীয় নীতি হয়।

যা কিছুই হোক অন্তর থেকে অন্তরে সত্য পৌঁছবার যে দাবী তা মোটেই সত্য নয়। অন্তর থেকে অন্তরে পৌঁবার যে কথা তার তাৎপর্য হলো আধ্যাত্মিক সম্পর্ক যা প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সম্পর্কের ফলশ্রুতি। যেহেতু মানুষ এইসব ব্যাপারে ভুল করে তাই এই বিষয়ে তাগীদ করা হলো।

একবিংশ ঘটনা

আল্লাহপাকের দীদার এবং তাঁর সংঙ্গে কথা ঃ তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন। আবদুর রাজ্জাক মোআম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে তিনি শপথ করে বলেছেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন। আর ইবনে খোজায়মা ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের সূত্র থেকেএই বিবরণকে প্রমাণিত করেছেন। আর ইবনে আব্বাসের সঙ্গীগণও এই মত পোষণ করতেন। জোহরী এবং মোআম্মার এই মতের উপর আস্থাশীল ছিলেন। আর ঈমাম নেছায়ী বিশুদ্ধ সনদসহ আকরামার সূত্র থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম সেই বর্ণনার সত্যতা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর যে, খেল্লাত বন্ধুত্ব হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের জন্য হোক, আল্লাহ্পাক হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সংগে কথা বলেছেন আর তাঁর দীদার লাভ করেছেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। আর তিবরানী বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলতেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরওয়ারদিগারকে দু'বার দেখেছেন, একবার স্বচক্ষে আর একবার অন্তরে। আর খেলাল কেতাবুচ্ছুন্নায় মরুজী থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি ইমাম আহমদকে বলেছিলাম লোকে বলে হযরত আয়েশা বলেছেন যে ব্যক্তি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

একথা মনে করে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরওয়াদিগারকে দেখেছেন সে আল্লাহপাকের প্রতি একটি অসত্য আরোপ করে, এমন অবস্থায় হযরত আয়েশার এই কথার জবাব দেওয়া কোন দলিল দ্বারা? ইমাম আহমদ তাঁর জবাবে বলেন ঃ স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কথা দ্বারা তাঁর জওয়াব দেব। তিনি বলেছেন, 'রা আইতু রাব্বী' অর্থাৎ আমি আমার পরওয়ারদিগারকে দেখেছি। (অতএব এমাম আহমদ (রঃ) রেওয়ায়েত মোতাবেক এই মরফু হাদীসটিও প্রমাণিত হলো।) আর কথা বলা? সহি হাদীসসমূহে এই সমস্ত বিষয়সহ এসেছে যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ করা হয়েছে এবং সূরায়ে 'বরুরের' শেষ আয়াতসমূহ দান করা হয়েছে। এবং তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে। এইভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর এই প্রতিশ্রুতিও প্রদত্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে আর সেই কাজ সুসম্পন্ন করতে সক্ষম না হয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি সে কাজ না হয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি সে কাজ করতে সক্ষম হয় তবে কমপক্ষে দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজ না করে তবে তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবেনা। আর যদি সে মন্দকাজ করে তবে একটি বদ কাজের কথা লিপিবদ্ধ হবে।[১]

আর বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আল্লাহ্পাক হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে বন্ধুত্ব এবং একটা বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন, হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সংগে কথা বরেছেন, হযরত দাউদ আলায়হিস সালামকে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব এবং তাঁর জন্যে লৌহকে নরম হওয়ার এবং পাহাড়সমূহের অনুগত হওয়ার ব্যবস্থা। আর হযরত সোলায়মান আলায়হিস সারামকে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব ও জ্বিন, মানুষ এবং শয়তানদের ও বাতাসের আনুগত্য এবং অদ্বিতীয় দেশ। আর ঈসা আলায়হিস সারামকে দান করেছেন 'ইঞ্জিল' এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করার মোজেজা এবং মৃতকে জীবিত কারার অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁকে এবং তাঁর মাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা।

১. মুসলিম শরীফ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এই আরজির জবাবে আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন। আমি আপনাকে আমার হাবীব মনোনীত করেছি এবং সমগ্র মানব জাতির নিকট আপনাকে প্রেরণ করেছি আর আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করেছি আর আপনার আলোচনাকে সর্বত্র পৌঁছিয়েছি, তাই যখন আমার আলোচনা হয় তখন আপনার আলোচনাও হয়, আর আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত ও উম্মতে আদেলা বলে ঘোষণা করেছি, আর শুরুতেও আপনাকে রেখেছি, শেষেও আপনাকে রেখেছি।

আর এই জন্য কোনো নবীর কোনো কথা সে পর্যন্ত গ্রহণীয় হয় না, যে পর্যন্ত না সে আপনাকে আল্লাহর বান্দা এবং রসুল বলে সাক্ষ্য দেয়। আর আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তরে আসমানী গ্রন্থ রেখে দিয়েছি, আর আপনাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি এবং সর্বশেষে প্রেরণ করেছি। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আপনার উম্মতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর আমি আপনাকে দান করেছি সূরা 'ফাতেহা' এবং সূরায়ে 'বাকারার' শেষ আয়াতসমূহ, আর এতে অন্য কোনো নবীকে শরীক করি নাই, দান করেছি আপনাকে কাওসার, ইসলাম, হিজরত, জেহাদ, নামাজ, ছদকা, রমযানের রোজা এবং সত্যের নির্দেশ দেয়ার এবং অসত্য থেকে বাঁধা দেয়ার বিধান। আর আমি আপনাকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ (নবী) মনোনীত করেছি। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবুজাফর নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে ইবনে কাছির মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল।

ফায়দা ঃ কোনো কোনো সাহাবী এই মত পোষণ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্পাককে স্বচক্ষে দেখেননি, এটি তাঁদের নিজস্ব অভিমত। যার ভিত্তি হলো কোরআন শরীফের সাধারণ ঘোষণা, যেমন "লা তুদরিকুহুল আবসারু" অর্থাৎ তাঁকে চোখে দেখতে পাবে না কিন্তু সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবার পর এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হবে যে, কোনো মানুষ আল্লাহ্পাকের পরিপূর্ণ 'মারিফাত" হাসেল করতে পারে না। আর এই পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যে মন্তব্য রয়েছে, তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, নূর বা জ্যোতি যেই স্তরে পৌঁছলে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয় না, ঐ স্তর পর্যন্ত দেখা হয়নি। আর আখেরাতে এই অবস্থার পবিরর্তন হবে, আর এত সুস্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হবে, যার চেয়ে বেশি মানুষের পক্ষে অচিন্তনীয়; এই মন্তব্য দ্বারা আল্লাহ্পাকের দীদারের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

এতদ্ব্যতীত সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ সম্পর্কে উপরোল্লিখিত হাদীসে যে ঘোষণা রয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, মে'রাজের সময় হয়ত এরও প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং পরে মদীনা শরীফে এই আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে নাজিল হয়েছে। আর (এই রাতে) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাওয়ার তাৎপর্য হলো এই যে, অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই রয়ে গেছে। প্রকাশ্যে এইসব কথাবার্তা দীদারে এলাহীর স্থানেই হয়েছে। এটা সম্ভব হতে পারে যে, নামাজ ফরজ হওয়া মসী চালনার স্থান পরিবর্তনের পূর্বের ঘটনা। আর যে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো একই সময়ের ঘটনা। আর যখন নামাজ ফরজ হওয়ার এটিই সময়, তখন কথাবার্তার সময়ও তাই হবে এবং আল্লাহ্পাক সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

আর বিভিন্ন হাদীসে কা'বের যে কথা রয়েছে–নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক তাঁর দীদার এবং কথা বলাকে ভাগ করে দিয়েছেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এবং হযরত মুসা আলায়হিস সালামের মধ্যে।[১] এতদ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা না হওয়া প্রমাণিত হয় না। উপরোক্ত হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ্পাক দু'বার কথা বলেছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্পাককে দু'বার দেখেছেন। এই দু'বার দেখার তাৎপর্য বর্ণনা করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন ঃ একবার অন্তর দ্বারা আর একবার চক্ষু দ্বারা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্পাক হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে তার বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র দীদার লাভের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর তাৎপর্য হলে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে আল্লাহ্পাক স্বীয় বন্ধুত্বের কয়েকটি বিশেষ গুণ দান করেছেন। এতদ্বারা হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর সাথে বন্ধুত্ব না থাকা প্রমাণিত হয় না।

আর হাদীস শরীফে যে এরশাদ হয়েছে ঃ সৎ কাজের ইচ্ছার কথাও লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু অসৎ কাজের ইচ্ছার কথা লিপিবদ্ধ হয় না। এই ইচ্ছার অর্থ হলো, যা সংকল্পের পর্যায়ে নয়। কেননা, কোনো বিষয়ের সংকল্প করা একটা স্বতন্ত্র কাজ বরং এই ইচ্ছা হলো আকাঙ্ক্ষা পর্যায়ের। কিন্তু সৎকাজের আকাঙ্ক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি না হয়, আর অসৎ কাজের আকাঙ্ক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি হয়, তবে এমন অবস্থায় আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর অসৎ কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে না।

১. তিরমিযী শরীফ।

ত্রয়োবিংশ ঘটনা

আসমানের উচ্চতর মকাম থেকে আসমানের দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ বোখারী শরীফে বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণ এবং দুধ, শরাব ও মধু পেশ করার ঘটনার পর যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ অতঃপর আমার প্রতি দিন ও রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। এরপর আমি প্রত্যাবর্তন করি। প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেনঃ আমি প্রত্যাবর্তন করি এবং মুসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ (আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে) আপনার প্রতি কি হুকুম হয়েছে?

আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মতের পক্ষে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না, আমি ইতিপূর্বের লোকদের সম্পর্কে উক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বনি ইসরাঈলের দ্বারা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছি। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট (অর্থাৎ যে মকামে এই আদেশ হয়েছে, সে মকামে) গমন করুন। আর স্বীয় উম্মতের জন্য এই আদেশকে সহজতর করার দরখাস্ত পেশ করুন। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। তাই আল্লাহ্পাক দশ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দিলেন। তৎপর মুসা (আ.)-এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি পুনরায় ঐভাবে বললেন ঃ আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামাজ কম করা হলো। তিনি পুনরায় একই কথা বললেন, আমি প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামাজ কম করা হলো। তৎপর আবার মূসা আলায়হিস সালামের নিকট পৌঁছলাম, তিনি একই কথা বললেন; আমি পুনঃ ফিরে গেলাম। আমার প্রতি দৈনিক দশ ওয়াক্ত আদায়ের হুকুম হলো। তৎপর মুসা আলায়হিস সালামের নিকট আসলে তিনি পুনঃ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৎপর আমি ফিরে গেলাম। তখন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম রয়ে গেল। মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, আপনার উম্মত (অর্থাৎ সকল উম্মত) প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায়ে সক্ষম হবে না, আর আমি আপনার পূর্বের লোকদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আর বনি ইসরাঈলের দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। পুনরায় আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট গমন করুন, আর আপনার জন্যে সহজতর হুকুমের আবেদন করুন। আমি বললাম, আমার পরওয়ারদিগারের নিকট অনেক দরখাস্ত করেছি–এখন আমি লজ্জাবোধ করছি (যদিও আরও দরখাস্ত করা সম্ভব ছিল) কিন্তু আমি এতে রাজি এবং আমি এই আদেশ মেনে নিলাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমি যখন সেখান থেকে অগ্রসর হই তখন আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে এ ঘোষণা করা হয় যে, আমি আমার ফরজ জারি করে দিয়েছি এবং আমা বান্দাদের জন্যে হুকুমকে সহজ করে দিয়েছি। আর মুসলিম শরীফে বর্ণনায় রয়েছে যে, পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত করে নামাজ কম করা হয়েছে। অ সর্বশেষে এরশাদ হয়েছে, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লা দৈনিক এই পাঁচটি নামাজ, আর প্রত্যেকটি নামাজ দশটি নামাজের সমা তাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজই হলো।

আর নাসায়ী শরীফে রয়েছে, আল্লাহ্পাক আমার নিকট এরশা করেছেন, যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার প্রতি এ আপনার উম্মতের প্রতি পঞ্চাশ বার নামাজ ফরজ করেছি। অতএব, আপ এবং আপনার উম্মত যত্ন সহকারে এই আদেশ পালন করুন। এই হাদী হযরত মূসা আলায়হিস সালামের এরশাদ হলো এই যে, বনী ইসরাঈলে প্রতি দু'টি নামাজ ফরজ ছিল; কিন্তু তাদের দ্বারা তা আদায় করা সম্ভব হ উঠে নাই। আর এই হাদীসের শেষাংশে রয়েছে এই পাঁচটি, পঞ্চাশ নামাজের সমান। অতএব, আপনি এবং আপনার উম্মত নিয়মিতভাবে এ পালন করুন। আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে, এটি আল্লাহ্পাকের তর থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যখন মুসা আলায়হিস সালামের নিকট এলাম ত তিনি বললেন, পুনরায় গমন করুন (এবং আরও সহজতর করার চে করুন) কিন্তু আমি পুনরায় গমন করলাম না। আর বোখারী শরীফ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, যখন নামাজ কম করার প পাঁচটি রয়ে গেলো তখন এরশাদ হলো, এই পাঁচটি সওয়াবের দিক থে পঞ্চাশটির সমান। আমার নিকট কথার এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না (অর্থ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দেয়া সুনির্দিষ্ট সুনির্ধারিত ছিল, তা কোনো পরিবর্তন হয়নি)।

ফায়দা ঃ নামাজ ফরজ হওয়ার পর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এই বি জরুরী নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন বরং এরই মধ্যে দীদা এলাহী এবং অন্যান্য কথাবার্তা হওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করেছেন। অ নাসায়ীর বিবরণ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের লি হওয়া এবং নামাজের সংখ্যা কমাবার জন্যে দরখাস্ত না করার এই কা জানা যায় যে, আল্লাহ্পাকের এরশাদ "এই হলো পাঁচ ওয়াক্ত প

ওয়াক্তের সমান, আর আমার এখানে কোনো কথার পরিবর্তন নেই" এই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজের এই সংখ্যাই আল্লাহ্পাকের পছন্দনীয়, (এই কারণেই) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই সংখ্যা আরও কমাবার দরখাস্ত করেননি।

এতদ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, বর্তমান পাঁচের সংখ্যা যা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এই সংখ্যা এর চেয়ে কম ফজিলত রাখে না।

ত্রয়োবিংশ ঘটনা

আসমান থেকে যমীনের দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এবনে এছহাক বর্ণনা করেন, উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব যাঁর নাম হেন্দ। তাঁর সূত্র থেকে আমি এ বিবরণ লাভ করেছি। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ হয়েছে এই অবস্থায়– যখন তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি এশার নামাজ আদায় করার পর নিদ্রা গমন করলেন, আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছি; ফজরের নামাজের পূর্বে আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত করেছেন, যখন তিনি নামাজ আদায় করে ফেলেছিলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ "হে উম্মে হানী! আমি তোমাদের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ, তৎপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেছি এবং তাতে নামাজ আদায় করেছি। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ।" অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে যেতে লাগলেন, আমি তখন তাঁর চাদর স্পর্শ করে আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহ্র নবী" মানুষের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করবেন না। কেননা, তারা আপনার কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে আর আপনাকে কষ্ট দিবে। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এই ঘটনা প্রকাশ করবো। (হযরত উম্মে হানী বলেন) আমি অতঃপর আমার একটি হাবশী বাঁদীকে বললাম, তুমি তাঁর অনুসরণ করো এবং যা তিনি মানুষকে বলেন এবং মানুষ যা তাঁকে বলে তা শ্রবণ কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি মানুষকে সংবাদ দিলেন, মানুষ বিস্মিত হলো এবং বললো, হে মোহাম্মদ (দ.) এই (বিস্ময়কর)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ঘটনার কোনো নির্দশন আছে কি? যদ্দ্বারা আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, আমাদের একীন সুদৃঢ় হয়। কেননা, এমন কথা আমরা কোনোদিন শ্রবণ করিনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এর নিদর্শন এই যে, অমুক ময়দানে অমুক গোত্রের কাফেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাদের একটি উষ্ট্র হারিয়ে যায়, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, সে সময় আমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করছিলাম (অর্থাৎ মে'রাজ সফরের প্রথম পর্যায় ছিল) অতঃপর আমি প্রত্যাবর্তন করি। এমনকি আমি যখন যাজনান নামক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট পৌঁছি, তখন দেখি তারা সকলেই রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়, তাদের একটি পাত্রে পানি ছিল, আমি সেই পাত্র থেকে পানি পান করেছি এবং পাত্রের উপর যথারীতি ঢাকনাটি দিয়ে রেখেছি। আর আমার ভ্রমণের আরো একটি নিদর্শন হলো–ঐ কাফেলা এখন "বয়জা" নামক স্থান থেকে সানিয়াতুত তান্‌য়ীম পর্যন্ত আসছে। এই কাফেলার সর্বপ্রথম উষ্ট্রটি ধূসর রং-এর, তার উপর রয়েছে দুটি বোঝা–একটি সাদা রং-এর কাপড় দ্বারা আবৃত, অপরটি ধারীদার কাপড় দ্বারা।

এই কথা শ্রবণ করে অনেক লোক "সানিয়্যাতুত তান্‌য়ীম" নামক স্থানের দিকে দ্রুত গমন করলো এবং সেখানে ধূসর রং-এর সেই উষ্ট্রটি তারা দেখতে পেলো, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। তাদেরকে পানির পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা এই খবর দিল, আমরা পাত্রে পানি রেখেছিলাম, আর পাত্রের উপর ছিল ঢাকনা, কিন্তু পাত্রে পানি পাইনি, ঢাকনা যথাস্থানে রয়েছে।

আর যেসব লোকের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হলো, তারাও বললো ঃ হাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল। এরা ততক্ষণে মক্কা শরীফ পৌঁছে গিয়েছিল, তারা আরও বললো ঃ আমরা এক ব্যক্তির কণ্ঠ শ্রবণ করি, যিনি আমাদিগকে উষ্ট্রের দিকে ডাক দিচ্ছিলেন, অবশেষে আমরা উষ্ট্রটি পাকড়াও করি।[১]

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

আর বায়হাকীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মক্কাবাসী মে'রাজের নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি এরশাদ করলেন ঃ কাফেলা (যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংবাদ দেওয়া হয়েছে) বুধবার দিন মক্কায় পৌঁছবে। কিন্তু বুধবার দিন অতিবাহিত হতে চললো, আর কাফেলা পৌঁছলো না, এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌পাক সূর্যকে স্থির করে রেখে দিলেন, সেই কাফেলা মক্কা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত সূর্যকে অস্তমিত হতে দিলেন না। অতঃপর তারা মক্কায় পৌঁছলো, যেমন তিনি এরশাদ করেছিলেন।

ফায়দা ঃ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমত, এশার ও ফজরের নামাজের মধ্যেই মে'রাজ সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তন সুসম্পন্ন হয়। যদিও এশার নামাজ তখনও ফরজ ছিল না। কিন্তু তিনি এই নামাজ আদায় করতেন, আর হয়ত অন্যান্য মুমিনগণও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই নামাজ আদায় করতেন। আর ফজরের নামাজ যদিও মে'রাজের ঘটনার পর ছিল; কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিব্রাইল (আ.) জোহরের সময় ইমামতি করেছিলেন, হয়ত এই ফরজ জোহরের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর বায়তুল মোকাদ্দাসে যে নামাজ আদায় করেছেন, তাকে এশার নামাজ মনে করা অযৌক্তিক। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ পূর্বেই আদায় করে ফেলেছিলেন; তাই এটি হয়ত তাহাজ্জুদের নামাজ হবে। আর তাহাজ্জুদের নামাজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি অনেকদিন যাবত ফরজের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ছিল, আর আযানও তাহাজ্জুদের জন্যই হয়েছিল, যেমন রমজানুল মুবারকে হযরত বেলাল (রা.) তাহাজ্জুদের আযান দিতেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মে'রাজ হয়েছিল স্বশরীরে। কেননা, যদি তা না হতো, তবে আরবের লোকেরা এই ব্যাপারে প্রশ্ন কেন তুললো। এই ঘটনাকে কেন মিথ্যা মনে করলো? আর তাদের জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একথা কেন বললেন না, 'না, এটি স্বশরীরে ছিল না'। এই সফর ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, যাতে যে কোনো কঠিন ও অসম্ভব দাবীও গ্রহণযোগ্য হয়। তৃতীয়তঃ, সীরাতে এবনে হেশামে যে সমস্ত কাফেলার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো ছিল ভিন্ন ভিন্ন কাফেলা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আর বায়হাকীর বিবরণে যে কাফেলা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, তা সন্ধ্যা পর্যন্ত মক্কায় পৌঁছায়নি, তা একটি ভিন্ন কাফেলা বলে মনে হয়। কেননা, এই দুটির মধ্যে পূর্বাহ্নেই একটা মক্কায় পৌঁছেছিল। আর দ্বিতীয়টি "তানয়ীম" নামক স্থানে পৌঁছেছিল, আর তৃতীয় কাফেলাটির সন্ধ্যা পর্যন্ত না আসা, সূর্যকে এইজন্য স্থির করে রাখা, উল্লেখিত হয়েছে। এই কাফেলাটি যে একটি ভিন্ন কাফেলা তা সহজেই অনুমেয়। মাওয়াহেবে (গ্রন্থ) সনদ ব্যতীত দুটি ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ উষ্ট্রের পলায়নসহ আরো একটি ঘটনা। মনে হয়, এই তিনটি কাফেলাই একটি কাফেলার অংশ বিশেষ। তন্মধ্যে দুটি কাফেলার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। আর একটি যা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছায়নি। এজন্য সূর্যকে অচল ও স্থীর করে রাখতে হয়েছে। যেহেতু এই সবকিছু একই সমষ্টির বিভিন্ন অংশ মাত্র, তাই দুটি ঘটনাকে একই কাফেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর সূর্যকে স্থির করে রাখার ব্যাপারে অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছুই নেই। এই জন্য কোনো আপত্তিও উত্থাপিত হয়নি। আর এই বিষয়টির প্রচার না হওয়ার কারণ এই যে, সূর্যকে স্থবির রাখা হয়েছিল অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য, আর কেউ সেদিকে লক্ষ্যও করতে সক্ষম হয়নি। অনেক সন্ধানের পরও এ বিষয় আমি জানতে পারিনি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন–বোরাকে আরোহণ করে, না অন্য কোনো পন্থায়? যদি কেহ এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন, তবে এই স্থানে টিকায় যেন লিপিবদ্ধ করেন।

অতঃপর এই স্থানে একটি টিকা সংযোজিত হয়েছে। এতে হযরত থানবী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ অতঃপর আমার বন্ধু মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বরদোয়ানী (মোদাররেস মাদ্‌রাসায়ে আলীয়া) আমাকে চিঠি দ্বারা জানিয়েছেন যে, "হায়াতুল হায়াওয়ান" গ্রন্থের লেখক কামাল দমিরী বোরাকের কথাই উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে দমিরীর অনুসন্ধানকার্য নির্ভরযোগ্য।

চতুর্বিংশ ঘটনা

মে'রাজের ঘটনা শ্রবণকারীদের অবস্থা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এক রাত্রের মধ্যেই মসজিদে আকসায় পৌঁছানো হলো, (এতে পরবর্তী ভ্রমণের অস্বীকৃতি নেই) তখন সকালে তিনি মানুষের সাথে

এই সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কোনো কোনো লোক যারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছিলো, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করলো। আর কতিপয় পৌত্তলিক হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট দ্রুতবেগে হাযির হলো। তারা বললো ঃ আপনার বন্ধুর খবর কি নিয়েছেন? তিনি বলেন, আমাকে রাতেই বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তিনি কি এমন কথা বলেছেন? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। হযরত আবুবকর (রা.) বললেন, যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে ঠিকই বলেছেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি কি এই ব্যাপারে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি একই রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস গমন করে ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছেন (অথচ বায়তুল মোকাদ্দাস কত দূরে)। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তো চেয়েও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়ে তাঁর সত্যতা স্বীকার করি। অর্থাৎ আসমানের খবরের ব্যাপারে যা তাঁর নিকট সকাল বিকাল আসতে থাকে (যা এক রাত্রের চেয়েও কম সময়) তাও আমি বিশ্বাস করি। এজন্যই তাঁর নামকরণ করা হয়েছে সিদ্দিক। এটি বর্ণনা করেছেন হাকেম মোসতাদ্‌রাকে।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারাও এইকথা প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছে।

পঞ্চবিংশ ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি নিজেকে হাতীমে দেখলাম যে, কোরাইশ আমাকে আমার মে'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তাই তারা আমাকে বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলো, যেগুলোকে আমি (প্রয়োজনীয় মনে না করার কারণে) সংরক্ষণ করিনি। তখন আমার জন্যে ব্যাপারটি এত জটিল এবং অসুবিধাজনক হয়েছিল, যা কখনও হয়নি। অতঃপর আল্লাহ্‌পাক সেই বিষয়টিকে আমার জন্য এমনভাবে প্রকাশ করে দিলেন, যেন আমি তা স্বচক্ষে দেখতেছিলাম। আর তারা যা যা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তার জবাব প্রদান করছিলাম। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফ এবং মেশকাত শরীফে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আর আহমদ এবং বাজ্জার ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে যে, সে মসজিদটি আমার নিকট আনা হলো আমি তা দেখছিলাম, এমা তা আকিলের বাড়ির নিকট এনে রাখা হয়, আর তিনি সবকিছু ব করলেন আর আমি তা দেখছিলাম।

আর এবনে সা'দ উম্মেহানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বায় মোকাদ্দাসকে আমার নিকট পূর্ণ আকৃতিতে হাজির করা হয় আর অ মানুষকে তার চিহ্নগুলো বলছিলাম।

আর উম্মেহানীর এই হাদীসেও রয়েছে যে, মানুষ হুজুর সাল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে, বায়তুল মোকাদ্দ মসজিদের দুয়ার কয়টি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি সেগুলো (নিষ্প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে) শুমার করি নাই। প্রিয়নবী সাল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আমি তখন বায়তুল মোকাদ্দা দিকে দেখছিলাম আর একটি একটি দুয়ার শুমার করছিলাম। আবু ইয়া বিবরণে রয়েছে যে, প্রশ্নকারী ছিলেন মোবার ইবনে মোতেমের পি মোতেম ইবনে আ'দী।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে মে'রাজে এই ভ্রমণ হয়েছে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। যদি তা না হতো তবে এ প্রশ্নই উত্থিত হতো না। আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত আ বকর (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়তু মোকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর জবাব প্রদান করেন। এইভা প্রত্যেকটি জবাবের পর হযরত আবুবকর (রা.) তাঁর সত্যতা স্বীকার কর থাকেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আবুবকর! তুমি সিদ্দিক।[১]

হযরত আবুবকর (রা.)-এর এই প্রশ্নে এমন কোনো অসামঞ্জস্য নাই। এজন্যে যে, তাঁর প্রশ্নগুলো সন্দেহভিত্তিক এবং পরীক্ষামূলক না, বরং তিনি এইজন্য প্রশ্ন করেছিলেন–যাতে করে পৌত্তলিকগণ এ প্র জবাবসমূহ শ্রবণ করে। আর হযরত আবুবকর (রা.)-এর প্রতি এ বিষ তাঁদের এজন্য আস্থা ছিল যে, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস দেখেছিলেন, আ তাঁর সম্পর্কে তাদের এ আস্থা ছিল, যা সত্য নয় তার সত্যতা তিনি স্বীকা করবেন না। আর কাফেরদের প্রশ্ন করা সেই মজলিসে হোক বা পরে হো

১. সীরাতে এবনে হেশাম।

অথবা প্রশ্নকারী হযরত আবু বকর হন এবং তার প্রশ্নগুলো অন্যের প্রশ্নের সাহায্যকারী হোক, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হোক অথবা এই প্রশ্নগুলো দুই মজলিসে হোক এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে স্বস্থানে রেখে প্রকাশ করা, অথবা দ্বারে আকিল-এর নিকট এনে রাখা, অথবা তার অনুরূপ এই সব বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে সহজ হতে পারে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে–যা দ্বারে আকীলের নিকট প্রকাশিত হয়েছে, যেমন নাসায়ী শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দোজখ এবং বেহেশ্‌ত হাজির করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর এখানে অত্যন্ত বেশী সামঞ্জস্য থাকার কারণে বায়তুল মোকাদ্দাসের আত্মপ্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। এখন এ প্রশ্ন অবান্তর যে, যদি বায়তুল মোকাদ্দাস এখানে আসতো তবে স্বস্থান থেকে এতক্ষণ অনুপস্থিত থাকতো। আর এমন আশ্চর্য বিষয়টি ইতিহাসে উল্লিখিত থাকতো। এটি এই পর্যায়ের শেষ কথা, যা আমি উল্লেখ করতে চেয়েছি। এখন অজানার আঁধার কেটে গেছে। জ্ঞানের সোবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মোহাম্মাদিন ওয়াআলা আলেহি ওয়া আছহাবিহী ওয়াবারাকা ওয়াসাল্লাম।

মেরাজ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা

যেহেতু মে'রাজের এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এতদ্‌সম্পর্কীয় আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। এই বিবরণ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে বাবুল আনওয়ার এবং দ্বিতীয় ভাগকে বাবুল আসবার বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

(১) মেরাজ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রিয় নবীর (দ.) বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা হয়েছে, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুরুষের অন্য পুরুষের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। যদিও ফেরেশতাগণ নর নারী হওয়া থেকে পবিত্র, তবুও তাদের সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা পুংলিঙ্গ। তাই এমন চিন্তা করা অনুচিত নয়।

(২) প্রিয়নবী (দ.) যখন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছলেন, তখন বোরাককে বেঁধে রাখা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবনের বিভিন্ন

Bangladesh Anjumane Ashekdane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

স্তরে সতকর্তা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। আর আল্লাহ্পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা সত্ত্বেও উপায় উপকরণ অবলম্বন করা অন্যায়, অবৈধ বা অনুচিত নয়, যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা থাকে।

(৩) আসমানের দুয়ারে যখন জিব্রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? জিব্রাঈল (আ.) জবাবে তাঁর নাম বললেন। একথা বললেন না যে, "আমি"। এতে একথা জানা যায় যে, কোনো জিজ্ঞাসাকারীর জবাবে নাম বলাই উচিত, এটিই আদব। কেননা, শুধু 'আমি' বলা পরিচিতি লাভের জন্য অনেক সময় যথেষ্ট হয় না। একখানি হাদীসে 'আমি' বলতে নিষেধও করা হয়েছে।

(৪) আর এতদ্বারা কারো গৃহে প্রবেশের উদ্দেশ্যে অনুমতি প্রার্থনার বিধানও প্রমাণিত হয়, যদিও সেই গৃহে শুধু পুরুষই থাকে, তবুও অনুমতি প্রার্থনা ব্যতীত প্রবেশ করা অনুচিত।

(৫) আর এই হাদীসে একথাও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) বায়তুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা তৎপ্রতি হেলান প্রদানও বৈধ। যদিও আমাদের জন্য আদব হলো নিষ্প্রয়োজনে এমন কাজ না করা।

(৬) এই যে বিবরণ রয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতেন। আর বাঁ দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্রন্দন করতেন, এতে সন্তানের প্রতি পিতার মায়া প্রমাণিত হয়। কেননা, পিতা তার সন্তানের ভাল অবস্থা বা সুখ শান্তি দেখে খুশী হন। পক্ষান্তরে সন্তানের দুঃখ দুর্দশা দেখে দুঃখী হন। আর একটি বিবরণে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.) এই বলে ক্রন্দন করছিলেন যে, আমার উম্মতের লোকদের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক তাঁর উম্মত (প্রিয়-নবীর (দ.) উম্মত) বেহেশতে স্থান পাবে। এই ক্রন্দনের কারণ ছিল তাঁর উম্মতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুসারী অধিক সংখ্যক হওয়ার কারণে তৎপ্রতি গেবতার দৃষ্টিতে দেখা। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাল কাজে লোভ করা অনুচিত নয়। মনের এই অবস্থাকে আরবী ভাষায় "গেবতা" বলা হয়। আর গেবতার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অপরের নিকট কোনো নেয়ামত দেখে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা যে, এই নেয়ামত আমার নিকটও হউক, আর অপরের নেয়ামত বিনষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করা। কেননা, এমন আকাঙ্ক্ষা করলে তা হবে হিংসা–আর তা হারাম।

এই সমস্ত বিষয় মুসলিম শরীফে ব্যাখ্যা করে ইমাম নববী লিপিবদ্ধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটি কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

(৭) মে'রাজের বিবরণে রয়েছে যে, হযরত জিব্রাইল (আ.) বোরাকের রেকাব ধরেছেন, আর মিকাঈল (আ.) লেগাম ধরেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরোহী যদি কোনো প্রয়োজনে বা কারণে স্বীয় খাদেমদের নিকট থেকে এমন খেদমত নিতে ইচ্ছা করেন, অথবা কোনো ভক্ত প্রেমিক ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশার্থে এমন কাজ করতে ইচ্ছা করে, তবে তা কবুল করা বৈধ হবে। অবশ্য যদি তাতে অহংকারের ভাব না থাকে।

(৮) মে'রাজের বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) কোনো কোনো বরকতময় স্থানে নামাজ আদায় করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বরকতময় স্থানে নামাজ আদায় করা বরকত লাভের একটি উপায়। কিন্তু শর্ত হলো, এতদ্বারা কোনো মাখলুকের প্রতি বিনয় প্রকাশ বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা যেন না হয়। এই সত্যকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

(৯) আর এতে একথাও রয়েছে যে, পথে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মুসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম সালাম করেছেন। যেমন ষষ্ঠ ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি আরোহী বা মুসাফির কোনো উপবিষ্ট বা পথচারী ব্যক্তিকে দেখতে না পারার কারণে সালাম করতে সক্ষম না হয়, তবে উত্তম হলো সেই আরোহী বা মুসাফিরকে সালাম করা।

(১০) আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো আমলের জন্য মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাল আমলগুলো গ্রহণযোগ্য আর মন্দ আমলগুলো বর্জনযোগ্য।

(১১) এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন।

এতদ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।

(১২) আর এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে তিনি ইমামতি করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দলের মধ্যে যিনি উত্তম ব্যক্তি থাকেন তাঁরই ইমাম হওয়া উত্তম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

(১৩) এই বিবরণে এ কথাও রয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম বায়তুল মোকাদ্দাসে তাঁদের ফজিলত এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের নেয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সেগুলোর উল্লেখ করা প্রশংসনীয় কাজ।

(১৪) আর উক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, মে'রাজে গমন করলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তৃষ্ণাবোধ করেন, তাঁর সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার পানীয় দ্রব্য পেশ করা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাধিক প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা এবং মেহমানের জন্য বিশেষ কোনো প্রকার বস্তু গ্রহণ করা অবৈধ নয়।

(১৫) যদি এই উপস্থিতির উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় যে, তা পরীক্ষামূলক তবে এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষা লওয়া অবৈধ নয়।

(১৬) আর তাতে একথাও রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে দুই দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, যেমন দশম ঘটনায় রয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি মেহমানের সম্মানের জন্য খাদেমগণ তাঁর দু'দিক থকে পরিবেষ্টন করে তবে তা অন্যায় নয়।

(১৭) আর এতে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যখন আসমানে পৌঁছেন, তখন ফেরেশতাগণ এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালাম তাঁকে 'মারহাবা' বলে সম্বর্ধনা জানান। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মেহমানের আগমনের মুহূর্তে আনন্দ প্রকাশ কাম্য।

(১৮) আর এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বিভিন্ন আসমানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামকে সালাম দিয়েছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী উপবেশনকারীকে সালাম দিবে যদিও আগমনকারী উত্তম হয়।

(১৯) আর ঐ বিবরণে একথাও আছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ফজিলত উল্লেখ করে নিজের জন্য দোয়া করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নৈকট্যের মোকামে পৌঁছার পরও দোয়ার ফজিলত বর্তমান থাকে।

(২০) এতে একথাও রয়েছে যে, হজরত মুসা আলায়হিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন–যেন তিনি

নামাজের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে দরখাস্ত করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সৎ পরামর্শ দান করা এবং কল্যাণ কামনা করা একটি কাম্য বস্তু। যদিও যাকে পরামর্শ দেওয়া হয় তিনি উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন হন।

(২১) আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম নামাজের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট দরখাস্ত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যথার্থ উপকারী পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কাম্য বস্তু।

(২২) হযরত উম্মেহানী (রা.) হুজুর আকরাম (দ.)-এর নিকট আরজ করলেন ঃ মানুষের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করবেন না। (যেমন ২৩ নম্বর ঘটনায় উল্লেখিত আছে)। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে কথা প্রকাশিত হলে কোনো প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে–তা প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ হযরত উম্মোহানীর পরামর্শদানের এটিই ছিল ভিত্তি।

(২৩) অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জওয়াব দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই নিয়মের মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত কথা আছে, অর্থাৎ যে বিষয় দ্বীন ইসলামের জন্য জরুরী নয়, তা জাহের করা উচিত নয়। আর যে বিষয় জরুরী তা প্রকাশ করা এবং অশান্তির তোয়াক্কা না রাখা উচিত।

(২৪) আর এই বিবরণে এ কথাও রয়েছে যে, হযরত আবুবকর (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, আমার বিশ্বাস স্থাপনের কারণে কাফেরগণও বিশ্বাস স্থাপন করবে। যেমন ২৫ নম্বর ঘটনায়ও উল্লেখিত আছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সত্য সন্ধানী ও অসত্য পূজারীদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হয়, তখন সত্যের সমর্থনের জন্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষের তরফদার হওয়ায় অবৈধ নয়।

আয়াতুল এস্রার তফসীর

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۔

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

তিনি (আল্লাহ) সেই পবিত্র সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলা মসজিদে হারাম থেকে (কা'বা-শরীফ) মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুর্দিকে (অর্থাৎ সিরিয়া দেশে) আমি (ধর্মীয় এবং পার্থিব) নানাপ্রকার বরকত রেখে দিয়েছি। (ধর্মীয় বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম সমাধিস্থ রয়েছেন। আর পার্থিব বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে রয়েছে বৃক্ষরাজি, নহরসমূহ এবং শস্য শ্যামলিমার বিপুল সমাবেশ।) যাহোক, এমন আশ্চর্য উপায়ে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এই জন্য নিয়ে গেলাম, যাতে করে আমি সেই বান্দাকে আমার মহান কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এই নির্দশনসমূহের মধ্যে কিছু তো সেই স্থান সম্পর্কে, যেমন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করা এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মোলাকাত ও তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা। আর কিছু অংশ এর পরবর্তীকাল সম্পর্কীয়, যেমন আসমানের পরিভ্রমণ এবং সেখানকার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করা, নিশ্চয় আল্লাহপাক সবকিছু শ্রবণ করেন, সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কথা শ্রবণ করতেন এবং তাঁর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, আর এভাবে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং স্বীয় নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রদান করলেন।

ফায়দা ঃ এখানে কয়েকটি নিতান্ত জরুরী বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং কয়েকটি অতি সুক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(১) যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এমন অভিনব উপায়ে পৃথিবী থেকে আসমানে নিয়ে যাওয়া একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, আর এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই, "সুবহানা" শব্দ দ্বারা বিষয়টির বর্ণনা শুরু করা যথার্থ হয়েছে। কেননা, সাধারণতঃ এই শব্দটি আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা বর্ণনার জন্য এবং কোনো বিষয়ে বিস্ময় ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এই কারণেই আমি আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "বিস্ময়কর পন্থায়" শব্দটি যোগ করেছি। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম (দ.) বোরাকে আরোহণ করে মে'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন।

বোরাক শব্দটি আরবী ভাষায় "বরকুন" থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। "বরকুন" অর্থ বিদ্যুৎ। বোরাক নামক যানটির গতিও বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ময়কররূপে দ্রুততর ছিল। অতএব, এই সফর অত্যন্ত বিস্ময়করভাবেই হয়েছিল।

(২) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মে'রাজে গমনের ঘটনাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। কা'বা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে "এসরা" বা রাত্রি কালের সফর বলা হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আসমানে আরোহণকে মে'রাজ বলা হয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় উভয় অংশের সমষ্টিকে তথা–পূর্ণ সফরকে "এসরা" বা "মেরাজ" বলা হয়।

(৩) "বিআবদিহি" শব্দ দ্বারা আল্লাহ্পাক হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর খাছ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। এতে দুটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমতঃ, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ্পাকের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং সর্বাধিক নৈকট্যের অধিকারী বান্দা তা প্রমাণিত করা।

দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহাশূন্য পরিভ্রমণের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণ করে কেহ তাঁকে উপাস্য বলে ভুল ধারণা করতে পারে এই আশংকা ছিল। তাই, "বিআবদিহি" (আল্লাহ্র বান্দা) বলে সেই আশংকা দূরীভূত করা হয়েছে।

(৪) যদিও আরবী ভাষায় রাত্রিকালের ভ্রমণকেই "এস্রা" বলা হয়, তবুও পুনরায় "লাইলান" (রাত্রিকালের) শব্দটি "নাকেরাহ" রূপে সংযোজন করায় তাৎপর্য এই যে, এতদ্বারা ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রাত্রির কিছু অংশ বুঝা যাবে। আর এভাবে মহান আল্লাহ্পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ কাজ সুসম্পন্ন করানো হয়েছে। অথচ "লাইলান" শব্দটি যোগ না করা হলে "এস্রা" শব্দ দ্বারা সারা রাত্রির সফর বুঝা যেত। এই জন্যই অর্থাৎ সামান্যকাল বুঝাবার জন্য আলিফ লামবিহীন "লাইলান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত তফসীর-গ্রন্থ রুহুল মাআনীতে বর্ণিত আছে, নাহার এবং লাইল শব্দদ্বয়কে যখন আলিফ লাম (আল্) যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়, তখন তার অর্থ হয়, সারাদিন এবং সারা রাত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

বস্তুতঃ, আল্লাহপাক এই আয়াতে "লাইলান" শব্দটিকে আলিফ লামবিহীন "নাকেরাহ" রূপে ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হবে এই যে, মে'রাজের সফর সারা রাত ব্যাপী হয় নাই, বরং রাতের কিছু অংশের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক সফর সুসম্পন্ন হয়েছিল।

(৫) আলোচ্য আয়াতের তরজমা প্রসঙ্গে মসজিদে হারামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে কা'বা শরীফ। কোনো কোনো সময় "মসজিদে হারাম" শব্দটি হরম শরীফ অর্থেও (পবিত্র কা'বা শরীফের চারিপার্শ্বের সংরক্ষিত ও সম্মানিত স্থান) ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। কেননা, সেই সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হাতীমে তথা-কা'বা শরীফের পার্শ্ববর্তী পরিবেষ্টিত রুকন, মকামে ইব্রাহীম ও যমযম কূপের মধ্যস্থলে তশ্‌রীফ রেখেছিলেন, হাদীস শরীফেই রয়েছে এই বিবরণ। আর এই স্থানটি কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্তও।

আর অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। এই বিবরণ উপরোল্লিখিত হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা, হতে পারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মেহানীর বাড়ি থেকে হাতীমে আগমন করেন এবং মে'রাজের সফর শুরু করেন।

(৬) "আক্‌সা" শব্দটি আরবী ভাষায় "বহুদূর" অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বায়তুল মোকাদ্দাস পবিত্র কা'বা শরীফ থেকে বহু দূরে রয়েছে বলেই তাকে মসজিদে আকসা বলা হয়।

(৭) যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে স্বগৃহে রেখে মে'রাজ শরীফের যাবতীয় বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো আল্লাহ্‌পাকের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ ছিল, কিন্তু তবুও তা করা হয়নি। কেননা, এমন বিস্ময়কর পন্থায় বোরাকে আরোহণ করিয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো দেখানোর মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং তার সম্মান বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি।

(৮) বিশেষতঃ রাত্রিকালে মে'রাজ হওয়ার পশ্চাতে যে রহস্য রয়েছে তা হলো এই যে, সাধারণতঃ রাত্রিকালই মিলনের উপযুক্ত সময়। অতএব, রাত্রিকালে আহ্বান করার মাধ্যমে এই সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয় যে, প্রিয়নবী (সা.) আল্লাহ্‌পাকের অত্যন্ত প্রিয় এবং খাছ দোস্ত।

(৯) "আল্লাজী বারাক্‌না" পবিত্র কোরআনের আয়াতে এই অংশ দ্বারা যদিও বায়তুল মোকাদ্দাসের চারিপার্শ্বের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও মূলতঃ এর দ্বারা মসজিদে আক্‌সারই মর্যাদা ও পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, পারিপার্শ্বিক স্থানে বিভিন্ন প্রকার বরকত রয়েছে– একটি পার্থিব, অন্যটি ধর্মীয়। আর পার্থিব বরকত থেকে ধর্মীয় বরকতের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত। এর কারণ এই যে, মসজিদে আক্‌সার চারিপার্শ্বে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম সমাধীস্থ রয়েছেন। এর ফলে, সেখানের মাটির সাথে আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) দেহের সংস্পর্শ ঘটেছে।

অপরদিকে মসজিদে আক্‌সা অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরামেরই কেব্‌লা ছিল। আর এই কারণে মসজিদে আক্‌সার সাথে ছিল তাঁদের আত্মার সম্পর্ক। আর দেহের সংস্পর্শ থেকে আত্মার সংস্পর্শের বরকতই সমধিক। বিশেষ করে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ (আ.) তাঁদের নবুওয়তের যামানায় সেই মসজিদেই এবাদত বন্দেগী করতেন, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ দেহ এবং আত্মার সংস্পর্শে একত্রিত হয়েছিল। কেননা, মসজিদে আক্‌সা কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট হবার পর তা বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) এবাদতের স্থান ছিল।

অতএব, এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মসজিদে আক্‌সাই অধিক পবিত্র এবং বরকতময়।

(১) কোনো কোনো কিতাবে যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকের স্পর্শ যে স্থানটি লাভ করেছে, তা মহান আরশ থেকেও উত্তম। এটি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ফজিলত এবং তাঁরই বৈশিষ্ট্য। والله اعلم, যদিও আলোচ্য আয়াতটির প্রথম অংশ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মে'রাজ শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্তই ছিল।

কিন্তু لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا বাক্যটিতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) বায়তুল মোকাদ্দাসের পর মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন, আসমানে আরোহণ করেছেন। কেননা, এই বাক্যে ব্যবহৃত "আয়াতিনা" শব্দটি কোনো বিশেষ গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই ভাষার ব্যবহারিক নিয়ম মোতাবেক এই শব্দ দ্বারা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুঝতে হবে। আর পার্থিব নিদর্শন থেকে আসমানী নিদর্শনসমূহ যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। বিশেষ করে যখন মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীস

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

দ্বারা জানা যায় যে, আসমানে আম্বিয়ায়ে কেরামও রয়েছেন। আর উপরোল্লিখিত আয়াতটিকে মে'রাজের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দা মোহাম্মদ (দ.)-কে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অনন্ত অসীম আসমানী নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য তাঁকে আসমানেও আরোহণ করিয়েছিলেন। এইজন্য বিখ্যাত তফসীর "রুহুল মা'আনীতে" لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا বাক্যটির তাফসীর এভাবে করা হয়েছে– لِنُرَقِّيَهٗ اِلَى السَّمَآءِ حَتّٰى يَرٰى مَا يَرٰى مِنَ الْعَجَائِبِ ـ

অর্থাৎ আমার বান্দাকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলাম। যাতে করে আসমানে আরোহণ করাই, যেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ থেকে যা কিছু দেখা যায় তা দেখতে পান।

বস্তুতঃ মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা যেভাবে আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, এর পরবর্তী সফর তথা মহাশূন্য পরিভ্রমণের কথা তেমন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ হয়ত এই হবে যে, আসমানের আরোহণ ও মহাশূন্যে পরিভ্রমণ অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাফের হতে হয়, তাই সুস্পষ্টভাবে এই ঘটনার উল্লেখ না করে দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি দয়া করা হয়েছে।

(১১) مِنْ اٰيٰتِنَا শব্দের মধ্যে আংশিকবোধক "মিন্" অক্ষরটি ব্যবহার করার কারণে এর্কথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের এই ঐতিহাসিক সফরে আল্লাহ্পাকের সমস্ত নিদর্শন দেখতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে অবস্থাও তাই হয়েছে। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ "মে'রাজে গমন করে কলম পরিচালনার শব্দ শ্রবণ করেছিলাম", এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কলম দেখেননি, এমন আরও অনেক কিছু তিনি দেখেননি।

(১২) এই আয়াতে اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ থেকে اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ পর্যন্ত

শব্দ চয়নের ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কেননা, اسرى শব্দে নাম পুরুষের সর্বনামসহ আরম্ভ করে, অনুরূপভাবে انه هو السميع দ্বারা তথা-নাম পুরুষের সর্বনামের সাথে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো মধ্যখানে بَارَكْنَا ، لِنُرِيَهٗ اٰيٰتِنَا এই তিনটি প্রথম পুরুষ বহু বচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা গুরুত্ব ও মহত্বের অর্থবহ। এই ব্যতিক্রমের কারণ হলো এই যে, একবার "সে", পুনরায় "আমি" বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে শ্রোতাকে আনন্দ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, اسرى শব্দে নাম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা সাধারণ স্তরে রেখে এরপর প্রথম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করার কারণে এ কথার প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, মে'রাজের এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের কারণে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে প্রিয়নবী (দ.)-এর নৈকট্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নৈকট্য লাভের পরই প্রকৃতপক্ষে আলাপ আলোচনার সময় সুযোগ হয়। তাই পরে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা সমীচীন মনে করা হয়েছে।

(১৩) আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে اَنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ বাক্যটির সংযোজনের ফলে এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফেরদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এই মর্মে যে, "আমি তোমাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা এবং বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করছি এবং শ্রবণ করছি।"

(১৪) لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا এই বাক্যে এরশাদ হয়েছে, যাতে করে আমি তাঁকে আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এরূপ اَنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ। অর্থাৎ 'তিনি সর্বশ্রোতা– সর্বদ্রষ্টা।" বাক্যটি সংযোজন করার মাধ্যমে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও (হযরত) রসূলে করীম (দ.) বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখেছেন, অর্জন করেছেন জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানে আমার সমকক্ষ হতে পারেননি আদৌ। কেননা, আমি তাঁকে দেখিয়েছি আর আমি স্বয়ং দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আর আমি না দেখিয়ে দিলে তিনি দেখতে পারেন না। অথচ আমার দর্শন ও শ্রবণে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কয়েকটি নিদর্শন মাত্র দেখেছেন। আর আমি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করি, সবকিছুই শ্রবণ করি।

এই পর্যায়ে আরও কয়েকটি বিষয়ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(১) এই আয়াতে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত প্রিয়নবী (দ.)-এর গমনের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কথা আছে। আর বহু বিশুদ্ধ হাদীসে বিস্তারিভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে আক্সার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে, তিনি এক জামাতে নামায আদায় করেছিলেন, সেই জামাতের ইমাম ছিলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম (দ.)।

(২) মসজিদে আক্সার এই উপস্থিতির পর প্রিয়নবী (দ.) তাঁর মহাশূন্য পরিভ্রমণ শুরু করেছেন, একের পর এক আসমানে আরোহণ করেছেন। কিন্তু এই কথা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয় নাই। বরং আরও অধিকতর সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে সুরায়ে নাজ্মে। এরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ

অর্থাৎ প্রিয়নবী (দ.) হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদ্রাতুল মোন্তাহার নিকটবর্তী স্থানে। আর প্রথমবার দেখেছিলেন উফুকে আ'লায়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয়নবী ইতিপূর্বে সিদ্রাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত গমন করেছিলেন। অতএব, যিনি দেখেছেন এবং যাঁকে দেখেছেন, উভয়ই সিদ্রাতুল মোন্তাহার নিকট ছিলেন, একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আসমানে আরোহণের বিষয়টি হাদীসসমূহে এত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, তা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার আদৌ কোনো উপায় নেই।

(৩) আহলে সুন্নত ওয়াল-জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে মে'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন। এই কথার উপর উম্মতের এজমা (ঐকমত্য) হয়েছে। তাঁদের এই অভিমতের ভিত্তি হিসেবে যে কারণগুলো পেশ করা হয়, তা হলো এই যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক যে গুরুত্বের সাথে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। অতএব, জাগ্রত অবস্থায় যে এই ঘটনাটি ঘটেছে, একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে। কেননা, এই একটি ঘটনা যদি স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে ঘটতো, তবে তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণই থাকে না। কারণ, স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক উপায়ে তো সাধারণত লোক দ্বারাও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ, بِعَبْدِهٖ (বিআবদিহি) শব্দ ব্যবহার করার কারণেও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল। এর কারণ এই যে, যদি কেহ একথা বলে "অমুক ব্যক্তির গোলাম আমার নিকট এসেছিল" তবে এর সহজ সরল অর্থ যা বুঝা যাবে, তা হলো "গোলাম জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে এসেছিল।" কেননা, গোলাম বললে দেহ এবং প্রাণ উভয়ের সমন্বিত বস্তুটিকেই বুঝায়, আর আগমন শব্দের ব্যবহার হলে তার অর্থ হয় স্বশরীরের জাগ্রত অবস্থায় আগমন।

এই স্বাভাবিক অর্থের ব্যতিক্রম হলে বাক্যের মধ্যে এমন অভিব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। আলোচ্য আয়াতে ব্যতিক্রম অর্থ বুঝবার কোনো কারণই নেই।

তৃতীয়তঃ, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এই মে'রাজ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হতো, তবে বিশুদ্ধ হাদীস এবং বায়হাকী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুসারে কাফের মুশরিকগণ যখন মে'রাজের কথা অবিশ্বাস করেছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মোকাদ্দাসের বিবরণ এবং তাদের কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন চিন্তিত হয়েছিলেন কেন? তিনি চিন্তিত না হয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে পারতেন যে, আমার এই ঘটনা চোখের দেখা বলে তো আমি দাবি করিনি যে, তোমাদের এ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিব। বরং কাফেরদের প্রশ্ন শ্রবণ করে তিনি তখন বায়তুল মোকাদ্দাসের আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন।

বহু হাদীসে এই কথাটি রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের প্রশ্নে চিন্তিত হলে আল্লাহ্পাক তাঁর খাছ কুদরতে বায়তুল মোকাদ্দাসের ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাস দেখে তার সুস্পষ্ট বিবরণ দান করলেন।[১]

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে টেলিভিশনের মাধ্যমে একস্থানের দৃশ্য অন্যস্থানে অহরহ দেখানো হচ্ছে। আর এইভাবে প্রিয়নবী (দ.)-এর এই ঘটনার সত্যতা এবং বাস্তবতা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়। –(অনুবাদক)

১. মুসলিম শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

কোনো কোনো লোক মে'রাজের ঘটনাকে স্বপ্নের ঘটনা মনে করেন। অর্থাৎ হুজুর (দ.)-কে সবকিছু স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। স্বশরীরে তিনি মে'রাজে গমন করেননি এবং স্বচক্ষে তিনি আল্লাহ্পাকের দীদারও লাভ করেননি। মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে তাদের এই সন্দেহের ভিত্তি হলো এই যে, কোরআনে কারীমের একটি আয়াতে رويا "রূয়া" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই "রূয়া" শব্দের অর্থ হলো স্বপ্ন। তাদের এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা, উল্লেখিত আয়াতে "রূয়া" শব্দ বদরের যুদ্ধের সময়ের স্বপ্ন অথবা মক্কা মোয়াজ্জমায় ওমরা পালনের সময় দেখা স্বপ্নের উদ্দেশ্যেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কোনো কোনো মোফাস্সিরীন এই মত পোষণ করেন, যার আলোচনা অন্য দুটি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে; আয়াত দুটি হলো, إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ এবং لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا অতএব رُؤْيَا 'রূয়া' শব্দের কারণে মে'রাজের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

আর যদি মে'রাজের ঘটনাকেই এই আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে "রূয়া" "রূয়ত" তথা দেখার অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা, রূয়া এবং রূয়ত উভয় শব্দ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যেমন আরবী ভাষায় এর আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে قُرْبَى কুরবা এবং قَرَابَتْ "কারাবাত"।

অতএব, রূয়া অর্থ এই আয়াতে স্বপ্ন নয়, বরং দেখা। আর সেই দেখা জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টান্তমূলক এই শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।[১]

কোনো কোনো লোক শোরাইক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ শব্দ ثم (তৎপর আমি জাগ্রত হলাম) এই শব্দ দ্বারা সন্দিহান হয়ে استيقظت পড়েছে। যেহেতু শোরাইক মোহাদ্দেসীনদের মতে হাদীসের হাফেজ নন, তাই তার এই মত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তিনি অন্যান্য হাফেজ হাদীসদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন।[২] অথবা এই আয়াত দ্বারা এবং হাদীসের এই শব্দ দ্বারা মে'রাজের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, হুজুর (দ.) একাধিকবার আধ্যাত্মিকভাবে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন। মে'রাজের এই ঐতিহাসিক

১. মুসলিম শরীফ। ২. রূহুল মাআনী।

অবিস্মরণীয় ঘটনার পূর্বে কোনো কোনো সময় স্বপ্নে আর কোনো কোনো সময় আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর মে'রাজ হয়েছে। যাতে করে সেই মহান মে'রাজের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং তার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়।

আর কোনো কোনো লোক হযরত আয়েশা (রা.) এবং মাবিয়ার (রা.) কথায় সন্দিহান হয়েছেন। এর জবাব হচ্ছে এই যে, মে'রাজের ঘটনার সময় পর্যন্ত হযরত আয়েশা হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি এবং হযরত মুআবিয়া তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি; হয়ত কারও নিকট শ্রবণ করে অথবা নিজে ইজতিহাদ করে বলেছেন অথবা অন্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন।

(৪) হুজুর (দ.)-এর বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গমনের কথা যে অস্বীকার করবে সে, কাফের হয়ে যাবে। কেননা, তা হবে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার বিরোধিতা। আর যে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা অস্বীকার না করলেও এই পর্যায়ে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করে, তাদেরকে বেদআতী বলা হবে। আর এর পরবর্তী সফরের কথা যে অস্বীকার করবে অথবা প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও কোনো রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করে, তাদেরকেও বেদআতী বলা হবে।

যদিও পবিত্র কোরআনের সূরায়ে নজ্মে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–তবুও এই স্থানে ব্যবহৃত বাক্যসমূহে যে শব্দ চয়ন করা হয়েছে, আর আরবী ভাষায় ব্যাকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে তার এই অর্থও হতে পারে যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর "সিদ্রাতুল মুন্তাহা" পর্যন্ত গমন পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

(৫) এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম শবে মে'রাজে আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ করেছেন কিনা। আর এই মতবিরোধ পূর্বে ও পরে প্রায় সকল যুগেই রয়েছে। এই পর্যায়ে যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে–তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও রয়েছে। কেননা, যে সমস্ত বর্ণনা দ্বারা আল্লাহপাকের দীদার প্রমাণিত হয় তাতে এই সম্ভাবনা থাকে যে, এই দাদীর অন্তর-চক্ষু দ্বারা হয়েছে। আর দীদার না হওয়ার বিবরণকে বিশেষ কোনো দীদার না হওয়ার অর্থেও গ্রহণ করা যায়। যেমন কেয়ামতের দিন জান্নাতে যে দিদার হবে তা থেকে এ দীদার অপেক্ষাকৃত কম সুস্পষ্ট হবে। যদিও দীদার হয়েছে, আর এতে আদৌ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন যারা চশমা দ্বারা দেখে অভ্যস্ত, তারা চশমা ব্যতীতও দেখেন কিন্তু চশমা হলে ভালভাবে দেখা যায়। যাহোক, এসব বিষয়ে কোনো প্রকার মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

১। কোনো কোনো লোক এই ভুল ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আসমান-যমীনের কুদরত হেকমত প্রদর্শনের কথা রয়েছে, অথচ সূরায়ে বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে শবে মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا আর এই "মিন" শব্দটি কোনো বস্তুর কিছু অংশ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হুজুর (দ.)-কে আল্লাহ্পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের কিছু অংশ দেখাবার জন্য মহাশূন্য পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।

এই প্রশ্নের জবাব এই যে, যদিও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনার বিবরণে "মিন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তবুও "মালাকুতাস্সামাওয়াত" শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নিদর্শন বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত ঃ এই কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, হুজুর (দ.)-কে আল্লাহ্র কুদরতের যে অংশটি দেখানো হয়েছে তা শ্রেষ্ঠতম অংশ।

২। কোনো কোনো লোক এই ভুল ধারণা করে বসে আছেন যে, আসমান বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, মে'রাজের সফর কি করে সম্ভব? এর জবাব এই যে, এ যুক্তিই ভিত্তিহীন।

৩। কোনো কোনো লোক এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, এত অল্প সময়ে এত সুদীর্ঘ সফর কি করে সম্ভব হল? এর জবাব এই যে, কোনো কোনো নক্ষত্র এত বিরাট আকারের হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুতগামী, আর এই দ্রুত-গমনের কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই।

৪। কোনো কোনো লোক বলে থাকেন যে, আসমানের নিম্নদেশে বাতাস নেই এবং সেখানে তাপ অত্যন্ত বেশী, মানব দেহ সেখানে সুস্থ থাকতে পারে না। এর জবাব এই যে, অসম্ভব কিছু নেই–অবশ্য কঠিন হতে পারে।

৫। কোনো কোনো লোক বলেন, আসমানেরই কোনো অস্তিত্ব নেই। জবাবে বলা যেতে পারে–তার প্রমাণ দাও।

কবি বলেন ঃ

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً اِلٰى حَرَمٍ+كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِى دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ.

মহানবী হুজুর (দ.) চল্লিশ দিনের ভ্রমণের দূরত্ব হওয়া সত্ত্বেও একই রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করেন যেমন অন্ধকারের মাঝে চন্দ্র উদিত হয়।

وَبِتَّ تَرْقٰى اِلٰى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً + مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ وَلَمْ تَرِمِ.

এবং তিনি সম্মানের সঙ্গে রাত্র অতিবাহিত করলেন এবং এত অধিক সম্মান ও আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভ করলেন যে, অন্য কেউ সেই মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারেনি। বরং তার চিন্তাও কেউ কোনো দিন করতে পারেনি।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবিসিনিয়ার হিজরত

নবুওয়তের ৫ম বছরের দিকে মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন চরমে পৌঁছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (দ.)-এর অনুমতিক্রমে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমন করলেন। আবিসিনিয়ার তদানীন্তন বাদশা খৃস্টান ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিলেন, এতে মক্কার কাফেররা হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং নিজেদের একটি প্রতিনিধিদল নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন মুহাজের মুসলমানদেরকে আশ্রয় না দেন। কাফেররা নাজ্জাশরীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হীন মতলব প্রকাশ করলো। তখন তিনি মুসলমানদেরকে স্বীয় দরবারে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে আলোচনা করলেন। হুজুর (দ.)-এর চাচাত ভাই হযরত জাফর (রা.) নাজ্জাশীর সম্মুখে যে ভাষণ দান করলেন তা হলো এই যে, "আমরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ্পাক তাঁর পয়গাম্বর প্রেরণ করলেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় পাক কালাম পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেন; আমরা তা গ্রহণ করে সৎ পথ লাভ করি। তিনি আমাদিগকে সৎ কাজের আদেশ দান করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। নাজ্জাশী বললেন ঃ যে কালাম তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার কিছু অংশ পাঠ কর। অতঃপর তিনি সূরায়ে মারইয়াম তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। বাদশা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করলেন, কাফেরদেরকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন।[১]

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, এই বাদশা পরে মুসলমান হয়ে যান। যাদুল মা'আদ গ্রন্থে রয়েছে যে, অতঃপর যখন হুজুর (দ.)-এর মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরতের সংবাদ এই মুসলমানগণ শ্রবণ করলেন, তখন তেত্রিশজন মুসলমান আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাতজন মক্কা মোকাররামায় রয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট সকলেই মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছলেন। আর যেহেতু তারা সমুদ্র পথে নৌযানে করে মদীনা হিজরত করেন–এজন্য তাদেরকে "আসহাবে হিজরাতাইন" অর্থাৎ দু'বার হিজরতকারী বলা হয়।

১. তারিখে হাবিবে ইলাহ।

কবি বলেন ঃ

মহানবী হুজুর (দ.)-এর এমন কোনো বন্ধু নেই, যে তাঁর করুণা ও সাহায্য লাভ না করেছে এবং তাঁর এমন কোনো শত্রু নেই যে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েছে। মহানবী (দ.) স্বীয় উম্মতকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পৌঁছে দিয়েছেন (কেউ তাদেরকে পরাজিত বা ভীত করতে সক্ষম হবে না। যেমন ব্যাঘ্র তার সাবকদেরসহ নিরাপদ গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে)। মহানবী (দ.)-এর শত্রুকে আল্লাহ্র পাক কালাম বহুবার অপমানিত করেছে এবং বহুবার তাঁর নবুওয়তের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

যেমন এক্ষেত্রেও হুজুর (দ.)-এর শত্রুরা নাজ্জাশী বাদশার দরবারে অপমানিত হলো এবং পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে হুজুর (দ.)-এর নবুওয়ত সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হলো, যার ফলশ্রুতিতে বাদশা ইসলাম গ্রহণ করলেন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

চতুর্দশ অধ্যায়

নবুওয়ত লাভের পর মক্কী জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা

১ম ঘটনা

যখন প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাজেল করা হয় এবং তা তিনি হযরত খাদিজার (রা.) নিকট ব্যক্ত করেন, তখন হযরত খাদিজা হুজুর (দ.)-কে "ওরাকার" নিকট নিয়ে গেলেন। ওরাকা হুজুর (দ.)-এর নিকট বিস্তারিত আলোচনা শ্রবণ করে তাঁকে নবী বলে স্বীকার করলেন। হযরত খাদিজা মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করলেন এবং যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী, গোলামদের মধ্যে হযরত বেলাল, আজাদ করা গোলামদের মধ্যে হযরত জায়েদ এবনে হারেসা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত ওসমান, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা, হযরত যোবায়ের, হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ ঈমান আনেন এবং দিন দিনই ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

২য় ঘটনা

যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ। অর্থাৎ "হে রসূল! আপনি স্বীয় আত্মীয়স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করুন।" এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হুজুর (দ.) সাফা পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে মক্কাবাসীকে তাঁর কথা শ্রবণের জন্য আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা যখন একত্রিত হলো, তখন তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী হবার আহ্বান জানালেন এবং শেরকের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করলেন। এই মজলিসে আবু লাহাব হুজুর (সঃ)-এর সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করল। তার জবাবে সূরায়ে লাহাব অবতীর্ণ হলো এবং আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ধ্বংসের কথা ঘোষণা করা হলো। আবু লাহাবের স্ত্রীও হুজুর (দ.)-এর চরম শত্রু ছিল। এই আবু লাহাবের দুই পুত্র উত্‌বা ও উতাইবা হুজুর (দ.)-এর দুই কন্যা হযরত রোকাইয়া ও উম্মেকুলসুম-এর জামাতা ছিল (তখনও

মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল)। আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে বলল, তোমরা যদি মোহাম্মদের মেয়ে দু'জনকে তালাক না দাও তবে আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। তারা দু'জনই পিতার আদেশ পালন করলো। উত্‌বা তো চরম দৃষ্টতা প্রকাশ করে হুজুর (দ.)-এর সম্মুখেই তালাক দিল। হুজুর (দ.) তার জন্য বদ্‌দোয়া করলেন اللهم سلط عليه كلبا من كلابك। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি কোনো কুকুরকে তার উপর চড়াও করে দাও।

অতঃপর একবার সে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের সময় এমন এক স্থানে রাত্রি যাপন করলো–যেখানে বাঘের ভয় ছিল। আবু লাহাব পুত্রের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। উঁচু একটি টিলা তৈরী করে তার উপরে তাকে বসিয়ে টিলার নিচে অন্যান্য সকলের নিদ্রার ব্যবস্থা করল। কিন্তু রাত্রে ব্যাঘ্র এসে টিলার উপরে পৌঁছে উত্‌বাকে খণ্ডবিখণ্ড করে তাকে হত্যা করে ফেললো। এসব তাদের চোখের সম্মুখে হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুর্ভাগ্য এত অধিক ছিল যে, তবুও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এসব ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পরপরই সংঘটিত হয়েছে।

৩য় ঘটনা

আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা.)ও হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে ইচ্ছা করলেন এবং মক্কা মোকাররামা থেকে বের হয়ে চার মাইল দূরবর্তী "বরকে এন্‌এমাদ" নামক স্থানে পৌঁছার পর "কারাহ" গোত্রের সর্দার মালেক এবনে দাগিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে তাঁকে নিজের নিরাপত্তায় গ্রহণ করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসল। আর পৌত্তলিকদের নিকট এর ঘোষণা দিয়ে দিলে তারা বলল ঃ আমরা এই শর্তে তা গ্রহণ করতে পারি যে, তিনি বাড়ির বাইরে এবং উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন না।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কয়েকদিন তাদের শর্ত মেনে চললেন। অতঃপর তিনি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন না। তাই উচ্চস্বরে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। চারিপার্শ্বের অধিবাসী স্ত্রীলোকগণ একত্রিত হয়ে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শ্রবণ করতো। কাফেররা "এবনে দাগিনার" নিকট অভিযোগ করলো। অতঃপর সে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলল যে, যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর তবে আমার নিরাপত্তা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌পাক ব্যতীত আর কারও নিরাপত্তার প্রয়োজন আমার নেই। সে তার নিরাপত্তার অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিয়ে বিদায় নিল, আর হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহপাকের হেফাজতে রইলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৪র্থ ঘটনা

হুজুর (দ.) এবং মুসলমানগণ অধিকাংশ সময়ই (ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের অত্যাচারের ভয়ে) আত্মগোপন করে থাকতেন এবং তাদের সংখ্যা ছিল ঊনচল্লিশ। একদিন হুজুর (দ.) হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়ীতে ছিলেন। তখন ওমর এবনুল খাত্তাব এবং আবু জেহেল কোরাইশদের দু'জন সর্দার ছিল। হুজুর (দ.) দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! ওমর অথবা আবু জেহেলের বমধ্যে একজনকে হেদায়েত দান করে ইসলামকে শক্তিশালী কর।" হুজুর (দ.)-এর এই দোয়া হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে কবুল হলো এবং দ্বিতীয় দিনই হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে।[১]

৫ম ঘটনা

প্রিয়নবী (দ.) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক ব্যক্তিকে মাত'আম এবনে আদীর নিকট প্রেরণ করে নিরাপত্তা চাইলেন। মাত'আম নিরাপত্তা দিয়ে হুজুর (দ.)-কে বায়তুল্লাহ শরীফে নিয়ে এল। এজন্য হুজুর (দ.) মাত'আমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।[২]

কবি বলেন ঃ

لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَاحَ يُنْكِرُهَا + تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ -

যদি কোন হিংসুক অজ্ঞতার কারণে হুজুর (দ.)-এর নবুওয়তের এই নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে তবুও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যদিওবা সে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট বিজ্ঞ।

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضُوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَصَدٍ + وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ -

কেননা, অনেক সময় চক্ষু রুগ্ন হওয়ার কারণে তার নিকট সূর্যের আলো খারাপ মনে হয় এবং রসনা রুগ্নতার কারণে সুমিষ্ঠ দ্রব্যকেও তিক্ত মনে করে।

১. তারিখে হাবিবে এলাহ। ২. শামামা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হিজরতে মদীনা

প্রিয়নবী (দ.)-এর নবুওয়ত লাভের পর ১৩টি বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু মক্কাবাসী ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হলো না। ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এদিকে মদীনাবাসীর সাথে যখন দ্বিতীয় বায়আত সুসম্পন্ন হলো, তখন হুজুর (দ.) সাহাবাদেরকে মদীনার দিকে হিজরত করার অনুমতি দান করলেন। সাহাবায়ে কেরাম গোপনে হিজরত করতে শুরু করলেন।

একদিন কোরাইশের কতিপয় কাফের সর্দার বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী তাদের পরামর্শ সভায় ("দারুন্ নুদওয়ায়") সম্মিলিত হয়ে অনেক পরামর্শের পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, কোরাইশদের প্রত্যেক গোত্রের এক একজন ব্যক্তি– সকলে সম্মিলিত হয়ে একরাত্রে মোহাম্মদ (দ.)-এর বাড়ীতে হানা দিবে এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এমন অবস্থায় হাশেম গোত্র (যারা প্রিয়নবী (দ.)-এর সাহায্যকারী দল) কোরাইশদের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী হবে না, তখন মৃত্যু-পণ-যাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'দিয়ত' বলা হয়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর আমরা তা অতি সহজেই আদায় করে দিব। আল্লাহ্পাক কাফেরদের এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর প্রিয় রসূল (দ.)-কে জানিয়ে দিলেন এবং এই নির্দেশ দান করলেন ঃ "আপনি মদীনা মোনাওয়ারার দিকে হিজরত করুন।"

হুজুর (দ.) রাত্রে স্বীয় গৃহেই ছিলেন। পৌত্তলিক দুর্বৃত্তগণ হুজুরের গৃহ অবরোধ করলো। হুজুর (দ.) মানুষের রক্ষিত বস্তু ও আমানতসমূহ হযরত আলী (রা.) -এর নিকট সমর্পণ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আল্লাহ্পাকের কুদরতে কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি অকেজো হলো। হুজুর (দ.)-কে আল্লাহপাক রক্ষা করলেন। হুজুর (দ.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর গৃহে আগমন করে তাকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সওর নামক গুহায় আত্মগোপন করলেন।

এদিকে কাফেররা হুজুরের গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে না পেয়ে বিভিন্ন দিকে তাঁর অনুসন্ধান আরম্ভ করলো। এমনকি সেই গুহায় তারা পৌঁছলো যার মধ্যে হুজুর (দ.) আত্মগোপন করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ঐ গুহায় প্রিয়নবীর (দ.) আত্মগোপনের পর মাকড়সা তার মুখে জাল বুনলো এবং কবুতর তার নীড় রচনা করে ডিম দিয়ে তার মধ্যে তা দিতেও আরম্ভ করলো। পৌত্তলিক দুর্বৃত্তরা এই অবস্থা দেখে বলল ঃ "এই গুহায় কেউ প্রবেশ করলে মাকড়সার জালও নিরাপদ থাকতো না এবং কবুতরও এভাবে নীড় রচনা করে বসে থাকতো না" একথা বলে তারা সেই স্থান ত্যাগ করলো, আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরতে হুজুরে পাক (দ.)-এর হেফাজতের জন্য মাকড়সার জাল এবং কবুতরের ডিম থেকে এমন কাজ গ্রহণ করলেন, যা হাজারো লৌহনির্মিত পোশাক পরিহিত বীর যোদ্ধা এবং সুদৃঢ় দুর্গ থেকেও অসাধ্য ছিল।

কবি বলেন ঃ

وما حوى الغار من خير ومن كرم + وكل طرف من الكفار عمى .

আমি শপথ করে বলছি, সওর নামক গুহা এমন মহামানবদ্বয় লাভ করেছিল যাদের অস্তিত্বই পৃথিবীর জন্য এক মহানকৃপা ও করুণা ছিল এবং কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি তাদের সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

فالصدق فى الغار والصديق لم يرما + وهم يقولون ما بالغار من ادم .

প্রিয়নবী (দ.) ছিলেন সত্যের প্রতীক এবং হযরত সিদ্দিক গুহা থেকে দূরে যাননি, আর কাফেররা বললো এই গুহায় কেউ প্রবেশ করেনি।

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على + خيرالبرية لم تنسج ولم تحم .

তারা ধারণা করলো, কবুতর মানুষের এত কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করতে এবং ডিম দিতে পারে না এবং মাকড়সাও এভাবে জাল বুনতে পারে না।

وقاية الله اغنت عن مضاعفة+ من الدروع وعن عال من الاطم .

আল্লাহ্পাকের সাহায্য প্রিয়নবী (দ.)-এর জন্য লৌহনির্মিত পোশাক পরিধান এবং সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দিল।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) তিন দিন পর্যন্ত সেই গুহাতেই আত্মগোপন করে রইলেন। হযরত আবু বকরের আজাদ করা গোলাম আমের এবনে ফাহিরা সওর গুহার পার্শ্ববর্তী স্থানে মেষ চরাত। সে হুজুর (দ.) এবং আবু বকরের জন্য বকরীর দুগ্ধ পৌঁছিয়ে দিত। হযরত আবু বকরের যুবক পুত্র আবদুল্লাহ সারাদিন কাফেরদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে রাত্রে হুজুরের (দ.)

দরবারে তা পৌঁছিয়ে দিত। আবদুল্লাহ দুহালী নামক একজন মুশরিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শকরূপে প্রথম থেকেই নিয়োজিত করা হয়। তার নিকট উষ্ট্রগুলো সমর্পণ করা হয়েছিল। তিন দিন পর সে হুজুর (দ.)-এর নির্দেশক্রমে ঐ গুহার সম্মুখে উষ্ট্র নিয়ে উপস্থিত হলে হুজুর (দ.) ও হযরত আবু বকর এবং তাঁর গোলাম আমের উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী রাস্তা দিয়ে মদিনা মোনাওয়ারার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছিল।

মদীনাবাসীরা প্রিয়নবী (দ.)-এর শুভাগমন উপলক্ষে প্রত্যেক দিনই সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য মক্কার পথে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো এবং প্রত্যেক দিনই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতো এবং যেদিন প্রিয়নবী (দ.) মদিনা মোনাওয়ারায় শুভাগমন করলেন সেদিনও তারা অপেক্ষা করে প্রত্যাবর্তন করেছিল। হঠাৎ একজন ইহুদী উঁচু টিলার উপর থেকে হুজুর (দ.)-এর সাওয়ারী দেখতে পেয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললো "হে আরববাসী, এই যে তোমাদের মহাসৌভাগ্যের প্রতীক আগমন করেছেন।" মদিনাবাসী মহানবী (দ.)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর সঙ্গেই মদীনায় প্রবেশ করলো। মদিনাবাসী আল্লাহ্পাকের প্রিয় রসুল (দ.)-কে নিজেদের মাঝে পেয়ে সেই দিন যে আনন্দ লাভ করেছিল তা বর্ণনাতীত। কিশোর কিশোরীরা আনন্দের আতিশয্যে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল।

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع .

সানিয়্যাতুল বেদার (একটি স্থানের নাম) দিক থেকে আমাদের উপর পূর্ণ চাঁদ উদিত হয়েছে।

অতএব, আমাদের উপর ফরজ হয়েছে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যতদিন এই পৃথিবীতে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে কোনো দোয়া প্রার্থী দোয়া করতে থাকবে, ততদিন তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিনে, আর অন্য একটি বর্ণনা মোতাবেক সফর মাসে ৫৩ বছর বয়সের সময়ে মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, আর সোমবার দিন ১২ই রবিউল আউয়াল মদিনা শরীফে পৌঁছান। মদিনা শরীফ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কোবা নামক স্থানে বনি আমর এবনে আওফের বাড়ীতে অবস্থান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

করেন। এই স্থানে তিনি ১৪ দিন অতিবাহিত করেন। তৃতীয় দিন মক্কাবাসীর আমানত আদায়ের পর হযরত আলী (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন। অতঃপর তিনি মদিনা শরীফে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলেন। মদিনা শরীফের প্রত্যেকটি মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই ছিল, হুজুর (দ.) যেন তাঁর মহল্লায় এবং তাঁর বাসভবনে অবস্থান করেন। তাই প্রত্যেক গোত্রের লোক হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন, সকলের মুখে একই কথা, সকলের অন্তরে একই আকাঙ্ক্ষা। এমন অবস্থায় হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ আমার উষ্ট্রী আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট। সে যেখানে উপবিষ্ট হবে, আমি সেখানেই অবস্থান করব।

উষ্ট্রী চলতে চলতে সেই স্থানে এসে দণ্ডায়মান হলো যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফ রয়েছে; এর পার্শ্বেই ছিল হযরত আবু আইউব আনসারীর বাসস্থান আর তাতেই প্রিয়নবী (দ.) অবস্থান করলেন। হুজুর আকরাম (দ.) এই যমীনটি ক্রয় করলেন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন।[১]

তাই কবি বলেছেন ঃ

আর প্রিয়নবী (দ.) যখন হযরত আবুবকর (রা.) সহ সওর নামক গুহায় ছিলেন, তখন তিনি এমন উচ্চ মর্যাদা-সম্মান এবং সুনাম অর্জন করেছেন, যা কোনো মানুষের ভাগ্যে লাভ হয়নি।

হুজুর (দ.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ে সওর নামক গুহা থেকে ভ্রমণ অব্যাহত রাখলেন। আর মদিনা শরীফ পৌঁছে এই ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

যদি তাঁর ভ্রমণকাহিনী জানতে চাও, তবে সোরাকাহ এবং উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা কর, তাদের নিকট তাঁর অবস্থা প্রকাশিত হয়েছিল। মদিনা শরীফ (পূর্বের ইয়াসরাব) তাঁর শুভাগমনে পবিত্র হয়েছে, যখন তাঁর সুগন্ধ সারা জাহানকে মাতোয়ারা করেছে।

১. তারিখে হাবিবে এলাহ, যাদুল মা'আদ।

❋❋❋

ষোড়শ অধ্যায়

হিজরতের পরের ঘটনাবলী

১ম ঘটনা

মহানবী (দ.) এর মদিনা শুভাগমনের পর ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আলেম "আবদুল্লাহ এবনে সালাম" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনটি প্রশ্ন করে এবং এই প্রশ্নসমূহের সঠিক জবাব লাভ করে সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনয়ন করে।[১]

২য় ঘটনা

হযরত সালমান ফারসী (রা.) প্রথমে ইরানের একজন অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। তিনি অগ্নিপূজা ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছিলেন। ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্মযাজকদের নিকট আমাদের প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করেছিলেন এবং একথাও শ্রবণ করেছিলেন যে, অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মদিনা মোনাওয়ারায় হিজরত করবেন। এসব বিষয়ে অবগত হয়ে তিনি মদিনার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে জোরপূর্বক ক্রীতদাসরূপে কয়েকবারই তাঁকে বিক্রয় করা হলো। অবশেষে তিনি যখন মদিনাতে এক ইহুদীর গোলাম হলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দেহমোবারকে নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এই গোলামী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের বিষয় বিবেচনা কর। হযরত সালমান (রা.) তাঁর মুনিবের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে মুক্তি পণ দাবী করলো ঃ সোয়াসেরের কিছু অধিক পরিমাণের স্বর্ণ প্রদান করতে হবে এবং তিনশত খুরমা বৃক্ষ রোপন করতে হবে। যখন তাতে ফল হবে তখন তিনি মুক্তি লাভ করতে পারবেন। হযরত সালমান

১. তারিখে হাবিবে ইলাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফরাসী (রা.) চুক্তির এই শর্ত মেনে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে এই সব বিষয় অবগত করলেন। তাই তিনি স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা খুরমা বৃক্ষ রোপণ করলেন। আল্লাহ্পাকের কুদরতে এক বছরেই ঐসব বৃক্ষ ফলবান হলো এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একটা ডিম পরিমাণ স্বর্ণ খণ্ডও লাভ হলো।

হুজুর (দ.) সেই স্বর্ণ হযরত সালমানের হাতে প্রদান করে বললেন যে, এই স্বর্ণ মালিককে দিয়ে তুমি মুক্তি লাভ কর। স্বর্ণের পরিমাণ অল্প দেখে হযরত সালমান আরজ করলেন ঃ হুজুর, এই স্বর্ণ খণ্ড কি মুক্তি পণের জন্য যথেষ্ট হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তখন বরকতের জন্য দোয়া করলেন। হযরত সালমান বললেন যে, ওজন করার পর দেখা গেল সেখানে ঠিক চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণই ছিল, একটু কমও না একটু বেশী না। অতঃপর তা তার মালিককে প্রদান করে হযরত সালমান তাঁর দীর্ঘ গোলামীর জীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং মুক্ত মানুষ হিসেবে মহানবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হলেন।[১]

৩য় ঘটনা

মদিনা মোনাওয়ারার বিখ্যাত কূপসমূহের মধ্যে "বীরে রূমা" নামক কূপটি অন্যতম। এই কূপটির পানি ছিল মিষ্টি আর অন্যান্য কূপের পানি লবণাক্ত। এই কূপটির মালিক ছিল একজন ইহুদী, সে পানি বিক্রয় করত। এজন্য মুসলমানদের পানির সংকটে কষ্ট হচ্ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) নিজের টাকা দিয়ে কূপটি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিলেন।[২]

পদ্যাংশ

كفاك بالعلم فى الامى معجزة + فى الجاهلية والتاديب فى اليتم -

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের সময় হুজুর (দ.) উম্মি হওয়া সত্ত্বেও, এত মহাজ্ঞানী এবং এতীম হওয়া সত্ত্বেও এত ভদ্র হওয়াই তার মোজেজার জন্য যথেষ্ট।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

১. তারিখে হাবিবে এলাহ। ২. তারিখে হাবিবে এলাহ।

সপ্তদশ অধ্যায়

জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) তাঁর তিরোধান পর্যন্ত মদিনা মোনাওয়ারায় দশ বছর দু'মাস অবস্থান করেন। যখন জেহাদ ফরজ করা হয়েছে তখনই তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ করেছেন এবং সৈন্য প্রেরণ করে জেহাদ পরিচালনা করেন। সে জিহাদে মহানবী (দ.) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় সে জিহাদকে 'গাজওয়াহ্' বলা হয় আর যেখানে হুজুর (দ.) স্বয়ং অংশ গ্রহণ না করে সৈন্য প্রেরণ করেই জিহাদ পরিচালনা করেন তাকে "সারিয়া" বলা হয়। সমস্ত "গাজওয়াহ" এবং "সারিয়া" র অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন জিহাদের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমকালীন অন্যান্য ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

১ম হিজরী

এই হিজরীতেই জেহাদ ফরজ হয়েছে। হযরত হামজাকে তিরিশজন মোহাজের সাহাবীর সিপাহসালার নিযুক্ত করে কোরাইশদের একটা দলকে বাঁধা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। এই ঘটনা রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত উবায়দা বিন হারেছকে ষাটজন মোহাজের মোজাহিদের নেতৃত্বদান করে শাওয়াল মাসে "বতনে রাবেখ' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাসকে জিল্কদ মাসে বিশজন মোহাজের সাহাবীসহ জোহফার নিকটবর্তী "খেরার" নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। এই দলটিকেও কোরাইশদের একটা কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সমস্তই ছিল "সারিয়া"। অতঃপর সফর মাসে প্রথম "গাজওয়াহ" পরিচালিত হয়। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে সংঘটিত এই জেহাদে হুজুর (দ.) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। এই জেহাদের নাম গাজওয়ায়ে আবওয়া এবং গাজওয়ায়ে অ'দানও বলা হয়। এ বছরই আযান প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং হযরত আয়েশা (রা.) বৈবাহিক জীবন-যাপনের জন্য হুজুর (দ.)-এর সান্নিধ্যে আগমন করেন। আর এ বৎসরই মোহাজের ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

২য় হিজরী

মাহে রবিউল আউয়ালে "গাজওয়ায়ে বাওয়াত" হয়েছে। "বাওয়াত" একটি স্থানের নাম। এখানে কোরাইশদের একটা দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু কোরাইশগণ যুদ্ধ করতে সাহসী হয়নি। অতঃপর গাজওয়ায়ে উশায়রা হয়েছে। এটিও একটি স্থানের নাম। সিরিয়াগামী কোরাইশদের একটি কাফেলাকে বাঁধাদানের উদ্দেশ্যেই রবিউল আউয়াল ও রবিউসসানি মাসে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু তারা পলায়ন করেছিল। এরা সেই কাফেলা যাদের প্রত্যাবর্তনের পথে হুজুর (দ.) তাদেরকে বাঁধা প্রদান করার জন্য গমন করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে পাওয়া যায়নি। আর এটি বদরের যুদ্ধের কারণ হয়েছিল; এজন্য এই যুদ্ধকে গাজওয়ায়ে বদরে উলা বলা হয়।

অতঃপর আবদুল্লাহ এবনে জাহাস আসদীকে 'বতনে নাখলার' দিকে প্রেরণ করেন। এই ঘটনা সম্পর্কেই কোরআনে পাকের আয়াত يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্ব বিখ্যাত জেহাদ 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছে।

রমজান মাসে হুজুর (দ.) এই সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, কোরাইশদের সেই ব্যবসায়ী দল সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করছে। হুজুর (দ.) সর্বমোট ৩১৩ জন সাহাবা নিয়ে তাদেরকে বাঁধা প্রদানের জন্য রওয়ানা হলেন। এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছার পর কাফেররা এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তাদের ব্যবসায়ী দলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। এদিকে ঐ ব্যবসায়ী দল অন্য পথে মক্কায় পৌঁছে গেল। কিন্তু তবুও কোরাইশদের সেই সৈন্যরা এজন্য তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল যে, যাতে করে বদর নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু ফেলে সেখানে খুব আনন্দ উৎসব পালন করবে। আর মুসলমানদের ৩১৩ জনের নিরস্ত্র ক্ষুদ্র দল যে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করবে এবং তাঁদের বিজয় লাভের সুনামও লাভ হবে তা তারা আদৌ চিন্তা করেনি।

আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিল ইসলামের উন্নতি এবং কুফরের অবনতি, তাই উভয় সৈন্য দলের মধ্যে মোকাবেলা হলো। মুসলমানগণ আল্লাহ্পাকের সাহায্যে জয়লাভ করলেন, আর কাফেরদের অনেককে হত্যা করা হলো, অনেককে বন্দী করা হলো, অন্যান্যেরা অপদস্ত হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো। পবিত্র কোরআনের সূরা আনফালে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এই ঘটনা শাওয়াল মাসেই শেষ হলো।

অতঃপর সাতদিন পর বনি সুলাইমদের লড়াইয়ের জন্য হুজুর (দ.) তাশরীফ নিয়ে গেলেন কিন্তু লড়াই হয়নি। তৎপর বদরের দুইমাস পর 'গোজওয়ায়ে সাউইক' অনুষ্ঠিত হলো–তা এভাবে যে, বদরের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ পুনরায় মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মদিনা শরীফের নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানগণ এ সংবাদ পেলেন। হুজুর (দ.) সাহাবাদের নিয়ে মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন, কাফেররা ভয়ে পালিয়ে গেল। পলায়নের সময় তারা গমের ছাতু ফেলে গেল যাতে করে বোঝা কমে যায়। আর তাতে তারা দ্রুতবেগে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। এটি জিলহজ্জ মাসের ঘটনা।

অতঃপর জিলহজ্জ মাসের বাকি দিনগুলি হুজুর (দ.) মদিনাতেই অবস্থান করলেন। তৎপর গাতফান গোত্রের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নজদের দিকে যাত্রা করলেন। সফর মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন; কিন্তু তাদের সঙ্গে লড়াই হয়নি। এই বছরই শাবান মাসের মাঝামাঝি রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে কেবলা পরিবর্তন এবং যাকাত ফরজ করা হয়েছে। আর শাবান মাসের শেষভাগে রোজা ফরজ করা হয়েছে। রমজান মাসের শেষভাগে ওয়াজিব করা হয়েছে 'সাদকায়ে ফিতর'। দুই ঈদের নামাজ এবং কোরবানীও এই বছরই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জু'মার নামাজ ইতিপূর্বেই ফরজ করা হয়েছিল। বদরের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের একদিন পরই হুজুর (দ.)-এর কন্যা হযরত ওসমানের স্ত্রী বিবি রোকাইয়া ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হুজুর (দ.) তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত ওসমানের নিকট বিবাহ দেন। এজন্যই হযরত ওসমান (রা.)-কে জিননুরাইন বলা হয়। এবং বদরের যুদ্ধের পরেই হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে হযরত ফাতেমার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

৩য় হিজরী

এই বছর রবিউল আউয়াল মাসের পর পুনরায় কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করে হুজুর (দ.) নাজরান পর্যন্ত গমন করলেন। রবিউস্সানি এবং জমাদিউল উ'লা সেখানেই অবস্থান করলেন, কিন্তু লড়াই হয়নি। অতঃপর তিনি মদিনা মোনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

অতঃপর মদিনায় বসবাসরত "বনি কায়নুকা" নামক একটা ইহুদী গোত্র অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে হুজুর (দ.) তাদেরকে পনেরদিন পর্যন্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

অবরোধ করে রাখলেন। পরে আবদুল্লাহ এবনে উবাই (রা.)-এর অনুরোধে তাদের অবরোধ থেকে অব্যাহতি দান করেন। আবদুল্লাহ এবনে সালামের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এবং এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই হুজুর (দ.) কা'ব এবনে আশরাফকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তাকে হত্যা করাও হয়েছিল। এই বৎসরই সাওয়ালের প্রথম দিকে ওহুদের যুদ্ধ হয়। কোরআনে কারীমের ৪র্থ পারায় এর সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর "গাজওয়ায়ে হামরুল আসাদ" সংঘটিত হয়েছে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এভাবে যে, ওহুদের রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কাফেররা পুনরায় মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। হুজুর (দ.) এ সংবাদ শ্রবণ করে রণক্লান্ত সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রওয়ানা হলেন। কাফেররা এই খবর পেয়ে ভীত হলো এবং আর অগ্রসর হলো না।

এই যুদ্ধের জন্য হুজুর (দ.) যেহেতু 'হামরাতুল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেছিলেন, এজন্য এই জিহাদের নামকরণ করা হয়েছে "গাজওয়ায়ে হামরাতুল আসওয়াদ।" অতঃপর শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি এবং জিল্‌কদ ও জিলহজ্জ মাস পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। অতঃপর মহররমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর তালহা বিন খোওয়াইলেদ এবং সালমা বিন খোওয়াইলেদের আক্রমণের সংবাদ শ্রবণ করে হুজুর (দ.) হযরত আবু সালামা (রা.)-কে মোহাজের ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত দেড়শত সাহাবায়ে কেরামের একটি দলসহ তাদের মোকাবেলায় প্রেরণ করলেন। কাফেররা ভয়ে বহুসংখ্যক গবাদি পশু ফেলে পলায়ন করলো। মুসলমানরা সেসব গবাদি পশু নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পাঁচই মহররম 'খালেদ বিন সুফিয়ান' নামক একজন কাফেরের সৈন্য মোতায়েনের সংবাদ শ্রবণ করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রা.)-কে মোকাবেলার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে হত্যা করে তার দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড নিয়ে তেইশে মহররম মদিনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর সফর মাসে 'সারিয়ায়ে রজি' সংঘটিত হয়েছে। মক্কার কাফেরদের প্ররোচনায় 'আ'জল এবং কারাহ' গোত্রের কতিপয় লোক হুজুর (দ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে এই অনুরোধ করলো যে, আমাদেরকে ইসলামের বাণী শিক্ষা দিবার জন্য কিছু সংখ্যক লোক প্রেরণ করুন। হুজুর (দ.) দশজন সাহাবী তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন।

অতঃপর "হোজায়েল গোত্রের" পুকুর পর্যন্ত পৌঁছার পর কাফেররা 'হোজায়েল গোত্র' থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে, ঐ দশজন সাহাবার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের উপর আক্রমণ করল। অতঃপর সেখানেই কয়েকজন সাহাবী শহীদ হলেন আর কয়েকজন বন্দী হলেন; পরে তাদেরকেও শহীদ করা হয়েছে। এবং এই সফর মাসেই "বীরেমাউনার" ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাউনা মক্কা এবং আসফানের মধ্যবর্তী হোজাইল এলাকার একটি স্থানের নাম। নজ্‌দ এলাকার "বনি আমের" গোত্রের "আমের বিন মালেক" নামক এক ব্যক্তি হুজুর (দ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমি আমার সমাজের অন্যান্য লোকদের কথাই চিন্তা করি। তাই, আমার সঙ্গে কিছু লোক প্রেরণ করুন, যারা আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিবে। অতঃপর আমার আর কোন আশংকা থাকবে না। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ আমি আমার লোকদের সম্পর্কে নজ্‌দবাসী থেকে আশংকা বোধ করছি। সে জবাব দিল ঃ আশংকার কোনো কারণ নেই, আমি তাদেরকে আমার নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাব। অতঃপর হুজুর (দ.) সত্তর জন কোরআনে পাকের ক্বারী সাহাবী তার সঙ্গে প্রেরণ করলেন।

ইসলামের এই মুজাহিদগণ যখন বীরে মাউনা পর্যন্ত পৌঁছলেন–তখন রা'ল, যাকওয়ান এবং বোখারীর বর্ণনানুযায়ী আচিয়া গোত্রের কাফেররা সম্মিলিতভাবে তাদের উপর আক্রমণ করে প্রায় সকলকেই শহীদ করে। বোখারীর বর্ণনানুযায়ী এই মুসলিম তাবলিগী দলের মধ্যে "হেরাম বিন মিলহানও" ছিল। এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃত হোতা ছিল আমের এবনে মালেকের (যার নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাস করে হুজুর (দ.) এই মুজাহেদীনদেরকে প্রেরণ করেছিলেন) 'ভ্রাতুষ্পুত্র "আমের বিন তোফায়েল।' এই ঘটনার কারণে আমের বিন মালেক অত্যন্ত ব্যথিত হলো। কারণ, তারই নিরাপত্তার অঙ্গীকারের মধ্যে তার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র এমন নির্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল। হয়ত এই মানসিক যাতনায় কয়েকদিনের মধ্যেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়।

এই আমের বিন তোফায়েল হুজুর (দ.)-এর নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করে যে, "হয়ত রাজস্ব বণ্টন করে আমাকে তার একাংশ প্রদান করুন অথবা আপনার মৃত্যুর পর আমাকে আপনার খলিফা নির্বাচন করুন। অন্যথায় বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ আপনার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

হুজুর (দ.) তার জন্য বদদোয়া করলেন اللهم اكفنى عامرا। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার পক্ষ থেকে আমেরের মোকাবেলার জন্য তুমি যথেষ্ট। অতঃপর সে প্লেগে মরে যায়। হুজুর (দ.) দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এই ক্বারী সাহাবীদের হত্যাকারীদের বিষয়ে "কুনুতে নাজেলা" পাঠ করে বদদোয়া করেন। অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে হুজুর (দ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তাদের জন্য বদদোয়া করা বন্ধ করেন। এই সময়েই "গাজওয়ায়ে বনি নজির" সংঘটিত হয়।

"বনি নজির" মদিনার একটি ইহুদী সম্প্রদায়। এই ঘটনার সুত্রপাত এভাবে হয়েছিল যে, বী'রে মাউনার ঘটনায় আমর এবনে উমাইয়া বন্দী হয়েছিল কিন্তু আমের বিন তোফায়েল তার ললাটের কেশ কেটে তাকে ছেড়ে দেয়। কারণ, তার মাতার দায়িত্বে একটা গোলাম আজাদ করা অনিবার্য ছিল। তাই আমর এবনে উমাইয়াকে মুক্তি দিয়েই সে তার দায়িত্ব মুক্ত হয়। অতঃপর আমর এবনে উমাইয়া মুক্তি পেয়ে মদিনা প্রত্যাবর্তনের পথে বনি আমেরের দু'জন মুশরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তাদেরকে এই মনে করে হত্যা করে যে, তারা আমের এবনে তোফায়েলের গোত্রের লোক, তাই বী'রে মাউনার দুর্ঘটনার জন্য সামান্য হলেও এক প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলো।

এদিকে এই মুশরিকদ্বয় স্বয়ং হুজুর (দ.)-এর নিরাপত্তাধীন ছিল। একথা আমর এবনে উমাইয়ার জানা ছিল না। তাই হুজুর (দ.) এই কতলকে "ভুলবশতঃ কতল' আখ্যা দিয়ে "দীয়ত" প্রদানের নির্দেশ দান করলেন।

বনি আমের এবং বনি-নজির অর্থাৎ এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি ছিল। তাই মহানবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলেন যে, উভয় গোত্রের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিয়ত নির্দিষ্ট করবেন। আর এ থেকেই এই জেহাদের সূত্রপাত হয়।

হুজুর (দ.) হিজরত করে মদিনা মোনাওয়ারায় আগমন করার পর মদিনা শরীফের উপকণ্ঠে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায় বনি নজির ও বনি কোরায়জা হুজুর (দ.)-এর দরবারে আগমন করে এই অঙ্গীকার করল যে, আমরা সর্বদাই আপনার অনুগত থাকব, আপনার কোন প্রকার ক্ষতি করা বা আপনার শত্রুকে কোনোরূপ সাহায্য করা থেকে আমরা বিরত থাকব।

কিন্তু হুজুর (দ.) যখন ঐ "দিয়ত" সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাদের মহল্লায় গমন করলেন তখন তারা হুজুর (দ.)-কে একটা প্রাচীরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল। এবং তারা গোপনে হুজুর (দ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ঐ প্রাচীরের উপর একটা বৃহৎ পাথর এই অসৎ উদ্দেশ্য রেখে দিল যে, হঠাৎ ঐ পাথর নিচে নিক্ষেপ করে হুজুর (দ.)-কে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ্পাক তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা ওহী দ্বারা হুজুর (দ.)-কে অবগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর (দ.) সেস্থান ত্যাগ করে মদিনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, তাই দশ দিনের মধ্যেই মদিনা শরীফ ছেড়ে চলে যাও, অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

হুজুর (দ.)-এর এই নির্দেশ শ্রবণ করে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। হুজুর (দ.) সৈন্য মোতায়েন করায় তারা নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদিনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হলো। হুজুর (দ.) নির্দেশ দান করলেন যে, সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় চলে যেতে হবে। অবশ্য তাদের সাধ্যানুযায়ী আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দান করলেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ খায়বরে আবার কেউবা সুদূর সিরিয়াতে চলে গেল। সূরায়ে হাসরে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এ বছরই অথবা তার পূর্বের বছর মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর ইমাম হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

৪র্থ হিজরী

আবু সুফিয়ান ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘোষণা করেছিল যে, আগামী বছর পুনরায় বদরের যুদ্ধ হবে। পরের বছর সেই সময় পর্যন্ত আবু সুফিয়ান বদরের প্রান্তরে আগমন করতে সাহসী হলো না। তবে সে নাঈম বিন মাসউদ নামক এক ব্যক্তিকে আবু সুফিয়ানের বিরাট বাহিনীসহ আক্রমণ করা সম্পর্কে গুজব রটিয়ে মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য মদিনা প্রেরণ করল। মুসলমানরা এ সংবাদ শ্রবণ করে বলল ঃ حسبنا الله ونعم الوكيل এবং দেড় হাজার সাহাবার এক বাহিনীসহ হুজুর (দ.) তাদের মোকাবেলার জন্য বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। হুজুর (দ.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলেন। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে ব্যবসা করে খুব লাভবান হলেন এবং আনন্দ উৎসবের সঙ্গে মদিনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শাবান মাসে; অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, জিলক্বদ মাসে। এই জেহাদকে ছোট বদর বা দ্বিতীয় বদর বলা হয়। এ বছরই ইমাম হোসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

৫ম হিজরী

এই হিজরীতে গাজওয়ায়ে জুমাতাল জানদাল রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এটি একটি স্থানের নাম, যা দামেস্ক থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। হুজুর (দ.) এ সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, কিছু সংখ্যক কাফের মদিনা আক্রমণের জন্য সেখানে সম্মিলিত হয়েছে। হুজুর (দ.) এক হাজার সাহাবীসহ অভিযান করলেন। কাফেররা এ সংবাদ শ্রবণ করেই ভীত হলো এবং বিক্ষিপ্তভাবে পলায়ন করল। হুজুর (দ.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ বছরই শাবান মাসে মোরাইসি-এর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে গাজওয়ায়ে বনি মোসতালেকও বলা হয়। হুজুর (দ.) এই সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, মোসতালেক সম্প্রদায় যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তাই, তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন; কিন্তু তারা মোকাবেলা করতে সাহসী হয়নি। এই যুদ্ধে দুশমনদের অনেক ধনসম্পদ এবং পরিবারবর্গ মুসলমানদের করতলগত হয়। এবং হযরত যোওয়াইরিয়া (রা.) এই যুদ্ধেই বন্দী হন এবং সাবেত বিন কাইস তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে লাভ করেন। তিনি তাকে মোকাতিবরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর হুজুর (দ.) সাবেতকে তার বিনিময় মূল্য প্রদান করে তার পানি গ্রহণ করেন। এবং এই যুদ্ধের পথেই ইফক অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মোনাফেকগণ কর্তৃক মিথ্যা অপবাদ দেয়ার দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হয়। এই একই বছর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ হয়; যার অপর নাম আহযাবের যুদ্ধ।

মদিনা মোনাওয়ারা থেকে যখন বনি নজিরকে বহিষ্কার করা হয়েছে তখন হোয়াই এবনে আখতাব নামক তাদের গোত্রের অত্যন্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তি আরও কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার কাফেরদের নিকট উপস্থিত হয় এবং কোরাইশদেরকে হুজুর (দ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিয়ে রাজি করল এবং সৈন্য ও অন্যান্য কলা-কৌশল প্রদর্শনে তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর বিভিন্ন গোত্র থেকে সংগৃহিত শক্তির দশ হাজার বিশাল সৈন্যবাহিনী মদিনার দিকে অভিযান করল। এই সংবাদ শ্রবণ করে হুজুর (দ.) হযরত

সালমান ফারসীর পরামর্শ অনুযায়ী মদিনার নিকটবর্তী সীলা নামক পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পরিখা খননের জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। অন্যদিকে শহরের প্রাচীর ছিল।

এই পরিখা খননের পর হুজুর (দ.) সেখানে সৈন্য মোতায়েন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কাফেরদের সৈন্যবাহিনী যখন সেখানে পৌঁছালো তখন এই পরিখা দেখে তারা আশ্চার্যান্বিত হলো। কেননা, কাফেররা যুদ্ধের এই কৌশল ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। তারা পরিখার নিকটবর্তী স্থানসমূহে তাঁবু ফেলে তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি আক্রমণ করা হতো। হোয়াই এবনে আখতাবের প্ররোচনায় বনি কোরাইযাও (একটি ইহুদী গোত্র) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে যোগদান করল। হুজুর (দ.) শত্রু সৈন্যদের মাঝে পরস্পর বিভেদ ও শ্রেণী বিভক্তি সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করলেন।

গাতফান গোত্রের "নাঈম এবনে মাসউদ" সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন, তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কাফেররা আদৌ অবগত ছিল না। তিনি মহানবীর (দ.) দরবারে আরজ করলেন যে, কোরাইশ এবং বনি কোরাইযাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটা কৌশল আমি প্রয়োগ করতে পারি। কেননা, আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এখনো তারা অজ্ঞ। তাই তারা আমার প্রতি আস্থাশীল হবে। হুজুর (দ.) তাঁকে অনুমতি দান করলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বনি কোরাইযার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ তোমরা যে কোরাইশ এবং বনি গাতফানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মোহাম্মদ (দ.)-এর সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করলে–এটা তোমাদের নিতান্ত অনুচিত হয়েছে। কেননা, তারা যদি মোহাম্মদ (দ.)-এর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করেই ফিরে যায় তবে মোহাম্মদ (দ.) নিশ্চয় তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। আর তোমরা একা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বনি কোরাইযার লোকেরা একথা শ্রবণ করে ভীত শংকিত হয়ে বলল ঃ তাহলে আমরা এ মুহূর্তে কি করতে পারি? হযরত নাঈম জবাব দিলেন ঃ কোরাইশদের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের কয়েকজন সর্দার বা সন্তান-সন্ততি তোমাদের নিকট 'রেহেন' রাখার দাবী জানাও। যদি মোহাম্মদ (দ.) তোমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তবে তারা তাদের সর্দার বা সন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। যদি কোরাইশরা তোমাদের এই দাবী পূরণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বুঝতে হবে যে, তোমাদের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি বা আন্তরিক আকর্ষণ নেই। বনি কোরায়যার লোকেরা এরূপ করার সংকল্প করল।

অতঃপর হযরত নাঈম (রা.) কোরাইশদের নিকট উপস্থিত হলো এবং নিজেকে তাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে প্রকাশ করে বলল যে, শোনা যাচ্ছে বনি কোরায়যা গোপনে মোহাম্মদ (দ.)-এর সঙ্গে আঁতাত করে নিয়েছে এবং মোহাম্মদ (দ.) তাদেরকে বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রতি তখনই পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হতে পারব–যখন তোমরা কোরাইশদের কয়েকজন সর্দার বা তাদের কিছু সংখ্যক সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের হাতে বন্দী করিয়ে দাও। তারা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারও করেছে। তাই তারা যদি এমন দাবী নিয়ে আসে তবে কখনো তা মানবে না।

অতঃপর তিনি "গাতফান" গোত্রের নিকট উপস্থিত হয়েও এমনি কিছু বললেন।

বনি কোরায়যা কোরাইশদের নিকট দাবী নিয়ে উপস্থিত হলে তারা স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করল এবং এতদ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলো, তাদের মধ্যকার আঁতাত ভেঙ্গে গেল।

এদিকে সৈন্যদের দীর্ঘদিন যাবৎ রণাঙ্গনে থাকার ক্লান্তি আবার পরস্পরের মাঝের অনৈক্য, উপরন্তু একরাত্রে আল্লাহ্পাক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে তাদের তাঁবুসমূহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। ঝড়ো হাওয়ার কারণে তাদের অশ্বসমূহ এদিক সেদিক ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। তাই আবু সুফিয়ান বলল ঃ এরপর আর এখানে বিলম্ব করা নিরাপদ নয়। তাই সেই রাত্রেই কাফেরদের সৈন্যরা রণাঙ্গন ত্যাগ করে চলে গেল। পবিত্র কোরআনের সূরায়ে আহযাবে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এই যুদ্ধের পরপরই বনি কোরায়যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। হুজুর (দ.) যখন খন্দকের যুদ্ধের বিজয়ের পর মদিনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করে গোসল করছিলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, অনতিবিলম্বে বনি কোরায়যাকে আক্রমণ করার জন্য আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিয়েছেন। হুজুর (দ.) তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং নিজে তাশরীফ নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অতঃপর তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল ঃ হযরত সা'আদ এবনে মা'আজ যে নির্দেশ প্রদান করবেন–তাই তারা মেনে নিবে।

হযরত সা'আদ এবনে মা'আজ আওস গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। আর এই গোত্রের সঙ্গে বনি কোরায়যার শান্তি চুক্তি ছিল। তাই তারা চিন্তা করল, হযরত সা'আদ এবনে মা'আজ তাদের প্রতি সদয় হবেন এবং কোনো সহজ নির্দেশ প্রদান করবেন। হযরত সা'আদ এবনে মা'আজ এই নির্দেশ দিলেন যে, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদেরকে গোলাম ও বাঁদীরূপে গ্রহণ করা হোক এবং তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের মালিকানাধীন করা হোক। অতঃপর তাই করা হলো এবং এই সময়েই "আবুরাফে" ইহুদীকে হত্যা করা হয়। সে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী লোক ছিল। খাইবারের নিকটেই একটা দুর্গে সে বসবাস করত। খন্দকের যুদ্ধে সেও কাফেরদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। হুজুর (দ.) হযরত আতীক (রা.)-কে কয়েকজন আনসার সাহাবীর নেতৃত্ব প্রদান করে তার শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করলেন। তারা রাত্রে অভিযান চালিয়ে ইসলামের এই ঘৃণ্য শত্রুকে জাহান্নামবাসী করেন। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

খন্দক এবং কোরায়যার যুদ্ধের পরই "গাজওয়ায়ে আসফান" অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে সংগৃহীত নেই। তিরমিজী শরীফের বর্ণনানুযায়ী এই যুদ্ধের সময়ই "সালাতুল খাওফের" আয়াত নাজেল হয়। অতঃপর সংঘটিত হয় "সারিয়ায়ে খাব্ত্"–খাব্ত্ অর্থ বৃক্ষের পাতা। যেহেতু খাদ্যের অভাবে এবং ক্ষুধার তাড়নায় সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করেছেন। এজন্য এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে "খাব্তের যুদ্ধ"। মদিনা মোনাওয়ারা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে সমুদ্র তীরে "যোহায়না" গোত্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে তিনশত মোহাজের সাহাবীর সিপাহসালার নিযুক্ত করে হুজুর (দ.) এই যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। এবং আম্বর মৎস্যের ঘটনা এই যুদ্ধের সময়ই সংঘটিত হয়, যা সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে তীরে এসে নিক্ষিপ্ত হয়। এবং এই যুদ্ধের নাম সাইফুল বাহ্রের যুদ্ধও বলা হয়। কোনো কোনো বর্ণনা মোতাবেক দেখা যায়, কোরাইশদের একটা দলকে ধাওয়া করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই বছর অথবা অন্য বর্ণনা মোতাবেক পরের বছর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৬ষ্ঠ হিজরী

বনি কোরায়যাদের সঙ্গে জেহাদের ছয়মাস পর হুজুর (দ.) বনি লিহয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সাহাবাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। বনি লিহয়ান এ সংবাদ শ্রবণ করে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল। হুজুর (দ.) সেখানে দু'দিন অবস্থানের পর সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড দল তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন; কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতঃপর সেখানে চৌদ্দদিন অবস্থানের পর হুজুর (দ.) মদিনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সংঘটিত হয় "সারিয়ায়ে নজ্‌দ্"।

অর্থাৎ নজদের দিকে সৈন্যদের একটা দল প্রেরণ করেন। তারা বনি হোনায়ফাদের সর্দার "ছামামা এবনে আছাল"কে বন্দী করে নিয়ে আসেন; কিন্তু হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তিনি ইসলাম কবুল করেন। এ বছরই জিল্‌কদ মাসে হোদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি হয়।

হুজুর (দ.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামায় গমন করে ওমরাহ পালন করেছেন। হুজুর (দ.) এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রথম থেকেই মক্কা গমনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ছিলেন, উপরন্তু হুজুরে পাক (দ.)-এর স্বপ্নের কথা শ্রবণ করে তারা মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর হুজুর (দ.) সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কার দিকে যাত্রা করলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন। মক্কার কাফেররা এসংবাদ শ্রবণ করে বলল ঃ আমরা কখনও তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিব না। অতঃপর হুজুর (দ.) হোদায়রিয়া নামক স্থানে একটি কূপের নিকট একটা মাঠে অবস্থান গ্রহণ করলেন। অতঃপর একটা সুদীর্ঘ ঘটনার পর (যা বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে) একথার উপর সন্ধি হলো যে, মুসলমানগণ আগামী বছর এসে ওমরাহ পালন করবেন। তিনদিনের অধিক অবস্থান করতে পারবে না। এই সন্ধির মেয়াদ নির্দিষ্ট হলো দশ বছর, এই সময়ের মধ্যে পরস্পর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। এবং মুসলমানদের বন্ধুগোত্রসমূহের সঙ্গে কাফেররা এবং কাফেরদের বন্ধুগোত্রের সঙ্গে মুসলমানরা যুদ্ধ করবে না। সেখানে বনি বকর ও বনি খোজা'আ নামক দুটি গোত্র ছিল। বনি বকর কোরাইশদের আর বনি খোজাআ মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। এই চুক্তি সাপেক্ষে সন্ধি হওয়ার পর হুজুর (দ.) সাহাবাগণসহ মদিনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা 'ওয়াকেদী' এ বছর হোদায়বিয়ার পূর্বে আরও কয়েকটি সারিয়া সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানীতে উকাসা এবনে মিহচানকে চল্লিশ জনের একটি দলের সঙ্গে 'গমর' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুরা সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। তবে তাদের দু'শত উষ্ট্র মুসলমানগণ গনিমতের মাল হিসেবে মদিনা নিয়ে আসেন। এবং আবু উবায়দা এবনে জররাহকে জিলকাচ্ছা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। দুশমন পলায়ন করলে তাদের এক ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে যায়। এবং মোহাম্মদ এবনে মাসলামাকে দশ ব্যক্তিসহ পাঠান। যখন মুসলমানগণ নিদ্রামগ্ন, তখন শত্রুরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে সকলকে শহীদ করে দেয়। তবে শুধুমাত্র মোহাম্মদ এবনে মাসলামা জখমী অবস্থায় ফিরে আসেন। এবং এই বছরই জায়েদ এবনে হারেছকে সারিয়া জুমুদের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি কিছু সংখ্যক বন্দী ও চতুষ্পদ জন্তুসহ প্রত্যাবর্তন করেন। জমাদিউল উলা মাসে এই জায়েদ এবনে হারেছকেই আরও পনেরজন সাহাবীসহ মদিনা থেকে তিরিশ মাইল দূরে 'তরফ' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়। এতে বিশটি উষ্ট্র হস্তগত হয়। এবং এই একই মাসে হযরত জায়েদকে 'ইচ' নামক স্থানের দিকে আরও একটি সারিয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। এবং আবুল আস এবনে রবী হুজুর (দ.)-এর জামাতা অর্থাৎ হযরত জয়নাব (রা.)-এর স্বামী কোরাইশদের ব্যবসায়ী মাল সিরিয়া থেকে নিয়ে আসার পথে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। আবুল আস মদিনা মোনাওয়ারা পৌঁছে হযরত জয়নাবের (রা.) আশ্রয় গ্রহণ করে অনুরোধ করল যে, এই সমস্ত মাল আমাকে প্রত্যার্পণ করা হোক। হুজুর (দ.) সমস্ত মুসলমানদের অনুমতিক্রমে সমস্ত মাল প্রত্যার্পণ করেন। অতঃপর আবুল আস মক্কা আগমন করে সকলের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমান হন। কিন্তু 'যাদুল মাআদ' নামক গ্রন্থে এই ঘটনা হোদায়বিয়ার পরের ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবু বশিরের প্রতি এই ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর তিনি হুজুর (দ.)-এর নির্দেশ শ্রবণ করেই সমস্ত মাল প্রত্যার্পণ করেন। এবং এ বছর শাবান মাসে আবদুর রহমান এবনে আওফ (রা.)-কে 'দুমাতুল জুনদুল' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে সমস্ত এলাকাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং এবছরই শাওয়াল মাসে উরায়নিইয়ীনদের বিরুদ্ধে বিশজন মুজাহিদের একটি দল কারজ এবনে খালেদ ফেহ্‌রীর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়, শত্রুদেরকে বন্দী করা হয় এবং পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়, বিভিন্ন হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এ সমস্ত সারিয়ার পর হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর 'গাজওয়ায়ে গাবা' যার অপর নাম 'গাজওয়ায়ে জি কারাদ' সংঘটিত হয়। 'গাবা' মদিনার নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম এবং 'জি কারাদ' একটি পুকুরের নাম। হুজুর (দ.) স্বীয় উষ্ট্র এখানে চারণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুগণ আব্দুর রহমান ফাজ্জারী রাখালকে হত্যা করে এ সমস্ত উষ্ট্র তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। হুজুর (দ.) কয়েকজন সাহাবাসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। হযরত "সালামা এবনে আকওয়া" সেদিন অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শত্রুদেরকে তিনি একাই তাড়া করে জি'কারাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং সমস্ত উষ্ট্রই শত্রুদের দখলমুক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। হুজুর (দ.) হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রায় বিশ দিন মদিনা মোনাওয়ারায় অবস্থান গ্রহণের পর খায়বারের যুদ্ধের অভিযান শুরু হয়। হুজুর (দ.) প্রত্যুষেই যখন তথায় পৌঁছেন। তখন খায়বারের ইহুদীরা খেতে খামারে কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। তাদের হাতে ছিল কৃষি যন্ত্রপাতি। হুজুর (দ.)-কে দেখতে পেয়েই তারা দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করল। এবং দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করে দিল। হুজুর (দ.) তাদেরকে অবরোধ করলেন। খায়বারে সাতটি দুর্গ ছিল, একে একে সবগুলিই দখল করা হলো।

অতঃপর হুজুর (দ.) খায়বারের ইহুদীদের দেশান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এবং তাদের সমস্ত জায়গা যমিন, বাগান ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহুদীরা আরজ করল যে, এখানে কৃষি কাজের জন্য আপনার মজদুরের প্রয়োজন হবে, আপনি যদি আমাদিগকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করেন, তবে আমরা আপনার মজুর হিসাবে কাজ করব। হুজুর (দ.) তাদের এই অনুরোধ কবুল করলেন এবং এরশাদ করলেন ঃ আমাদের যতদিন ইচ্ছা ততদিন তোমাদেরকে এখানে থাকবার অনুমতি দিব এবং যখন ইচ্ছা বহিষ্কার করে দেব। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতের সময় আরব ভূমিকে সকল কাফের থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার ইচ্ছায় তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন, তারা সিরিয়া গমন করে বসবাস করতে থাকে।

খায়বারের নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম 'ফিদক'। তথাকার অধিবাসীগণ হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে এভাবে সন্ধির প্রস্তাব করল যে, ফিদকের অর্ধেক যমীন তারা হুজুর (দ.)-এর খেদমতে পেশ করবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক তারা নিজেরা ভোগ করবে। হুজুর (দ.) তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

খায়বারের গনিমতের মালের মধ্যে হযরত সাফিয়া (রা.) প্রথমতঃ হযরত অহিয়ার (রা.) অংশে পড়েছিলেন, অতঃপর হুজুর (দ.) তাকে গ্রহণ করে প্রথমে আজাদ করলেন, তৎপর তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করলেন।

হুজুর (দ.) খায়বার থাকাকালেই হযরত জা'ফর এবনে আবু তালেব হাবসা থেকে অন্যান্য মোহাজেরীনগণসহ উপস্থিত হন এবং তাদের সঙ্গে নৌকাযোগে হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) তাঁর অন্যান্য সঙ্গী সাথীসহ খায়বারে উপস্থিত হন। এই খায়বারেই একজন ইহুদী স্ত্রীলোক গোশতের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে হুজুর (দ.)-এর আহারের জন্য উপস্থিত করেছিল। হুজুর (দ.) সামান্য খাদ্য গ্রহণ করেই এরশাদ করলেন ঃ এই গোশত নিজেই তার সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করার কথা আমার নিকট প্রকাশ করেছে। এই যুদ্ধের সময়ই গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়। এবং "নিকাহে মোত্আ" এই সময়ই অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অতঃপর 'আওতাসের' যুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, তৎপর পুনরায় হারাম ঘোষণা করা হয়। হুজুর (দ.) এরশাদ করেন "কিয়ামত পর্যন্ত মোতআ হারাম।" এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম মুসলিম।

খায়বার থেকে অবসর গ্রহণের পর হুজুর (দ.) "ওয়াদিউল কোরার" প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সেখানে কিছু সংখ্যক ইহুদী এবং আরবী একত্রিত হয়েছিল। যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হলো। হুজুর (দ.) সেখানে চারদিন অবস্থান করেন।

খায়বারের ইহুদীদের এই শোচনীয় পরিণতির কথা শ্রবণ করে "তীমা" নামক স্থানের ইহুদীগণ হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। তাদের ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। হযরত ওমর (রা.) যখন খায়বার এবং ফিদকের ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করেন তখন এই তীমা এবং ওয়াদিউল কোরার ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করেননি কারণ এসব সিরিয়ার মধ্যে ছিল।

খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস পর্যন্ত হুজুর (দ.) আর কোথাও গমন করেননি। তবে বিভিন্ন স্থানের দিকে সারিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রেখেছেন।

১। "সারিয়ায়ে আবু বকর" যা নজ্দের অধিবাসী বনি ফাজারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

২। "সারিয়ায়ে ওমর" যা হাওয়াযেনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৩। "সারিরায়ে আবদুল্লাহ এবনে রাওয়াহা" বশীর এবনে দারাম ইহুদীর বিরুদ্ধে এই সারিয়া পরিচালনা করা হয়।

৪। সারিয়ায়ে বশীর এবনে সা'দ যা বনি মোররার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৫। যোহাইনা গোত্রের একটি অংশ হরকাতের দিকে এই সারিয়া প্রেরিত হয়।

৬। সারিয়ায়ে গালেব এবনে আব্দুল্লাহ কাল্‌বী যা কাদিদ নামক স্থানের দিকে বনিল্‌মুলুহদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৭। সারিয়া বশীর এবনে সা'দ যা ইয়ামেনের "আইনাহ" গাতফান এবং হাইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৮। সারিয়ায়ে আবি হদ্‌র ও আসলামী।

৯। এই সারিয়া আযামের প্রতি পরিচালিত হয়।

সারিয়া আব্দুল্লাহ এবনে হোযাফা সাহ্‌মী এবং খায়বারের পর "জাতুর রেকা" নামক একটি গাজওয়া সংঘটিত হয়। এতে গাতফান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে আনসারের যুদ্ধও বলা হয়। এবং এবছরই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হুজুর (দ.) আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া করেন। অতঃপর রমজান মাসে বৃষ্টিপাত হয়।

৭ম হিজরী

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সারিয়াও এ বছর হয়েছে; কিন্তু তার সময় নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে মোটামুটিভাবে সে সমস্ত সারিয়াকে হোদায়বিয়ার পর উল্লেখ করা হয়েছে। এই হিজরীতেই জিল্‌কদ মাসে "উমরাতুল কাজা" সংঘটিত হয়েছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সে অনুযায়ী এক বছর পর জিলকদ্ মাসে ওমরাতুল কা'জা পালনের উদ্দেশ্যে হুজুর (দ.) সাহাবাগণসহ মক্কা আগমন করেন। এ উপলক্ষে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ পূর্বের বছর হোদায়বিয়ার সময় যারা সঙ্গে ছিল, তারা এবছর অবশ্যই আমার সঙ্গে চল। অতঃপর মক্কা মোকাররামায় পৌঁছে হুজুর (দ.) ওমরাহ পালন করেন এবং সে সময়ই তিনি হযরত মায়মুনা বিনতে হারেসের পানি গ্রহণ করেন। অতঃপর সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী তিনদিন অবস্থানের পর হুজুর (দ.) মদিনা রওয়ানা করলেন।

যাত্রাকালেই হযরত হামযার কিশোরী কন্যা হুজুর (দ.)-কে আহ্বান করতে করতে তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করল। হুজুর (দ.) তাকে তার খালা হযরত জাফরের স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে দেন।

৮ম হিজরী

এই হিজরীর জমাদিউল উলায় মুতার যুদ্ধ হয়। হুজুর (দ.)-এর একজন বিশেষ দূত হারেছ এবনে ওমায়ের বসরার গভর্নরের নিকট হুজুর (দ.)-এর এক বাণী নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ায় মুতা শহরের গভর্নর তাকে হত্যা করে ফেলে। হুজুর (দ.) তার বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত জায়েদ এবনে হারেসকে আমির ঘোষণা করে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ যদি সে শহীদ হয়ে যায় তবে জা'ফর এবনে আবু তালেব আমির হবে। যদি সেও শহীদ হয় তবে আব্দুল্লাহ এবনে রাওয়াহা আমির হবে। আর সেও যদি শহীদ হয় তবে মুসলমানরা একজনকে আমির নির্বাচিত করে নিবে।

অতঃপর দেখা গেল বর্ণনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন এবং মুসলমানরা হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদকে আমির নির্বাচিত করলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে জয়ী করলেন এবং এই বছরই জমাদিউস্‌সানিতে "যাতুস্‌সালাসিল" নামক যুদ্ধ হয়। এটি মদিনা থেকে দশদিনের দূরবর্তী এবং ওয়াদিউল কোরার পরবর্তী একস্থানের নাম। এই যুদ্ধের পটভূমি এই যে, হুজুর (দ.) সংবাদ পেলেন, "কোষা'র" একটি দল মদিনা আক্রমণের প্রয়াসী হচ্ছে। তাই তিনি হযরত আমর এব্‌নে আস (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনশত সৈন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর হুজুর (দ.) অবগত হলেন যে, শত্রু সংখ্যা অনেক বেশি, তাই আরও দু'শত সৈন্যসহ হযরত আবু ওবায়দাহ এব্‌নে যাররাহ্‌কে প্রেরণ করেন। হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমরও এই দলে ছিলেন। মুসলিম বাহিনী অগ্রাভিযান চালিয়ে গেল এবং সম্মিলিতভাবে শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা করল ও শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী যে পানির নিকটে ছাউনি ফেলেছিল এ জন্যই এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে "যাতুসসালাসিল"। কেউ কেউ এই যুদ্ধের নামকরণের কারণে এ কথা বলেছেন যে, "বালুকাময়" মরুভূমিকে বলা হয়। যেহেতু এই বালুকাময় ভূমিতে যুদ্ধ হয়, এজন্য এই যুদ্ধের নাম হয় "যাতুসসালাসিল"।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় সালাসিল যুদ্ধের পূর্বে "যুলখালসাহ" নামক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধে হুজুর (দ.) যারীর ইবনে আব্দুল্লাহকে আহমামের দেড়শত অশ্বারোহীসহ একটা বাড়ী ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। যে বাড়ীটি ইয়ামান দেশে খাছআম গোত্র কা'বা নামকরণ করে তৈরী করেছিল। অতঃপর এ বছরই রমজান মাসে মক্কা বিজয় হয়। এটি ইসলাম ও মুসলমানদের মহান বিজয়। মক্কা বিজয়ের সূত্রপাত এভাবে হয় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় 'খোজাআ' গোত্র মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করেছে আর বনি বকর কোরাইশদের সঙ্গে গিয়েছে। এই দুটি গোত্র পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর কোরাইশরা গোপনে বনি বকরকে সাহায্য করেছে। অথচ এটি ছিল হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পরিপন্থী পদক্ষেপ। এজন্য হুজুর (দ.) কোরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মোহাজেরীন ও আনসার এবং আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত বার হাজার লোকের এক বিরাট মুসলিম বাহিনীসহ হুজুর (দ.) মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। এবং মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। আংশিক লড়াই হলো। অনেক কাফের জাহান্নামবাসী হলো। বড় বড় অনেক সর্দার পালিয়ে গেল। আর যারা মহানবী (দ.)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে, তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। ঐদিন হেরেম শরীফে কিছুক্ষণের জন্য লড়াই করার অনুমতি আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের ঘটনা সুদীর্ঘ। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (দ.) কা'বা শরীফের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত মূর্তি স্থাপিত ছিল সেগুলো ভাঙ্গার জন্য সাহাবাদের বিভিন্ন দল প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রা.)-কে 'উজ্জা' নামক মূর্তি, হযরত আম্র এব্নুল আস (রা.)-কে হোযায়েল গোত্রের উপাস্য মূর্তি "সুওয়া', সা'দ এবনে জায়েদ আসহালী (রা.)-কে কাদীদ মূর্তির ন্যায় "আওস' খাজরাজ এবং গাস্সান গোত্রের মূর্তি 'মানাত'কে ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। সকলেই স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (দ.) তাঁর মক্কা অবস্থানের সময়ই হযরত খালেদ (রা.)-কে যাযিমা গোত্রের প্রতি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করেন। অতঃপর সংঘটিত হয় হোনাইনের যুদ্ধ।

আওসকে আওতাসের যুদ্ধও বলা হয়। এটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী দুটি স্থানের নাম। এই যুদ্ধকে হাওয়াজেনের যুদ্ধও বলা হয়। হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই স্থানের লোকেরা হাযির হয়েছিল। হুজুর (দ.) ও তাদের মোকাবেলা করার জন্য বার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আংশিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকেই বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধ হোনাইন নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল, অতঃপর কাফেররা হোনাইন থেকে পলায়ন করে এবং আওতাস নামক স্থানে একত্রিত হয়। মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে সেখানেও তাদের উপর আক্রমণ করলে তারা পরাজিত হয়।

অতঃপর শাওয়াল মাসে তায়েফে বনি সাকিফকে অবরোধ করেন। আওতাসের যুদ্ধে পরাজিত কিছু সংখ্যক কাফের পালিয়ে এসে এখানে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুজুর (দ.) তাদেরকে অবরোধ করলেন। কিন্তু আল্লাহর এল্মে এখনো বিজয়ের সময় হয়নি, তাই হুজুর (দ.) তাদের অবরোধ তুলে নিলেন। অতঃপর তাবুকের যুদ্ধের পর তারা স্বেচ্ছায় হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়। এবং 'লাত' নামক যে মূর্তি তাদের উপাস্য ছিল সে মূর্তিও ভেঙ্গে ফেলে।

অতঃপর এই বছরই মুহাররম মাসে আইনিয়া এব্নে হিছন ফাজারীকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীসহ বনি তামীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রু সৈন্য মোকাবেলা না করে পালিয়ে যায়। কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা বন্দী করে মদিনা নিয়ে আসা হলো। কিছুদিন পর তাদের গোত্রের কয়েকজন সর্দার আকরা এবনে হারেসের নেতৃত্বে মদিনা আগমন করে পদ্যে ও গদ্যে বিভিন্নভাবে মোকাবেলার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হুজুর (দ.) তাকে অনেক উপহার প্রদান করেন। অতঃপর সফর মাসে কোতবা এবনে আমরকে খাছআমের দিকে প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছে। গনীমতের মালামালসহ এই বাহিনী মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই বছরই হুজুর (দ.)-এর পুত্র ইব্রাহীম জন্ম গ্রহণ করেন এবং হুজুরের কন্যা হযরত যয়নাব (রা.) ইন্তিকাল করেন।

৯ম হিজরী

এই হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে জাহ্হাক এবনে সুফিয়ানের নেতৃত্বে আরও একটি দল কাফেরদের মোকাবেলায় প্রেরণ করা হয়, তারা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কাফেরদেরকে পরাজিত করে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপর রবিউস্‌সানীতে আলকাসা এবনে মোজাজ্জাজ মোদাল্লাজীকে হাবসার দিকে প্রেরণ করেন। কাফেররা পালিয়ে যায়। অতঃপর ওবায়দুল্লাহ এবনে হোয়াফার নেতৃত্বেও একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই বছরই 'তাই' গোত্রের একটা মন্দির ধ্বংস করার জন্য হযরত আলী (রা.)কে প্রেরণ করেন। প্রখ্যাত দানবীর হাতেম তাই এই গোত্রেরই ছিল। সুতরাং সেই মন্দিরটি ধ্বংস করা হয় এবং কিছু লোককে বন্দী করা হয়। হাতেমতাই এর পুত্র 'আদী' পলায়ন করেন। আর তার ভগ্নি বন্দী হয়। হুজুর (দ.) তাকে তার অনুরোধে মুক্তি দান করেন। একটি সাওয়ারী প্রদান করে তাকে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সে দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় ভ্রাতা আদীর নিকট হুজুর (দ.)-এর খুব প্রশংসা করলেন। অতঃপর আদী হুজুর (দ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ হয়। তাবুক সিরিয়ার একটি স্থানের নাম। যেহেতু অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এজন্য এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় উসরত।

এই যুদ্ধের পটভূমি এই যে, হুজুর (দ.) সংবাদ পেলেন যে, রুমের বাদশা হেরাক্‌ল্ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। হুজুর (দ.) অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি আক্রমণ করা জরুরী মনে করলেন। হুজুর (দ.) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে অধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দান করলেন। অতঃপর ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে হুজুর (দ.) তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। হেরাক্‌ল্ ভীত হলো, হুজুর (দ.)-কে সত্য নবী মনে করলো, আর অগ্রসর হতে সাহসী হলো না। তখন হুজুর (দ.) বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ (রা.)-কে দু-মাতাল যুনদুলের শাসক আকিদরের মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, তার প্রতি কিছু কর নির্দিষ্ট করে তাকে মুক্তিদান করা হয়। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সে মুসলমান হয়। তাবুকে দুই মাস পর্যন্ত অবস্থানের পর হুজুর (দ.) সাহাবাদের পরামর্শক্রমে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ সময়ই 'দারার" নামক মসজিদ ধ্বংস করার ঘটনা সংঘটিত হয়।

আবু আমের এক পাদ্রী "খাজরাজ" গোত্রের একজন অত্যন্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি ছিল। ইনজিল কিতাব পাঠ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর সে ইনজিল কিতাব পাঠ করে হুজুর (দ.)-এর

নবুওয়াতের সংবাদ বর্ণনা করতো; কিন্তু যখন হুজুর (দ.) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন–সে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে শুধু যে মুসলমান হলো না তাই নয়, বরং হুজুর (দ.)-ও মুসলমানদের শত্রু হলো। বদরের যুদ্ধের পর মদীনা থেকে পলায়ন করে মক্কার কাফেরদের সঙ্গে আঁতাত করে এবং ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে। অতঃপর সে রুম চলে যায় এবং তারই প্ররোচনা এবং প্রচেষ্টায় রুম বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। কিন্তু এতেও যখন তেমন ফল হল না তখন সে মদীনার মোনাফেকদেরকে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্দেশ দিল। যেখানে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শ করবে। মদীনার মোনাফেকরা তার পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদে কোবার সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করল। হুজুর (দ.)-এর তাবুকের যুদ্ধে গমনের পূর্বেই তারা মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে হুজুর (দ.)-কে সেই মসজিদে কোনো এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতে মসজিদটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হবে। হুজুর (দ.) জবাব দান করলেন যে, এখন তো যুদ্ধে যাত্রা করছি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা যাবে। অতঃপর হুজুরের প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় তারা সেখানে যাওয়ার জন্য আরজি পেশ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক আয়াত নাজেল করে এই ষড়যন্ত্রমূলক মসজিদের যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেন ঃ এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا ـ

অতঃপর হুজুর (দ.) সেই ঘরটিকে মূলোৎপাটন করে জ্বালিয়ে দেন।

এই হিজরীতেই হজ্জ ফরজ হয়েছে। আরব ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন দল ও গোত্রের মদীনা পৌঁছে–ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের শিক্ষা ও হেদায়েতের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকায় হুজুর (দ.) স্বয়ং এই হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফে গমন করতে অপরাগ হলেন। তাই হযরত আবুবকর (রা.)-কে একটি হাজী দলের আমির নির্বাচিত করে মক্কা প্রেরণ করেন। এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতি ও বিধি-বিধান শ্রবণ করাবার জন্য "সূরায়ে বারাত" তাঁর সঙ্গে প্রেরণ করেন। তৎপর আরবের রীতি অনুসারে (অঙ্গীকার সম্পর্কে নিকটতম আত্মীয়দের কথা গ্রহণীয় হয়) হযরত আলীকে প্রেরণ করেন। সূরায়ে বারাতের মধ্যে এসব কথার আলোচনা করা হয়েছে। এ বছরই হুজুর (দ.)-এর কন্যা হযরত কুলসুম (রা.) ইন্তিকাল করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

১০ম হিজরী

দশম হিজরীতে হুজুর (দ.) স্বয়ং হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করেন। তখন হুজুর (দ.) এমন এমন কথা এরশাদ করেছেন যে, মনে হচ্ছে যেন বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এজন্যই এই হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" বলে স্মরণ করা হয়। এই হজ্জে স্বয়ং হুজুর (দ.)-এর শুভাগমনের সংবাদ শ্রবণ করে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ মক্কায় এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করল এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম হজ্জব্রত পালনের জন্য একত্রিত হলেন। এই হজ্জের সময়ই আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে এই আয়াত اليوم اكملت لكم دينكم নাজেল হয়।

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের পর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে "গদীরেখম" নামক স্থানে এক খোৎবার সময় প্রিয় নবী (দ.) হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে অধিকতর ভালবাসা রাখার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দান করেন। কেননা, যারা ইয়ামানে হযরত আলীর (রা.) সঙ্গে ছিল তারা হুজুর (দ.)-এর সম্মুখে অহেতুক তাঁর সমালোচনা করেছিল। অতঃপর মদীনা প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী (দ.) মুসলমানদের হেদায়েত এবং বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হলেন এবং রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর তিরোধান হলো।

কবি বলেন ঃ

ما زال يلقاهم فى كل معترك + حتى حكر بالقنا لحما على وضم ـ

মহানবী হুজুর (দ.) প্রত্যেক রণাঙ্গনেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর কাফেররা মোজাহেদীনদের তরবারির আঘাতে প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় পড়েছিল।

يجر بحر خميس فوق سابحة + ترمى بموج من الابطال ملتطم ـ

ইসলামের শত্রুরা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীরের গায়ে আঘাত পেয়ে বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামের শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে।

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم + ما ذا راى منهم فى كل مصطدم ـ

মুসলিম বাহিনী দুশমনের মোকাবেলায় পাহাড়ের ন্যায় অটল, অচল সুদৃঢ় ছিলেন, এর সত্যতা (তুমি) দুশমনদের নিকট জিজ্ঞাসা করেই জানতে পারবে যে, রণাঙ্গনে তারা মুসলিম বাহিনীর বীরত্বের কি অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে।

وسل حنينا بدرا وسل احدا + فصول حتف لهم ادهى من الوخم ـ

মুসলিম বাহিনীর রণকৌশলের অবস্থা হোনাইন, বদর ও ওহুদের ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলোকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা এই সমস্ত রণক্ষেত্রে কাফের ভয়ংকর মহামারীর চেয়ে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ومن يكن برسول الله نصرته + ان تلقاه الاسد فى اجامها تجم ـ

যে ব্যক্তি হুজুর (দ.)-এর সাহায্য লাভে ধন্য হবে–তাকে যদি ব্যাঘ্রও আক্রমণ করে তবুও সে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ـ

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন দলের ইসলাম গ্রহণ

যুগ-যুগ ধরে সমস্ত আরববাসীর মনে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান মর্যাদা ছিল অপরিসীম। অন্যদিকে অতি সম্প্রতি আবরাহা বাদশার হস্তিবাহিনী বায়তুল্লাহ শরীফ আক্রমণ করতে এসে ধ্বংস হয়েছে একথাও মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এজন্য আরববাসীদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোনো বাতিল শক্তি কখনও বায়তুল্লার উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে না। তাই মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল হলো। এজন্য আরবের বিভিন্ন এলাকার ও বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে হুজুর (দ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। কোনো কোনো গোত্র তাদের নির্বাচিত কিছুলোককে নিজেদের প্রতিনিধিরূপে ইসলামের শিক্ষাগ্রহণের জন্য হুজুর (দ.)-এর দরবারে প্রেরণ করত। নবম হিজরীতেই এমন প্রতিনিধি দল সর্বাধিক আগমন করে। হুজুর (দ.) এসব দলের লোকদেরকে অত্যন্ত আদর আপ্যায়ন, সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করতেন। আর আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এই অপেক্ষায় ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হুজুর (দ.) তাঁর জাতির সঙ্গে কি ব্যবহার করেন? অবশেষে কোরাইশদের ইসলাম গ্রহণের পর তারাও মুসলমান হয়ে যায়। তাবুকের যুদ্ধের পরই এমনি অধিকাংশ দল আগমন করে। নিম্নে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো। আরবী ভাষায় প্রতিনিধিদলকে ওয়াফ্‌দ বলা হয়।

১। ওয়াফদে ছাকীফ ঃ তায়েফের যুদ্ধের ঘটনায় তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। হুজুর (দ.) রমজান মাসে তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তারা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হন।

২। ওয়াফ্‌দে বনি তমীম ঃ তায়েফের যুদ্ধের পর তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল। আক্‌রা বিন হাবেছ প্রমুখ উপস্থিত হয়েছিল।

৩। ওয়াফ্‌দে তাই ঃ তবুকের যুদ্ধের পূর্বে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদী উপস্থিত হয়ে মুসলমান হন।

৪। ওয়াফ্‌দে বনি হানীফা ঃ নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামাতুল কাজ্জাব এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দলের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় মোরতাদ হয়ে যায়। তারা দশম হিজরীর শেষ ভাগে এসেছিল।

৫। ওয়াফ্‌দে তাইয়েব ২য় দল ঃ জায়েদ খায়েল এই দলেরই লোক ছিলেন।

৬। ওয়াফ্‌দে কান্‌দাহ ঃ আসআছ এবনে কানদা এই দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

৭। আস আরিয়ীন ও ইয়ামানবাসীদের ওয়াফ্‌দ।

৮। ওয়াফ্‌দে আজদান ঃ তাদের সঙ্গে ছারব এবনে আবদুল্লাহও আগমন করেছিলেন।

৯। ওয়াফ্‌দে বনি হারেস এবনে কা'ব ঃ দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউসসানীতে তাদের আগমন হয়েছিল।

১০। ওয়াফ্‌দে হামদান।

১১। ওয়াফ্‌দে মজীনাহ।

১২। ওয়াফ্‌দে দওস।

১৩। ওয়াফ্‌দে নাজরান।

১৪। ওয়াফ্‌দে বনি সা'দ এব্‌নে বকর ঃ এই দলের মধ্যে যেমাম এব্‌নে সা'লাবীও ছিলেন।

১৫। তারেক এবনে আবদুল্লাহ নিজের গোত্রসহ আগমন করেন।

১৬। ওয়াফ্‌দে তাজীব।

১৭। ওয়াফদে বনি সা'দ হোজায়েম। এরা কোযায়া গোত্রের অংশ বিশেষ।

১৮। ওয়াফ্‌দে বনি ফাজারাহ (তাবুকের পর)।

১৯। ওয়াফ্‌দে বনি আসাদ।

২০। ওয়াফ্‌দে বাহরা।

২১। ওয়াফ্‌দে গাদবাহ ঃ তারা আগমন করেছিলেন নবম হিজরীর সফর মাসে।

২২। ওয়াফ্‌দে বালী ঃ নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

২৩। ওয়াফ্‌দে জী-মুররাহ্।

২৪। ওয়াফদে খাওলান ঃ দশম হিজরীর সা'বান মাসে।

২৫। ওয়াফ্‌দে মাহারিব ঃ বিদায় হজ্জের বছর।

২৬। ওয়াফ্‌দের চাদা ঃ অষ্টম হিজরীতে।

২৭। ওয়াফ্‌দে গাচ্ছান ঃ দশম হিজরীর রমজান মাসে।

২৮। ওয়াফ্‌দে সালমান ঃ দশম হিজরীর রমজান মাসে।

২৯। ওয়াফ্‌দে বনি আবস।

৩০। আজদান গোত্রের ২য় দল যে দলে সোয়াইদ এবনে হারেছ আগমন করেছিলেন।

৩১। ওয়াফ্‌দে বনি মুনতাফেক।

৩২। ওয়াফ্‌দে নাখা' ঃ এটিই সর্বশেষ দল।[১]

❋❋❋

১. যাদুল মাআদ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কর্মচারী নিয়োগ

রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর জন্য কর্মচারী নিয়োগ এবং যাকাত সদ্‌কা ও জিযিয়া সংগ্রহে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করেন।

১। আবু উমাইয়া এব্‌নে মুগীরাকে সান্‌আ এলাকার জন্য।

২। জীয়াদ এব্‌নে লাবিদ আনসারীকে হাজরামাওত নামক স্থানের জন্য।

৩। আদীকে তাই এবং বনি আসাদের জন্য।

৪। মালেক এবনে নওয়ীরাবুয়ীকে বনি হান্‌জালার জন্য।

৫। যবরকান এবনে বদরকে বনি সা'দ এর কিছু অংশের জন্য।

৬। কায়েস এবনে আসেমকে বনি সা'দের অন্যান্য অংশের জন্য।

৭। আলা' এবনে হাজরামীকে বাহরাইনে কর আদায়ের জন্য।

৮। হযরত আলী (রা.)-কে নাজরানবাসীর জন্য।[১]

৯। এতাব এবনে উসাইদকে মক্কা মোকাররামার জন্য।

১০। হযরত মা'আজ এবনে জাবাল এবং হযরত আবু মুছা আশআরীকে ইয়ামানের গভর্নর নির্বাচিত করেন।

❋❋❋

১. সীরাতে এব্‌নে হিসাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট দাওয়াত নামা প্রেরণ

১। রুমের বাদশাহ্ হেরাকলের নিকট হযরত দাহীয়া এব্নে খলিফার মারফতে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। এবং হুজুর (দ.)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে ঈমান আনেনি।

২। পারস্যের বাদশাহ কিসরার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ এব্নে হোজাফা সাহমীর মাধ্যমে প্রিয়নবী (দ.) একখানা পত্র প্রেরণ করেন। সে হুজুর (দ.)-এর সেই পত্র টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছিলেন "আল্লাহ্ তায়ালা তার রাজত্বও টুকরো টুকরো করে দিবেন।" অতঃপর তাই হয়েছিল।

৩। হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট আমর এব্নে উমাইয়া দমিরীর মাধ্যমে একখানা পত্র প্রেরণ করেন[১] ইনি সেই নাজ্জাশী নয়, যার শাসনামলে মুসলমানগণ হাবশার দিকে হিজরত করেন এবং হুজুর (দ.) যার জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন। ইনি পরে হাবশার বাদশাহ্ হন। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কথা অবগত হওয়া যায়নি।[২]

৪। হুজুর আকরাম (দ.) মিশরের বাদশাহ্ মিকাউকাস-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন হাতেব এবনে আবিবালতাআতার মাধ্যমে। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি তবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল।

৫। হযরত আলা' এবনে হাজরামীর হাতে বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির সাবীর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তিনি মুসলমান হন–তাই রাজত্বও অব্যাহত রাখা হয়।

৬। আম্মানের দু'জন বাদশা জিফর এবনে জালানদী এবং ওয়াইদ এবনে জালানদীর নিকট হযরত আম্র এবনে আস এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়, তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭। "হযরত সালিত এব্নে আমর আমেরী'র মারফত ইয়ামার গভর্নর হাওজ এবনে আলীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৮। দামেস্কের গভর্নর হারেস এবনে আবি সাম্র গাচ্ছানীর নিকট সুজা' ইবনে ওহ্বের হাতে হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পত্র প্রেরণ করা হয়।[৩]

১. মাওয়াহেব। ২। যাদুল মায়াদ। ৩. যাদুল মায়াদ।

৯। জাবালা এবনে আইহাম গাচ্ছামীকে সূজা এব্নে ওহাব এর মারফত পত্র পৌঁছানো হয়।[১] এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ হুজুর (দ.)-এর সমীপে যে আবেদন পেশ করেছেন এখানে তাও উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি।

সীরাতে এবনে হিসামে রয়েছে যে, হুজুর (দ.) যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন হোমায্রের বাদশাহ্ নিজের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কীয় আবেদন লিখিতভাবে কয়েকজন দূতের মাধ্যমে হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন–দূতদের নাম ঃ

১। হারেস এবনে আব্দে কালাল। ২। নঈম এবনে আবদে কালাল। ৩। নো'মান য-রাঈন, মা'ফের এবং হামদানের গভর্নর। ৪। জারআ' যু-য়াজান, এরা সকলেই ইয়ামানের বাদশাহ। ৫। ফারওয়াহ ইবনে আম্র রুমের নিকটবর্তী এক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কীয় সংবাদ দূত মাধ্যমে প্রেরণ করেন। রুমবাসী প্রথমে তাঁকে বন্দী করে অতঃপর শহীদ করে।

৬। পারস্যের নিকটবর্তী ইয়ামানের একটি প্রদেশের গভর্নর নিজ দুই পুত্র এবং পারস্য ও ইয়ামানের সেই সমস্ত লোকগণ সহ যারা তাঁর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এ সংবাদ মহানবী (দ.)-এর দরবারে প্রেরণ করেন।[২]

সীরাতে এবনে হিসামে রয়েছে যে, "রেফা" এবনে জায়েদ জুযামীর হাতে তাঁর গোত্রের জন্য একটি দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়, অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। বোখারী শরীফের শরাহ্ "কেরামী" নামক গ্রন্থে ইয়ামানের বাদশাদের মধ্যে যুল্ কেলা' হোমায়রী" এবং "যু-আমরের" ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (দ.)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়ানা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁরা প্রিয়নবী (দ.)-এর জীবদ্দশায় পৌঁছতে পারেন নি।

❋❋❋

১. সীরাতে ইবনে হিশাম। ২. তারীকে হাবীবে এলাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

একবিংশ অধ্যায়

মো'জেযা প্রসঙ্গ

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী যেমন অসংখ্য তেমনিভাবে বর্ণনাতীত। কেননা, তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি অবস্থা বিস্ময়কর, অসাধারণ, অলৌকিক। আর একথাও সত্য যে, মহানবী (দ.)-এর মহান জীবনের যাবতীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়, একথা সর্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী (র.), আল্লামা শারানী (র.) এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ মনীষীবৃন্দের রচিত গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, তাদের গ্রন্থসমূহে অতি সংক্ষেপে হলেও এই পর্যায়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

যদিও প্রিয়নবী (দ.)-এর মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনা অগণিত। তবে যেগুলো অত্যন্ত প্রকাশ এবং দেদিপ্যমান সেগুলোর সংখ্যাও দশ সহস্রাধিক। যেমন পবিত্র কোরআনের ৬ হাজার ৬'শ ৬৬ আয়াতের মধ্যে প্রিয়নবী (দ.)-এর মোযেজা হলো ৭ হাজার ৭ শত। এই সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থকার কাজী ইয়াজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনে 'ইন্না আ'তাইনা' সূরার সমান কালাম একটি মোযেজা, আর এই সুরায় রয়েছে দশটি বাক্য, আর সমস্ত কোরআনে করীমে রয়েছে ৭৭ হাজারের চেয়ে কিছু অধিক বাক্য, আর এই সংখ্যাকে যদি দশ দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়, তবে ৭ হাজার ৭শ' হয়, অতএব, পবিত্র কোরআনে ৭ হাজার ৭ শত মোজেযা রয়েছে। আর যদি পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে গণনা করা হয়, আর ৭০ হাজারের উপরের সংখ্যাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে মোযেজার এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই বিবরণ শুধু পবিত্র কোরআনের মোযেজার। আর মোহাদ্দেসীনগণ ইতিহাসবেত্তাগণ নিজ নিজ জ্ঞান মোতাবেক প্রিয়নবী (সঃ)-এর মো'জেযা সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁর তিন হাজার মোযেজা রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর খাছায়েছে কোবরা গ্রন্থে এক হাজার মোযেজার বিবরণ পেশ করেছেন। আর তিন শতের কিছু অধিক মোযেজার উল্লেখ রয়েছে "আলকালামুল মুবীনে"। এই ভাবে দশ হাজারের চেয়ে অধিক সংখ্যক

মোযেজার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদি খাছায়েছে কোবরা না পাওয়া যায়, অথবা আরবী ভাষা জ্ঞানের দৈন্যের কারণে কোনো অসুবিধা হয়, তবে আল কালামুল মুবীন পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী হবে বলে মনে করি এবং তা ঈমানকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

এই কিতাবে প্রথমতঃ একটি বয়ান ভূমিকাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছি, তাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ঘটনাবলী বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, অতঃপর এর প্রমাণ স্বরূপ সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনাগুলির পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছি।

যেহেতু এই গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত, এজন্য এতে শুধুমাত্র কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করেছি। আর সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনাবলী থেকে মাত্র দু'চারটির উপর আলোচনাকে সংক্ষেপ করেছি। সংক্ষিপ্ত বয়ানটি হলো এই, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

"হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য শুধু রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারীও পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। আর একথা প্রকাশ্য যে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রেসালাতকে মান্যকারী। অতএব, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রেসালাত সমস্ত বিশ্ব জগতের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার উৎস, আর শুধু মানবজাতিই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বজগৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রেসালাত থেকে লাভবান, আর এই জন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুর মাধ্যমে মুযেজা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ দান করেছেন।

মুযেজা যেহেতু নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ এবং সাক্ষী। সুতরাং এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর প্রমাণ এবং সাক্ষী স্বরূপ। অতএব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা কত মহান তা কল্পনাতীত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

যেভাবে আল্লাহ্পাকের তাওহীদের (একত্ববাদের) প্রতি সমগ্র বিশ্ব জগৎ সাক্ষী, তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রতিও সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সাক্ষী।

অতএব, এই সত্যকে আমরা এভাবে পেশ করি যে, এই বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- (১) যা পরনির্ভরশীল, যাকে আলমে মায়ানী বলা হয়, (২) আর যা পরনির্ভরশীল নয়; বরং স্বনির্ভর, তাকে আলমে আয়ইয়ান বলা হয়। পরনির্ভর জগৎ বলতে ঐ সমস্ত বস্তুকে বুঝানো হয় যেগুলির অস্তিত্ব অন্য বস্তুর মাধ্যমে পাওয়া যায়, নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নাই, আর এগুলিকে আরবী ভাষায় আরজও বলা হয়। যেমন কথাবার্তা, জ্ঞান, রং, গন্ধ ইত্যাদি। আর স্বনির্ভর জগৎ বলতে ঐ সমস্ত বস্তুকে বুঝানো হয় যেগুলি অস্তিত্বশীল, এগুলোকে আরবী ভাষায় জাওহর বলা হয়। যেমন-যমীন, আসমান, মানুষ, বৃক্ষ ইত্যাদি।

পুনরায় আলমে আইয়াম দুই প্রকার, আলমে যবিউল অকুল- যারা জ্ঞানসম্পন্ন। যেমন- মানুষ। জ্বীন আর আলমে গায়রে যবিল উকুল- যারা অজ্ঞান যেমন, প্রাণী অপ্রাণী। আলমে যবিল অকুল দুই প্রকার-উর্ধ্বতন জগৎ যেমন, আসমান, তারকারাশি। নিম্নতম জগৎ যেমন, সমস্ত জড়বস্তু যা আকাশের নিম্নে অবস্থিত। নিম্নতম জগৎ আবার দুই প্রকার-আলমে বাসায়েত ও আলমে মুরাক্কাবাত। আলমে বাসায়েত তথা চার ইন্দ্রবিশিষ্ট জগৎ-অগ্নি, পানি, মাটি এবং বাতাস এবং আলমে মুরাক্কাবাত তিন প্রকার-জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ। অতএব, বিশ্বজগৎ সর্বমোট ৯ প্রকার-(১) পরনির্ভর জগৎ, (২) ফেরেশতা জগৎ, (৩) মানব জগৎ, (৪) জ্বীন জগৎ, (৫) উর্ধ্বতন জগৎ, (৬) নিম্নতম জগৎ, (৭) জড় জগৎ, (৮) উদ্ভিদ জগৎ এবং (৯) প্রাণী জগৎ।

আর এই অধম আলমে মুরাক্কাবাত (সংযোজিত জগৎ)-এর বন্টন এইভাবে করে, আলম দুই প্রকার- (১) ঐ জগৎ যার মধ্যে সংযোজনের নিয়ম পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে পারে এমন স্বভাব বিদ্যমান এবং (২) ঐ জগৎ যার মধ্যে সংযোজনের নিয়ম পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে পারে এমন স্বভাব বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়টিকে কায়েনাতুল জাও বলে, যেমন মে ইত্যাদি। অতএব, এমনিভাবে সমস্ত জগৎ মোট দশ প্রকার হলো। পূর্বোল্লেখিত নয় প্রকার এবং দশম কায়েনাতুল জও, আর প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক

ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। এরপর ৯টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বহু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমি প্রত্যেক পরিচ্ছেদ থেকে মাত্র দু' চারটি মুযেজা নিয়েছি যাকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

আলমে মায়ানী

(১) ঃ কোরআন শরীফ, অলংকার শাস্ত্র এবং অদৃশ্য জগৎ এর সংবাদপত্র হিসেবে।

(২) ঃ ঐ সমস্ত সংবাদ যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কোনো ঘটনা ঘটবার পূর্বেই সে সম্পর্কে বলে দিয়েছেন, যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এক ওয়াজের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার বর্ণনা করেছেন, যে স্মরণ রেখেছে তার সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব। আর যে স্মরণ করল না সে ভুলে গেল এবং সাহাবাগণের এ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে আর এগুলোর মধ্য থেকে কোনোটি এমনভাবে সংঘটিত হয়, যাকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাকে আমি ঘটতে দেখি তৎসংগে আমার স্মরণ হয় অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরই এমনিভাবে পরিচয় পাই যে, এটি সেই ঘটনা যে সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছিলেন, যেভাবে কোনো ব্যক্তির চেহারা কারো স্মরণে থাকে-আর সে অদৃশ্য হয়ে যায়, পুনরায় যখন তাকে দেখে তখন তাকে চিনে ফেলে।

(৩) ঃ ঐ সমস্ত ঘটনাবলী যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর সময় ঘটেছে, যা তিনি না দেখে বলে দিয়েছেন, যেমন হযরত আনাস এবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মওতার যুদ্ধে হযরত জায়েদ, হযরত জাফর এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ শুনিয়ে দিয়েছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, হযরত জায়েদ ইসলামের পতাকা হাতে নেয়ার পর শহীদ হয়েছেন, অতঃপর হযরত জাফর পতাকা তুলে ধরেছেন, তিনিও শহীদ হয়েছেন অতঃপর হযরত এবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়েছেন, আর তিনিও শহীদ হয়েছেন। তখন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর নয়নযুগল অশ্রু সজল হয়ে উঠলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

এরশাদ করলেন যে, শেষ পর্যন্ত হযরত খালেদ (রা.) পতাকা হাতে নিয়েছেন এবং অতঃপর জয়লাভ হয়েছে। কিছুদিন পর অনুরূপ সংবাদ পৌঁছলো।[১]

(৪) ফেরেশতা জগতঃ হযরত এবনে আব্বাছ (রা.) থেকে বর্ণিত। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে একজন মুসলমান সৈনিক এক মুশরিককে পশ্চাদ্ধাবন করছিল, তখন একটি বেত্রাঘাত ও অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর তিনি শ্রবণ করলেন ঃ এগিয়ে চলো, হে হায়জোম, তৎক্ষণাৎ সে দেখে কি যে, ঐ মুশরিক তার সম্মুখে ধরাশায়ী হয়ে আছে এবং তার নাসিকা ভেঙ্গে গিয়েছে। বেত্রাঘাতের দরুন মুখমন্ডল ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি আনসারী মুসলমান ছিল, তখন হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এই ঘটনা সত্য, সে ছিল তৃতীয় আকাশের সাহায্যকারী ফেরেশতা।

ফায়দা ঃ (১) হায়জোম সাহায্যকারী ফেরেশতার ঘোড়ার নাম। (২) আল্লাহ্পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সাহায্যার্থে অধিকাংশ যুদ্ধে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করেন– তথা বদর, ওহুদ এবং হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ সাহায্য করেছেন।

(৫) ঃ ইমাম বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়াতে এবং এবনে ছায়াদ তবকাতে হযরত আম্মার বিন ইয়াছের থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত হামজা (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রকৃত রূপ আমাকে দেখিয়ে দিন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম প্রতিউত্তরে বললেন ঃ আপনি তাঁকে দেখতে সক্ষম হবেন না। হযরত হামজা (রা.) পুনরায় আরজ করলেন ঃ আপনি দেখিয়ে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তাহলে আপনি বসুন। তিনি বসে গেলেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কাবাগৃহের উপরে অবতীর্ণ হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত হামজা (রা.)-কে বললেন, দৃষ্টিপাত করুন, তিনি দেখলেন হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর দেহ সবুজ যমরদের ন্যায় চমকিতে ছিল, হযরত হামজা (রা.) তাকে দেখামাত্র বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

১. বোখারী।

(৬) হেদায়েতপ্রাপ্তি ঃ মানুষ জগৎ ঃ মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, আমি আমার আম্মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত করেছিলাম, আর তিনি মুশরিকা ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বললাম, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর শানে মন্দ কথা বললেন, আমি অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হলাম এবং বললাম "হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। দোয়া করুন, আল্লাহ্পাক যেন আমার আম্মাকে হেদায়েত করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করলেন ঃ

اللهم اهد ام ابى هريرة ـ

"হে আল্লাহ্! আবু হুরাইরার (রা.) মাকে হেদায়েত করুন। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া শ্রবণ করে সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে দেখলাম দুয়ার বন্ধ এবং আম্মাজান আমার কথা শ্রবণ করে বললেন, হে আবু হুরাইরা! অপেক্ষা কর, আমি তখন পানি ব্যবহারের শব্দ শুনলাম। আমার আম্মাজান স্নান সুসম্পন্ন করে পোশাক পরিবর্তন করে দুয়ার খুললেন এবং বললেন, হে আবু হুরাইরা ঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسوله ـ

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুনরায় কাঁদতে কাঁদতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলাম এবং আম্মাজানের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্পাকের শোকর আদায় করলেন।

(৭) বরকত প্রদান ঃ বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালা বিন্ হুয়াইমের মাথায় হস্ত মোবারক রাখলেন। অতএব, এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তির মুখে অথবা কোনো বকরীর স্তনে ফোঁড়া হতো আর সে ফোঁড়াস্থান হযরত হানযালার মাথায় (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের স্পর্শস্থলে) লাগিয়ে দিত তবে ভাল হয়ে যেত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

(৮) রোগমুক্তি ঃ বায়হাকী, তাবারানী এবং এবনে আবী সাইবা বর্ণনা করেন যে, খোবাইব এবনে ফোযাইকের পিতার চক্ষুদ্বয়ে পর্দা পড়ে গেল এবং সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তার চক্ষুদ্বয়ে দম করলেন, তৎক্ষণাৎ তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে ৮০ বৎসর বয়সে শুইয়ের মধ্যে সূতা লাগিয়ে দিতে দেখেছি।

(৯) বেআদবের শাস্তি ঃ ইমাম মুসলিম (র.) সালামাতুবনুল আকওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে বাম হাত দিয়ে আহার করছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ডান হাত দিয়ে আহার কর। সে ব্যক্তি বলল ঃ ডান হাত দিয়ে আহার করতে পারি না, অথচ তার ডান হাত ভাল ছিল। সে এই কথা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে নির্ভীক হয়ে বলেছিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি ডান হাত দ্বারা আর খানা খেতে পারবে না, অবশেষে তাই হলো। তার ডান হাত সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল–এমনকি সে তার হাত দ্বারা মুখ পর্যন্ত আহার্য বস্তু পৌঁছাতে পারলো না।

(১০) জ্বিন জগৎ ঃ খতীব হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর একখানি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। পথে যখন আমরা এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম, তখন গ্রামবাসী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে গ্রামের বাইরে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সেখানে পৌঁছবার পর গ্রামবাসীগণ বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম! এই গ্রামের একজন যুবতী স্ত্রী লোকের প্রতি একটা জ্বীন আসক্ত এবং স্ত্রীলোকটি জ্বীনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যার দরুণ সে পানাহারে সম্পূর্ণ অক্ষম, সে এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন।

হযরত যাবের (রা.) বলেন, আমি নিজে সেই স্ত্রী লোকটিকে দেখেছি, সে ছিল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এরশাদ করলেন ঃ হে জ্বীন! তুমি জান আমি কে। আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসুল। তুমি এই স্ত্রী লোকটিকে

ছেড়ে দাও এবং চলে যাও। একথা বলার সাথে সাথেই স্ত্রী লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো এবং উপস্থিত পুরুষদের সম্মুখে লজ্জিতা হয়ে মুখের উপর পর্দা টেনে দিল, আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

(১১) ইমাম তিরমিজী (রহঃ) হযরত আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর একটি পাত্রের মধ্যে খুরমা ছিল, একটা পরী সেই পাত্র থেকে খুরমা নিয়ে যেত। তাই তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই অভিযোগ পেশ করলেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যাও! এরপর যখন তাকে দেখবে তখন বলবে যে, আল্লাহ্‌র নামে বলছি–হুজুর (দ.)-এর নিকটে চল। অতঃপর তিনি সেই পরীকে বন্দী করে ফেললেন। এবং পরীর এই কছম করার পর (সে পুনরায় আসবে না) তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

ফায়দা ঃ এটা হুজুর (দ.)-এর মোযেজা ছিল যে, পরী মু'মিন না হওয়া সত্ত্বেও হুজুর (দ.) এর নামের বরকতে বন্দী হয়ে গেল।

(১২-১৩) সৌরজগৎ ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা এবং মে'রাজের সময় মহাশূন্য পরিভ্রমণ করা বিরাট এবং মহান মো'যেজা।

(১৪) মৃত্তিকা সম্পর্কে ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে হযরত আবুবকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সফরের সময় সারাকা এবনে মালিক আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি তাকে দেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়ল প্রায়। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন, ভয় করো না আল্লাহ্‌পাক আমাদের সাথে রয়েছেন। অতঃপর হুজুর (দ.) সারাকার জন্য বদ্‌দোয়া করলেন। ফলে তখন যমীনের অভ্যন্তরে তার ঘোড়ার উদর পর্যন্ত চলে গেল। সারাকা বলতে লাগল যে, আমার মনে হয় তোমরা আমার জন্য বদ দোয়া করেছ, এখন দোয়া কর যাতে আমি এই আজাব থেকে মুক্তি লাভ করি এবং আমি শপথ করে বলছি যে, তোমাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে প্রত্যাবর্তন করাব। হুজুর (দ.) তার নাজাতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে নাজাত লাভ করে ফিরে গেল এবং পথে যার সাথেই সাক্ষাৎ হত তাকে বলত যে, এই পথে কেউ নেই– এই বলে তাদেরকে হুজুরের অনুসন্ধান থেকে ফিরিয়ে নিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

(১৫) পানি সম্পর্কীয় ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হোদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন। হুজুরের (দ.) সম্মুখে একটি পাত্রে সামান্য পানি ছিল। তিনি তা দিয়ে অজু সমাপন করলেন। সকলে হুজুরের (দ.) খেদমতে আরজ করলেন যে, আপনার এই পাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের নিকট পান করার জন্য আর কোনো পানি নাই এবং অজু করারও পানি নাই। (কারণ, হোদায়বিয়ার কূপে যে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল তার সবটাই তুলে নেয়া হয়েছিল)।[১] অতঃপর হুজুর (দ.) স্বীয় হস্ত মোবারক পাত্রের মধ্যে রাখলেন, আর সাথে সাথে হুজুরের (দ.) আঙ্গুলসমূহ হতে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। বর্ণনাকারীর বিবরণ হলো এই যে, আমরা সকলে সেই পানি পান করলাম এবং অজুর কাজ সমাধা করলাম। হযরত যাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনারা কত জন লোক ছিলেন?

তিনি জবাবে বললেন ঃ যদি এক লাখ মানুষ হতাম তবুও যথেষ্ট হত, (অর্থাৎ পানি এত অধিক পরিমাণে ছিল) কিন্তু আমরা পনের শত লোক ছিলাম।

(১৬) অগ্নি সম্পর্কীয় ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত আছে যে, খন্দকের জেহাদের সময় তিনি হুজুর (দ.)-কে দাওয়াত করার জন্যে একটা ছাগল ছানা যবেহ করলেন এবং তিন সেরের চেয়ে কিছু বেশী গমের আটা তৈরী করে এসে চুপে চুপে হুজুরের (দ.) খেদমতে আরজ করলেন ঃ হুজুর! আপনি কয়েক জন সাহাবীসহ গরীবালয়ে তাশরীফ নিয়ে চলুন। হুজুর (দ.) খন্দকের সমস্ত মুজাহিদ যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল, সকলকে একত্রিত করে হযরত যাবেরের (রা.) বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলেন এবং হযরত যাবের (রা.)-কে বললেন ঃ আমার পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত উনুন থেকে পাতিল নামাবে না এবং রুটিও তৈরী করবে না। অতঃপর হুজুর (দ.) হযরত যাবেরের বাড়ীতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং মুখ থেকে খানিকটা থুথু নিয়ে ছানা আটাতে এবং পাতিলে মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। হযরত যাবের (রা.)-কে আদেশ করলেন যে, রুটি বানাবার জন্য কাউকে ডেকে নাও এবং পাতিল থেকে সুরবা বের করে দাও, আর পাতিল উনুন থেকে সরাবে না। হযরত যাবের (রা.) বলেন, এক হাজার সাহাবা সকলেই আহার করলেন। তারপরও ততটুকু তরকারী ও আটা অবশিষ্ট রইল যতটুকু প্রথমে ছিল।

১. বুখারী শরীফ।

ফায়দা ঃ এখানে অগ্নি জগতেও একটা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হলো। সুরবা কম করাই ছিল অগ্নির কাজ কিন্তু তাতে সে সক্ষম হয়নি; বরং সে সুরবা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো। যেমন উনুন থেকে পাতিল নামাবার নিষেধাজ্ঞা থেকে তা প্রমাণিত হয়।

(১৭) বায়ু জগৎ ঃ যেমন ঐ খন্দকের জেহাদেরই ঘটনা। আল্লাহ্পাক কাফেরদের উপর হিমেল হাওয়া প্রবাহিত করে দিলেন, যাতে খুব বেশী শীত পড়ল এবং বায়ু তাদেরকে অতি দুর্বল ও বিপদগ্রস্ত করে দিল, ধূলি বালি এনে তাদের মুখমণ্ডলে ফেলল, তাদের অগ্নি নিভিয়ে দিল, তাদের পাতিলসমূহ উল্টিয়ে দিল, তাদের তাঁবু উড়ে গেল, তাদের ঘোড়াগুলি বাঁধনমুক্ত হয়ে পরস্পর লড়তে শুরু করল এবং সৈন্যগণ হুঁশহারা হয়ে ছুটাছুটি শুরু করল। ঠিক সেই সময় হুজুর (দ.) হযরত হোযায়ফা (রা.)-কে কাফের সৈন্যদের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন এবং সাথে সাথে হিমেল হাওয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট দোয়া করলেন। হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন, হুজুর (দ.)-এর দোয়ার এমন বরকত ছিল যে, আমি দুশমনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গমনাগমনে আদৌ ঠাণ্ডা অনুভব করিনি; বরং মনে হচ্ছিল আমি যেন স্নানাগারে পৌঁছে গেছি।

ফায়দা ঃ এমন তীব্র হিমেল হাওয়া, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, তদুপরি কোনো প্রকার ক্রিয়া না করা–এটি নিঃসন্দেহে একটা বাস্তব অলৌকিক ঘটনা।

(১৮) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ.)-এর জীবদ্দশায় একবার অভাব দেখা দিল। তখন একদিন হুজুর (দ.) জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন গ্রামের অধিবাসী সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, সন্তান-সন্ততি অহরহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, দয়া করে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত তুললেন, ঐ সময় আকাশের কোনোস্থানে এক টুকরা বৃষ্টিও ছিল না। বর্ণনাকারী আল্লাহ্র শপথ করে বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য উত্তোলিত হস্ত মুবারক নীচে নামিয়ে আনার পূর্বেই চতুর্দিক থেকে পাহাড়ের ন্যায় মেঘমালা সমগ্র আকাশকে ঘিরে ফেলল, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আলায়হে ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বেই তাঁর দাঁড়ি মোবারক থেকে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং সেই দিন থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি ছিল। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর খোতবার সময় সেই সাহাবী অথবা আর কোনো সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম! বাড়ীঘর ভেঙ্গে পড়ছে, অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ডুবে যাচ্ছে, তাই আপনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করুন। হুজুর (দ.) দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আশে-পাশের এলাকাসমূহে বৃষ্টিপাত হোক আমাদের এলাকার বর্ষণ বন্ধ করে দাও, এই বলে হুজুর যেদিকেই বাদলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, সেদিকেরই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং মদিনা মোনাওয়ারার উপর বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল আর আশে-পাশের এলাকাসমূহের বর্ষণ অব্যাহত ছিল, সেদিক থেকে যারা আসতো তারা বৃষ্টিপাতের কথা উল্লেখ করতো।

ফায়দা ঃ হুজুরের (দ.) দোয়ার সাথে সাথে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাঁর ইঙ্গিতের সাথে সাথে তা সরে যাওয়া উভয় অবস্থার মধ্যেই মেঘ সম্পর্কীয় মো'যেজা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত।

(১৯) ঃ তাফসীরে জালালাইনে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হুজুর (দ.) কোনো একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। সে ব্যক্তি হুজুরের এবং স্বয়ং আল্লাহ্পাকের শানে অত্যন্ত বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করে। এমনিক এমন কথা বলতেও দুঃসাহস দেখায় যে, রসূল কে হন? আল্লাহ্ কেমন হয়? স্বর্ণের হয়, না রূপার, না পিতলের। এইসব বিদ্রূপ করার সাথে সাথে তার উপর বজ্রাঘাত হলো এবং তার মস্তিষ্কের উপরিভাগ উড়ে গেল।

ফায়দা ঃ এই ঘটনায় হুজুর (দ.)-এর শানে বে-আদবী করার শোচনীয় পরিণতি পরিলক্ষিত হয়, যা প্রিয়নবী (দ.)-এর মো'জেযা আর এই মো'যেজা বায়ু জগৎ সম্পর্কীয়।

(২০) ঃ ইমাম তিরমিজী (রহঃ) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হুজুরের সাথে মক্কা শরীফে ছিলাম। হুজুর (দ.) কখনো মক্কার উপকণ্ঠে বিভিন্ন এলাকায় গমন করতেন এবং আমিও সঙ্গে থাকতাম, তখন যেসব পাহাড় এবং বৃক্ষ সম্মুখে আসতো, সে সালাম পেশ করতো এই বলে "আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"।

ফায়দা ঃ পাহাড় অজৈব বস্তু এবং বৃক্ষ উদ্ভিদ জাতীয় দু'টার মধ্যেই মো'যেজা প্রকাশিত হলো।

(২১) ঃ বোখারী শরীফে হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ.) খোতবা দান করার সময় মসজিদে লাগানো খুরমা বৃক্ষের স্তম্ভের সাথে হেলান দিতেন। যখন হুজুরের (দ.) খোতবার জন্যে মিম্বর তৈরি হলো, তখন হুজুর (দ.) মিম্বরে বসে খোতবা প্রদান আরম্ভ করলেন। তাতে ঐ খুরমার স্তম্ভ এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল–যেন তখনই ফেঁটে যাবে। হুজুর (দ.) মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং স্তম্ভকে আলিঙ্গন করে দেহ মোবারকের সাথে মিলিয়ে নিলেন। স্তম্ভ তখন হেচকি নিতে শুরু করল, যেমন ক্রন্দনরত শিশুদের কান্না বন্ধ করাতে চাইলে তারা হেচকি নিয়ে কাঁদতে থাকে। এভাবে অবশেষে স্তম্ভটি কান্না বন্ধ করল, হযরত যাবের (রা.) বলেন, এই খেজুর স্তম্ভটি সর্বদা আল্লাহ্র যিকির শ্রবণ করতো, এখন এই জিকিরের শব্দ দূর থেকে শ্রবণ করে রোদন করতে লাগল।

ফায়দা ঃ এই স্তম্ভ বাস্তব পক্ষে উদ্ভিদ জাতীয় এবং বর্তমান অবস্থায় জড় পদার্থ–এই দিক থেকে এই মো'জেযা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হলো এবং যেভাবে যিকির থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে স্তম্ভ রোদন করেছে, ঠিক তেমনিভাবে যিনি যিকির করেন, অর্থাৎ হুজুর (দ.) তাঁর দেহ মুবারকের বিচ্ছেদ ও তার কান্নার কারণ হয়েছে। অন্যথায় হুজুর (দ.) স্তম্ভকে তাঁর বক্ষ মোবারকের সাথে আলিঙ্গনের সাথে সাথে সে কান্না বন্ধ করে দিত না। সুতরাং এদিক থেকে এটি হুজুরের (দ.) মো'যেজা।

(২২) ঃ ইমাম তিরমিজী (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হুজুরের (দ.) মহান দরবারে অতি সামান্য কিছু খুরমা এনে আরজ করলাম ঃ এইগুলির মধ্যে বরকতের জন্যে দোয়া করে দিন। হুজুর (দ.) খুরমাগুলিকে একত্রিত করে সেগুলির বরকতের জন্যে দোয়া করে দিলেন এবং আমাকে আদেশ করলেন যে, এগুলিকে তোমার থলির মধ্যে ঢেলে রাখ এবং তোমার মন চাইলে থলের মধ্যে হাত দিয়ে খুরমা বের করে নিবে, কিন্তু কখনো থলে ঝেড়ে ফেলবে না। হযরত আবু হোরায়রা বলেন যে, ঐ খুরমাগুলিতে এমন বরকত হলো যে, আমি অনেক খেজুর আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছি এবং সর্বদা আমরা তার মধ্য থেকে নিজেরা আহার করতাম এবং অপরকেও আহার করাতাম। আর ঐ থলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

সর্বদা আমার কোমরে বাঁধা থাকতো। এমনকি হযরত ওছমানের (রা.) শাহাদাতের দিন (প্রায় ত্রিশ বৎসর পর) আমার কোমর থেকে কেটে কোথায় যেন পড়ে গেছে।

ফায়দা ঃ এই মো'যেজা এমন একটা বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হলো, যা প্রকৃতপক্ষে গাছের ফল আর বর্তমান অবস্থায় জড় পদার্থ। তাই এই মো'জেযা ও উভয়টার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

(২৩) ঃ ইমাম আহমদ এবং দারামী (রহঃ) হযরত জাবের (রা.)থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) একটা বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে খুবই দুষ্ট একটা উষ্ট্র ছিল, যে কেউ সেই বাগানে অনুপ্রবেশ করতো তাঁর প্রতি আক্রমণ করতো। হুজুর উষ্ট্রটাকে ডাকলেন। সে হুজুরের সম্মুখে হাজির হয়ে তাঁকে সেজদা করল। হুজুর (দ.) উষ্ট্রটির নাসিকায় মুহার ঢুকিয়ে দিয়ে এরশাদ করলেন, নাফরমান জ্বিন এবং মানুষ ব্যতীত দুনিয়ার সকল বস্তুই জানে যে, আমি আল্লাহর রসূল।

(২৪) ঃ ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ছাফিনা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি লোহিত সাগরে ছিলাম। জাহাজ বিনষ্ট হওয়ায় আমি একটি কাঠের টুকরায় বসে ভাসতে ভাসতে একটা বাঁশঝাড়ের নিকটে পৌঁছলাম। সেখানে একটা ব্যাঘ্রের সাথে আমার সাক্ষাত হল। ব্যাঘ্রটি আমার দিকে অগ্রসর হওয়ায় আমি তাকে বললাম যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ (দ.)-এর গোলাম। ব্যাঘ্রটি আমার দিকে আরো অগ্রসর হয়ে আমার দেহে তার কাঁধের স্পর্শ দিল। অতঃপর আমার সাথে চলতে শুরু করল এবং একটা রাস্তায় এনে আমাকে দাঁড় করাল এবং একটু একটু বিলম্ব করে অনুচ্চ আওয়াজে কি যেন বলতে চেষ্টা করল। আর আমার হাত থেকে তার লেজ ছাড়িয়ে নিল, এতে আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বিদায় দিচ্ছে।

ফায়দা ঃ উপরোল্লিখিত ঘটনাটি এমন জন্তুর, যা আহার্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর এই ঘটনাটি এমন জন্তুর, যা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্ব্যতীত পূর্বে ঘটনাটি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল, আর এই ঘটনাটি তার এন্তেকালের পরের। এদিকে চিন্তা করলে এটি অত্যন্ত বড় মো'যেজা। কেননা, কারো মৃত্যুর পর তার কথা কার্যকর হওয়া সাধারণতঃ অচিন্তনীয়।

(২৫) ঃ বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে এক বাটি দুধ পেয়ে হযরত আবু হোরায়রাকে বললেন ঃ আসহাবে সোফফাকে আহ্বান করো। কেননা, তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। হযরত আবু হোরায়রা মনে মনে বলতে লাগলেন, আমাকেই যদি দিয়ে দিতেন তবে আমি পান করে তৃপ্তি পেতাম। অতঃপর আবু হোরায়রা সকলকে ডাকলেন। হুজুর (দ.) আদেশ করলেন, এদেরকে দুধ পান করাও। আমি পান করাতে শুরু করলাম, সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। তারপর হুজুর (দ.) আমাকে আদেশ করলেন ঃ তুমি নিজেও পান কর। আমি পান করলাম। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন, আরো পান কর। আমি হুজুরের (দ.) আদেশে পান করতেই থাকলাম। অবশেষে শপথ করে বললাম যে, পেটে আর একটুও জায়গা নেই। অতঃপর অবশিষ্টাংশ হুজুর (দ.) নিজে পান করলেন।

ফায়দা ঃ এখানে জন্তুর অংশ বিশেষে (দুধে) মো'যেজা প্রকাশিত হলো।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

হুজুর (দ.)-এর বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত অর্থ

১। মোহাম্মদ (দ.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বিশেষ নাম।

২। আহমদ– হযরত ঈসা (আঃ) এই নামেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৩। মোতাওয়াক্কেল– আল্লাহ্‌র উভয় নির্ভরশীল।

৪। মাহী– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে আল্লাহ্‌পাক কুফরের মূলোৎপাটন করেছেন।

৫। হাশির– যেহেতু কেয়ামতের দিন তিনিই সর্বপ্রথম পুনঃরুত্থিত হবেন, অন্যান্য সকলে তাঁর পর পুনরুত্থিত হবে। তাই তিনি যেন সকলের সমবেত হওয়ার কারণ হবেন।

৬। আকিব– অর্থাৎ তিনি সকল আম্বিয়া (আঃ)গণের পরে দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

৭। মাকফী– এই শব্দটিও পূর্ববর্তী শব্দের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত।

৮। নাবীউত তাওবা– অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তে গুনাহ মাফ পাওয়ার জন্য পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে খাঁটি তওবা করাই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মে গুনাহ মাফের জন্য আত্মাহুতিও অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

৯। নবীউল মালহামাহ্– অর্থাৎ যুদ্ধের নবী। কারণ তাঁর শরীয়তে জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

১০। নবীউর রহমত– সৃষ্টি জগতের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতস্বরূপ। মুসলমানদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে কাফেরদের জন্য তিনি দুনিয়াতে রহমতস্বরূপ। কারণ, তাঁর বরকতে পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় তাদের উপর আযাব নাযেল করা হয় না। অন্যান্য সৃষ্টি জগতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দ্বীনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যতদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দ্বীন অবশিষ্ট থাকবে ততদিন

অন্যান্য সৃষ্টি জগতও অবশিষ্ট থাকবে, আর যেদিন তাঁর দ্বীনের কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকবে না, এমনকি যেদিন একজন মানুষও আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী থাকবে না–সেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১। ফাতেহ অর্থাৎ প্রশস্তকারী–হুজুরে পাক (দ.)-এর বরকতেই হেদায়েতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, কাফেরদের বিভিন্ন দেশ ও শহর জয় করা হয়েছে, জান্নাতের দ্বার তাঁরই অনুসরণে প্রশস্ত হবে।

১২। আমীন– অর্থাৎ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত।

১৩। শাহেদ – কিয়ামতের দিন তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন।

১৪। মুবাশ্বির– বাশীর– অর্থাৎ বিশ্বাসীর জন্যে তিনি সুসংবাদ দানকারী।

১৫। নাজীর– অর্থাৎ কাফেরদিগকে আজাবের ভয় প্রদর্শনকারী।

১৬। কাসিম– ফয়েজ এবং ধনসম্পদ বণ্টনকারী।

১৭। জাহুক– অর্থাৎ মুমিনদের সাথে হাসি খুশী থাকতেন।

১৮। কেতাল–কাফেরদের সাথে লড়াই করতেন। (এই দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না)।

১৯। আবদুল্লাহ–অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের বান্দা।

২০। সিরাজাম মুনীরা – দীপ্তিময় সূর্য বা আলোকদিশারী।

২১। সাহেবু লিওয়াইল হাম্‌দ– অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাঁর হাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পতাকা থাকবে, আর পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষ সেই পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

২২। সাহেবুল মাকাম– কেয়ামতের দিন গুনাহ্‌গার উম্মতের শাফায়াতের জন্য তার নির্দিষ্ট মাকামে আসন গ্রহণ করবেন।

২৩। সাদেক– অর্থাৎ তিনি সত্য সংবাদ দিতেন।

২৪। মাস্‌দুক– অর্থাৎ হুজুর (দ.)-কে ওহীর দ্বারা সত্য সংবাদ পৌঁছানো হত।

২৫। রাউফুর রাহীম– উভয় শব্দের অর্থই দয়াবান এবং অতিদয়াবান। উপরোল্লিখিত নামসমূহের মধ্যে বিভিন্ন নাম হুজুর (দ.)-এর জন্যই নির্দিষ্ট এবং কয়েকটি নাম অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ)-গণের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা আর কোনো নবীকে দান করেননি। আর তা কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার এমন গুণাবলী যা পৃথিবীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ্পাক তাকে দান করেছিলেন। যেমন ঃ

(১) সর্বপ্রথম হুজুরে পাকের নূর সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) সর্বপ্রথম তাঁকেই নবুওয়ত দান করা হয়েছে।

(৩) ইয়াওমে মিছাক অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম সমগ্র মানব জাতি থেকে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রভুত্বের অংগীকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্পাক সমগ্র মানব জাতিকে সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এই প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে জবাব দিয়েছিলেন ঃ হাঁ, আপনিই আমাদের একমাত্র প্রভু।

(৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান নাম আরশে লিপিবদ্ধ করা।

(৫) নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম।

(৬) পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও শুভাগমনের সুসংবাদ উল্লেখ করা। হযরত আদম, হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বরকত লাভ করা। এইসব হাদীস প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের পর অথচ নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে প্রকাশ হয়েছে। যেমন তাঁর কাঁধে মহরে নবুওয়ত ছিল। এর বিবরণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন, যা নবুওয়তপ্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয়েছে, আর তা একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন ঃ

(১) মেরাজ এবং এর সঙ্গে ফেরেশতা, বেহেশত এবং দোজখের আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং আল্লাহ্পাকের দীদার ও সাক্ষাৎ লাভ করা।

(২) নামাজের আজান ও একামতে তাঁর নাম উল্লেখ হওয়া।

(৩) গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(৪) এমন একখানি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়া যা ভাবে, ভাষায়, হেফাজতে এবং কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে তথা সর্ব বিষয়ে অলৌকিক।

(৫) তাঁর জন্য ছদকা গ্রহণ করা হারাম হওয়া।

(৬) তাঁর জন্য নিদ্রার কারণে অজু ওয়াজেব না হওয়া।

(৭) আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের সাথে বিবাহ হওয়ার অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর সকলের জন্য তাঁদেরকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া।

(৮) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কন্যাদের থেকেও বংশীয় সূত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(৯) সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমানভাবে দেখা।

(১০) দূর দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর ভয় ও প্রভাব বিস্তার হওয়া।

(১১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা, তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ এবং সর্বগুণে গুণান্বিত।

(১২) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়া।

(১৩) তাঁর উপরই নবুওয়তের পরিসমাপ্তি হওয়া।

(১৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের সংখ্যা সকল আম্বিয়াগণের অনুসারীদের সংখ্যার চেয়ে অধিক হওয়া।

(১৫) সমস্ত সৃষ্টি জগতের মাঝে তিনি উত্তম হওয়া। ৪র্থ প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন, যা সমস্ত উম্মতগণের মধ্যে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) গণীমতের মাল হালাল হওয়া।

(১৭) সারা দুনিয়ার পাক যমীনে নামাজ পড়া জায়েয হওয়া।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

(১৮) আজান একামাত নির্দিষ্ট হওয়া।

(১৯) নামাজের কাতার ফেরেশ্‌তাগণের কাতারের অনুরূপ হওয়া।

(২০) বিশেষ এবাদত হিসাবে জুমআর দিনে জুমআর নামাজ এবং দোয়া কবুলের সময় হিসাবে সেই দিনের কোনো এক অংশকে নির্দিষ্ট করা।

(২১) রোজা রাখার জন্য সেহরীর অনুমতি লাভ, রমজানের মধ্যে শবেকদর। একটা নেকীর সর্বনিম্ন বিনিময় দশ নেকী লাভ হওয়া, তার চেয়েও অধিক নেকী পাওয়া। সন্দেহ ভুলত্রুটিতে পাপ না হওয়া (হয়ত পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য এই সবগুলোর কারণ বন্ধ করাও আবশ্যকীয় ছিল) আর এজন্যই এই উম্মতের এটা বৈশিষ্ট্য হলো। কঠিন আদেশসমূহ তুলে নেওয়া। ছবি তোলা এবং মাদক দ্রব্য অবৈধ হওয়া (এগুলো অসংখ্য অপরাধের বাধাস্বরূপ আর অপরাধ থেকে রক্ষা করাও রহমত! যেমন বিভিন্ন স্থানে সহজ নির্দেশও রহমত স্বরূপ হয়)। এজমায়ে উম্মত অর্থাৎ কোনো বিষয়ে উম্মতের মতৈক্য হওয়া শরীয়তের বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম পন্থা। তার মধ্যে কোনোরূপ ভুলত্রুটির অবকাশ না থাকা। ইসলামের শাখা প্রশাখা (আইনগুলোতে) মতবিরোধ থাকা রহমত হওয়া; পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আযাব না আসা, প্লেগের রোগে মৃত ব্যক্তিকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা, এই উম্মতের ওলামা কর্তৃক দ্বীনের এমন সব কাজ সুসম্পন্ন হওয়া, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ দ্বারা হত। আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য লাভে ধন্য সত্যাদর্শী একদল লোক কিয়ামতের নিকটতম সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা প্রভৃতি।

পঞ্চম প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর মৃত্যু এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশে বা কিয়ামতের সময় প্রকাশিত হবে। এইসবের বিবরণ পরবর্তী কোনো পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হবে।

❋❋❋

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে

যেসব খাদ্য বা পানীয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম পানাহার করেছেন এবং যে সব জন্তুর উপর তিনি আরোহণ করেছেন, সেই সব বস্তুর সাথে হুজুরের মহান জীবনের দুই প্রকারের সম্পর্ক। প্রথম প্রকার ধর্মীয়, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে কোনটি বৈধ আর কোন্‌টি অবৈধ–এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাসমূহ একত্রিত করা এবং তা থেকে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা। এ কাজ মূলত ঃ ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণের তথা যারা এলমে ফেকায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তাঁদের।

দ্বিতীয় সম্পর্ক ঐসব বস্তুগুলোর ব্যবহার প্রয়োজনের আয়োজনে এবং কোনো প্রকার কল্যাণ লাভের আশায় এদিক থেকে বিচার করলে বিষয়টি ইতিহাস বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানে এদিক থেকেই 'যাদুল মায়াদ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

পানাহার যা খাদ্য হিসেবে অথবা ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন

এর মধ্যে বিভিন্ন বস্তু এমন আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং স্বীয় জীবনে যেগুলো ব্যবহার করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের বস্তু এমনও রয়েছে, যেগুলো ব্যবহার না করলেও তার প্রশংসা করেছেন। সুতরাং স্থান বিশেষে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যাবে।

হাদীস ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ তোমরা আছমুদ অর্থাৎ কালো সুরমা ব্যবহার করো, তাতে দৃষ্টিশক্তি ভাল হবে এবং কেশ ঘন হবে। এবনে মাজাহ এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এই সুরমা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। এবনে মাজার বর্ণনা মোতাবেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম উভয় চোখে তিন তিনবার এবং তিরমিজী শরীফের বর্ণনানুসারে ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দুইবার সুরমা ব্যবহার করতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কমলালেবু সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে মো'মেন ব্যক্তি কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করে–তার দৃষ্টান্ত কমলা লেবুর ন্যায়, তার স্বাদও উত্তম ঘ্রাণও ভাল। ইমাম বোখারী এবং মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তরমুজ সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) তরমুজকে কাঁচা খুরমাসহ খেতেন এবং এরশাদ করতেন যে, এটার তাপ ওটার ঠাণ্ডাকে দমন করে। বর্ণনা করেন আবু দাউদ এবং তিরমিজী।

সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, কাঁচা খুরমা শুষ্ক খুরমার সাথে আহার কর। কারণ, শয়তান মানুষকে এই বস্তু দুটিকে খেতে দেখলে অনুতাপের সাথে বলতে থাকে যে, এই মানুষ এখনো জীবিত আছে যে, পুরানো বস্তুর সঙ্গে নতুন বস্তু মিশিয়ে একত্রে আহার করছে। ইমাম নাছায়ী এবং এবনে মাজা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আধা পাকা খুরমা সম্পর্কে ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ.) যখন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) সহ আবুল হাইসাম (রা.)-এর বাড়ীতে মেহমান হয়ে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন খুরমার একটা পূর্ণ গুচ্ছ তাঁদের খেদমতে পেশ করা হলো। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ বাছাই করে পাকা পাকা খুরমা কেন আনলে না? আবুল হাইসাম আরজ করলেন ঃ আমার ইচ্ছা যে আপনারা যে যেমন (আধা পাকা বা পূর্ণ পাকা) ভালবাসেন তেমনি এই গুচ্ছ থেকে বেছে খাবেন।

পিয়াজ সম্পর্কে ঃ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট কোনো একজন পিয়াজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ হুজুর (দ.) সর্বশেষ যে খাবার গ্রহণ করেছেন– তন্মধ্যে পিয়াজ ছিল। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আবু দাউদ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পিয়াজ খাবে তাকে পিয়াজের দুর্গন্ধ মুখ থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে আসতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি পিয়াজ বা রসুন খেতে চায় সে যেন পিয়াজ রসুনকে প্রথমেই রন্ধন করে দুর্গন্ধ দূর করে নেয়।

শুষ্ক খুরমা সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খুরমার প্রশংসা করে বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সাতটা খুরমা খাবে সেইদিন তার উপর যাদু (মন্ত্র) এবং বিষ কোনোরূপ ক্রিয়া করবে না। এবং আরো

এরশাদ করেছেন, যে ঘরে খুরমা থাকবে না সে ঘরের লোকজন যেন অনাহারে কাল যাপন করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অধিক পরিমাণে খুরমা খেতেন। কখনো মাখনসহ, কখনো রুটিসহ, আবার কখনো শুধু খুরমা খেতেন।

বরফ সম্পর্কে ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর (দ.) আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। হুজুরের (দ.) এই দোয়ার মধ্যে বরফের প্রশংসা পাওয়া যায়।

ছরিদ সম্পর্কে ঃ গোশতের সুরুয়ার মধ্যে টুকরো টুকরো করে রুটি ভিজিয়ে এক প্রকার খাদ্য তৈরি করা হয়, তাকে ছরিদ বলে।

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ হযরত আয়েশার (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য স্ত্রীলোকদের উপর এমন, যেমন ছরিদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর। ইমাম বোখারী ও মুসলিম (র.) এই হাদীস সংকলন করেছেন (এই দৃষ্টান্তের মধ্যে ছরিদের প্রশংসা পাওয়া যায়)।

পানীয় সম্পর্কে ঃ তাবুকের জেহাদের সময় হুজুর (দ.)-এর খেদমতে পনীর পেশ করা হলো। হুজুর (দ.) চাকু আনালেন এবং বিছমিল্লাহ পড়ে এক টুকরা কেটে নিলেন।

মেহেদী সম্পর্কে ঃ হুজুরের (দ.) যদি কখনো ফোঁড়া উঠতো অথবা কাঁটা বিদ্ধ হতো–তখন তিনি সেখানে মেহেদী লাগাতেন। ইমাম তিরমিজী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কালজিরা সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ সর্বদা কালজিরা ব্যবহার করতে থাক। কারণ, তার মাধ্যমে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য সকল রোগ আরোগ্য হয়। এই হাদীস ইমাম বোখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সরিষা সম্পর্কে ঃ হাদীসে তার নাম ছাফা বলা হয়েছে এবং সাধারণ পরিচিত শব্দে তাকে হাববুর রাশাদ বলা হয়।

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ দুটি বস্তুর মধ্যে অনেক আরোগ্যতা আছে, একটি সরিষা অন্যটি এলওয়া (এক প্রকার ফলের রস)। বর্ণনা করেছেন আবু ওবায়দা এবং মারাছিলের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ।

মেথী সম্পর্কে ঃ হযরত আবদুর রহমান এবনে কাছেম থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, মেথী দ্বারা আরোগ্যতা লাভ কর।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

রুটি সম্পর্কে ঃ সুরুয়ার মধ্যে টুকরো টুকরো করে রুটি ভিজানো (খাদ্য) হুজুরের (দ.) খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

একবার হুজুর (দ.) গমের রুটি যা ঘৃত দ্বারা ভাজা হয়, খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুতরাং একজন ছাহাবী তা তৈরি করে এনে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন।

কিন্তু যে পাত্রে ঘৃত রাখা ছিল সে পাত্র সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, পাত্রটা গুঁই সর্পের চর্ম দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এ রুটি সরিয়ে নাও। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আবু দাউদ।

সিরকা সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সিরকা পানও করেছেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন যে, সিরকা খুব উত্তম খাদ্যদ্রব্য। ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেছেন।

তৈল সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অধিক সময় তৈল ব্যবহার করতেন। ইমাম তিরমিজী শামায়েলের মধ্যে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জয়তুনের তৈল আহার্যে এবং দেহে ব্যবহার কর।

জরীরাহ অর্থাৎ এক প্রকার মিশ্রিত আতর ঃ আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্বের সময় এহরাম বাঁধার পূর্বে এবং এহরাম শেষ হওয়ার পরে আমি নিজ হাতে হুজুরের (দ.) দেহ মুবারকে "জরীরাহ" আতর মেখে দিয়েছি। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বোখারী এবং মুসলিম শরীফে।

পাকা এবং তাজা খুরমা সম্পর্কে ঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাফর বলেন যে, আমি হুজুরকে (দ.) কাকুড়ের সাথে পাকা খুরমা আহার করতে দেখেছি[১] এবং নামাজের পূর্বে হুজুর (দ.)-কে ভেজা খুরমা দ্বারা ইফতার করতে দেখেছি। যদি তাজা খুরমা না থাকতো তবে শুষ্ক খুরমা দ্বারা ইফতার করতেন। আর তাও যদি না হত তবে শুধু পানি দ্বারা ইফতার করতেন।[২]

১. বুখারী, মুসলিম।

২. আবু দাউদ।

রায়হান (এক) প্রকার সুগন্ধি ফুল সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তিকে রায়হান পেশ করা হয়, সে যেন তা ফেরৎ না দেয়। কেননা, এতে এহসানের বোঝা হালকা অথচ সুগন্ধ প্রচুর। (আর এই আদেশ সকল সুগন্ধী বস্তুর জন্য প্রযোজ্য।)

শুষ্ক আদা সম্পর্কে ঃ রোমের বাদশা এক পাত্র শুষ্ক আদা হুজুরের মহান দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সকলকে এক টুকরা করে খেতে দিলেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম।

সানা সম্পর্কে ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একজন মহিলা সাহাবীকে সানার জোলাপ নিতে আদেশ করেছেন এবং এরশাদ করেছেন ঃ যদি মৃত্যু থেকে কোনো বস্তু আরোগ্য দেওয়ার হত তবে তা সানা। তিরমিজী এবং এবনে মাজা এই হাদীস সংকলন করেছেন।

সুনুত সম্পর্কে ঃ এই শব্দটির ব্যাপারে অর্থের মতবিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন (চিকিৎসকগণ) এই অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ঘৃতের পাত্রে মধু রাখাকে সুনুত বলে। সানা এবং সুনুতকে একত্রে চাসনি বানাও, এই দুটার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। এবনে মাজা এই হাদীস সংকলন করেছেন।

সফরজল অর্থাৎ আনার ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু জর (রা.)-কে আনার দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, এটি মনকে সতেজ করে এবং বুকের ব্যথা দূরীভূত করে। ইমাম নাসায়ী এই হাদীস সংকলন করেছেন।

মাছ সম্পর্কে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে আমবর নামক মাছের গোশত নিয়ে আহার করেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে যাদুল মাআদের এই বিবরণে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

চোকানদার অর্থাৎ বাটাচিনি ঃ হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বালি এবং বাটাচিনির মিশ্রিত খাদ্যকে তার অবস্থা মোতাবেক খাদ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১]

১. তিরমিযী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

গম সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.)-এর আদত মুবারক ছিল যে, বাড়ীতে কাহারো জ্বর হলে গম দ্বারা ঝোল বানিয়ে পান করাতেন। আর এরশাদ করতেন, এই বস্তুটি মনকে সতেজ করে, তথা কল্বকে শক্তিশালী করে এবং রুগীর মন থেকে কষ্ট দূর করে।[১] হুজুর (দ.) অধিকাংশ সময় এ খাদ্যই গ্রহণ করতেন।

ভুনা গোশত সম্পর্কে ঃ তিরমিজী শরীফের কয়েকটি হাদীসে হুজুর (দ.) এর ভুনা গোশত খাওয়ার বিবরণ রয়েছে।

চর্বি সম্পর্কে ঃ একজন ইহুদী হুজুর (দ.)-কে দাওয়াত করে গমের রুটি এবং চর্বি (যার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসে গেছে) হুজুরের খেদমতে পেশ করেছিল।

সুগন্ধী সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রী এবং সুগন্ধি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মধু সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সকালে মধু পান করবে, সে বড় রকমের রোগ বালা থেকে নিরাপদ থাকবে।[২]

আজওয়াহ সম্পর্কে ঃ মদিনা শরীফের খেজুরসমূহের মধ্যে এক প্রকার খেজুরের নাম আজওয়াহ। হুজুর (দ.)এরশাদ করেছেন, আজওয়াহ জান্নাতের ফল এবং এটা বিষ থেকে আরোগ্য দান করে।[৩]

চন্দন কাঠ সম্পর্কে ঃ এটি দুই প্রকার। এক প্রকারকে কিসত বলা হয়। হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, এটা নিরাময়দানকারী দ্রব্যের মধ্যে অতি উত্তম এবং এটি দ্বারা সিংগা লাগালেও অনেক উপকার হয়। চন্দন কাঠ সম্পর্কে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, এটি ব্যবহারে রাখ, এতে সাতটা আরোগ্যতা রয়েছে এবং অন্যান্য সুগন্ধির মধ্যেও এই জিনিসটিকে মিশ্রিত করা হয়। হুজুর (দ.) চন্দন জ্বালিয়ে খুশবু গ্রহণ করতেন।[৫]

১. ইবনে মাজা।
২. ইবনে মাজা।
৩. নাসায়ী, এব্নে মাজা।
৩. বোখারী, মুসলিম।
৫. তিরমিযী।

কাঁকড়ী অর্থাৎ শশা সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) তাজা খুরমার সাথে শশা আহার করতেন।[১]

কুমাত সম্পর্কে ঃ অনেকে যাকে সর্পের লাঠি বলে। হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, কুমাতের (যা বনি ইসরাঈলদের জন্য নাজেল করা হয়েছিল বিনা মূল্যের এবং অধিক উপকারী) পানি চোখের জন্য উপকারী।

কাবাছ সম্পর্কে ঃ অর্থাৎ পীলুর ফল (যার ডাল দ্বারা দাঁতন তৈরী করা হয়) সাহাবায়ে কেরামগণ একবার জঙ্গলে কাবাছ নিতেছিলেন, তখন হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন যে, কালো রং-এর গুলো নাও, কারণ সেটা বেশী ভাল।

গোশত সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, দুনিয়াবাসী এবং জান্নাতবাসীদের সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে গোশত সবগুলোর সর্দার।[২]

হুজুর (দ.) সম্মুখের পায়ের গোশ্ত ভাল বাসতেন (বোখারী, মুসলিম)। হুজুর (দ.) আরো এরশাদ করেছেন, পৃষ্ঠের গোশ্ত উত্তম হয় (এবনে মাজাহ)। হুজুর (দ.) খরগোশের গোশ্ত গ্রহণ করেছেন এবং বন্য গর্দভের গোশ্ত আহার করতে সাহাবাগণকে অনুমতি দিয়েছেন (বোখারী, মুসলিম)। হুজুর (দ.) শুষ্ক গোশতও আহার করেছেন (তিরমিজি, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ)। হুজুর (দ.) পাখীর গোশ্তও গ্রহণ করেছেন (বোখারী, মুসলিম)।

সুনানের কিতাবসমূহে হুজুর (দ.)-এর ছেরখাবের গোশত আহার করার কথা বর্ণিত রয়েছে। এবং সাহাবাগণ হুজুরের ভ্রমণ সংগী অবস্থায় ফড়িং আহার করেছেন (বোখারী, মুসলিম)।

দুগ্ধ সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) দুগ্ধের প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন, দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোনো বস্তু আমার জানা নাই যা পানাহার উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে (সুনান)। হুজুর (দ.) স্বয়ং দুগ্ধ পান করেছেন এবং পানি আনিয়ে কুলিও করেছেন (বোখারী, মুসলিম)।

পানি সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পানির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন সাইহান, যাইহান, ওয়াচিল, ফোরাতকে জান্নাতের নহর বলে আখ্যায়িত করেছেন (বোখারী, মুসলিম)। বিভিন্ন মুহাক্কীক (দার্শনিক)-গণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেহেতু এইসব নহরের পানির মধ্যে উৎকৃষ্টতার সকল পদার্থই বিদ্যমান। তাই হুজুর (দ.) এইসব পানিকে জান্নাতের পানির সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (এবনে মাজাহ)।

মুশ্ক্ সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, সকল প্রকার সুগন্ধির মধ্যে মুশ্ক সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি (মুসলিম)। হুজুর (দ.) এহরাম বাঁধার পূর্বে ও পরে এই সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

১. বোখারী, মুসলিম। ২. ইবনে মাজাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

লবণ সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে লবণ সবগুলির সর্দার (এবনে মাজাহ)।

চূনা সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) যখন চুল বা লোম পরিষ্কার করার পূর্বে এটা ব্যবহার করতেন তখন প্রথমত ঃ দেহের গোপন অঙ্গে লাগাতেন (এবনে মাজাহ)। (হয়তবা কখনো তা দ্বারা চুল বা লোম পরিষ্কার করেছেন)।

কুল সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর সর্বপ্রথম এই কুল খেয়েছিলেন। (আবু নাঈম কিতাবুত তিব্বে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অরস্ সম্পর্কে ঃ এটি হলদে রং-এর এক প্রকার বিশেষ ঘাস। অরস দ্বারা কাপড় রং করা হয়। হুজুর (দ.) জাতুল যান্‌ব্-এর মধ্যে অরস এবং জয়তুন তেলের প্রশংসা করেছেন। (তিরমিজী)

কদু তরকারী সম্পর্কে ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, বাটি থেকে হুজুর (দ.) লাউ তালাস করে খেয়েছেন। এবং হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন যে, তরকারীর সাথে অধিক পরিমাণে লাউ রান্না করো। কারণ, এতে বিষণ্ন মনে শক্তি আসে।

পানাহার সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.) দুই অবস্থায় বসে আহার গ্রহণ করতেন। ১। উভয় পা খাড়া করে বসতেন, ২। দোজানু হয়ে এমনভাবে বসতেন যে, বাম পায়ের তালু ডান পায়ের পিঠের সাথে মিশে থাকত। এবং তিনি তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। খাবার শেষ করে আঙ্গুলসমূহ চেটে পরিষ্কার করতেন, ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানি পান করতেন। একবার আবুল হাইছাম থেকে বাসী (পুরানো) পানি চেয়েছিলেন এবং হুজুর (দ.)-এর জন্য ছুকইয়া কূপের মিঠা পানি আনা হত। হুজুর (দ.) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন এবং বসে বসে পান করতেন। হুজুর (দ.)-এর নিকট পানি পান করার একটি কাঠের এবং একটি কাঁচের বাটি ছিল।

পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে ঃ হুজুর (দ.)-এর লেবাছ পোশাকের মধ্যে ছিল চাদর, লুঙ্গি, কোর্তা ও পাগড়ী। তিনি সাদা কাপড় খুব ভালবাসতেন, মোখাত্তাত অর্থাৎ ডোরা চাদরও ভালবাসতেন। পাগড়ীর নীচে টুপি ব্যবহার করতেন, কখনো বা শুধু টুপি কখনো বা শুধু পাগড়ী ব্যবহার করতেন। শামলাহ অর্থাৎ কখনো কারুখচিত প্রান্তরেখ পাগড়ী বাঁধতেন। আবার অনেক সময় শামলাহ ছাড়াই পাগড়ী বাঁধতেন। এবং সময় সময় কাবাও পরিধান করতেন। হুজুর (দ.)-এর চাদর মোবারকের দৈর্ঘ্য ছয় হাত এবং প্রস্থ সাড়ে তিন হাত ছিল। লুঙ্গির দৈর্ঘ্য সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থ আড়াই হাত ছিল। তিনি বুটাদার (ফুল করা) ও সাদা উভয় প্রকারের চাদর পরিধান করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। কালো কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। রোম দেশের বাদশাহ একটি পোস্তীন (পালকযুক্ত পরিধেয়, যার মধ্যে

রেশমের আঁচল করা ছিল) পাঠিয়েছিলেন; হুজুর (দ.) তাও ব্যবহার করেছেন। হুজুর (দ.) পায়জামা ক্রয় করে ব্যবহার করেছিলেন বলে এক হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়। হুজুরের (দ.) নিকটে দুইখানি চাদর ছিল, তন্মধ্যে একখানি সবুজ এবং একখানি কালো রং এর। খিস অর্থাৎ চট ছিল, একখান ছিল লাল ডোরাবিশিষ্ট আর একখানা ছিল পশমের কম্বল। কোর্তা ছিল সুতীর আর তার প্রান্ত ও আস্তিন লম্বা ছিল না। হুজুর (দ.) কাতান (এক প্রকার সুক্ষ্ম কাপড়) এবং সুক্ত (পশম রেশম প্রভৃতি) ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সুতার কাপড়ই ব্যবহার করেছেন। অধিক মূল্যের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। হুজুর (দ.)-এর বালিশ ছিল চামড়ার যার অভ্যন্তরে ছিল খুরমা গাছের বাকল ও খোষা। হুজুর (দ.) কখনো বিছানায় বিশ্রাম করতেন, কখনো চামড়ার উপরে, কখনো চাটাইর উপর, কখনো মাটির উপর, কখনো চৌকির উপর, কখনো কালো কম্বলের উপর।

হুজুরের (দ.) একটি চামড়ার বিছানাও ছিল, যার মধ্যে খুরমার বাকল ভরা ছিল। হুজুর (দ.) জুতা মোজা ব্যবহার করতেন।

মরকুবাত ঃ মরকুবাত অর্থাৎ হুজুর (দ.) যে সমস্ত জন্তুর উপর আরোহণ করতেন। হুজুরের (দ.) সাতটি ঘোড়া ছিল, যাদের নাম নিম্নরূপঃ ১। সুবুক, ২। মুরতাষিষ, ৩। লাহীফ, ৪। লাজ্জাজ, ৫। জরব, ৬। সারহা, ৭। ওয়ারছ। খচ্চর ছিল পাঁচটা ঃ (১) দুলদুল – এটা মিশরের বাদশা পাঠিয়েছিলেন, (২) ফাজাহ–জুযাম গোত্রের ফরদাহ নামক এক ব্যক্তি পাঠিয়েছিল, (৩) একটা সাদা খচ্চর যা ইলইয়ার গভর্নর পাঠিয়েছিল, (৪) চতুর্থটি দোমাতুল জুন্‌দুবের গভর্নর পাঠিয়েছিলেন আর (৫) পঞ্চমটি নাজ্জাশীর বাদশাহ পাঠিয়েছিলেন। এবং লম্বা কানবিশিষ্ট গাধাও তিনটি ছিলঃ (১) আফির–যা মিশরের বাদশাহ পাঠিয়েছিলেন, (২) দ্বিতীয়টি ফরদাহ পাঠিয়েছিল, (৩) তৃতীয়টি হযরত সা'দ এবনে ওবাদাহ পাঠিয়েছিলেন। আর দুইটি বা তিনটি উট ছিল ঃ (১) কছওয়ী, (২) আয্‌বা, (৩) জিয্‌আ– অনেকে এই দুইটিকে একই উট বলেছে, তবে নাম দুইটি। এবং দুধ দেয় এমন পঁয়তাল্লিশটি উট ছিল আর একশত বকরী ছিল– এর চেয়ে বেশী হতে দিতেন না। কোনো বকরী বাচ্চা দিলেই অপর একটি জবেহ করে দিতেন (যাদুল মা'য়াদ)।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

হুজুরের (দ.) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবায়ে কেরাম ও খাদেমবৃন্দ

স্ত্রীগণ

হুজুর (দ.) সর্বপ্রথম হযরত খাদিজাকে বিবাহ করেন। তখন হুজুর (দ.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর, আর হযরত খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। ছেলে মেয়েদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইব্রাহীম ব্যতীত সকলেই হযরত খাদিজার গর্ভজাত। হযরত ইব্রাহীম মারিয়া কিব্‌তিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে হযরত খাদিজার ইন্তিকাল হয়।

হযরত খাদিজার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই হযরত সওদা বিনতে যাম'আর সাথে (যিনি কোরাইশ বংশীয় ছিলেন) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর কিছুদিন পরেই হযরত আয়েশাকে বিবাহ করেন। ঐ সময় হযরত আয়েশার বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল এবং হিজরতের পূর্বের বছর পিত্রালয় থেকে বিদায় হয়ে হুজুরে পাকের (দ.) গৃহে আসেন। হুজুর (দ.)-এর সকল স্ত্রীদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আয়েশাই কুমারী ছিলেন। অতঃপর হযরত ওমরের (রা.) কন্যা হযরত হাফছাকে বিয়ে করেন। অতঃপর হযরত জয়নাব বিন্‌তে খোযাইমাকে বিয়ে করেন। তিনি বিবাহের মাত্র দুই মাস পরেই ইন্তিকাল করেন। অতঃপর হযরত উম্মে ছালমার সাথে বিবাহ হয়। হুজুরের (দ.) সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে হযরত উম্মে ছালমাই সকলের পরে ইন্তিকাল করেন। এরপর হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। তিনি হুজুরের (দ.) ফুফাত বোন ছিলেন এবং হুজুরের (দ.) ইন্তিকালের পর হুজুরের (দ.) স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁরই ইন্তিকাল হয়। আর বনি মোস্তালিকের জেহাদের সময় হযরত যোওয়াইরিয়ার সাথে বিবাহ হয়, তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে আজাদ করে হুজুর (দ.) বিয়ে করেছিলেন। অতঃপর হযরত উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন–যখন তিনি হিজরত করে হাবশাতে চলে গিয়েছিলেন। হুজুর (দ.) ৪র্থ হিজরীতে কোনো একজন উকিলের মাধ্যমে তাঁকে বিয়ে করেন।

নাজ্জাশীর বাদশাহ এই বিবাহের মোহরানা স্বরূপ তাঁকে চারশত দিনার হুজুরের (দ.) পক্ষ থেকে প্রদান করেছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধকালীন সময়ে হযরত ছফিয়ার সাথে বিবাহ হয়। হযরত ছফিয়াও এই যুদ্ধের কয়েদী হিসাবে হুজুরের খেদমতে উপস্থাপিত হয়েছিলেন, পরে আজাদ করে হুজুর তাঁকেও বিয়ে করেন। হযরত মায়মুনার সাথে উমরাতুল কাজা অর্থাৎ কাজা উমরা আদায় করার সময় বিবাহ হয়। এই সর্বমোট এগারজন স্ত্রী যাঁদের মধ্যে দুইজন হুজুরের (দ.) জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করে গেছেন, আর বাকী নয় জন হুজুরের ইন্তিকালের সময় জীবিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিয়ের বর্ণনাও পাওয়া যায় তবে তার মধ্যে মতভেদ আছে।

বাঁদী

হযরত মারিয়া'–যার গর্ভ থেকে হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত রাইহানা, হযরত জামিলা, আরো একজন, যাকে হযরত জয়নাব উপহার দিয়েছিলেন।

সন্তান-সন্ততি

পুত্র কাসেম। তার নামানুসারে হুজুরের কুনিয়াত (পদবীযুক্ত নাম) আবুল কাসেম ছিল, বাল্যকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর কন্যা হযরত জয়নব জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে জয়নবকে কাসেমের চেয়ে বড় বলেছেন। অতঃপর হযরত রোকাইয়া এবং তারপর হযরত উম্মে কুলসুম। অতঃপর হযরত ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনের মধ্যে বড় কে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর পুত্র আব্দুল্লাহর জন্ম হয়, তায়্যেব এবং তাহের তাঁরই লকব। গ্রহণযোগ্য বর্ণনানুযায়ী আব্দুল্লাহ হুজুরের (দ.) নবুওয়ত লাভের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিও শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। এরা সকলেই হযরত খাদিজার গর্ভ থেকে জন্ম লাভ করেন। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে হযরত ইব্রাহীম মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং দুগ্ধপান অবস্থায় মারা যান। হুজুরের (দ.) ইন্তিকালের সময় শুধুমাত্র ফাতেমাই জীবিত ছিলেন। পুত্র সন্তানদের সকলেই হুজুরের জীবনকালেই ইন্তেকাল করেন।

হুজুরের (দ.) পিতৃব্যগণ

১। হযরত হামজা (রা.), ২। হযরত আব্বাস (রা.), ৩। আবু তালেব, ৪। আবু লাহাব, ৫। যোবায়ের, ৬। আব্দুল কা'বা, ৭। হারেছ, ৮। মোকাওয়েম, কেহ কেহ এই দু'জনকে একই ব্যক্তি বলেছেন, ৯। দরার,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

১০। কুছুম, ১১। মুগিরা, ১২। ঈদাক–এই দু'জনকেও কেহ কেহ একজন বলেছেন। এই মতভেদ মতে দশজন বা বারজন হুজুরের (দ.) চাচা ছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র দু'জন হযরত হামজা (রা.) ও আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনাকারী আরো চাচাদের নাম লিখেছেন।

ফুফু

১। হযরত ছফিয়া, ইনি মুসলমান হয়েছিলেন, ২। আতেকা, ৩। তাইরদি, এই দুইজনের ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, ৪। বারাহ, ৫। উমাইমা, ৬। উম্মে হাকিম।

গোলাম ও বাঁদী

১। হযরত যায়েদ এব্নে হারেছ, ২। আসলাম, ৩। আবু রাফে, ৪। ছাওবান, ৫। আবু কাবশা, ৬। সলীম, ৭। শাকরান, ৮। রাবাখ, ৯। ইয়াছার, ১০। মুদগাম, ১১। কারকারা, ১২। আনযাশা, ১৩। ছফিনা, ১৪। উনাইছ, ১৫। উবায়দাহ, ১৬। তাহ্মান, ১৭। কাইছান, ১৮। আকলাহ, ১৯। জাকওয়ান, ২০। মেহরান, ২১। মরদান–কেহ কেহ এই শেষ পাঁচজনের নাম একই বলেছেন, ২২। হোনাইন, ২৩। সন্দর, ২৪। ফাজালাহ, ২৫। মাবুর, ২৬। ওয়াকেদ, ২৭। আবু ওয়াকেদ, ২৮। কাচ্ছাম, ২৯। আবু আছীব, ৩০। আবু মোবাইয়া – এসব গোলামদের নাম। আর বাঁদী ছিল ১। ছালমা, ২। উম্মে রাফে, ৩। মায়মুনা বিনতে সা'দ, ৪। খোজায়রা, ৫। বেজওয়ী, ৬। রীশ্হা, ৭। উম্মে জমীর, ৮। মায়মুনা বিনতে আবি আছীব, ৯। মারিয়া, ১০। রাইহানা।

হুজুরের (দ.) গৃহের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ

অধিকাংশ কাজকর্ম–১। হযরত আনাস (রা.)-এর দায়িত্বে ছিল; হযরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসউদের দায়িত্বে ছিল হুজুরের (দ.) জুতা মোবারক ও মিছওয়াক; ৩। হযরত উক্বা এবনে আ'মের যুহানী ছফরের সময় হুজুরের (দ.) খচ্চরের সাথে সাথে থাকতেন; ৪। আছলাহ এবনে শরীফ উট পরিচালনা করতেন; ৫। হযরত বিলাল আজান দেয়া ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষক ছিলেন, ৬। সা'আদ; ৭। হযরত আবুযর গেফারী, আইমান এবনে উবায়েদ– এঁদের দায়িত্বে ছিল অজুর পানি ও এছতেনযার ব্যবস্থাপনা এবং এঁদের মাতা উম্মে আইমান, মু'আইকিব তাঁর নিকট হুজুরের আংটি থাকত। হুজুরের (দ.) মোয়াজ্জিন ছিল চারজন। মদিনা শরীফে ছিলেন দুইজন, হযরত বিলাল এবং হযরত এবনে উম্মে মকতুম, একজন ছিলেন কুবাতে তাঁর নাম সা'আদ আল্ কারত্ এবং হযরত আবু মাহজুরা ছিলেন পবিত্র মক্কাতে।

প্রহরীবৃন্দ

১। হযরত সা'আদ এবনে মা'আজ বদরের যুদ্ধের সময় হুজুরের তাঁবু পাহারা দিয়েছেন।

২। হযরত মোহাম্মদ এবনে মাছলামা ওহুদের যুদ্ধের সময়।

৩। হযরত যোবায়ের এবনে আওয়াম খন্দকের যুদ্ধের সময় এবং আব্বাদ বাশারও বিভিন্ন সময় এ দায়িত্ব পালন করেছেন; কিন্তু যখন والله يعصمك من الناس এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন হুজুর (স.) প্রহরা স্থগিত করে দিয়েছেন।

ওহী লিপিবদ্ধকারীগণ

১। হযরত আবুবকর (রা.), ২। হযরত ওমর (রা.), ৩। হযরত ওছমান (রা.), ৪। হযরত আলী (রা.), ৫। হযরত যোবায়ের (রা.), ৬। হযরত আমের ইব্নে ফোহাইরা (রা.), ৭। হযরত আমর এবনুল আ'স, ৮। হযরত উবাই এবনে কা'ব, ৯। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আরকাম, ১০। হযরত ছাবেত এবনে কাইছ এবনে শাম্মাস, ১১। হযরত হানযালা এবনে রাবি আস্দি, ১২। হযরত মুগীরা এবনে শো'বা, ১৩। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে রাওয়াহা, ১৪। হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ, ১৫। হযরত খালেদ এবনে সাঈদ এবনুল আ'স, ১৬। হযরত মোয়াবিয়া এব্নে আবি ছুফিয়ান, ১৭। হযরত জায়েদ এবনে ছাবেত –ইনি অধিকাংশ কাজ করতেন।

জল্লাদ

১। হযরত আলী, ২। হযরত যোবায়ের এবনে আওয়াম, ৩। হযরত মিকদাদ এবনে আম্র, ৪। হযরত মোহাম্মদ এবনে মাছলামা, ৫। হযরত আ'ছেম এবনে ছাবেত সাক্ষাক এবনে ছুফিয়ান।

কবি ও বক্তা

অর্থাৎ ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে যাঁরা কাব্য রচনা করতেন এবং বক্তৃতা করতেন।

হযরত কা'ব এবনে মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ এবনে রাওয়াহা, হযরত হাচ্ছান এবনে ছাবেত– এরা সকলে কবি ছিলেন এবং খতীব ছিলেন–হযরত ছাবেত, কায়েছ, সাম্মাছ।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবী (দ.)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত ও নেয়ামতসমূহ

হুজুর (দ.)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর প্রতি এবং উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামত ও রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যদিও এই ঘটনাটি স্বভাবগত কারণেও অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক। এমনি দুঃখজনক ঘটনার কোনো দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি আর পরেও হবে না। তবুও যেহেতু প্রিয়নবী (দ.) ছিলেন রাহ্‌মাতুল্‌লিল আলামিন। তাই তাঁর ইন্তিকালের মাধ্যমেও আল্লাহ্‌পাকের রহমতের প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত, আর আল্লাহ্‌র রহমত নাজিল হওয়ার কেন্দ্রও তিনিই। ইন্তিকাল তাঁর জন্যও এক বিরাট নিয়ামত। এই কথার প্রমাণ হিসাবে নিম্নে কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

১ম হাদীস

হযরত যাবের (রা.) থেকে ইমাম তাবারানী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ অবতীর্ণ করা হয়েছে–তখন প্রিয়নবী (দ.) হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমাকে কি আমার মৃত্যু সংবাদ পরোক্ষভাবে শুনানো হচ্ছে? হযরত জিব্রাইল (আঃ) জবাব দিলেন, এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ পরকাল আপনার জন্য ইহকাল থেকে অনেক উত্তম।

ফায়দা ঃ এখানে একথাই এরশাদ হয়েছে যে, পরকালীন জীবনের দিকে প্রত্যাগমন আপনার জন্যে অধিক লাভজনক। কারণ, সেখানে আল্লাহ্‌পাকের অতি সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ হবে, আনন্দ ও সুখ লাভ হবে পরিপূর্ণভাবে এবং স্বীয় পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

২য় হাদীস

ইমাম বোখারী এবং মুসলিম (র.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। হুজুর (দ.) (যে অসুখে ইন্তিকাল করেছেন)-এর অসুস্থতার সময় মিম্বরে উপবেশন করে এরশাদ করলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সামগ্রিক শোভা-সৌন্দর্য ও তাঁর নৈকট্যের সকল সুখ সম্পদের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন আর আল্লাহর সেই বান্দা আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যের সুখ সম্পদকেই অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এই কথা শ্রবণ করে হযরত আবুবকর (রা.) কান্না শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, উল্লেখিত বান্দা যে হুজুর (দ.) নিজেই ছিলেন, আমরা তা উপলব্ধি করি, হযরত আবুবকর সর্বপ্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেন।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, হুজুর (দ.) আখেরাতের জীবনকেই পছন্দ করেছেন। বলাবাহুল্য, দুনিয়া থেকে আখেরাত যে অতি উত্তম–হুজুরের (দ.) এই নির্বাচন দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়।

৩য় হাদীস

ইমাম বোখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এই হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয় নবী (দ.) বলে থাকতেন যে, প্রত্যেক নবীগণকে তাঁদের অসুস্থতার সময় দুনিয়ার জীবন অথবা আখেরাতে প্রত্যাগমন সম্পর্কে এখতিয়ার দেয়া হয় এবং হুজুর (দ.)-এর মৃত্যুরোগের সময় কাশি হয়েছিল, আর হুজুর (দ.) এরকম বলতেন যে,

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ -

অর্থাৎ এমন সব লোকদের সাথে আমি থাকতে চাই যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন– যেমন নবী ছিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হুজুরকে (দ.) এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল আর তিনি পরকালকে এখতিয়ার করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৪র্থ হাদীস

ইমাম বোখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) সুস্থ থাকাবস্থায় এরশাদ করতেন যে, নবীর মৃত্যু হয় তাঁকে তাঁর বাসস্থান জান্নাত দেখিয়ে দিয়ে। অতঃপর এখতিয়ার দেওয়া হয়। যখন হুজুরের (দ.) অসুস্থতা অতিমাত্রায় বেড়ে গেল, তখন তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এরশাদ করতেন যে, অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى। হে আল্লাহ্! ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুকে এখতিয়ার করছি। এবনে হাব্বানের বর্ণনা অনুযায়ী رَفِيْقَ الْاَعْلٰى "ঊর্ধ্বলোকের বন্ধু এরপর হযরত জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফীল (আ.)-এর নামও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এইসব ফেরেস্তাগণের বন্ধুত্ব গ্রহণ করি।

ফায়দা ঃ পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের ন্যায় এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর মাধ্যমে হুজুর বড় বড় ফেরেস্তাগণের বন্ধুত্ব লাভে আরো উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছলেন।

৫ম হাদীস

ইমাম আবদুর রাজ্জাক হযরত তাউছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, আমাকে দু'টি বিষয়ের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে– একটা হলো আমি দুনিয়াতে এতদিন জীবিত থাকি–যেন আমি আমার উম্মতদের বিজয়সমূহ দেখে যেতে পারি; অপরটি হলো আখেরাতের দিকে অতিসত্ত্বর প্রত্যাগমন করি। অতঃপর আমি আখেরাতের দিকে অতিসত্ত্বর চলে যাওয়াই পছন্দ করলাম।

ফায়দা ঃ উপরের হাদীস হতে এই হাদীসটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় অধিক সুস্পষ্ট।

৬ষ্ঠ হাদীস

বায়হাকীর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, যমদূত হুজুরের (দ.) দরবারে এসে সবিনয় আরজ করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনার অনুমতি পাই তবে আপনার প্রাণ ঊর্ধ্বলোকে আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে দেই, আর যদি আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে আপনার জান কবজ করা থেকে বিরত থাকি। আমাকে

আপনার অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। হুজুর (দ.) দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে রইলেন। হযরত জিব্রাঈল আরজ করলেন ঃ হে মোহাম্মদ (দ.)। আল্লাহ্পাক আপনার সাক্ষাতে আগ্রহী। অতঃপর হুজুর (দ.) যমদূতকে রূহ কবজের জন্যে অনুমতি দান করলেন। ইমাম বায়হাকী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অর্থাৎ আল্লাহ্পাক আপনার সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করেছেন এজন্য যে, আপনার ইহকালীন জীবন থেকে পরকালীন জীবনে আল্লাহ্পাকের অধিক নৈকট্য লাভ হবে– তাই আখেরাতই উত্তম।

৭ম হাদীস

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে আইমান (রা.) একদিন হুজুর (দ.)-কে স্মরণ করে কাঁদছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি একথা জানা নাই যে, প্রিয় নবীর জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত অনেক উত্তম। উম্মে আইমান একথা স্বীকার করে কান্নার কারণ ব্যক্ত করলেন যে, এখনতো আসমান থেকে আল্লাহ্র ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এই কথা শ্রবণ করে উভয় খলিফাই কাঁদতে লাগলেন।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা তিনজন সাহাবীর মতৈক্যে একথা প্রমাণিত হলো যে, আখেরাত হুজুরের জন্য দুনিয়া থেকে উত্তম।

৮ম হাদীস

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু মুছা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, যখন আল্লাহ্পাক কোনো উম্মতের প্রতি রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করেন, তখন সেই উম্মতের পয়গাম্বরকে উম্মতের পূর্বে মৃত্যু দান করেন। এবং সেই পয়গাম্বরকে স্বীয় উম্মতের দলপতি হিসাবে উম্মতের পূর্বেই প্রেরণ করা হয়। আর যখন কোনো উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন ঐ পয়গাম্বরের জীবদ্দশায়ই উম্মতকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পয়গাম্বর তাঁদের ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে অবলোকন করতে থাকেন–আর এতে তিনি শাস্তি ভোগ করেন। কারণ, ঐ উম্মতগণ স্বীয় পয়গাম্বরকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এই হাদীস দ্বারা হুজুরের (দ.) মৃত্যু উম্মতের জন্য কল্যাণ ও শুভ বলে প্রমাণিত হলো।

৯ম হাদীস

হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এতে হুজুর (দ.) ঐ সমস্ত লোকদের সওয়াব বর্ণনা করেছিলেন–যাদের শিশু-সন্তান বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই হাদীসে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন ঃ যাদের কোনো পুত্রসন্তান এমনি অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়? প্রিয়নবী (দ.) জবাব দিলেন ঃ আমার উম্মতের জন্য আমি তাদের পূর্বে যাচ্ছি। কারণ, তাদের জন্য আমার মৃত্যুতুল্য আর কোনো বিপদ হবে না।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো, হুজুরের (দ.) মৃত্যুতে উম্মতের যে বিপদ হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

১০ম হাদীস

এবনে মা'জা শরীফে সংকলিত এক হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ আসে, সে যেন আমার (মৃত্যুর ঘটনা) বিপদ স্মরণ করে সান্ত্বনা গ্রহণ করে।

ফায়দা ঃ এই হাদীসে সওয়াব ব্যতীত আরও একটা হিকমত প্রমাণিত হলো– আর তা হলো সান্ত্বনা।

১১শ হাদীস

কায়েস এবনে সা'আদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হাইরা নামক স্থানে একজন ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে তাঁর অনুগতদেরকে সিজদা করতে দেখলাম এবং হুজুরের (দ.) সমীপে হাযির হয়ে আরজ করলাম যে, আপনার সম্মুখে সেজদা দেওয়া তো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। হুজুর (দ.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তাকেও সিজদা করবে? কায়েস (রা.) জবাব দিলেন ঃ না। অতঃপর হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ তাহলে আমার জীবিত অবস্থায়ও সেজদা করো না।[১]

১. আবু দাউদ।

ফায়দা ঃ হুজুরের (দ.) সাহাবীকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তার নিকট থেকে এই কথার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা যে, সেজদা পাওয়ার উপযোগী সেই মহান সত্তা যিনি চিরঞ্জীব। বলাবাহুল্য, এই গুণ একমাত্র আল্লাহ্পাকেরই বৈশিষ্ট্য।

এই হাদীস দ্বারা আরো একটি হিকমত জানা গেল যে, প্রিয়নবী (দ.) যদি সর্বদা প্রকাশ্যে জীবিত থাকতেন, তাহলে অনেক মুর্খ লোক তাঁকে খোদা বলে সন্দেহ করে বসত। সুতরাং হুজুরের মৃত্যুর কারণে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটল, আর তিনি যে খোদা নন তার উপরও সন্দেহের অবকাশ রইল না।

১২শ হাদীস

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেনঃ আমি আমার মৃত্যুর পর আমার সাহাবাদের মতানৈক্য সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের নিকট আরজ করলাম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ হে মোহাম্মদ (দ.)! আপনার সাহাবাগণ আমার নিকট তারকারাজির ন্যায়, যদিও একটি তারকা অন্যটি থেকে অধিকতর আলোকসম্পন্ন হয়, তবে আলো সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে। যে ব্যক্তি আপনার সাহাবাগণের যে কোনো একটি অভিমত গ্রহণ করবে সে আমার নিকট হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

ফায়দা ঃ শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার কোনো কোনো সূত্রের মধ্যে যে পার্থক্য এবং তফাৎ রয়েছে, তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ আনুষঙ্গিক ইজতিহাদী বিষয়ে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দলিল প্রমাণের উপর আমল করা, আর এটিই রমহত এবং এর মধ্যে উম্মতের জন্য রয়েছে একটা সহজতর পন্থা।

বলাবাহুল্য, এই মতভেদ ইজতিহাদের উপরই নির্ভরশীল। আর যদি হুজুর (দ.) সর্বদা জীবিত থাকতেন, তাহলে প্রত্যেক ঘটনা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দলিল দ্বারাই প্রমাণিত হত, এমন অবস্থায় ইজতিহাদের সুযোগ থাকত না।

অতএব, প্রথম সাতটি হাদীসে হুজুর (দ.)-এর দৃষ্টি যে পরকালীন জিন্দেগীর নেয়ামতের প্রতি নিবদ্ধ– সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর পরের পাঁচটি হাদীস উম্মতের জন্য রহমত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত। কিন্তু এর অর্থ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এই নয় যে, হুজুরের (দ.) মৃত্যু কোনোক্রমেই মুছিবত নয়। প্রথমতঃ, ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে মুছিবতও একটা পৃথক হিকমত বলে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাহাবায়ে কেরাম (আম্বিয়াদের পরেই যাঁদের মর্যাদা) তাঁদের থেকে বিভিন্নভাবে অনেক দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সাহাবাগণ তো মানুষ, ফেরেশতাদের থেকেও দুঃখ করা এবং কান্নার কথা প্রমাণিত আছে।

সুতরাং ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.)-এর অন্তিম সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন ঃ هٰذَا اٰخِرُ مَوْطِئِىْ مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ এটিই পৃথিবীতে আমার শেষ আগমন। অর্থাৎ ওহী নিয়ে পৃথিবীতে আর আসা হবে না। হযরত জিব্রাইলের (আঃ) এই কথার মধ্যে দুঃখের আভাস পাওয়া যায়।

আবু নাঈম হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন হুজুরের (দ.) রূহ কবজ করা হয় তখন আজরাঈল (আঃ) কাঁদতে কাঁদতে আসমানের দিকে গমন করলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ আমি আসমানের দিক থেকে হায় মোহাম্মদ। এই শব্দ দ্বারা ক্রন্দন শ্রবণ করেছি। এখানে হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর কান্নার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং আবিদ্‌দুনিয়া হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত খিজির (আঃ) শোক প্রকাশের জন্য সাহাবাদের নিকট এসেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। হযরত খিজির (আঃ) যদি পয়গাম্বর হয়ে থাকেন, আর আহলে হকদের মতে পয়গাম্বরগণ ফেরেশতাগণের চেয়েও মর্যাদাবান, এক্ষেত্রে তাঁর কান্না ফেরেশতাদের কান্না থেকেও বেশী বিস্ময়কর। এই ঘটনা দ্বারা হুজুরের (দ.) মৃত্যু যে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩য় হাদীসে স্পষ্টতই মুছিবতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র.) আবু মূসা আসআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আমি আমার সাহাবাদের জন্যে নিরাপত্তাস্বরূপ, যখন আমি এই দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন অনাগত ভবিষ্যতে বিপদাপদ (ফেতনা, যুদ্ধবিগ্রহ) তাদের উপরে আসতে থাকবে এবং ৭ম হাদীস যা উম্মে আয়মান থেকে বর্ণিত যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে, যা শ্রবণ করে

হযরত আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন, এই তিনটি ঘটনাই বিপদ হওয়ার জন্য বাস্তব প্রমাণ। আর একই ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিশ্লেষণের অধিকারী হওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়।

হুজুরের (দ.) মৃত্যুর ঘটনা

হুজুর (দ.) হযরত মায়মুনার (রা.) ঘরে প্রথম অসুস্থ হন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীগণের মতে যয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে, আবার কেউ কেউ বলেন, রাইহানার ঘরে (হুজুরের একজন বান্দী); এবং সোমবার থেকে এই অসুস্থতা শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন, শনিবার আবার কেউ বুধবারের কথাও বলেছেন। অসুস্থ অবস্থার সর্বমোট সময় কারো মতে তেরদিন, কারো মতে চৌদ্দদিন, কারো মতে বারদিন আর কারো মতে দশ দিন। গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার মতে এই মতবিরোধের মাঝে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, অসুস্থতার প্রাথমিক অবস্থা হালকা মনে করে অনেকে গণনা করেননি; আর অনেকে গণনা করেছেন। প্রথমে মাথা ব্যথা থেকেই রোগের উৎপত্তি হয়, সাথে সাথে জ্বর হলো এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় ইহুদীগণ হুজুর (দ.)-কে দাওয়াত করে গোপনে খাদ্যদ্রব্যের সাথে বিষ প্রয়োগ করেছিল। হুজুর (দ.) উক্ত খাদ্যের সামান্য পরিমাণ আহার করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে জানতে পারলেন যে, এতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই অনতিবিলম্বে তিনি সেই খাবার বর্জন করলেন। হুজুর (দ.) এই অসুস্থতার সময় একথাও এরশাদ করেছেন যে, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া সর্বদাই অনুভূত হত। কিন্তু এই সময় সেই বিষ তার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া করেছে। তাহলে বুঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বিষ প্রয়োগের কারণে শাহাদাত লাভ করেছেন। তাই হযরত এবনে মাসউদ (রা.) সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের একটি দল এই অভিমতই পোষণ করেন এবং বিভিন্ন দুর্বল সূত্র থেকে জানা যায়, হুজুরের রোগ পাঁজরের ব্যথা থেকে শুরু হয়। পাশাপাশি অন্য একটি বিবরণও উল্লেখিত হয়েছে। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এরশাদও এই অভিমতের সমর্থনে পেশ করা যায়। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দু'টি বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, পাঁজরের ব্যথা দুটি রোগের উপর প্রযোজ্য। প্রথমতঃ গরমের কারণে যে ব্যথা হয়; দ্বিতীয়তঃ পাঁজরের মধ্যে বাতাস রুদ্ধ হওয়ার কারণে যে ব্যথা হয়। অতএব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর পাঁজরের ব্যথা হল এবং এই ব্যথা খুব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কঠিন হয়ে উঠল। আর হুজুরের অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন হযরত আবু বকরকে (রা.) নামাজ পড়াবার জন্যে আদেশ করলেন এবং তিনি সতের ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করলেন। এবং এরই মধ্যে হুজুর আকরাম এক ওয়াক্ত খুব কষ্ট সহ্য করে বসে বসে নামাজ পড়ালেন। আর একদিন সাহাবাদের কান্নাকাটার কথা শ্রবণ করে মসজিদে আগমন করলেন এবং মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় সাহাবাগণকে উপদেশ ও নছিহত করলেন। ওয়াহিদী (র.) হযরত এবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (দ.) মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে হযরত আয়েশার (রা.) গৃহে একত্রিত করে অচিরেই আখেরাতের ছফর করবেন বলে এরশাদ করলেন। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আপনার মৃত্যুর পর কে আপনাকে গোসল দিবে? এরশাদ করলেন ঃ আমার পরিবারের লোকেরা। পুনঃ আরজ করলাম, আপনাকে কোন্ কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হবে? জবাব দিলেন ঃ আমার এই সমস্ত কাপড় দ্বারাই (হুজুরের লেবাছ ছিল চাদর, পায়জামা এবং কোর্তা) আর যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে মিশরের সাদা কাপড় দ্বারা অথবা ইয়ামনী চাদর দ্বারা। আমরা পুনরায় প্রশ্ন করলাম ঃ আপনার জানাজা কারা পড়বে? এরশাদ করলেন ঃ যখন গোসল ও কাফন পরানো শেষ হবে, তখন আমার জানাযা কবরের পাশে রেখে তোমরা একটু দূরে চলে যেও। প্রথমে ফেরেস্তারা এসে নামাজ পড়বেন। অতঃপর তোমরা বিভিন্ন শ্রেণী হয়ে আসতে থাকবে এবং জানাযার নামাজ পড়তে থাকবে এবং প্রথমে আহলে বাইতের পুরুষগণ নামাজ পড়বে অতঃপর স্ত্রীলোকগণ। অতঃপর তোমরা এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা। আরজ করলাম ঃ আপনাকে কবরে কে রাখবে? এরশাদ করলেন ঃ আমার আহলে বাইত এবং তাঁদের সাথে ফেরেশতাগণও থাকবেন। তাবারানী (র.)ও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে এই হাদীসটির সূত্র খুবই দুর্বল।

একদিন যখন হযরত আবুবকর (রা.) নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তখন হুজুর (দ.) গৃহদ্বারের পর্দা সরিয়ে সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসলেন। ছাহাবাগণ ভাবলেন, হয়ত হুজুর (দ.) তাশরিফ আনবেন। তখন সাহাবাদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। নামাজের মধ্যেই পেরেশানীর উপক্রম হয়ে গেল। আর হযরত আবু বকর (রা.) ইমামতি থেকে পিছনে ফিরে আসার ভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু হুজুর (দ.) হস্ত মোবারকের

ইশারা দ্বারা বুঝালেন যে, নামাজ শেষ কর। অতঃপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। আর এটিই ছিল হুজুর (দ.)-এর শেষ যিয়ারত। মৃত্যুর পূর্বক্ষণের আরোও কতিপয় ঘটনা পূর্বোল্লেখিত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয়নবীর (দ.) তিরোধান

হিজরতের দশম বৎসরের মাহে রবিউল আউয়ালের প্রথমভাগে সোমবার দিন দুপুরের পূর্বে অথবা পরে প্রিয়নবী (দ.) এই দুনিয়া থেকে তাশরিফ নিয়ে যান। ভয়ভীতি, বিস্ময়, বিপদানুভূতি এবং শোকাহত হওয়ার কারণে অনেকে হুজুরের (দ.) মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেনি। অনেকে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন। প্রিয়নবী (দ.)-এর গোসল কাফন এবং জানাজার নামাজ প্রভৃতির নিয়ম-কানুন অনেকেরই অজানা ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য মৃতদের নিয়ম কানুন যে প্রযোজ্য হবে না, একথা সর্বজনবিদিত। আর প্রিয়নবী (দ.)-এর যে বিশেষ ব্যবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আর হুজুরের (দ.) জানাজা বা দাফন-কাফন সম্পর্কে শরীয়তের বিধান এইজন্য প্রকাশিত হয়নি যে, সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য হুকুম আহকাম সম্পর্কে যেভাবে হুজুর (দ.) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, এ ব্যাপারে তো জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়নি। মন কি করে এই কথাটি মেনে নেবে? এই শব্দটি কিভাবে মানুষ উচ্চারণ করবে?

তবুও কয়েকজন সুদৃঢ় অন্তরের অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর কোনো কোনো বিষয় সেই মুহূর্তে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে তাঁদের অন্তরে এল্হাম হয়েছে। মোদ্দাকথা এই যে, এসব বিষয়ে সকলের জ্ঞান ছিল না। অতঃপর ভবিষ্যতে ইসলামের হেফাজতের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল একজনকে খলিফা নির্বাচিত করে সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁকে কেন্দ্র করে সকলে একত্রিত হওয়া। এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সুসম্পন্ন করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হলো। অতঃপর জানাজার নামাজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আদায় করা হলো, কারণ তাতে জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে আর এতে অধিক সময় ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দেহমোবারকে কোন প্রকার পরিবর্তনের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

আশংকা ছিল না, এজন্যে সকলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জানাজা পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ সমস্ত কার্যাবলীর কারণে স্বাভাবিকভাবেই দাফনকার্য বিলম্বিত হলো। সুতরাং সেই দিন সোমবার এবং পরেরদিন মঙ্গলবার পার হয়ে বুধবার রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে মঙ্গলবার দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। ৩য় এক বর্ণনায় বুধবার দিনের কোনো এক সময়ে জানাজা সমাধা হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত বর্ণনা প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী গৃহীত হবে। কেননা, আরবী হিসাব অনুযায়ী রাতকে প্রথমে গণনা করা হয় আর এতে তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এই অর্থেই মঙ্গলবার দিনগত রাতকে বুধবার বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পরিভাষা মোতাবেক রাত্রের প্রথমভাগকে সেই দিনেরই অংশ বলা হয়। আর এজন্যই উল্লেখিত রাতকে মঙ্গলবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর সত্যকথা এই যে, ঘটনাটি যেমন মানুষকে বেহুঁশ করে দেওয়ার ন্যায়, তেমনি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা বলা যায় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দাফনকার্য সমাধা করা হয়েছে। অন্যথায় মাসাধিক কাল পর্যন্তও যদি এই কার্য বিলম্বিত হত তবুও বিচিত্র ছিল না। আর এমন অবস্থায় সাহাবাদের ধৈর্যধারণ করা এটাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষা ও আদর্শের বরকতেই সম্ভব হয়েছিল। শুষ্ক মস্তিষ্কধারী রুচিহীন প্রশ্নকারী এখানে কতটুকুই বা সাধ পাবে?

ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন প্রিয়নবীকে (দ.) গোসল দেয়ার সময় হলো, তখন বিস্ময়কর প্রশ্ন দেখা দিল যে, অন্যান্য মৃত ব্যক্তির ন্যায় হুজুরের (দ.) দেহের কাপড় খুলে ফেলা হবে, নাকি কাপড়সহ গোসল দেয়া হবে? এর মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন আল্লাহ্পাকের হুকুমে সকলে তন্দ্রাহত হলেন এবং গৃহের এক কোণ থেকে কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বলে দিল যে, কাপড়সহই গোসল দাও। সুতরাং কাপড়সহ গোসল দেয়া হলো। এবনে সা'আদের এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, ঐ সময় অতি সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হলো এবং দেহ মোবারকের ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেল।

কাফন

প্রিয়নবীর (দ.) কাফন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিরমিজী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, হুজুরকে (দ.) ইয়ামানী তিনখানি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোর্তা ও পাগড়ি ছিল না। কোনো একজন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন যে, দুইখানি ছিল সাদা কাপড় আর একখানি ছিল ডোরা কাপড়। ডোরা কাফনের মধ্যে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছিল তবে তা ফেরত দেয়া হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এই কথা বলা হয়েছে যে, তিনখানি কাপড়ই সুতা দ্বারা প্রস্তুত ছিল। হানাফী মাজহাবের ইমামগণ কাফনে কোর্তা ব্যবহার এজন্যে সুন্নত বলেছেন যে, হুজুর (দ.) একজন মৃত ব্যক্তিকে কোর্তা দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশার (রা.) যে বর্ণনাতে একথা বলা হয়েছে যে, হুজুর (দ.)-এর কাফনে কোর্তা দেয়া হয়নি তাতে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, কোর্তার সাথে হুজুরকে (দ.) গোসল দেয়া হয়েছিল সেই কোর্তা খুলে রাখা হয়েছে। আল্লামা নববী এই বর্ণনাকেই সর্বাধিক সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এতদ্ব্যতীত, একথাও চিন্তার বিষয় যে, যে কোর্তাসহ হুজুরকে (দ.) গোসল দেয়া হয়েছিল তার সাথেই যদি কাফন পরিধান করান হতো, তবে অন্যান্য কাপড়ও ভিজে যেত। আবু দাউদ শরীফের যে হাদীসে রয়েছে যে, হুজুর (দ.) যে কাপড় পরিধানরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন, সেই কাপড়সহ অন্য দুইখানি কাপড় দ্বারা কাফনকার্য সমাপন করা হয়েছে। ইয়াজিদ এবনে জিয়াদ এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী হওয়ার কারণে এই সূত্রটি দুর্বল প্রমাণিত হয়।

এবনে মাজাহ হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেন যে, যখন হুজুরে পাকের (দ.) জানাযা তৈরি করে গৃহে যাওয়া হয়, তখন প্রথম পুরুষ লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জানাজার নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর অনুরূপভাবে মহিলাগণ। তৎপর অপরিণত বয়সের ছেলেরা জানাজার নামাজ আদায় করেন। হুজুরের জানাজার নামাজে কাউকে ইমাম নির্দিষ্ট করা হয়নি।

দাফন

এরপর আলোচনা হলো দাফন সম্পর্কে। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ আমি হুজুরের (দ.) নিকট থেকে শ্রবণ করেছি যে, যেস্থানে আম্বিয়া (আঃ)-গণ দাফন হওয়া পছন্দ করেন– আল্লাহ্ পাক সে স্থান হতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

তাঁদের রূহ কবজ করান। তাই হুজুরকে (দ.) সে স্থানেই দাফন কর, যেখানে তাঁর শয্যা ছিল (তিরমিজী)। এতে একথা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে না যে, প্রত্যেক নবীর কবর তাঁর মৃত্যুস্থলেই হতে হবে। হযরত আবুবকর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুস্থলে সমাধীস্থ হওয়া তাঁরা পছন্দ করেন। কিন্তু পরে যদি কোনো অসুবিধার কারণে অথবা সকলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যত্র দাফন করা হয় তবে তারও অনুমতি রয়েছে।

হযরত আবু তালহা (রা.), হুজুরের কবর তৈরি করেছেন এবং দাফনের সময় হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) এবং তাঁর অপর দুই পুত্র কাছেম (রা.) এবং ফজল (রা.) কবরে নেমেছিলেন। হুজুরের (দ.) কবরে নয়টি কাঁচা ইট দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শাকরাম (হুজুরের আজাদ করা গোলাম) তার নিজের বিবেচনা মতে নাজরানে তৈরি একটি কম্বল (যে কম্বল হুজুর (দ.) ব্যবহার করতেন) কবরে বিছিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু এবনে আব্দুল বার (র.) বর্ণনা করেন যে, পরে কবর থেকে তা তুলে নেয়া হয়েছে। হযরত বেলাল (রা.) এক পাত্র পানি নিয়ে কবরের মাথার দিক থেকে শুরু করে সারা কবরে ছিটিয়ে দিলেন। বোখারী শরীফে সুফিয়ান তামার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি (সুফিয়ান তামার) হুজুরের (দ.) কবর মোবারক কোহান অর্থাৎ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের ন্যায় উঁচু দেখেছেন। দারামি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবীর (দ) মদীনা শুভাগমনের চেয়ে উজ্জ্বল ও সুন্দরতর দিন এবং প্রিয়নবীর (দ.) ইন্তিকালের দিন থেকে মন্দ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আর কোনো দিন দেখিনি। ইমাম তিরমিজী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী (দ.) যেদিন মদিনাতে শুভাগমন করলেন, সেদিন হুজুরের নূরের জ্যোতিতে মদিনার সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর যেদিন তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেদিন যেন সবকিছুই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আর এইমাত্র আমরা হুজুরের দাফন কার্য সমাধা করেছি, এমনকি এখনো হাতের মাটি পর্যন্ত পরিষ্কার করিনি, এমনি সময় আমরা আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করলাম (এই কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন) আমাদের বিশ্বাসে অথবা আমলে কোনো প্রকার পরিবর্তন এসেছে বরং হুজুরের (দ.) নৈকট্য ও সান্নিধ্যে যে বিশেষ নূর ছিল তা আর রইল না। (বস্তুতঃ কামেল ও হক্কানী পীরের নৈকট্য ও দূরত্বের পার্থক্য এখনো অনুভূত হয়)।

জিয়ারত

ইমাম দারা কুত্নী (র.) হযরত এবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেন–

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজেব।

মো'যামে কবির তাবারানীতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لاَ تَحْمِلُهٗ حَاجَةٌ اِلاَّ زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ شَفِيْعًا لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার নিকট শুধু আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আসবে, কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার একান্ত কর্তব্য হবে। এই হাদীসকে এব্নুছ সাকান সত্য বলেছেন।

অপরদিকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে,

لاَ تَشُدُّ الرِّحَالَ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ ـ

অর্থাৎ তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোনো মসজিদ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ছফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো না। এই হাদীস তো মসজিদ সম্পর্কে, কবর সম্পর্কে নয়। কাজেই এই হাদীস পূর্ব বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী নয়। অনুরূপ একখানি হাদীস মাওলানা মুফতী ছদরুদ্দীন (খান দিল্লী) তাঁর নিজের গ্রন্থ মুনতাহাল মাকাল-এর মধ্যে সংকলন করেছেন ঃ

فِىْ مُسْنَدِ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِىْ لِلْمَطِىِّ اَنْ يَشُدَّ رِحَالَهٗ اِلٰى مَسْجِدٍ يَنْبَغِىْ فِيْهِ الصَّلٰوةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

কবি বলেছেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ رَجَاءُنَا + وَكُنْتَ بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا ـ

হে রসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। আপনি আমাদের প্রতি ছিলেন অতীব দয়াবান, অতীব মেহেরবান, আপনি কোনোদিন আমাদের প্রতি কঠোর হননি।

وَكُنْتَ رَحِيْمًا وَهَادِيًا وَّمُعَلِّمًا + يَبْكَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا ـ

হে রসূল! আমাদের জন্য আপনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান, পথপ্রদর্শক এবং মহান শিক্ষক অতএব, আজ আপনার বিরহে কাতর প্রাণে কান্নাকাটা করা উচিত।

فِدَاىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ + وَعَمِّىْ وَخَالِىْ ثُمَّ نَفْسِىْ وَمَالِهَا ـ

রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য কোরবান আমার মাতা, খালা, চাচা, মামা, আমার জান এবং আমার অর্থ সম্পদ এক কথায় সবকিছু।

فَلَوْاَنَّ رَبَّ النَّاسِ اَبْقٰى نَبِيًّا ـ سِيِّدَنَا وَلٰكِنْ اَمْرُهٗ كَانَ مَاضِيًا ـ

যদি আল্লাহ্পাক আমাদের প্রিয়নবী (দ.)-কে দুনিয়াতে জীবিত রাখতেন, তবে আমরা ভাগ্যবান হতাম। কিন্তু আল্লাহ্পাকের যা আদেশ, তাতো অবশ্যই জারি হবে।

عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ السَّلَامُ تَحِيَّةً + وَاَدْخَلَتْ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا ـ

হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে হাজার হাজার সালাম তোহ্ফা, আর আল্লাহ্পাক আপনাকে জান্নাতে আদ্নে প্রবেশাধিকার দান করুন।

❋❋❋

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হুজুর আকরাম (দ.) আলমে বরযখে

১ম হাদীস

এবনুল মোবারক (র.) হযরত সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেন যে, এমন কোনো দিন যায় না যেদিন উম্মতের আমল সকাল সন্ধ্যায় হুজুরের (দ.) মহান দরবারে পেশ করা হয় না।

২য় হাদীস

মেশকাত শরীফে হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্পাক যমীনের উপর আম্বিয়া (আঃ)গণের দেহ মোবারক হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র পয়গাম্বরগণ জীবিত থাকেন এবং তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়।[১]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর (দ.) রওজা শরীফে জীবিত রয়েছেন এবং সেই স্থানের উপযোগী রিযিকও প্রদান করা হচ্ছে। শহীদগণও কবরে জীবিত থাকেন এবং তাঁদেরকেও রিজিক প্রদান করা হয়। কিন্তু আম্বিয়া (আঃ)-গণের অবস্থা অতি উত্তম ও পরিপূর্ণ।

৩য় হাদীস

ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) থেকে হুজুরে পাকের (দ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আম্বিয়া (আঃ)-গণ স্বীয় কবরে জীবিত থাকেন এবং নামাজ আদায় করেন।[২]

ফায়দা ঃ এই নামাজ পড়া অনিবার্য বা অত্যাবশ্যকীয় নয়, বরং মনের আনন্দে, প্রাণের টানে। আর এই জীবিত থাকার অর্থ এই নয় যে, হুজুরকে (দ.) সর্বস্থান থেকে ডাকা জায়েয হবে। কারণ, মেশকাত শরীফে ইমাম বায়হাকীর সূত্রে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমার কবরের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হয়ে আমার প্রতি দরূদ পেশ করে তা আমি স্বয়ং শ্রবণ করি। আর অনুরূপ অর্থাৎ ফেরেস্তাগণের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। যে ব্যক্তি দূর থেকে দরূদ প্রেরণ করে, তা আমার নিকট

১. মাওয়াহেব। ২. এবনে মাজাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

পৌঁছানো হয়। আরো একটি হাদীস মেশকাত শরীফে ইমাম নাসায়ী ও দারেমীর (র.) সূত্রে হযরত এবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্পাকের কিছুসংখ্যক ফেরেশতা পৃথিবীতে ভ্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছেন, তাঁরা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছাতে থাকেন।

৪র্থ হাদীস

হযরত বুনয়া এবনে ওয়াহ্হাব থেকে বর্ণিত একটি হাদীস মেশকাত শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, হযরত কা'ব আল্ আহবার (রা.) উম্মুল মুমীনিন হযরত আয়েশার (রা.) খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে উপস্থিত সকলেই প্রিয়নবী (দ.) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। হযরত কা'ব বললেন ঃ এমন কোনো দিন আসে না যেদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে আগমন না করে, এমনকি তাঁরা নিজেদের বাহু সম্প্রসারণ করে রওজা মোবারক বেষ্টন করে রাখে এবং সাথে সাথে হুজুরের (দ.) প্রতি দরূদ পেশ করতে থাকে। যখন সন্ধ্যা হয় তখন এই সব ফেরেশতাগণ আসমানের দিকে ফিরে যায়, আর তাঁদের স্থলে আসে ফেরেশতাদের নতুন দল। তাঁরাও পূর্ববর্তী ফেরেশতাদের অনুরূপ কাজ করতে থাকে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ আসতে থাকবে। যখন কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন মহানবী (দ.) সত্তর হাজার ফেরেশতার সাথে কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। সেই সমস্ত ফেরেশতাগণ হুজুর (দ.) কে সঙ্গে করে কেয়ামতের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম দারেমী।

ফায়দা ঃ এই বর্ণনায় কবরের জীবনে হুজুর (দ.) এর এক মহাসম্মান ও মর্যাদার প্রমাণ রয়েছে।

৫ম হাদীস

মেশকাত শরীফে হযরত আবু দাউদ এবং বায়হাকীর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন আমার প্রতি দরূদ পেশ করে; তখন আল্লাহ্পাক আমার রূহকে ফেরত দেন এবং আমি সেই সালামের জবাব দিয়ে থাকি।

ফায়দা ঃ এতে হুজুর (দ.)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার কোনো কারণ নাই। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমার

সর্বদা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান নৈকট্যে বিভোর থাকে। এমন অবস্থায় কারো সালাম পৌঁছলে আমি সেদিকে মনোনিবেশ করি। যেমন পৃথিবীতে ওহী নাজেলের সময় হুজুর পাকের (দ.) অনুরূপ অবস্থা হত, তা থেকে অবসর পেলে সালামের প্রতি মনোযোগ দিতেন। এই সকল হাদীস দ্বারা হুজুর (দ.)-এর হায়াতের ফজিলত এবং ফেরেশতাগণের সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত আলমে বরজখের জীবনে আরো কতিপয় বিষয় প্রমাণিত হয়। যেমন, উম্মতের আমল নিরীক্ষণ করা, নামাজ পড়া, ঐ জগতের উপযোগী আহার গ্রহণ করা, নিকটবর্তী লোকেরা সালাম স্বয়ং শ্রবণ করা এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে দূরবর্তীদের সালামের জবাব দেওয়া; এমন কার্যাবলী সর্বদাই হতে থাকে। এতদ্ব্যতীত কখনো কখনো বিভিন্ন নেককার লোকদের সাথে জাগ্রত অবস্থায় তাঁর কথা বলা ও হেদায়েত করার বিবরণও পাওয়া যায়। আর স্বপ্নে ও কাশ্ফের অবস্থায় এমন অসংখ্য ঘটনার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর একই সময় এইসব কাজের একত্রীকরণ থেকে এমন অহেতুক সন্দেহ করা অনুচিত যে, একই সময় এত কাজ কিভাবে সমাধা করেন? কেননা, বরজখের জীবনে রূহ দুনিয়া অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ ও শক্তি লাভ করে। বিশেষতঃ হুজুরের (দ.) রূহ মুবারক আরও অধিক শক্তি ও সুযোগ লাভ করে থাকে। আর এই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে যেসব ঘটনা কোনো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি অথবা যেসব ঘটনা সম্পর্কে শরীয়ত "না" সূচক রায় দিয়েছে অথবা হা, বা না কিছুই বলেনি; বরং নিরবতা অবলম্বন করেছেন যেসব বিষয় বা ঘটনাকে প্রমাণ করা, অথবা সময় বিশেষের কোনো প্রমাণিত ঘটনাকে সর্বকালের জন্য প্রমাণিত মনে করা বৈধ হবে না। বিষয়টি খুবই জটিল। অতএব, এর সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে।

مِنَ الرَّوْضِ تَاللّٰهِ اُقْسِمُ مَا وَافَاكَ مُنْكِرٌ + اِلاَّ وَاَصْبَحَ مِنْهُ الْكَسْرُ يَنْجَبِرُ .

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্পাকের শপথ করে বলছি যে, যে কোনো অসহায় মানুষ দোয়া করার জন্য প্রিয় নবীর (দ.) রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়েছে তারই অসহায়তা দূরীভূত করা হয়েছে (এইভাবে যে, প্রিয়নবী (দ.) রওজায়ে পাকে জীবিত থাকার কারণে ফরিয়াদী ব্যক্তির ফরিয়াদ শ্রবণ করে আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করেছেন আর তাতে আল্লাহ্পাক হুজুরের (দ.) দোয়ার বরকতে ঐ ফরিয়াদী ব্যক্তিকে সফলকাম করেছেন)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

وَلَا اَحْتَمٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِى فَزِعًا + اِلَّا وَعَادَ بِاَمْنٍ مَا لَهُ خَضَرُ

এবং যে কোনো ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরের (দ.) দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, সে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করেছে, এমন আনন্দের সাথে প্রত্যাবর্তন করেছে যে, তাকে কোনো রূপ লজ্জিত হতে হয়নি। (যেমন বিফল হলে লজ্জিত হতে হয়)।

وَلَا اَتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُوْ اَمَلٍ + اِلَّا وَفَاضَ مِنَ الْاَثَرِ لَهُ نَهَرٌ ـ

যে কোনো দুঃখী অভাবী ফকির কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রিয়নবীর (দ.) রওজায় উপস্থিত হয়েছে, তার পদচিহ্ন থেকেই (আল্লাহ্পাক) যে ব্যক্তির প্রয়োজনের আয়োজনে নেয়ামতের নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে কোনো অভাবী ব্যক্তি হুজুরের (দ.) রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করেছে, হুজুর (দ.) তার দোয়া শ্রবণ করে আল্লাহ্পাকের দরবারে ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছেন, আর আল্লাহ্পাক তা কবুল করেছেন।

وَلَا اَتَاكَ اَمْرَءٌ مِنْ ذَنْبِهٖ وَجِلٌ + اِلَّا وَعَادَ بِعَفْوٍ وَهُوَ مُغْتَفِرٌ ـ

এবং যে কোনো পাপী ব্যক্তি নিজ পাপের ভয়ে ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্পাকের দরবারে মাগফেরাতের দোয়া প্রার্থনা করার জন্য হুজুরের আকরাম (দ.)-এর রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়েছে–সে ব্যক্তিই আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে (এমনভাবে যে, হুজুর (দ.) রওজায়ে পাকে জীবিত থাকার কারণে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণ করে–আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেছেন। আর আল্লাহ্পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন)।

وَلَا عَادَكَ لَهِيْفٌ عِنْدَ نَازِلَةٍ + اِلَّا وَلَبَّاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْيُسْرُ ـ

এবং যে কোনো বিষণ্ন শোকার্ত মানুষ তার কোনো বিপদের সময় আপনার রওজাপাকে উপস্থিত হয়ে (দোয়ার জন্য) আপনার খেদমতে আরজ করেছে। তাকেই আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য ও কৃপা জবাব দিয়েছে (এমনভাবে যে বরজখের জীবনে আপনি জীবিত থাকায় এই ব্যক্তির ফরিয়াদ শ্রবণ করে আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করেছেন। আর আল্লাহ্পাক আপনার দোয়া কবুল করেছেন ফলে ঐ ব্যক্তির বিপদ দূরীভূত হয়েছে)।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবীর (দ.) কয়েকটি বিশেষ ফজিলত যা কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হবে

১ম হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন যে, আমি কেয়ামতের দিন সমস্ত বনি আদমের অর্থাৎ সমস্ত মানব জাতির দলপতি হব। কেয়ামতের দিন যাদের কবর ফেটে যাবে আমি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হবো (অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমিই কবর থেকে উঠব এবং সুপারিশকারীর মধ্যে) এবং সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হব। আর সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে।[১]

বোখারী ও মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কেয়ামতের সময় একটা বিকট আওয়াজের কারণে সকলেই বেহুশ হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আঃ)-এর হুঁশ ফিরে আসবে। এই হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের বিপরীত নয়। কারণ, এটা ঐ বিকট শব্দ নয়, যার পরে পুনরুত্থান হবে, যার পর হুজুর (দ.) সর্বপ্রথমে উঠবেন। বরং পুনরুত্থানের পর আরো একটা বিকট শব্দ হবে আর এই শব্দের কারণে সকল মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাবে। এদিকেই ইঙ্গিত করে প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন فاكون اول من يفيق (অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাব)। আর এই ঘটনাতেই মূসা (আঃ) এর সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পাওয়ার বিবরণও রয়েছে। এই দুটি পরস্পর বিরোধী বিবরণের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, সম্ভবতঃ বিশেষ কোনো কারণে মূসা (আঃ) সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পাবেন। যেমন এক হাদীসে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

فَلَا اَدْرِىْ اَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ ـ

সম্ভবতঃ (দুনিয়াতে) তুর পাহাড়ে একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার কারণে মূসা (আঃ) বেহুঁশ হননি অথবা প্রথমেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন। যেমন কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদের ৭ম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১. মুসলিম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

২য় হাদীস

হযরত আনাস (রা.) (হুজুরে পাকের (দ.) এরশাদ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করব (মুসলিম)।

৩য় হাদীস

মাওয়াহেব নামক গ্রন্থে এবনে জান্‌যয়ার সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আমি কেয়ামতের দিন একটা বোরাকের উপরে উপবিষ্ট থাকব এবং আম্বিয়াদের (আঃ) মধ্যে আমিই এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হব।

৪র্থ হাদীস

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুরে আকরাম (দ.)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তাতে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন যে, আমাকে "শাফায়াতে কোব্‌রা' দান করা হবে–যা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য হিসাব গ্রহণের কারণ হবে। আর এটি প্রিয়নবীরই বৈশিষ্ট্য।[১]

৫ম হাদীস

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুরে পাকের (দ.) বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে। হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, কেয়ামতের দিন আমার হাতে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ হামদের পতাকা থাকবে। আর আমি এই কথা গর্ব করে বলছি না যে, হযরত আদম (আঃ)সহ সমস্ত নবী আমার পতাকাতলে থাকবেন।[২]

৬ষ্ঠ হাদীস

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন যে, যখন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব এবং আমি সকলের অগ্রভাগে থাকব। যখন সকলেই আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন সকলেই থাকবে সম্পূর্ণ নীরব। আর আমি সকলের পক্ষ থেকে সুপারিশের জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে আবেদন-নিবেদন করতে থাকব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ্‌পাকের

১. বোখারী, মুসলিম। ২. তিরমিযী।

মহান দরবারে হিসাব পেশ করার জন্য দণ্ডায়মান থাকবে, তখন আমাকে শাফায়াত করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। সকলে যখন নিরাশ থাকবে, তখন আমি সুসংবাদ দান করব। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের চাবি ঐদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহ্‌র হামদের পতাকা আমার হাতে থাকবে এবং সমস্ত আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট ঐদিন আমিই সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী থাকব। একহাজার গোলাম সেবা ও সম্মানের জন্য আমার নিকট গমনাগমন করতে থাকবে। তাদের আকৃতি এত সুন্দর হবে, মনে হবে যে, ধূলিকণা থেকে পরিচ্ছন্ন ডিমের ন্যায় অথবা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা হীরক মালার ন্যায়।[১]

ফায়দা ঃ পূর্ব পরিচ্ছেদে সংকলিত হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, হুজুর (দ.) রওজা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আসবার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকবে।

৭ম হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) (যমীন বিদীর্ণ হওয়ার পরের অবস্থা সম্পর্কে) এরশাদ করেছেন যে, আমাকে জান্নাতের পোশাক থেকে এক জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌পাকের আরশের ডানপাশে দণ্ডায়মান হব। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ঐস্থানে অন্য কোনো মানুষ দণ্ডায়মান হবার সুযোগ পাবে না।[২]

ফায়দা ঃ লাম'আত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সম্ভবতঃ এটিই মাকামে মাহমুদ। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসউদ ও মোজাহিদ থেকে মাকামে মাহমুদ সম্পর্কে আরো একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তা হলো এই যে, প্রিয়নবীকে (দ.) একটি বিশেষ আরশে উপবেশন করানো হবে। হযরত এবনে আব্বাস (রা.) এর অপর এক ব্যাখ্যা মোতাবেক মাকামে মাহমুদ একটি কুরসীর নাম। আর তার উপরে প্রিয়নবীকে (দ.) বসানো হবে। মাওয়াহেব নামক গ্রন্থে হাদীসটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ উল্লেখিত হয়েছে।

৩. তিরমিযী, দারামী। ৪. তিরমিযী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস, যা ইমাম দারামী স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন। আমাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর পোশাক পরিধান করানো হবে। এই হাদীসের মধ্যেই একটু চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই বক্তব্য কবর থেকে উঠবার সময় সম্পর্কে নয়, বরং এটি কিয়ামতের ময়দান সম্পর্কে।

সুতরাং এই হাদীসে রয়েছে যে ويجاء بكم حفاة (অর্থাৎ তোমাদেরকে বস্ত্রহীন অবস্থায় আনা হবে)।

অতএব, হাদীস দু'খানির মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, প্রথমবার কবর থেকে উঠে আসার পূর্বে যে পোশাক পরিধান করানো হবে, তখন প্রিয় নবীকেই (দ.) প্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে। আর কবর থেকে বের হয়ে আসার পর যে পোশাক পরিধান করানো হবে, তখন হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) প্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে। এর কারণ (ঐতিহাসিকগণের ধারণা মোতাবেক) সম্ভবতঃ এ হতে পারে যে, নমরূদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিধেয় সকল পোশাক খুলে নিয়েছিল। আর এই জন্য কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথমই তাঁকে পোশাক পরিধান করানো হবে।

অতএব, যমীন বিদীর্ণ হবার পর পোশাক পরিধান করানো সম্পর্কে হুজুর (দ.) সর্বাগ্রে রইলেন।

৮ম হাদীস

ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে একখানি হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে ভাগে পুলসিরাত থাকবে। অতএব, রসূলগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আমার উম্মতগণকে নিয়ে তা অতিক্রম করে যাব।

৯ম হাদীস

হযরত সামুরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন। কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের জন্য একটা করে হাউজ (পানির নহর) হবে এবং প্রত্যেক নবী এই কথার উপর গৌরব করবেন যে, কার হাউজের নিকট অধিক লোক (পানি পান করার জন্যে) আসবে। আমার ধারণা যে, আমার হাউজের নিকটেই সর্বাধিক লোক উপস্থিত হবে (যেহেতু আমার উম্মত অধিক হবে)।[১]

১. তিরমিযী।

ফায়দা ঃ এই হাদীস অনুসারে অন্যান্য সকল নবীদের হাউজ থেকে হাউজে কাওসার অধিকতর আলোকময় হবার কথা প্রমাণিত হয়। আর এটিও প্রিয়নবীর একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র।

১০ম হাদীস

হযরত আনাস (রা.) হুজুরে পাক (দ.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) (তাঁর সুপারিশের অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে) এরশাদ করেছেন ঃ সেদিন আল্লাহ্পাক তাঁর হামদ ও ছানার এমন বিষয়বস্তু উপস্থিত করাবেন যা এখন আমার জানা নেই।[১]

ফায়দা ঃ এটি প্রিয়নবী (দ.)-এর এলমী ফজিলত। যা কেয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে যে, আল্লাহ্পাকের জাত ও সিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাঁকে দান করা হবে, এটিও প্রিয়নবীরই (দ.) বৈশিষ্ট্য। এই পরিচ্ছেদের সমস্ত হাদীস (৩য় হাদীস ব্যতীত) মেশকাত শরীফে রয়েছে।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ + لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ ـ

তিনিই আল্লাহ্পাকের সেই প্রিয় ব্যক্তি, যাঁর শাফায়াতের আকাঙ্ক্ষা করা যায়, কেয়ামতের কঠিন বিপদ মুহূর্তে।

دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ + مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرَ مُنْفَصِمِ ـ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মানুষকে আল্লাহ্পাকের দিকে আহ্বান করেছেন, যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তারা একটি সুশক্ত এবং সুদৃঢ় অবলম্বনকে আঁকড়িয়ে ধরেছে।

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ مَعَادِىْ اٰخِذًا بِيَدِىْ + فَضْلاً وَاِلاَّ فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ ـ

যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন তাঁর দয়ামায়ার কারণে বা তার অঙ্গীকার রক্ষার্থে আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমার কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করা ব্যতীত আমার কোনোই গত্যন্তর থাকবে না।

১. বোখারী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ + سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ -

সৃষ্টি জগতের হে সর্বোত্তম মহামানব, মহাবিপদে আপনি ব্যতীত আর এমন কেউ নেই, যার স্নেহনীড়ে আমি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি।

وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاهُكَ بِىْ + اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ -

হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসূল! করুণাময় আল্লাহ্‌পাক যখন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কেয়ামতের ময়দানে শুভাগমন করবেন। তখন যদি আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শাফায়াত করেন তবে আপনার মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ন হবে না।

يَا نَفْسُ لَا تَقْنُطِىْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ + اِنَّ الْكَبَائِرَ فِىْ الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ -

হে মন। মহাপাপের কারণেও তুমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কবিরা গুনাহও ছগিরা গুনাহর ন্যায়ই।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّىْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا +تَأْتِىْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقِسَمِ -

যখন আমার দয়াময় প্রভু তাঁর অনন্ত অসীম রহমত স্বীয় বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করবেন। আশা করা যায়, তখন আমাদের পাপের সমপরিমাণই হবে তাঁর করুণা ও রহমত।

❋❋❋

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রিয়নবী (দ.)-এর সে সমস্ত ফযিলত, যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে

১ম হাদীস

হযরত আনাস (রা.) প্রিয়নবী (দ.)-এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তা উন্মুক্ত করাব। জান্নাতের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবে ঃ আপনি কে? আমি বলবঃ আমি মোহাম্মদ। তখন তিনি (ফেরেস্তা) উত্তর দিবেন ঃ হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কেই আমাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে যেন অন্য কারো জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত না করি।[১]

২য় হাদীস

ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোনো এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কাওসার কি? হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ জান্নাতের একটা নহর যা আল্লাহ্‌পাক আমাকে দান করেছেন। তার পানির দুগ্ধের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ নহরের উভয় তীর মহামূল্যবান পাথর দ্বারা বাঁধানো এবং আসমানের তারকার সংখ্যায় সেখানে পানি পান করার পিয়ালা সাজানো রয়েছে। নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, সেই নহর জান্নাতের মধ্যভাগে হবে। আর তার উভয় তীরে ইয়াকুত ও মুক্তার অট্টালিকা থাকবে, তার মাটি হবে কস্তুরীর, পাথরকণা হবে মুক্তা এবং ইয়াকুতের।

ইমাম আহমদ, এবনে মাজাহ্ এবং তিরমিজী শরীফে হযরত এবনে ওমর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ কাওসার জান্নাতের অভ্যন্তরের একটা নহর। তার উভয় তীর

১. মেশকাত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

স্বর্ণে নির্মিত। পানি প্রবাহিত হয় মুক্তার উপর দিয়ে। এবনে আবিদ্‌দুন্‌য়া হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের মধ্যে একটা নহর রয়েছে–তার গভীরতা সত্তর হাজার ক্রোশ (এক ক্রোশে দু'মাইল হয়)। অতএব, হাউজে কাউসারের গভীরতা হবে ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এই নহরের উভয় তীর মুক্তা, ইয়াকুত ও যাবারজাদ জাতীয় মহামূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত। আল্লাহ্ পাক স্বীয় নবী (দ.) কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ কাওসার জান্নাতের একটা নহর সেখানে উষ্ট্রের গর্দানের ন্যায় পাখী রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন ঃ তাতো খুবই সুস্বাদু হবে। হুজুর (দ.) বললেন যে, যারা ঐ নহর থেকে পান করবে তারা হবে অধিকতর সুস্বাদু।

ফায়দা ঃ এই নহর জান্নাতের মধ্যে ঐ হাউজ থেকে পৃথক হবে–যা কিয়ামতের ময়দানে অবস্থিত হবে। বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এই হাউজের মধ্যে পানি ঐ নহর থেকেই আসবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের এমন দুইটি প্রণালী দ্বারা জান্নাত থেকে পানি ঐ হাউজে পৌঁছবে। বোখারী ও মুসলিমের উভয় হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার এই দাঁড়ায় যে, উল্লেখিত প্রণালী দু'টি দ্বারা প্রবাহিত হয়ে জান্নাতের নহরের পানি হাশরের মাঠের হাউজে পৌঁছবে। উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা ঐ নহরের কয়েকটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য তা প্রিয় নবীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কথা প্রমাণিত হচ্ছে।

৩য় হাদীস

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আম্‌র এব্‌নিল্ আস থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন তোমরা মোয়াজ্জেনের আজান শ্রবণ কর তখন মোয়াজ্জেনের আজানের অনুরূপ বাক্য পাঠ কর। তৎপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্‌পাক তার প্রতি দশবার রহমত নাজেল করেন। অতঃপর আমাকে "ওসিলা" প্রদানের জন্য দোয়া কর, আর সেই

'ওসিলা' জান্নাতের মধ্যে একটি মাত্র স্তর, যা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিকে দান করা হবে। আমি আল্লাহ্‌র করুণার প্রতি আশাবাদী যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমাকে "ওসিলা" দান করার জন্য দোয়া করবে তার জন্য আমার শাফায়াত সুনিশ্চিত।

মুসনাদে ইমাম আহমদে আবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ "ওসিলা" আল্লাহ্‌পাকের অতি নিকটবর্তী একটা "স্তর" যার চেয়ে উচ্চতর ও উন্নততর এবং মহত্ত্বর আর কোনো স্তর নাই।

ফায়দা ঃ বিধি অনুযায়ী একথা স্থিরিকৃত যে, ঐ স্তরের প্রকৃত উপযোগী একমাত্র হুজুর (দ.)। যেহেতু তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে প্রমাণিত। তাই সর্বোত্তম স্তর তারই জন্য নির্দিষ্ট হবে এটিই স্বাভাবিক। হয়ত এই এরশাদ করার সময় হুজুর (দ.) এ বিষয়ে নিশ্চিত হননি, তাই এই মন্তব্য করেছেন।

৪র্থ হাদীস

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ـ

এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্‌পাক মহানবী (দঃ)-কে জান্নাতের মধ্যে এক হাজার অট্টালিকা দান করবেন এবং প্রত্যেক অট্টালিকায় হুজুরের (দ.) মর্যাদা অনুযায়ী স্ত্রীগণ এবং খাদেমগণ থাকবে।

৫ম হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। মহানবী (দ.) এরশাদ করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমি জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো, তখন আমার প্রবেশের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। আমি তাতে প্রবেশ করব, তখন আমার সঙ্গে দীন দরিদ্র মুমিনগণ থাকবে।[১]

ফায়দা ঃ হুজুরের (দ.) উম্মত অন্যান্য সমস্ত উম্মতদের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন; এটি নিঃসন্দেহে হুজুর আকরাম (দ)-এর বিশেষ মর্যাদা এবং ফজিলত।

১. তিরমিযী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৬ষ্ঠ হাদীস

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আবু বকর, ওমর ও আম্বিয়া (আ.)-গণ ব্যতীত মধ্যবয়সী পূর্বাপর সমস্ত জান্নাতবাসীদের দলপতি হবেন।[১] হযরত আলী (রা.) থেকে এবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ফায়দা ঃ প্রিয়নবীর (দ.) উম্মতদের মধ্যে দুইজন বুজুর্গ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত উম্মতের মধ্যবয়সী জান্নাতীদের সর্দার হবেন। এটিও প্রিয়নবীর (দ.) বিশেষ মর্যাদা এবং ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত।

৭ম হাদীস

হযরত হোজায়ফা (রা.) থেকে এক হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেনঃ এই একজন ফেরেশতা এসেছেন যিনি ইতিপূর্বে কখনও পৃথিবীতে আগমন করেননি। তিনি আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, তিনি আমার নিকট হাজির হয়ে আমাকে সালাম পেশ করেন। অতঃপর তিনি সুসংবাদ দান করেন যে, 'ফাতেমা' সমস্ত জান্নাতবাসী স্ত্রীলোকদের সর্দার হবেন এবং হাছান ও হোছাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার হবেন।[২]

ফায়দা ঃ প্রিয়নবীর (দ.) বংশের ব্যক্তিবর্গ জান্নাতের যুবকদের এবং স্ত্রীলোকদের সর্দার হবেন–এটিও প্রিয়নবীর (দ.) বিশেষ ফজিলত যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে। আর যদিও ইমাম হাছান ও হোছাইন (রা.) কিশোর বয়সপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে বার্ধক্যের মোকাবেলায় যুবক বলা হয়েছে। আর যেহেতু তাদের বয়স হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) থেকে কম ছিল এজন্য তাঁদেরকে যুবক আর হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-কে উর্ধ্ববয়সী বলা হয়েছে। সর্বশেষ এই তিনটি হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত একখানি হাদীস মেশকাত শরীফ থেকে উদ্ধৃত। অন্যান্য হাদীসসমূহ মাওয়াহেব থেকে সংগৃহীত।

১. তিরমিযী। ২. তিরমিযী।

পদ্যাংশ ঃ

فَخَرْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ ـ وَجَرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحِمٍ ـ

হে প্রিয় নবী (দ.)! আপনি সর্বপ্রকার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছেন যা অন্য কেহ লাভ করেনি। আর কেহ আপনার শরীক হতে সক্ষম হয়নি। আপনি সম্মান এবং মর্যাদার এমন উচ্চাসন লাভ করেছেন–যে মর্যাদায় আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তথা আপনি অদ্বিতীয়, আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

وجل مقدارما اوليت من رتب ـ وعزادراك ما اوتيت من نعم ـ

আপনার মর্যাদানুযায়ী জান্নাতের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চাসনের অধিকারী আপনাকে করা হয়েছে– এমন কিছু যা অন্যান্য আম্বিয়াগণকে দান করা হয়নি। আল্লাহ্পাক আপনাকে যে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন তার যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ত্রিংশ অধ্যায়

সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে হুজুরই (দ.) সর্বোত্তম

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করা এজন্য প্রয়োজন যে, পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাসমূহ দ্বারা প্রিয়নবীর (দ.) উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর প্রিয়নবীর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, বরং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যদিও এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই। তবুও বরকত লাভের আশায় এই পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

১ম হাদীস

হযরত এবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আমি আল্লাহ্পাকের নিকট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত।[১]

২য় হাদীস

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মে'রাজের রাত্রে হুজুর (দ.)-এর খেদমতে বোরাক উপস্থিত করা হলে হুজুর (দ.) তার উপর আরোহণ করার সময় সে বোরাক সামান্য দুষ্টামির ভাব প্রকাশ করল। হযরত জিব্রাঈল বোরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন–তুমি মোহাম্মদ (দ.)এর সাথে এরূপ বেয়াদবী আরম্ভ করেছ? তোমার উপরতো এমন কোনো ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আরোহণ করেনি যিনি আল্লাহর নিকট তাঁর চেয়ে অধিকতর সম্মানিত। অতঃপর সে অত্যন্ত লজ্জিত হল।[২]

৩য় হাদীস

ইমাম আহমদ (র.) হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, শবে মে'রাজের সময় হুজুর (দ.) যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে আগমন করেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করতে দণ্ডায়মান হন, তখন পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ হুজুরের (দ.) সাথে নামাজ আদায় করেন। মুসলিম শরীফের এক

১. তিরমিযী, দারামী। ২. তিরমিযী।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আমি সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করলাম। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা.) বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুর (দ.) বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। তৎপর আম্বিয়া (আ.) গণের রূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তখন সকলেই আল্লাহ্পাকের হাম্দ ও সানার পর নিজ নিজ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন। যখন মহানবী (দ.) বক্তব্য পেশ করলেন, তখন তিনি স্বীয় রাহমাতুল্লিল্ আলামীন হওয়া, সমস্ত মানবজাতির হেদায়েতের প্রতীকরূপে শুভাগমন, হুজুরের (দ.) উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া, মধ্যপন্থী উম্মত হওয়া এবং তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীন হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করে স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। এসব কথা শ্রবণ করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এসব গুণাবলীর কারণেই মোহাম্মদ (দ.) তোমাদের সকলের চেয়েও অধিকতর সম্মানিত।" হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এই বক্তব্য বাজ্জার এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন।

৪র্থ হাদীস

হযরত এবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মোহাম্মদ (দ.)-কে আল্লাহ্পাক সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং আসমান ওয়ালাদের উপরেও অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপরেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। আর তার প্রমাণস্বরূপ কোরআনে পাকের আয়াতে তেলাওয়াত করেছেন।[১]

৫ম হাদীস

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্পাক একবার মুসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করলেন ঃ তুমি বনি ইসরাইলদের জানিয়ে দাও; যে ব্যক্তি আহ্মদ (দ.)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামের প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আহ্মদ কে? আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ হে মূসা। আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকেই সৃষ্টি করিনি। আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ

১. মেশকাত, দারামী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

করেছি। আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ আমার সমস্ত মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মোহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আ.) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্যে থেকেই হবে। মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন ঃ তবে আমাকে সেই নবীর একজন উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন ঃ তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।[১]

হযরত রসূলে করীম (দ.) যে আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম এবং মহোত্তম সৃষ্টি, তা প্রমাণিত হয় উল্লেখিত হাদীসমূহ দ্বারা, আল্লাহ্পাকের এরশাদ দ্বারা, আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণের এরশাদ দ্বারা এবং স্বয়ং প্রিয়নবীর এরশাদ দ্বারা, এবং সাহাবাদের বিবরণ দ্বারা। এতদ্ব্যতীত এই সত্য প্রমাণিত হয় আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণের ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে, খতমে নবুওয়তের মাধ্যমে এবং তাঁর উম্মত সর্বোত্তম হওয়ার কারণে। পূর্বের দুইটি পরিচ্ছেদে এবং এই গ্রন্থের প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

পদ্যাংশ ঃ

محمد سيد الكونين والثقلين + والفريقين من عرب ومن عجم -

মোহাম্মদ (দ.) দুনিয়া ও আখেরাত, জ্বীন ও মানুষ উভয়েরই দলপতি এবং আরব অনারব উভয় সম্প্রদায়েরই সর্দার।

فانسب الى ذاته ما شئت من شرف + وانسب الى قدره ما شئت من عظم -

অতএব, যে কোনো উচ্চতর মর্যাদা এবং সম্মান তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করো এবং যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আরোপ করো তা সত্য হবে।

فان فضل رسول الله ليس له + حد فيعرب عنه ناطق بفم

কেননা, রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর বৈশিষ্ট্যের এমন নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই, যা কোনো ব্যক্তি বর্ণনা করে সমাপ্ত করতে পারে।

فمبلغ العلم فيه انه بشر + وانه خير خلق الله كلهم -

তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমারেখা এই যে, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল একজন মানুষ এবং আল্লাহ্র সৃষ্টজীব মানুষ এবং ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।

১. হুলিয়া।

একত্রিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা যাতে হুজুর (দ.) এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে

১ম আয়াত

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى -

এখানে 'দাল্লান' শব্দের অর্থ উর্দু পরিভাষায় যা ব্যবহৃত হয় তা নয়, কেননা প্রত্যেক ভাষার অভিধান ও পরিভাষা এক নয়। আরবীতে 'দাল্লান' শব্দের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞতা, যে প্রকারের অজ্ঞতাই হোক। কোনো নির্দেশমালা পৌঁছার পূর্বেও এক প্রকার অজ্ঞতা থাকে, আরেক প্রকার অজ্ঞতা নির্দেশ পৌঁছায় পরে তার বিরোধিতা করার কারণে হয়। অজ্ঞতা শব্দটি উভয় প্রকারের মধ্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অজ্ঞতা ঘৃণা, প্রথম প্রকার খারাপ নয়। ওহী নাজেলের পূর্বে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মহানাবী অবগত ছিলেন না ওহী নাজেলের মাধ্যমে সেসব ব্যাপারে তাঁকে শিক্ষা দান করা হয়েছে। কোনো ব্যাপারে ওহী প্রেরণের পূর্বে যে তিনি সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এটা স্বাভাবিক কথা। আলোচ্য আয়াতে ওহী প্রেরণের পূর্বের অবস্থাকেই দাল্লান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

যা আপনি জানতেন না তাই আল্লাহ্পাক আপনাকে জানালেন।

২য় আয়াত

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -

এখানেও ভেজ্‌র" অর্থ গুনাহ নয়,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

এই পরবর্তী আয়াতের "ভেজর" দ্বারা পূর্বের আয়াতের অর্থের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, "ভেজ্‌র" শব্দের অর্থ হয়ত গুনাহ্। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবী অভিধানে "ভেজ্‌র" শব্দের অর্থ বোঝা। আর সেই বোঝা গুনাহ্‌র হোক বা অন্য কোনো কিছুর। প্রথম প্রকারের বোঝা অর্থাৎ গুনাহ্‌র বোঝা থেকে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম মুক্ত ও পবিত্র, তবে কোনো গুরুদায়িত্বের বোঝা তাঁদের প্রতি অর্পিত হতে পারে এবং হয়েছেও। বলাবাহুল্য নবুওয়ত ও রেসালাতের গুরুদায়িত্ব তাঁদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে।

আম্বিয়া (আ.) যে যাবতীয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র, সে সম্পর্কে কোরআনে করীমে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ আমার অঙ্গীকার (নবুওয়ত) জালেম (পাপী)দেরকে প্রদান করা হবে না।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রিয়নবী (দ.) অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন। অতঃপর তা প্রিয়নবীর (দ.) জন্য সহজতর করে দেয়া হয়।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ـ

এই আয়াত দ্বারা তারই বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩য় আয়াত

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ـ الاية

এখানেও "জান্‌বুন্" দ্বারা সাধারণভাবে ব্যবহৃত অর্থ বুঝানো হয়নি বরং এই শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সে সমস্ত সাধনা যা আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা বাতিল ঘোষণা করেছেন, আর ঘোষণার পর ঐ সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলো "জান্‌বুন" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন সব কাজ যা কোনো সময় গুনাহ্‌র পর্যায়ে পরিগণিত হতে পারে। আর এই অর্থেই وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪র্থ আয়াত

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ـ

এই আয়াতেও আল্লাহ্‌পাক মহানবী (দ.)-কে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ ও অনুকরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও মহানবী (দ.) থেকে তাকওয়া অবলম্বন না করার এবং কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ, অনুকরণও কল্পনাতীত। অতএব, এই আয়াতের অর্থ হলো এই যে, যেভাবে এতদিন পর্যন্ত আপনি পরিপূর্ণ তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছিলেন এবং কাফের মুনাফেকদের অনুসরণ, অনুকরণ ও কল্পনাতীত। অতএব এই আয়াতের অর্থ হল এই যে, মোনাফেকদের অনুসরণ ও অনুকরণ না করার আদর্শে সুদৃঢ় থাকবেন। এই আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। কেননা, কাফেররা তাদের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণাও গ্রহণ করার জন্য মহানবীর (দ.) প্রতি আবেদন করেছিল।

কাফেরদের সেই কর্মসূচী গ্রহণ না করার জন্য আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে নির্দেশ প্রদান করলেন। যাতে কাফেররা বুঝতে পারে যে, মহানবী (দ.) কখনও তাদের কথা শ্রবণ করবেন না। যেহেতু তিনি কখনও ওহীর পরিপন্থী কোনো কাজ করেন না। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ করা হচ্ছে ঃ

وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ـ

আর আপনি তাদের কেবলার অনুসারী হবেন না।

৫ম আয়াত

فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ـ

হে রসূল! আপনার প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি আপনার যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে, তবে আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে সমস্ত লোকদেরকে যারা ইতিপূর্বে আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেছে। এখানেও সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয় না; বরং কথাকে অধিক সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন কোনো ব্যক্তি তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে, তার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

সম্মুখে কোনো কথা বলার সময় তুমি স্বীয় বক্তব্যকে আরো দৃঢ় করার জন্যে এবং তার মনের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করার জন্যে তুমি সাধারণতঃ বলে থাক "এই ব্যাপারে যদি তোমার কোনো সন্দেহ হয় তবে এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার" যদিও তুমি মহল্লাবাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করনে না তবুও আমার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে–যে ইচ্ছা করলে তুমি কথার সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করতে পার। এখানে নিজের কথা যে পরিপূর্ণ সত্য তার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নাই তার উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

৬ষ্ঠ আয়াত

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ـ

অর্থাৎ "হে রসূল! যদি আপনি শেরেক করেন, তবে আপনার সমস্ত আমল বাতিল করা হবে।" এই আয়াতের মর্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত দ্বারা মহানবীকে সম্বোধন করা হয়নি। কেননা, এই আয়াতের পূর্বে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে।" কাজেই এখন সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে–উপরোক্ত বিষয় সমস্ত আম্বিয়াদেরকে ওহী দ্বারা জ্ঞাত করানো হয়েছে। আর ওহীর বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু অংশ দ্বারা আম্বিয়াদেরকে সম্বোধন করা হয় আর কিছু অংশ উম্মতকে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়। তাই এখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সমস্ত আম্বিয়াদের প্রতি তাবলীগের উদ্দেশ্যে ওহী নাজেল করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করে দেয় যে, তোমরা যদি শেরেক কর তবে তোমাদের যাবতীয় নেক আমল বাতিল করা হবে।

এখানে اَشْرَكْتَ বলে প্রিয়নবী (দ.)-কে যে সম্বোধন করা হয়েছে তা শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আর এতদ্বারা শেরেকের ভয়াবহ পরিণতি বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন কেউ বলে থাকে, "অন্যান্যের কথা ছেড়ে দাও আমার পুত্রও যদি এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তারও রেহাই নাই।" পুত্র স্বভাবতঃই পিতার একান্ত অনুগত হয়। বিরোধিতা সে করে না। তবুও কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতি প্রকাশের জন্য এমনভাবে কথা বলা হয়।

৭ম আয়াত

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ ـ

অর্থাৎ "হে রসুল। ওহী সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না। কেননা, তা অতীব সত্য।" এখানেও ওহীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কথা প্রমাণিত হয় না। আয়াতের অর্থ এই যে, যে কথা কোরআন দ্বারা অবগত করানো হয়েছে আর যেহেতু ওহী আসার পূর্বে তা জ্ঞাত ছিলেন না, আর সেজন্য সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হয়ত এ প্রকার হতে পারে বা অন্য প্রকার হতে পারে। অতএব, এখন ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আর কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেমন কেহ কথা বলার সময় স্বীয় কথা অধিক সুদৃঢ় করার জন্য বলে থাকে যে, বিশ্বাস কর কথাটি এরূপই। কখনো কখনো শপথও গ্রহণ করা হয়। যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে যত বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হোক, নিজের কথা আরোও সুদৃঢ় করার জন্য এরূপ করে থাকে।

৮ম আয়াত

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ـ

"আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে কাফেরদেরকে হেদায়েতের উপর একত্রিত করতেন। অতএব, তোমরা মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে রসূল। আপনি এই কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন আর না-ই করুন, তারা কোনো অবস্থাতেই ঈমান আনবে না।"

কবি বলেছেন ঃ

لم يمتحنا بما قعيى العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم ـ

তিনি আমাদিগকে এমন কোনো বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করেননি যার পরিচয় লাভে আমাদের বিবেক বুদ্ধি অক্ষম ও অপারগ থাকে। কারণ, তিনি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আমাদের সংশোধনের প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তাঁর কোনো নির্দেশ গ্রহণে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। এই হেদায়েতের পথে অগ্রসর হতে আমরা কখনো হতবুদ্ধি হইনি। বাহ্যিকভাবে আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন উত্থিত হতো, তিনি শরীয়তের বিধি বিধান দ্বারা তার সন্তোষজনক জবাব দিতেন।

اعمى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفصم -

প্রিয়নবীর (দ.) জাহেরী এবং বাতেনী বৈশিষ্ট্যের যথার্থ উপলব্ধি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো নিকটতম ব্যক্তি অথবা দূরবর্তী ব্যক্তি হুজুরের (দ.) মান মর্যাদার বিস্তৃত পরিধি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি কোনো দিন।

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة ولكل الطرف من امم -

মহানবী (দ.) সূর্যের ন্যায়, দূর থেকে দৃষ্টিপাতে গোলাকার থালা এবং আয়নার ন্যায় দেখা যায়। আর অধিক দূরত্বের কারণে কোনো ব্যক্তি তার প্রকৃত পরিধি নিরূপণ করতে পারে না। আর যদি কেহ খুব নিকট থেকে সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রয়াসী হয়, তবে তার দীপ্তিময় আলোর কারণে তা সম্ভব হয় না; বরং চোখের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। তাই সূর্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ মহানবী (দ.)-এর অবস্থাও ঠিক অনুরূপ।

❋❋❋

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

হুজুর আকরাম (দ.)-এর বন্দেগীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে

মহানবী (দ.) যেমন আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন, তেমনি তাঁর বান্দাও ছিলেন। রসূল হওয়া যেমন তাঁর উচ্চ মর্যাদার নিদর্শন, ঠিক তেমনিভাবে বান্দা হওয়াও তাঁর উচ্চ মর্যাদারই অংশ বিশেষ। এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য, তাহলো এই যে, মহানবীর (দ.) সমস্ত গুণ ও মর্যাদার এবং দুটি বিশেষণ রয়েছে, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিতও হয়েছে। নামাজের মধ্যে যে তাশাহুদ পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার মধ্যেও এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেভাবে মহানবী (দ.)-এর রেসালত সম্পর্কীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের (নাউযুবিল্লাহ) অবমাননা করে অন্য মানুষের সাথে তাঁর তুলনা করা কুফর এবং বেদায়াত, তেমনিভাবে মানব বৈশিষ্ট্যের সীমারেখা থেকে অতিক্রান্ত মনে করে আল্লাহ্‌র কোনো বৈশিষ্ট্যের অংশীদার মনে করা অথবা নিষেধমূলক কোনো কথাকে আদেশমূলক মনে করাও শেরক্ পর্যায়ের মারাত্মক গুনাহ। এই পরিচ্ছেদে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

১ম হাদীস

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (দ.) এরশাদ করেছেন, আমাকে এত বড় বলে প্রকাশ করো না, যেভাবে নাছারাগণ হযরত ঈসা এব্‌নে মরিয়মকে বড় বলে প্রকাশ করেছে (শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে খোদা বা খোদার অংশ বলে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।) আমিতো আল্লাহ্‌র একজন বান্দা (আমার মধ্যে খোদা হওয়ার কোনো বিশেষণ নাই)। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বল।[১]

১. বুখারী শরীফ ও মুসলিম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

২য় হাদীস

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) তাঁর অন্তিম সময় বার বার বলেছেন যে, খায়বারের যুদ্ধের সময় বিষ মিশ্রিত যে খাদ্য আমি গ্রহণ করেছিলাম, তার কারণে সর্বদা কিছু না কিছু কষ্ট অনুভব করতাম, আর এখন সেই বিষের ক্রিয়ায় আমার কলবের রগ কেটে গেছে।[১]

৩য় হাদীস

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুরের (দ.) প্রতি যাদুমন্ত্র করা হয়েছিল। সেই যাদুমন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় কখনো কখনো হুজুরে পাকের (দ.) এমন অবস্থা হতো যে, তিনি মনে করতেন, তিনি পানাহারের কাজ সমাধা করেছেন অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি তা করেননি।

৪র্থ হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (দ.) (একবার নামাজের মধ্যে ভুল করার সময়) এরশাদ করেছেন, আমি মানুষ। যেমন তোমরা কোনো কাজ ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। হাঁ, তবে আমি যখন ভুলে যাব, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।[২]

৫ম হাদীস

হযরত সহল এবনে সা'দ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) সেই সুদীর্ঘ হাদীসে (যেই হাদীসে হাওজে কাওসার থেকে বিভিন্ন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে) এরশাদ করেছেন ঃ আমি তো তাদের সম্পর্কে বলব যে, তারা তো আমার অনুসারীই ছিল। (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) জবাব দেয়া হবে যে, আপনি জানেন না যে, আপনার মৃত্যুর পর এরা কি করেছে? দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।[৩]

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা হুজুর (দ.)-এর উপর বিষ ও যাদুর প্রতিক্রিয়া হওয়া এবং বিভিন্ন রোগে তাঁর আক্রান্ত হওয়া এবং ভুলে যাওয়া প্রভৃতি প্রমাণিত হয়।

১. বুখারী। ২. বোখারী, মুসলিম। ৩. বোখারী, মুসলিম।

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ اِلٰى اَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمٍ -

আমি সেই মহান নবীর (দ.) সুন্নতের উপর আমল না করে নিজেই নিজের প্রতি অবিচার করেছি, যিনি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতেন, আল্লাহ্পাকের এবাদতে মশগুল থাকার কারণে– আর দরবারে এলাহীতে সুদীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকায় কারণে তাঁর পা মোবারক অবশ হয়ে যেত।

وَشَدَّ مِنْ شَعَبِ اَحْشَاءَهُ وَطَوٰى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُشْرِفَ الْاَدَمِ -

আর যিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন এবং স্বীয় কোমল বাহু মোবারককে পাথরের নীচে জড়িয়ে রাখতেন এবং পাথরের সাহায্য গ্রহণ করে আংশিকভাবে শক্তি লাভ করতেন, যাতে করে এই দুর্বলতা যেন নামাজ, রোজা আদায়ের অন্তরায় না হয় তার চেষ্টা করতেন।

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِىْ نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِمِ -

খ্রীষ্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে ভ্রান্ত দাবী করেছে, তোমরা মহানবী (দ.) সম্পর্কে তেমন কোনো ভ্রান্ত দাবী করো না, বরং তাঁকে পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব মনে কর এবং আল্লাহ্র অংশীদার বানানো ব্যতীত তাকে যে কোন বিশেষণে সম্ভাষণ কর, যে কোনো ভাষায় তাঁর প্রশংসা কর।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়

উম্মতের প্রতি মহানবীর (দ.) দয়া-মায়া

বিগত পরিচ্ছেদগুলোতে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক তিনি তাঁর গোলামদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে সেই সমস্ত গোলাম যারা তাঁর কোন খেদমত করেনি, তাদের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন, এই পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

১ম হাদীস

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার প্রিয়নবী সমস্ত রাত্রি একই আয়াত তেলাওয়াত করলেন (শামায়েলে তিরমিজী) এবং আবু ওবায়দা হযরত আবুযর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা হযরত আবুযর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন্ আয়াত ছিল যা প্রিয়নবী (দ.) সারারাত্র তেলাওয়াত করেছেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

ফায়দা ঃ এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে হুজুর (দ.) তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন।

২য় হাদীস

হযরত আব্বাস এবনে মারওয়াস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) আরাফাতের ময়দানে বৈকালে সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া করলেন। হুজুরের (দ.) দোয়া এভাবে কবুল করা হলো যে, উম্মতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে তবে "হুকুকুল ইবাদ" সম্পর্কীয় গুনাহ মাফ করা হবে না। জালেম থেকে মজলুমের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। অতঃপর প্রিয়নবী (দ.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে মজলুমকে জান্নাত দ্বারা সন্তুষ্ট করে জালেমকে ক্ষমা করে দিতে পার। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এই দোয়া কবুল করা হয়নি। পরদিন সকালে মোজদালেফায় পুনরায় এই দোয়া করলেন এবং আল্লাহ্পাক কবুল করলেন। প্রিয়নবী (দ.)

মৃদু হাসলেন। হযরত আবুবকর ও ওমর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল। আমাদের মাতাপিতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এ সময়তো হাসবার কোনো কারণ দেখি না তবুও আপনি হাসলেন কেন? আল্লাহ্পাক সর্বদা আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

মহানবী (দ.) এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্র শত্রু ইবলিস যখন অবগত হলো যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করেছেন, তখন সে রাস্তা থেকে মাটি তুলে নিজের মাথার উপর ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল এবং হায় হায় করে চিৎকার করতে লাগল, তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেছে।[১]

ফায়দা ঃ লোমআত নামক কিতাবে রয়েছে যে, উল্লেখিত হাদীসে "হুকুকুল ইবাদ" দ্বারা ঐ সমস্ত হুকুমের কথাই বলা হয়েছে যা আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অক্ষমতার কারণে তা আদায় করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্পাক এমন সব হক সম্পর্কে হকদারকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করে দিবেন।

৩য় হাদীস

লোম'আত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর তায়েফ গমনের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, যখন কাফেররা প্রিয়নবীর (দ.) প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করল তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাসহ উপস্থিত হলেন যাতে করে হুজুরের অনুমতি গ্রহণ করে কাফের সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করা হয়। মহানবী (দ.) ফেরেশতাকে বললেন ঃ আমি আশা রাখি অনাগত ভবিষ্যতে এই কাফেরদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে যারা আল্লাহ্পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে।

৪র্থ হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আমার সঙ্গে (বিভিন্নভাবে) অত্যন্ত গভীর ভালবাসা স্থাপনকারী লোক যারা আমার পরে পৃথিবীতে আগমন করবে, তারা মনেপ্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র পরিজনের বিনিময়েও আমার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয় তাতেও তারা আনন্দিত হবে।[২] অর্থাৎ যদি তাদেরকে বলা হয়, একবার সাক্ষাতের বিনিময়ে তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র পরিজন কোরবান করে দিতে হবে তবুও তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তা কবুল করবে।

১. মুসলিম শরীফ। ২. এবনে মাজাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৫ম হাদীস

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি মানুষ। অন্যান্য মানুষের ন্যায় আমারও রাগ বা গোস্বা হয়। তাই কোনো মুমিন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি রাগের কারণে আমি যদি বদদোয়া করি, তবে ঐ বদদোয়াকে সেই ব্যক্তির জন্য আপনি পূণ্য ও পবিত্র করে দিন।[১]

৬ষ্ঠ হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আক্ষেপ করে এরশাদ করেছেন : আফসোস! আমি যদি আমার ভাইদের দেখতে পেতাম।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই? প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করলেন ঃ তোমরাতো আমার বন্ধু। আর আমার ভাই তারা, যারা এখনও এই পৃথিবীতে আসেনি।[২]

ফায়দা ঃ বন্ধুর সঙ্গে ভালবাসা প্রথম সঙ্গলাভের শুভলগ্ন থেকেই সৃষ্টি হয়, আর ভাইয়ের সঙ্গে ভালবাসা হওয়ার জন্য তার দর্শন ও সাক্ষাৎ অনিবার্য নয়। অনাগত লোকদেরকে মহানবী (দ.) ভাই বলেছেন। ভালবাসা সৃষ্টির অবস্থার দিক থেকে বিচার করে। সাহাবাদের ভালবাসা হুজুর (দ.)-এর সাক্ষাতের কারণে হয়েছে, আর পরবর্তীকালের লোকদের ভালবাসা সাক্ষাৎ ব্যতীতই হয়েছে। কিন্তু এতে সাহাবাদের উপরে অন্যদের প্রাধান্য লাভ হয়নি। কেননা, সাহাবাদের মধ্যে এমন গুণ ছিল যে, তাঁরা মহানবী (দ.)-এর সান্নিধ্য লাভ না হলেও তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন।

৭ম হাদীস

আবি জু'মা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবু ওবায়দা এবনে জাব্‌রাহ মহানবীর (দ.) খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আমাদের চেয়েও কি উত্তম কেউ রয়েছে? আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছি।

মহানবী (দ.) এরশাদ করলেন যে, হ্যাঁ, এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আগমন করবে। তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, অথচ তারা আমার দর্শন লাভ করবে না।

১. মুসলিম, মেশকাত। ২. মুসলিম, মেশকাত।

ফায়দা ঃ পরবর্তী যুগের লোকদেরকে সাহাবাদের থেকে উত্তম বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে নয়, বরং কোনো বিশেষ কারণে। আর এই উত্তম হওয়ার পশ্চাতেও সাহাবায়ে কেরামের অবদান অবিস্মরণীয়। কেননা, ঈমানের এই মহামূল্যবান সম্পদ আমরা তাঁদের মারফতেই লাভ করেছি। যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রচার করেছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আমরা এই দ্বীন লাভে ধন্য হয়েছি।

অতএব, সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সুপ্রমাণিত। কবি বলেছেন ঃ

بُشْرٰی لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا + مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ ـ

হে মুসলিম জাতি! আমাদের জন্য এ হলো অত্যন্ত সুসংবাদ ও আনন্দের কথা যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর অসীম অনুগ্রহের এমন একটা স্তম্ভ দান করেছেন, যা শুধু যে অপরিবর্তনীয় তাই নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও সুদৃঢ় থাকবে।

আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের দানের এই স্তম্ভ হলো আমাদের ধর্ম তথা ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে, আর ইসলামকে রহিত করার কোনো ধর্ম পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে না।

لَمَّا دَعِیَ اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ + يَا كَرْمَ الرُّسُلِ اَكْرَمَ الْاُمَمِ ـ

আমাদের প্রিয়নবী (দ.) যিনি আমাদিগকে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন; তাঁকে যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম রসূল বলে আখ্যা দিয়েছেন– তাই তাঁর সৌজন্যে আমরা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

اِنَّ اٰتِ ذَنْبًا كَمَا عَهْدِیْ بِمُنْتَقَضٍ + مِنَ النَّبِیِّ وَلَا حَبْلِی بِمُنْتَصِرٌ ـ

যদিও আমি গুনাহ করে থাকি অথবা করছি তবুও প্রিয়নবী (দ.)-এর শাফায়াত এবং করুণা থেকে আমি নিরাশ নাই।

حَاشَاهُ اَنْ يَّحْرَمَ الرَّاجِیْ مُكَارِمَهُ + اَوْ يَرْجِعُ الْجَارَ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرِمُ ـ

আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসূলকে এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিয়েছেন যে, তাঁর মহান দরবারের কোনো করুণাকামী ও সাহায্যপ্রার্থী নিরাশ হবে বা কেহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে, এমন হতেই পারে না; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, সকলেই তাঁর দরবার থেকে সফলকাম হয়েই ফিরেছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবীর (দ.) প্রতি উম্মতের দায়িত্ব

মহানবী (দ.)-এর প্রতি উম্মতের প্রকৃত দায়িত্ব হলো তাঁর সাথে মহব্বত ও তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

কারো সঙ্গে মহব্বত হওয়া এবং সেই মহব্বতের কারণে তাঁর অনুগত হওয়া সাধারণতঃ তিনটি কারণে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, প্রিয়তমের কোনো বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মহব্বত হয়। যেমন কোনো আলেম ও বীরপুরুষের সঙ্গে মহব্বত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত হয় যেমন কোনো সুন্দর মানুষের সঙ্গে মহব্বত হয়। তৃতীয়তঃ, কোনো কৃপা ও করুণা লাভের কারণেও মহব্বত হয়, যেমন দাতার সঙ্গে মহব্বত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান জীবনে এই তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্যই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বারা এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ রয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে ৩০তম অধ্যায়ে। আর এই ৩০তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মহব্বত বা ভালবাসার সকল প্রকার উপকরণই যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তাই তাঁর সঙ্গে উম্মতের মহব্বত পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য। যদি এ সম্পর্কে শরীয়তের কোনো নির্দেশ নাও থাকতো তবুও তাঁর সাথে মহব্বত হওয়া অতি স্বাভাবিক। (অথচ এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে অনেক)। তবুও স্বভাব ও বিবেচনার সঙ্গে ধনীয় চেতনা একত্রিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বত এবং ভালবাসাকে ওয়াজিব ও অনিবার্য করে দিত। আর প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ রচনার আসল উদ্দেশ্যই হলো এই যে, এ বিষয়ের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, এই সমস্ত কারণে মহানবী (দ.)-এর সঙ্গে মহব্বত হওয়ার পর তার অনুসরণ থেকে বিরত থাকা অসম্ভব, অকল্পনীয়। মহানবী (দ.)-এর সঙ্গে যার ভালবাসা যত বেশী হবে, তাঁর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যও তত বেশি হবে।

বলাবাহুল্য, হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করাও যদি পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়, তবে আনুগত্য প্রকাশ করাও পরিপূর্ণভাবে অনিবার্য হবে। যদিও এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, তবে শুধু মাত্র বিষয়টির প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশমূলক আলোচনা করা হচ্ছে। আর এই পর্যায়ে কয়েকখানা হাদীসও উল্লেখ করা হচ্ছে।

১ম হাদীস

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় না হই।[১]

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন আমার ইচ্ছা ও অন্যান্যের ইচ্ছার মধ্যে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন যার ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে তার সঙ্গে মহব্বতই অধিকতর প্রমাণিত হবে।

২য় হাদীস

ইমাম বোখারী আব্দুল্লাহ এবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আপনি আমার নিকট সকল বস্তুর চেয়ে সর্বাধিক প্রিয়। তবে আমার প্রাণ আমার নিকট আরোও অধিক প্রিয়। প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় না হই। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, আপনি আমার প্রাণের চেয়ে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। মহানবী (দ.) এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ, এখন ঈমান অধিক ও পরিপূর্ণ হয়েছে।

ফায়দা ঃ হযরত ওমর (রা.) প্রত্যক্ষ মহব্বতকে পরোক্ষ মহব্বত থেকে অধিক দৃঢ় মনে করে প্রথমে নিজের প্রাণকে অধিক প্রিয় বলেছিলেন।

১. বুখারী, মুসলিম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

৩য় হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে আমার আদেশ পালন করেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)। তখন আরজ করা হলো, কে আদেশ পালন করেনি? হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ যে আমার অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অনুসরণ করেনি সে আমার আদেশ পালন করেনি।[১]

এই প্রশ্ন দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করাকেই অবাধ্যতা বলা হয়েছে। এতদ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ মুসলমান মাত্রের জন্য ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য।

৪র্থ হাদীস

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যে আমার সুন্নত বা মহান আদর্শকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে। (তিরমিজী ও মিশকাত)।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার চিহ্ন হলো তাঁর সুন্নত বা মহান আদর্শের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর এই হাদীস দ্বারা তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখার ফজিলত প্রমাণিত হলো। কেননা, এটিই হলো, বেহেশতের চাবি এবং বেহেশতে প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের কারণ।

৫ হাদীস

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের অপরাধে শাস্তি দিলেন, কিছু দিন পর সেই ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য পুনরায় হাজির করা হলে, তিনি শাস্তির আদেশ জারি করলেন। উক্ত মজলিসের এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তির প্রতি তোমার লা'নত হউক, কতবার তাকে এই একই অপরাধের জন্য হাজির করা হচ্ছে।

১. বোখারী, মেশকাত।

তখন প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এই ব্যক্তির প্রতি লা'নত করো না, আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাক এবং তাঁর রসূলের সাথে মহব্বত রাখে। (বোখারী)

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে, (১) এতে রয়েছে গুনাহগারদের জন্য খোশখবরী। কেননা, এমন ব্যক্তির অন্তরেও আল্লাহ্‌র মহব্বত রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

(২) পাপে লিপ্ত মানুষের জন্য এতে রয়েছে সতর্কবাণী। কেননা, এতদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুধু মহব্বত শাস্তি থেকে রেহাই দিবে না। তাই, কেহ যেন ধারণা পোষণ না করে যে, হুকুম পালন ব্যতীত শুধু মহব্বত পোষণ করলেই দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া যাবে। তবে হাঁ, আল্লাহ্‌পাকের রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, যেমন লা'নত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব, অভিশপ্ত হলে তথা লা'নত করা হলে চিরশাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো, কিন্তু আল্লাহ্‌পাক এবং তাঁর রসুলের মহব্বত এই শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর মাগফিরাত লাভ হবে।

(৩) এই ঘটনায় আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি মহব্বতের ফজিলত প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হলো।

(৪) মহব্বতের মধ্যেও যে পার্থক্য থাকে, এ কথারও প্রমাণ পাওয়া গেল। কেননা, গুনায় মশ্‌গুল হওয়া সত্ত্বেও মহব্বতের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ না হলে পরিপূর্ণ মহব্বতের প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

(৫) মুমিন ব্যক্তি যত পাপীই হউক না কেন, তার প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়। এতে আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর রসূলে করীম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহব্বতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, সেই মহব্বত যদি পাপ মিশ্রিত হয় তবুও তা লা'নতকে বাধা দেয়। অতএব, যদি এই মহব্বত পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত হয়, তবে তা কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (দ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট ঃ

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهٖ ـ

অর্থাৎ, মদীনা শহরের অধিবাসী এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের জন্য আদৌ সমীচীন নয় যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম থেকে পশ্চাদপদ থাকবে এবং নিজেদের প্রাণকে তাঁর প্রাণ থেকে অধিক প্রিয় মনে করবে (সূরায়ে তওবা')।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থাৎ, বাস্তব পক্ষে মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যখন তাহারা রসূল (দ.)-এর খেদমতে কোনো মজলিসে উপস্থিত থাকে তখন যদি কোনো প্রয়োজনে সেই মজলিস থেকে চলে যেতে হয়, তখন তারা ততক্ষণ পর্যন্ত যায় না যতক্ষণ না আপনার নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে, (হে রসূল) এ অবস্থায় যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, বস্তুতঃ তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি ঈমান লাভে ধন্য। অতএব, যখন এই পুণ্যবান ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনে আপনার নিকট প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করবে, তবে তাদের মধ্যে যাকে আপনি ভাল মনে করেন তাকে অনুমতি দান

করুন এবং এই অনুমতি প্রদানের পরেও তাদের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াময়। (হে মুমিনগণ) রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন তোমাদেরকে দ্বীনের প্রয়োজনে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন, তখন তোমরা তাঁর সেই আহ্বানকে নিজেদের পরস্পরের আহ্বানের ন্যায় সাধারণ আহ্বান মনে করো না এবং যে যখন ইচ্ছা তখন উপস্থিত হয়ো না। এতদ্ব্যতীত উপস্থিতির পরেও যতক্ষণ ইচ্ছা বসে রইলে আবার যখন ইচ্ছা চলে গেলে (সূরায়ে নূর)।

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ـ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

আল্লাহ্পাকের প্রিয় রসূলকে কোনোরূপ কষ্ট দেয়া এবং রসূলের মৃত্যুর পর কখনও তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করা মুমিনদের জন্য কখনও জায়েয ও বৈধ নয়। আল্লাহ্পাকের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত বড় অপরাধ (আর যেভাবে এই বিবাহ অবৈধ, তেমনিভাবে এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করা অথবা মুখে প্রকাশ করাও অপরাধ)। অতএব, যদি এ সম্পর্কে কোনো কথা তোমরা মুখে প্রকাশ কর অথবা মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠেও তার ইচ্ছা পোষণ কর, তবে আল্লাহ্পাক (উভয় বিষয়ে অবগত হবেন। কেননা, তিনি) সকল বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তাই তিনি তোমাদেরকে এই অপরাধের শাস্তি প্রদান করবেন। আর আমি (আল্লাহ্) যে উপরে "পর্দার" বিধান মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছি, কোনো কোনো লোক সেই নির্দেশের আওতার পড়ে না। যেমন, নবীর স্ত্রী তাঁর পিতাকে দেখা দিতে পারেন এবং স্বীয় পুত্র সন্তান, আপন ভ্রাতা, আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন ভাগিনা এবং স্বধর্মী মহিলা এবং নিজেদের বাঁদীকেও দেখা দিতে পারেন এবং হে রসূলের স্ত্রীগণ (এই নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্কে ভয় কর (কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ যেন না হয়) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বত্র বিদ্যমান। (অর্থাৎ কোনো বস্তুই আল্লাহ্পাক থেকে গোপন নয়, তাই বিরুদ্ধাচরণ হলে শাস্তির আশংকা রয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ্পাক এবং তার ফেরেশতাগণ পয়গম্বর (দ.)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ তোমরাও রসূলের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ কর (যাতে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

যথাযথভাবে পালন করা হয়) যারা আল্লাহ্পাক এবং তাঁর রসূলকে ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়, আল্লাহ্পাক এই পৃথিবীতে এবং আখেরাতে তাদের উপর লা'নত করেন এবং তাদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন (সূরায়ে আহযাব)।

اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি আপনাকে উম্মতের কার্যাবলী সম্পর্কে কেয়ামতের দিন ব্যাপকভাবে এবং দুনিয়াতে বিশেষভাবে সাক্ষ্যদানকারী, মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফেরদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। হে মু'মিনগণ! আমি তাঁকে এজন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি, যাতে করে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর দ্বীনের সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং সকাল বিকাল তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক (সূরায়ে ফাতাহ)।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوااللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুমতির পূর্বে কোনো কর্মে বা কথায় অগ্রসর হয়ো না, (অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ অনুমতি লাভের পূর্বে কোনো কথা বলবে না) আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক তোমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। হে ঈমানদারগণ। পয়গম্বরের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না এবং তোমরা নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে যেভাবে তর্জন গর্জন করে কথা বলে থাক, নবীর সঙ্গে তেমনিভাবে কথা বলো না। এতে তোমাদের অলক্ষ্যেই তোমাদের যাবতীয় নেক আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে (অর্থাৎ যখন রসূলের সম্মুখে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তখন উচ্চস্বরে কথা বলবে না। যেমন নিজেকেই

নিজে সম্বোধন করা হচ্ছে এমনি নিম্নস্বরে কথা বলবে এবং যখন নিতান্ত প্রয়োজনে রসূলকে সম্বোধন করতে হয়, তখন সতর্ক থাকবে যেন রসূলের স্বরের চেয়ে নিজেদের স্বর উচ্চ না হয়ে যায়। রসূলের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলার মাধ্যমে দৃশ্যতঃ নির্ভীকতা প্রকাশ পায় এবং পরস্পরের সঙ্গে তর্জন গর্জন করে কথা বলার ন্যায়–রসূলের সম্মুখে কথা বলাতে স্বভাবতঃই বেয়াদবী হয়। কেননা, অনুসারীকে অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি কথায় এবং কাজে সকল ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করতে হয়। আর আদব রক্ষা না করা অনুসরণীয় ব্যক্তির কষ্টেরও কারণ হয়। বস্তুতঃ রসূলকে কষ্ট দেয়ার শোচনীয় পরিণতি হলো, যাবতীয় নেক আমল বরবাদ হওয়া। অন্যান্য গুনাহ নেক আমল বরবাদ হওয়ার কারণ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ রসূলকে কষ্ট দিলে আমল বরবাদ হয়ে যায়। অনেক সময় মন অত্যন্ত খুশী থাকে, তখন অবশ্য এর কারণে মনে কষ্ট হয় না এই সময় মনে কষ্ট না হওয়ার কারণে আমল বরবাদ হওয়ার কারণ হয় না।

যেহেতু শ্রোতার কষ্ট হওয়ার কথা অনেক সময় বক্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। এই কারণে হতে পারে যে কষ্ট হয় এবং তার পরিণামে আমলও বরবাদ হয়ে যায় অথচ বক্তা মনে করে যে, কোনো কষ্ট হয়নি ফলে তার আমল বরবাদ হওয়ার খবরও সে রাখে না। আর এই অর্থেই পবিত্র কোরআনে لاَتَشْعُرُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই কারণেই হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হয়ত কোনো কোনো সময় উচ্চস্বরে কথা বলা তার কষ্টের কারণ নাও হতে পারে; কিন্তু কোন্ সময় যে কষ্ট হবে আর কোন্ সময় যে হবে না তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, তাই সম্পূর্ণভাবে তাঁর মহান দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা সর্বকালের জন্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (এতক্ষণ পর্যন্ত মহানবীর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হলো। এখন নিম্নস্বরে কথা বলা সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।) যারা আল্লাহর রসূলের সম্মুখে বিনম্রস্বরে কথা বলে, আল্লাহ্পাক তাদের মনকে আদব সম্ভ্রমের জন্য যাচাই করে নিয়েছেন (অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে পরিপূর্ণ তাকওয়া রয়েছে। কেননা, পরিপূর্ণ তাকওয়া সম্পর্কে তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মোত্তাকী হতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন কাজ পরিত্যাগ না করে–যা ক্ষতিকর নয়, যাতে করে সে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ক্ষতিকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। উচ্চস্বরে কথা বলার একটা দিক ক্ষতিকর নয় এমনও রয়েছে যাতে কারো কোনো কষ্ট হয় না, আর একটা দিক এমনও রয়েছে যা ক্ষতিকর। অর্থাৎ উচ্চস্বরে কথা বলায় যদি কারও ক্ষতি হয়। যখন সাহাবায়ে কেরাম উচ্চস্বরে কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন, তখন এর অর্থ হলো যে, তারা ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এমনি বিষয়ও বর্জন করেছেন যা ক্ষতিকর নয়। আর এতে তাঁদের পরিপূর্ণ তাকওয়া ও পরহেজগারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাদের এই নেক আমলের প্রতিফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান প্রতিফল।

যারা হুজুর (দ.)-কে ঘরের বাহির থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞান বুদ্ধিহীন, অন্যথায় তারা আপনার আদব রক্ষা করতো এবং ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে আহ্বান করার দুঃসাহস করতো না। আর এ সমস্ত লোক যদি আপনার গৃহের বাইরে তাদের নিকট আপনার আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করতো, তবে তা হতো তাদের জন্য উত্তম। (কেননা, এভাবে আদব রক্ষা হতো) এবং (এসমস্ত লোক এখনও যদি তওবা করে তবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে) কেননা, আল্লাহ্পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

১ম হাদীস

ইমাম আবু দাউদ (র.) আবু দাউদ শরীফে "হুদুদ পরিচ্ছেদে" হযরত এবনে আব্বাস (রা.) থেকে হুজুর (দ.) এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তির এমন একজন বাঁদী ছিল যে মহানবী (দ.) সম্পর্কে কখনও কখনও অশোভন মন্তব্য করে বেয়াদবী করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করতো এবং ভীতি প্রদর্শন করতো। কিন্তু সে তাতে কর্ণপাতও করতো না। একদিন রাত্রে সেই বাঁদী প্রিয়নবী (দ.) সম্পর্কে কিছু একটা অবমাননাকর কথা বলতে আরম্ভ করলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটা ছুরি নিয়ে বাঁদীর পেটে তা প্রবেশ করিয়ে তাকে হত্যা করে। পরদিন সকালে ঘটনার তদন্ত হলে অন্ধ ব্যক্তি বাঁদীকে হত্যা করার কথা স্বীকার করলো এবং সে তাকে কেন হত্যা করলো তার সঠিক কারণও বর্ণনা করলো। মহানবী (দ.) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, তার বাঁদীর রক্ত বৃথা যাবে (অর্থাৎ কেসাস্ গ্রহণ করা হবে না)।

ফায়দা ঃ এই সাহাবীর অন্তরে প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্য কত ভালবাসা ছিল তার প্রমাণ এই ঘটনা। কেননা, প্রিয়নবীর (দ.) শানে বেআদবী তিনি পছন্দ করেননি। যেহেতু বাঁদিটিকে বারে বারে সতর্ক করা সত্ত্বেও সে অন্যায় থেকে বিরত হয়নি, তাই তাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

২য় হাদীস

ইমাম বোখারী (র.) হোদায়বিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ মক্কাবাসীদের একজন সর্দার। সে মহানবী (দ.)-এর মহান দরবার থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে মক্কাবাসীকে বলল ঃ হে আমার জাতি। আমি আল্লাহ্পাকের শপথ করে বলছি যে, আমি অনেক বড় বড় রাজা বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, পারস্য রাজ, রোমক সম্রাট এবং আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর নিকটও আমি গিয়েছি; কিন্তু মোহাম্মদ (দ.)-এর অনুসারীগণ তাঁর প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে, এমন অবস্থা আর কোথাও দেখিনি। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, সে যখন থুথু ফেলে তখন তার কোনো সংগী তা হাতে তুলে নেয় এবং তা নিজ মুখমণ্ডলে এবং দেহের মধ্যে মালিশ করে নেয়, আর যখন তিনি আদেশ দান করেন, তখন তারা সে আদেশ দ্রুত পালন করে এবং যখন তিনি অজু করেন তখন সাহাবাদের অবস্থা এমন হয়, তারা যেন লড়াই করে হলেও তার দেহনিসৃত সেই অজুর পানি লাভ করতে চেষ্ট করে। আর যখন তিনি কোনো কথা বলেন, তখন তারা নিজেদের স্বর অত্যন্ত নম্র করে নেয়, তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহানবী (দ.)–এর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করে না।

ফায়দা ঃ উল্লেখিত হাদীসে মহানবী (দ.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভক্তি শ্রদ্ধার যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে, তা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

৩য় হাদীস

হযরত বারা এবনে আজেব (রা.) বলেন যে, আমরা প্রিয়নবী (দ.)-এর সঙ্গে একজন আনসারী সাহাবীর নামাজে জানাজায় শরীক হয়ে কবর পর্যন্ত গমন করলাম। লাশ কবরে রাখতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মহানবী (দ.)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

একস্থানে আসন গ্রহণ করলেন এবং আমরা তাঁর চতুর্দিক দিয়ে এমনভাবে উপবিষ্ট রইলাম যে, মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার উপর কোনো পাখী বসা রয়েছে (অর্থাৎ আমরা নিষ্প্রাণের ন্যায় নীরব হয়ে বসেছিলাম।)

ফায়দা ঃ মহানবী (দ.)-এর মহান দরবারে এমনিভাবে হাজির থাকার নিয়ম ছিল। এতে মহানবী (দ.)-এর প্রতি সাহাবাদের আদব রক্ষার একটা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, মহানবী (দ.)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতি এমনি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

তাই "মাওয়াহেব" নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন হুজুর (দ.)-এর স্বর থেকে নিজের স্বরকে উচ্চ করা আমল বরবাদ হওয়ার কারণ, তখন নিজের মতামত এবং ধ্যান-ধারণাকে মহানবী (দ.)-এর সুন্নত এবং নির্দেশের উপর প্রাধান্য দেয়ার দুঃসাহস করা সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে? অন্যান্য ওলামাগণ লিখেছেন যে, যেভাবে হুজুর (দ.)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ ছিল না, ঠিক অনুরূপভাবে তাঁর হাদীস ও নির্দেশাবলী বর্ণনাকালেও শ্রোতাদের কথাবার্তা বলা বেয়াদবী ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঠিক এমনিভাবে হুজুরের (দ.) রওজা শরীফের নিকটেও উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ নয়। "মাওয়াহেব" নামক গ্রন্থে একটা ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে।

আমিরুল মু'মিনীন আবু জা'ফর ইমাম মালেক (র.)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে কোনো মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইমাম মালেক (রা.) বললেনঃ হে আমিরুল মু'মিনীন, তোমার কি হয়েছে? এই মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলো না। কেননা, হুজুর (দ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁর মৃত্যুর পরেও ঠিক তেমনিভাবে কর্তব্য, যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তা কর্তব্য ছিল। আবু জাফর একথা শ্রবণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। হযরত ওমরের (রা.) কথায়ও একথা প্রমাণিত হয়। তায়েফের দুই ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলার সময় তিনি তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলেন, তোমরা হযরত রসূলুল্লাহ (দ.)-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বল?[১]

তাই, প্রিয়নবী (দ.)-এর মহান নামের, তাঁর মহান বাণীর, তাঁর স্থানের, এক কথায় এই সম্পর্কীয় বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজেব বা একান্ত কর্তব্য। আর এই পর্যায়ে যেন স্বয়ং আল্লাহ্পাকের অথবা অন্য কোনো নবীর শানে বেয়াদবী না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য।

১. বোখারী, মেশকাত।

৪র্থ হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) একজন মুসলমান ও একজন ইহুদীর বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মুসলমান এরূপ শপথ গ্রহণ করলো যে, "শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি মোহাম্মদ (দ.)-কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম বানিয়েছেন।" ইহুদী বললো, শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি মুসা (আ.)-কে সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি করেছেন" তখন সেই মুসলমান ইহুদীকে চপেটাঘাত করলো। আর ইহুদী হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ করলো। হুজুর (দ.) মুসলমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করে হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন যে, তোমরা আমার ফজিলত এভাবে বর্ণনা করো না, যদ্দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর শানে বেয়াদবী হয়। যেমন একের প্রতি অন্যের ফজিলত বর্ণনা করলে পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।[১]

৫ম হাদীস

হযরত যোবায়ের এবনে মুত'আম (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একজন গ্রামীণ লোক হুজুর (দ.) এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ "অভাবের কারণে তারা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, জীবন্ত জীব-জন্তু ধন-সম্পদ সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আপনি আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। কেননা, আমরা আপনাকে আল্লাহ্পাকের নিকট সুপারিশকারী এবং আল্লাহ্পাককে আপনার নিকট সুপারিশকারী মনে করি। গ্রামীণ ব্যক্তির এই বক্তব্য শ্রবণ করে মহানবী (দ.) অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বার বার সোবহানাল্লাহ্ সোবাহানাল্লাহ বলতে আরম্ভ করলেন। হুজুর (দ.) এত অধিক পরিমাণে এই তাছবিহ পড়তে লাগলেন যে, তাতে সাহাবায়ে কেরামগণও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন যে, দুর্ভাগ্য তোমার। আল্লাহ্পাককে কারও নিকট সুপারিশকারীরূপে আনা যায় না, আল্লাহ্পাকের শান ও মর্যাদা তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

১. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফায়দা ঃ যদিও সুপারিশকারী কখনও কখনও যার নিকট সুপারিশ করা হয় তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও মহান হয়। যেমন মহানবী (দ.) হযরত বোরাইরাহকে মুগীছ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আমি আদেশ প্রদান করি না; বরং সুপারিশ করি কিন্তু সুপারিশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে কাজের জন্যে সুপারিশ করে সুপারিশকারী নিজেই সেই কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয় না। আর যার নিকট সুপারিশ করে সে তার মুখাপেক্ষী হয়। আর অক্ষমতা বা পরমুখাপেক্ষীতা আল্লাহ্পাকের শানে অসম্ভব অকল্পনীয়।

যেহেতু উপরোল্লিখিত বর্ণনায় হুজুর (দ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলেও আল্লাহ্পাকের শানে বেয়াদবী হয়েছে, এই জন্য হুজুর (দ.)-এর নিকট এই কথা ছিল অসহনীয়। তাই তিনি তাকে এমন কথা থেকে বিরত রেখেছেন।

اَكْرِمْ بِالْخَلْقِ نَبِيِّ زَانَهٗ خُلُقٌ + بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبَشَرِ مُتَّسِمِ -

কত সুন্দর তাঁর আকৃতি। আর সেই আকৃতিকে আরও সুন্দরতর করে গড়ে তুলেছে তার মহান চরিত্র মাধুর্য, তার আপাদমস্তক সৌন্দর্যে ভরপুর।

كَالزَّهْرِ فِىْ تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِىْ شَرَفٍ + وَالْبَحْرِ فِىْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِىْ هِمَمِ -

আমাদের প্রিয়নবী (দ.) স্বীয় মহান চরিত্র মাধুর্য নম্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় ফুলের ন্যায়। আর উচ্চ মর্যাদায় তিনি যেন আকাশের চাঁদ, তিনি দয়ামায়ার সাগর এবং তিনি কালজয়ী।

كَاَنَّهٗ وَهُوَ فَرْدٌ فِىْ جَلَالَتِهٖ + فِىْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ دَمِىْ حَشَمِ -

তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে, তিনি একা হলেও যেন অনেকের মাঝে রয়েছেন (তাঁর মহান উচ্চতর মর্যাদা বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত)।

كَاَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِىْ صَدَفٍ + مِنْ مَعْدَنِىْ مُنْطِقٌ مِنْهُ وَمُبْتَسِمِ -

তিনি ঝিনুকের অন্তরে আত্মগোপনকারী মুক্তার ন্যায়, আর ঐ মুক্তায় রয়েছে দুটি খনি। একটি তাঁর উচ্চাংগের কথাবার্তা এবং অন্যটি তাঁর প্রাণহরণকারী হাসিমুখ।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (দ.) এর প্রতি দরূদ পাঠের ফজিলত

১ম হাদীস

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাজেল করেন এবং তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার দশটি মরতবা বুলন্দ করেন।[১]

২য় হাদীস

হযরত এবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক নৈকট্যলাভ করবে, যে যত বেশী পরিমাণে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে।

৩য় হাদীস

হযরত এবনে মাসউদ আরও বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বহু ফেরেশতা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকে এবং আমার উম্মতের ছালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।[২]

৪র্থ হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক যার সম্মুখে আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।[৩]

ফায়দা ঃ হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, মহানবী (দ.)-এর পবিত্র নাম শ্রবণের পর প্রথমবার দরূদ পাঠ করা ওয়াজেব। তৎপর সেই মজলিসে যতবার তাঁর মহান নাম শ্রবণ করবে ততবার দরূদ পাঠ করা মোস্তাহাব।

---

১. তিরমিযী। ২. নাসায়ী, দারামী। ৩. তিরমিযী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

৫ম হাদীস

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রা.) বলেন যে, আমি হুজুর (দ.)-এর খেদমতে আরজ করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পাঠ করি। তাই, আপনি বলে দিন যে, নিয়মিতভাবে আমি কত পরিমাণে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবো। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ যত পরিমাণ তোমার ইচ্ছা। অতঃপর আমি আরজ করলাম যে, আমার অজিফার জন্য নির্ধারিত সময়ের এক চতুর্থাংশ সময় আমি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করতে চাই। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ যে পরিমাণ তোমার খুশী পাঠ কর, তবে আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করতে পারলে তা তোমার জন্যই হবে কল্যাণকর। আমি আরজ করলাম ঃ তাহলে মোট সময়ের অর্ধেক। জবাবে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ যা তোমার ইচ্ছা, তবে যদি আরও কিছু সময় বৃদ্ধি কর, তবে তা তোমার জন্য আরও ভাল হবে। আমি আরজ করলাম যে, দুই তৃতীয়াংশ। হুজুর (দ.) এবারও এরশাদ করলেন ঃ তোমার যা খুশী, তবে আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করতে পারলে তা তোমার জন্য আরও ভাল হবে। অতঃপর আমি আরজ করলামঃ আমার অজিফার সবটুকু সময়ই আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে অতিবাহিত করতে চাই। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন ঃ এমন অবস্থায় তোমার সমস্ত ভাবনা ও প্রয়োজন পূরণ করা হবে এবং তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।[১]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা দরূদ সর্বোত্তম জিকির হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

৬ষ্ঠ হাদীস

হযরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদেগারের এরশাদ এই যে, "আপনার প্রতি যে ব্যক্তি একবার সালাম পেশ করবে আমি তার প্রতি দশবার রহমত নাজেল করবো।[২]

ফায়দা ঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো দরূদ শরীফের মধ্যে সালাত ও সালাম উভয় শব্দ থাকে আর তা একবার পাঠ করলে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে বিশটি রহমত লাভ হবে। যেমন ঃ

১. তিরমিযী। ২। নাসায়ী।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

৭ম হাদীস

হযরত ওমর এব্নে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ দোয়া আসমান এবং যমীনের মধ্যভাগে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়াপ্রার্থী স্বীয় নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং তা গ্রহণযোগ্যও না হয়।[১]

১ম তত্ত্ব

মুসলিম জাতির প্রতি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান দান অগণিত।। তিনি যে শুধু মানবজাতির নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, বরং তাদের আত্মশুদ্ধির জন্যও চিন্তা এবং চেষ্টা করেছেন, এমনকি কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করে এবং তাদের ক্ষতির আশংকার কথা চিন্তা করে ব্যথিত হয়েছেন। যদিও তাবলীগ তথা দ্বীন ইসলামের প্রচার করাই তাঁর কর্তব্য ছিল, কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ্পাকের এই নেয়ামতের অসিলা হয়েছেন। যাহোক, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একদিকে উম্মতের প্রতি নিজে এহসান করেছেন, অন্যদিকে আল্লাহ্পাকের অনন্ত অসীম এহসান লাভের কারণও হয়েছেন।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করা–বিশেষ করে যখন তাঁর যথাযথ প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। আর এ ব্যাপারে আমরা যে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বাস্তব সত্য। অতএব, রহমতের জন্য দোয়া করাই সর্বোত্তম দোয়া। এর চেয়ে উত্তম দোয়া আর কিছুই হতে পারে না। দরূদ শরীফের মূল কথা হলো নবীয়ে পাকের (দ.) জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে পরিপূর্ণ এবং বিশেষ রহমতের দোয়া করা। এজন্যই শরীয়তে দরূদ শরীফকে কখনো ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছে–আর কখনো মোস্তাহাব বলা হয়েছে।

১. তিরমিযী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

২য় তত্ত্ব

যেহেতু মহানবী (দ.) আল্লাহ্পাকের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তাঁর শ্রেষ্ঠতম রসূল, তিনি রাহমাতুললিল আলামীন, তাই তাঁর প্রতি কোনোরূপ করুণা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা জানানোর আদৌ কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা, প্রেমিক তার ভালবাসার কারণেই প্রিয়তমের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। তবে এমন প্রার্থনা স্বয়ং প্রার্থনাকারীর কল্যাণ লাভেরই কারণ হয়। তাই আমাদের প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি রহমত নাজিল করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। তাই দরূদ শরীফ পাঠ স্বয়ং প্রার্থনাকারীর জন্য আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়।[১]

৩য় তত্ত্ব

এই প্রার্থনার মাধ্যমে মহানবী (দ.) সম্পর্কে আরও একটি কথা প্রমাণিত হয়, তা হলো এই যে, মহানবী (দ.) যেমন আল্লাহ্র প্রিয় রসূল, তেমনি তিনি আল্লাহ্পাকের পূর্ণতম প্রিয় বান্দা। সত্যিকার অর্থে তিনিই আল্লাহ্পাকের খাঁটি বান্দা। তিনিই বন্দেগীর হক আদায় করেছেন। এতদ্ব্যতীত তার ও আল্লাহ্পাকের করুণা ও রহমতের প্রয়োজন রয়েছে।

৪র্থ তত্ত্ব

যেহেতু হুজুর (দ.) মানুষ হিসেবে, দৈহিক আকৃতিতে, সৃষ্টিগত উপাদানে, উম্মতের সঙ্গে অংশীদার, বরং কোনো কোনো ব্যাপারে তাদের সঙ্গে তাঁর সমতাও নেই। যেমন ধন-সম্পদের ব্যাপারে তিনি অন্যদের সমানও নন। এবং এই অংশীদারিত্ব ও অসাম্য অনেক সময় অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত লোকদের মনে হুজুর (দ.)-এর যথাযথ সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। কোরআনের ভাষায় যে,

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ ـ

আবার কেহ এই প্রশ্ন করে বলেছে–

اَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ ـ

আর কেহ বলেছে–

১. মাওয়াহেব।

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ـ

এজন্য দরূদ শরীফ পাঠে এই ভ্রান্ত মানসিকতা দূরীভূত হয়। কেননা, এই দরূদ শরীফে বিশেষ রহমতের জন্য দোয়া করা হয়, এতে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হয় যে, তিনি বিশেষ রহমত লাভের উপযোগী। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুজুর (দ.) অন্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ হলেও তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর মর্তবা সর্বোচ্চে, তাঁর শান স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের প্রতি তাঁর এহসানও অনন্ত অসীম, এ কথারও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় দরূদ শরীফের মাধ্যমে।

আর এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অবহেলা দূরীভূত হয় বিশেষ করে যখন মহানবী (দ.)-এর পবিত্র নামের পূর্বে "সাইয়্যেদেনা" ও "মাওলানা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এই ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব, মহানবী (দ.) ইসলামের প্রচারে যে অক্লান্ত পরিশ্রম.ও সাধনা করেছেন, তার বিবরণ সম্বলিত শব্দ তাঁর মহান নামের পূর্বে উল্লেখ করা উচিত।

আর মহানবী (দ.) যে ইসলাম প্রচার করেছেন, তা আমাদের জন্য হয়েছে তাঁর এক মহান অবদান। এই মহান অবদানের অনুভূতি যখন আমাদের মনে জাগ্রত হবে–তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি হবে। আমাদের প্রতি প্রিয়নবী (দ.)-এর যে অনন্ত অসীম দান রয়েছে, তা পবিত্র কোরআন এভাবে ঘোষণা করেছে, এরশাদ হচ্ছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ وَقَالَ تَعَالٰى لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

"তিনিই সেই আল্লাহ্পাক, যিনি উম্মী লোকদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষাদান করেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীর আবর্তে নিপতিত ছিল।"

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্পাক মুমিনদের প্রতি এহ্সান করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরই মধ্য থেকে যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের প্রশিক্ষণ দান করেন যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

৫ম তত্ত্ব

কোনো কোনো লোকের অবস্থা এমন যে, তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের ভাব তাদের উপর এতটা প্রাধান্য বিস্তার করে যে, আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কোনো দিকেই তাদের মন আকৃষ্ট হয় না, এমনকি আল্লাহ্পাকের নবীদের প্রতিও না। যদিও হুজুর (দ.)-এর প্রতি ভক্তি ও অনুরক্তি যতখানি অবশ্য কর্তব্য ততখানি অর্জিত হবার পর তাওহীদের এমনি প্রাধান্য তেমন ক্ষতিকরও নয়, যেমন মাওয়াহেব নামক গ্রন্থে ইমাম কোশাইরী কর্তৃক বর্ণিত আবু খাররাজের একটি ঘটনার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং তাঁর হুজুরে বিনীত আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্পাকের মহব্বতে অত্যন্ত মশগুল এবং বিভোর, তাঁর সান্নিধ্য মাধুরী লাভে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা। তাই আল্লাহ্পাকের এই মহব্বত আমাকে আপনার মহব্বত থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাকে মোবারকবাদ দিয়ে এরশাদ করলেন যে, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে মহব্বত রাখে সে আমারই সাথে মহব্বত রাখে। কেননা, সে তো অবশ্যই জানে যে, আল্লাহ্র মহব্বত শুধু আমার ওসিলাতেই লাভ হয়েছে আর একথা জানার পর যার মাধ্যমে আল্লাহ্র মহব্বত লাভ হল তার সঙ্গে মহব্বত না হওয়া সম্ভবই নয়–যদিও সর্বক্ষণ সেদিকে মনের আকর্ষণ না থাকে, তাতে করে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহব্বত থাকা জরুরী। তবে সর্বক্ষণ তার আকর্ষণ থাকা জরুরী নয়। আর কোনো কোনো লোকের মনে

এই ঘটনাটি একজন আনসারী মহিলার, যা তাঁর জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্পাক রব্বুল আলামিন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বা অসিলা হিসেবে যাকে ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাওহীদ বিরোধী কাজ নয়; বরং এভাবেই তাওহীদের প্রতি ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে, যেমন কোনো প্রেমিক তার প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় আর প্রিয়তম তার নিজস্ব কোনো ব্যক্তিকে প্রেমিকের নিকট এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, আমার সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এমন অবস্থায় প্রিয়তমের প্রতি যতখানি আকর্ষণ হবে তখনি আকর্ষণ সে ব্যক্তির প্রতি হবে। কেননা, এতে এতটুকু গাফলতি হলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থাকবে। এভাবে যখন কোনো আশেক জানতে পারবে যে, যত বেশী প্রিয়তমের প্রেরিত ব্যক্তির খাতির খেদমত করতে পারবো, ততই তিনি আমার প্রতি বেশী সন্তুষ্ট থাকবেন। তখন সে ব্যক্তির সেবা যত্নে আরও বেশী মশগুল হবে–আর এই মশগুল হওয়াকে স্বীয় প্রিয়তমের প্রেম ভালবাসা লাভের জরুরী উপকরণ মনে করবে।

ঠিক এভাবে হযরত রসূলে করীম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ভক্তি অনুরক্তি ও আকর্ষণ যতবেশী হবে–ততই আল্লাহ্পাকের মহব্বতও বেশী হবে।

অতএব, দুটি আকর্ষণের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই; বরং একটি আরেকটির জন্যে অবশ্য করণীয়। আর এই মনোভাব সৃষ্টি করার নিমিত্তেই হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর প্রতি দরূদে শরীফের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

তাই, কোরআনে কারীমের ভাষায় صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا তোমার নবী করীম (দ.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর– এই আদেশ দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, আমার প্রিয় নবী (দ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে আমি সন্তুষ্ট হই। যে আমার সন্তুষ্টি লাভে প্রয়াসী হয়, সে যেন আমার প্রিয় নবীর (দ.) প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত এবং তাঁর অনুসারী হয়।

আর তাঁর প্রতি ভক্তি মহব্বতকে কেহ যেন তওহীদ বিরোধী মনে না করে। কেননা, এটি তাওহীদদের অবশ্য করণীয় উপকরণের অন্যতম, এই উপকরণ ব্যতীত কেহ তওহীদের মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

দরূদ শরীফের আদব

দরূদ শরীফের আদব সম্পর্কে রদ্দুল মোখ্‌তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তির দোকানের মাল মানুষের নিকট অধিকতর পছন্দনীয় হবে এই উদ্দেশ্যে তাস্‌বীহ বা দরূদ শরীফ পাঠ করা, বা চৌকিদার বা প্রহরীকে জাগ্রত করার জন্য উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করা, অথবা কোনো বিখ্যাত লোকের আগমনের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কোনো তসবীহ বা দরূদ শরীফ পাঠ করা (যাতে করে সেই ব্যক্তির সম্মানার্থে লোকজন দণ্ডায়মান হতে পারে) মাকরূহ।

কবি বলেন ঃ

صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى رَأْسِ فَرِيْقِ النَّاسِ + مِنْهُ لِلْخَلْقِ اَمَانٌ بِزَمَانِ الْبَأْسِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! রহমত নাজেল কর সমস্ত মানব জাতির দলপতির প্রতি যাঁর অস্তিত্ব দুঃসময়ে শান্তির মূর্ত প্রতীক।

صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِىْ حَرْغَدِ + كُلُّ مَنْ يَظْمَأُ لِيَسْقِيْهِ رَحِيْقُ الْكَأْسِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড উত্তাপের দরুন সমগ্র মানব জাতি যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে তখন যিনি তৃষ্ণার্ত উম্মতকে হাওজে কাওসারের সুমিষ্ট ও সুশীতল পানি পান করাবেন, তাঁর প্রতি রহমত নাজেল কর।

صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى مَنْ بِرَجَاءِ الْكَرَمِ + خُصَّ مَنْ جَاءَ اِلَيْهِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ ـ

রহমত নাজেল কর হে পরওয়ারদেগার! সেই মহান সত্তার প্রতি যাঁকে সমগ্র মানব জাতির মাঝে বিশেষ অনুগ্রহের সুসংবাদ দান করা হয়েছে এবং যিনি আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হবেন।

صَلِّ يَا رَبِّ عَنِّىْ حَوْنَسِ كُلَّ الْبَشَرِ + مُبْدِلُ الْوَحْشَةِ فِى الْقَبْرِ بِاِسْتِيْنَاسِ ـ

হে পরওয়ারদেগার, রহমত নাজেল কর সমগ্র মানব জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীর সেই মহান নবীর (দ.) প্রতি (দ.) যাঁর ওসিলায় কবরের ভয়ভীতি দূরীভূত হবে।

صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى رُوْحِ رَئِيْسِ الرُّسُلِ + نَقْتَدِىْ نحن عَلٰى اَرْجِلَةِ يَا الرَّأْسِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! সমস্ত নবী রসূলদের দলপতি এবং আমাদের নবীর (দ.) পুণ্যাত্মার প্রতি রহমত নাজেল কর, যাঁর মহান আদর্শের অনুসরণ আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

হুজুর (দ.)-কে ওসিলা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা

প্রিয় নবীর (দ.) প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সর্বাধিক বরকতময় কাজ। দরূদ শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের এমনি নৈকট্য লাভ হয়, যা মানব জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদিও হুজুর (দ.)-এর ওসিলা গ্রহণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে "দরূদ শরীফ" বা "ওসিলা গ্রহণ" উভয়টি কারণ হয় দোয়া অধিক কবুল হওয়ার জন্য। এজন্য দরূদ শরীফের আলোচনার পর এই বিষয়টির উল্লেখ পছন্দনীয় মনে হচ্ছে। যদিও "ওসিলা গ্রহণ" সম্পর্কে কারো কারো মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ওসিলা গ্রহণকে জায়েয বলেছেন; যদি তাতে শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না করা হয়।

১ম হাদীস

ইব্‌নে মাজা শরীফে "সালাতুল হাজাত" পরিচ্ছেদে ওসমান এবনে হানিফ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী (দ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ। দোয়া করুন আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে স্বাস্থ্যসুখ দান করেন। হুজুর (দ.) এরশাদ করলেন যে, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই দোয়া স্থগিত রাখব, আর তা-ই হবে তোমার জন্য অধিকতর শ্রেয়। আর যদি ইচ্ছা কর তবে দোয়া করব। সে আরজ করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, দোয়া করুন। হুজুর (দ.) তাকে আদেশ দান করলেন যে, ভালরূপে অজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে এই দোয়া কর "হে আল্লাহ্! আপনার দরবারে প্রার্থনা জানাই এবং আপনার রহমতের নবী মোহাম্মদ (দ.)-এর ওসিলায় আপনার প্রতিই মনোনিবেশ করি। হে মোহাম্মদ! আপনাকে ওসিলা গ্রহণ করে আমার এই প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনায় আমি আমার পরওয়ারদেগারের দিকে মনোনিবেশ করছি। যাতে তিনি তা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ্! হুজুর (দ.)-এর সুপারিশ আমার ব্যাপারে কবুল করুন।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফায়দা ঃ এই বর্ণনা দ্বারা ওসিলা গ্রহণ করার বিধান ও পন্থা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। আর যেহেতু হুজুর (দ.) সেই অন্ধের জন্য দোয়া করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় উল্লেখ নেই। এতে এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, যেভাবে কারও দোয়ার অসিলা গ্রহণ করা জায়েয, ঠিক তেমনিভাবে কারও সত্তা বা ব্যক্তিত্বের ওসিলা গ্রহণ করাও জায়েয। দোয়ার মধ্যে ওসিলা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ্। অমুক ব্যক্তি আপনার করুণাভাজন এবং কোনো করুণাভাজন ব্যক্তির সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করাও করুণা লাভের পন্থা। আর আমরা তাঁর সঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছি তাই আমাদের প্রতিও রহমত নাজেল করুন এবং কারো নেক আমলকে ওসিলা গ্রহণ করলে আংশিক পরিবর্তনের পর তার সংক্ষিপ্তসার এই হয় যে, এই নেক আমল আপনার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ও রহমত লাভের কারণ এবং এই আমল যিনি করেন–তিনিও আপনার করুণাভাজন হন এবং আমরা এই আমল করলাম। তাই আমাদের প্রতিও রহমত নাজেল করুন। 'এনজাহুল হাজত" নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, এই হাদীস ইমাম নাসায়ী এবং তিরমিজী "কিতাবুদ্ দাওয়াত" অর্থাৎ দাওয়াত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিজী এই হাদীসকে হাছান (সহীহ) বলেছেন। ইমাম বায়হাকী হাদীসকে সহীহ বলেন এবং অতিরিক্ত এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল।

২য় হাদীস

"এনজাহুল হাজাত" গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসখানিকে সহীহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লামা তাবারানী "কবীর" নামক গ্রন্থে উপরোল্লেখিত ওসমান ইব্নে হানিফ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট কোনো প্রয়োজনে কয়েকদিন পর্যন্ত গমন করলেন কিন্তু তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। অতঃপর সে ওসমান এব্নে হানিফের নিকট একথা প্রকাশ করলে তিনি বললেন যে, ওজু করে মসজিদে প্রবেশ কর এবং উপরোল্লেখিত ঐ দোয়া শিক্ষাদান করে বললেন যে, এই দোয়া কর। অতঃপর সে তাই করল। হযরত ওসমানের নিকট পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ইমাম বায়হাকী হাদীসখানি দুটি সূত্রে বর্ণনা করেন। তাবারানী "কবীরের এবং আওসাতের" মধ্যে এমন সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেন, যার মধ্যে "রূহ এবনে সালাহ" নামক বর্ণনাকারী রয়েছে এবং এবনে

হিব্বান ও হাকেম হাদীসখানিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে হাদীসখানির মধ্যে এক প্রকারের দুর্বলতা রয়েছে; কিন্তু তা এ ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিকর নয়।

ফায়দা ঃ এই বর্ণনা দ্বারা মৃত্যুর পরও ওসিলা গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হলো এতদ্ব্যতীত যুক্তির বিচারেও একথা প্রমাণিত হয়। কেননা, প্রথম হাদীসের পরিশিষ্টে ওসিলা গ্রহণের যে সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে তা উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান।

৩য় হাদীস

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-এর ওসিলা গ্রহণ করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! আমরা পূর্বে আপনার নবী (দ.)-এর ওসিলা গ্রহণ করে আপনার দরবারে দোয়া করতাম আর আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন এবং এখন আমরা আপনার দরবারে আপনার প্রিয়নবীর (দ.) পিতৃব্যের ওসিলা গ্রহণ করে দোয়া করছি। তাই আপনি বৃষ্টিদান করুন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হতো। (বোখারী)।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা নবী ব্যতীত অন্য লোকের ওসিলা গ্রহণ সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া গেল, যদি তাঁর সঙ্গে নবীর রক্তের বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে, নবীর সঙ্গেও ওসিলা গ্রহণ করার এটিও একটা পন্থা।

৪র্থ হাদীস

আবুল যাওজা বর্ণনা করেন ঃ একবার মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, মানুষ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট দুর্ভিক্ষের কষ্টের কথা আরজ করলেন ঃ তখন তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের দিকে ইংগিত করে তার উপর থেকে পর্দা ফাঁক করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আসমান এবং রওজায়ে পাকের মধ্যে যেন কোনো প্রকার আবরণ বা পর্দা না থাকে। তাঁর নির্দেশ অনতিবিলম্বে পালন করা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো।

ইতিপূর্বে কথার মাধ্যমে ওসিলা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়, আর এই বিবরণ দ্বারা কার্যের মাধ্যমে ওসিলা গ্রহণের প্রমাণও পাওয়া গেল। কেননা, রওজাপাককে আসমান পর্যন্ত উন্মুক্ত করার অর্থ হলো ঃ হে আল্লাহ্! এটি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

আপনার প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক। অতএব, প্রিয়নবীর (দ.) ওসিলায় আমাদের প্রতি রহমত করুন। "মাওয়াহেব" নামক গ্রন্থে আরও একটি বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫ম হাদীস

ইমাম আবুল মনসুর, এব্নু নাজ্জার, এবনে আসাকের, এব্নে যওজী (রঃ) বর্ণনা করেন মোহাম্মদ এবনে হারব থেকে, তিনি বর্ণনা করেন ঃ আমি রওজায়ে পাকের জেয়ারতের পর সম্মুখেই উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্যলোক হাযির হলেন এবং রওজায়ে পাকের জেয়ারত করে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্পাক আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাজিল করেছেন, আর এই কিতাবে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِذْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন ঃ "হে রসূল! যারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আর আল্লাহ্র রসূল যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তারা আল্লাহ্পাককে তওবা গ্রহণকারী এবং দয়াবানরূপে পাবে।"

হে রাসূলুল্লাহ। আমি আপনার শাফায়াতের আশায় স্বীয় কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থী হয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আপনি দয়া করে আমার জন্য সুপারিশ করুন। অতঃপর লোকটি দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

মোহাম্মদ এবনে হারবের মৃত্যু হয় ২২৮ হিজরীতে। অতএব, তা ছিল কল্যাণের যুগ আর সেই সময় কেহ এমন ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি জানায়নি। তাই শরীয়তের অন্যতম দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য হয়।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ـ

وَمَنْ يَّكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُهٗ + فَالْفَتْحُ مِنْ جُنْدِهٖ وَالنَّصْرُ وَالظَّفَرُ ـ

আল্লাহ্র রসূলের ওসিলায় যে সাহায্য পেয়েছে, বিজয় এবং সাফল্য তার সুনিশ্চিত হয়েছে।

دَعَاكُمْ مُسْتَفِيْثًا رَاجِيًا اَصْلاً + فَهَلْ لَهٗ مِنْ سِوٰى لُطْفِيْكُمْ نَظَرُ ـ

হে রসূলুল্লাহ! সে আপনাকে অনেক বড় আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডাক দিয়েছে, আপনার দয়ার প্রতিই রয়েছে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

فَاعْطَفْ اِلٰهِىْ عَلِيًّا قَلْبِ سَيِّدِنَا + خَيْرَ الْاَنَامِ فَمِنْهُ الْعَطْفُ مُتَّصِلُ ـ

হে আল্লাহ্! আমাদের সর্দার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে আমাদের প্রতি মেহেরবান বানিয়ে দিন। কেননা, আমরা তাঁর করুণার পাত্র। তাঁর দয়ার ভিখারী, আর আমরা এজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর আলোচনা অধিক পরিমাণ হওয়া

মানুষ যাকে বেশী ভালবাসে, তার আলোচনাও করে বেশী। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। আর যেহেতু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তাই তাঁর আলোচনা সবচেয়ে বেশী করে। এটিই স্বাভাবিক।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ .

হে রসূল! আপনার জিকরকে (আলোচনা) বুলন্দ করেছি।

১ম হাদীস

হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেনঃ আমি কে? উপস্থিত লোকেরা আরজ করলো ঃ আপনি আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি তো আল্লাহর রসূল আছিই তবে, এতদ্ব্যতীত আমার আরও ফজিলত রয়েছে। রয়েছে বংশীয় মর্যাদা, আমি মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ, এবনে আব্দুল মোত্তালিব। আল্লাহ্‌পাক সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, আর সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আমি সর্বোত্তম, আর সমগ্র মানবজাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন– আরব এবং আজম। আমাকে তন্মধ্যে উত্তম অংশ অর্থাৎ আরবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর আরবের মধ্যে বহু গোত্র রয়েছে, আমাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম গোত্রে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ কোরাইশ গোত্রে আর কোরাইশের মধ্যেও কয়েকটি খান্দান রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম খান্দান অর্থাৎ বনি হাশিমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমাকে।)

অতএব, আমি ব্যক্তিগতভাবেও সর্বোত্তম এবং খান্দান বা বংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম।[১]

১. তিরমিযী, মেশকাত।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বীয় ফজিলত ও মাহাত্ম্য প্রকাশ্যে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

২য় হাদীস ঃ

ফকীহ আবুল্যাইস তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থে সূত্রের পূর্ণ বিবরণসহ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অসুস্থ অবস্থায় সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ নাজিল হয়, তখন বৃহস্পতিবার হুজুর (দ.) বাইরে তাশরীফ আনলেন। এবং মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে হযরত আলী (রা.)-কে ডাক দিয়ে বললেন ঃ মদিনা মোনাওয়ারায় ঘোষণা কর যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত শ্রবণের জন্য তোমরা একত্রিত হও। হযরত বেলাল (রা.) এলান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মদিনাবাসী একত্রিত হলেন। তখন হুজুর (দ.) আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বর্ণনা করার পর এরশাদ করলেন ঃ আমি মোহাম্মদ এবনে আব্দুল্লাহ এবনে আবদুল মোত্তালিব এবনে হাশেম, আমি আরবী এবং মক্কী।[১]

ফায়দা ঃ এতেও সে কথাই প্রমাণিত হয়, যা প্রথম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

৩য় হাদীস

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রেখেছিলেন। এই মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে হযরত হাসসান (রা.) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গৌরবময় গুণাবলী বর্ণনা করতেন, মুশরেকীনদের অন্যায় মন্তব্যের জবাব দিতেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন, আল্লাহ্‌পাক হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হাসসানের সাহায্য করেন যতক্ষণ হাসসান হযরত রসূলুল্লাহ (দ.)-এর গুণাবলী প্রকাশ করতে থাকবেন এবং কাফেরদের প্রতিবাদ করতে থাকবেন।[২]

১. ফতোয়া মাওঃ আবদুল হাই ১ম খণ্ড। ২. বুখারী, মেশকাত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফায়দা ঃ এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ফজিলত বর্ণনা করার প্রমাণ পাওয়া গেল। আর সেই বর্ণনা যদি কাব্যের মাধ্যমে হয়, তার অনুমতি প্রমাণিত হলো।

৪র্থ হাদীস

হযরত হাসান এবনে আলী (রহ.) বর্ণনা করেন ঃ আমি আমার মামা হিন্দ এবনে আবি হালার নিকট হযরত রসূলে করীম (দ.)-এর চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি অধিকাংশ সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের হুলিয়া শরীফের আলোচনা করতেন, আমি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলাম যে, তিনি যেন আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বলেন, তাহলে আমি সে কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে রাখি।[১]

এই হাদীস দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো–(১) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া, যা হযরত হাসান এবনে আলীর অন্তরে হয়েছিল; (২) আর হযরত হিন্দের এই বিষয়টি অনেক সময় বর্ণনা করা।

৫ম হাদীস

খারেজা এবনে যায়েদ এবনে সাবেত (রঃ) বর্ণনা করেন, একদল লোক হযরত যায়েদ এবনে সাবেত-এর নিকট হাযির হয়ে বললো ঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কিছু অবস্থা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।

তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে আমি কি বলব? কেননা বিষয়টি বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত। এরপর কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন।

যাহোক, আল্লাহ্পাকের কালাম পবিত্র কোরআন দ্বারা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জিকর মুবারক তাঁর মহান জীবনাদর্শের আলোচনা শুধু যে শরীয়তের বিধান মোতাবেক তাই নয়, বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ।

১. শামায়েলে তিরমিযী।

উনচত্তারিংশ অধ্যায়

স্বপ্নে প্রিয়নবী (দঃ)-এর দীদার লাভ সম্পর্কে

জাগ্রত অবস্থায় যে প্রিয়নবী (দ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেনি, তার জন্য স্বপ্নে জিয়ারত লাভ হওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সাফল্য, মহান সৌভাগ্য এবং আন্তরিক শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হয়। এটি আল্লাহ্পাকের মহান দান, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। এই সৌভাগ্য লাভে মানুষের সাধনার কোনো অবদান নেই। এটি শুধুই সৌভাগ্যের ব্যাপার, আল্লাহ্পাক যাকে দান করবেন তিনিই এই সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন।

কবির ভাষায় ঃ

ایں سعادت بزور بازو نیست + تانه بخشد خدائ بخشنده ۔

অর্থাৎ এই সৌভাগ্য বাহু বলে অর্জন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্পাক তা দান না করেন। হাজার হাজার লোক এই আকাঙ্ক্ষায় সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন; কিন্তু জিয়ারত লাভ হয়নি। তবে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করলে এবং পরিপূর্ণভাবে সুন্নতের উপর আমল করলে সর্বোপরি তাঁর সঙ্গে অস্বাভাবিক মহব্বত হলে জিয়ারত লাভ হয়, কিন্তু যেহেতু অত্যাবশ্যকীয় নয়, এজন্য জিয়ারত লাভ না হলে কোনো অবস্থাতেই চিন্তিত এবং নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আর অনেকের জন্য এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, প্রিয়তমের সন্তুষ্টি ব্যতীত প্রকৃত আশেকের আর কিছুই কাম্য হতে পারে না।

এ সম্পর্কে কবির আবেগ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য–

ارید وصاله ویرید هجری + فاترك ما ارید لما یرید ۔

আমি চাই তাঁর মিলন আর সে চায় আমার বিরহ, তাই তাঁর ইচ্ছার জন্য আমি আমার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম। আরেফ শিরাজী এভাবে তার আবেগ প্রকাশ করেন ঃ

فراق ووصل چه باشد رضاے دوست طلب

حیف باشد ازو عیرا او تمناے

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

মিলন ও বিরহ দিয়ে কি হবে, বন্ধুর সন্তুষ্টিই কামনা কর। কেননা, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তুমি বন্ধুর নিকট তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু চাইবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যদি স্বপ্নে হুজুর (দ.)-এর জেয়ারত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জিতও হয়; কিন্তু পরিপূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন না করা হয়–তবে সেই জিয়ারত যথেষ্ট হবে না। স্বয়ং হুজুর (দ.)-এর সোনালী যুগের অনেক লোক প্রকাশ্যে তাঁর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু মূলতঃ তারা ছিল তাঁর থেকে অনেক দূরে।

পক্ষান্তরে, অনেক লোক জিয়ারত লাভে ধন্য হননি অথচ তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন– এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যেমন, ওয়ায়েছ করণী। এই প্রসঙ্গে জিয়ারতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এমন কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

১ম হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যেন আমাকেই দেখে কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়।[১]

২য় হাদীস

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে।[২]

এই দু'খানি হাদীসের মর্ম একই। মেশকাত শরীফের টীকায় এ সম্পর্কে দুটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। (১) যদি স্বপ্নে হুজুর (দ.)-কে তার হুলিয়াশরীফ মোতাবেক না দেখা হয় অথচ স্বপ্ন দেখার সময় অন্তরে এই ভাব জাগ্রত হয় যে, ইনিই আমাদের প্রিয়নবী হুজুর (দ.) এমন পরিস্থিতিতে এই বিবরণ কি সঠিক বিবেচিত হবে? যারা এই বিবরণকে সঠিক মনে করেন, তারা এই ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, হুজুর (দ.)–এর হুলিয়া মোবারকের পরিবর্তনের কারণ হলো স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থা তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যেমন অপরিষ্কার আয়নায় পরিষ্কার মুখমণ্ডলও অপরিষ্কার দেখা যায়, অথবা কোনো কোনো আয়নায় মুখমণ্ডল বাঁকা মনে হয় ঐ আকৃতি তো অবশ্যই আয়নার দৃষ্টান্ত। কিন্তু আয়না অপরিষ্কার হওয়ার কারণেই

১. বুখারী, মুসলিম। ২. বুখারী, মুসলিম।

আকৃতি খারাপ মনে হয়েছে। অথবা এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ঐ আকৃতি প্রকৃতপক্ষে রূহ মোবারকের প্রতিকৃতি আর প্রতিকৃতি আকৃতির সদৃশ্য হওয়া অনিবার্য নয়। আল্লামা মাজানি এই ব্যাখ্যাকে সঠিক বলেছেন এবং আল্লামা নববীও একই মত প্রকাশ করেছেন।

৩য় হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার জিয়ারত লাভ করবে সে জাগ্রত অবস্থায়ও আমার জিয়ারত লাভ করবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম।[১]

ফায়দা ঃ এতে স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য শুভ পরিণতির সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তত্ত্ববিদগণ এরূপ স্বপ্নের এমনি ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন যে, তার শুভ পরিণতি লাভ হবে অর্থাৎ মৃত্যুকালে কালেমা নসীব হবে এবং হুজুরে পাক (দ.)-এর এরশাদ হয়েছে যে, "সে জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারত লাভ করবে তারও একই অর্থ–অর্থাৎ আখেরাতে সে হুজুর (দ.)-এর নৈকট্য লাভ করবে।

এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য, যে সমস্ত নেক আমলের শুভ পরিণতির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পূর্বশর্ত হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর গুণ অর্জন করা; ঠিক এমনিভাবে যে সমস্ত হাল বা অবস্থার শুভ পরিণতির খোশ-খবরি দেয়া হয়েছে সেগুলোর জন্যও অনুরূপ শর্ত রয়েছে।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, তাহলে এমন হাল বা অবস্থার কার্যকারিতা কি রইল? এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, কোনো হাল বা অবস্থা মানুষের আমল বা কৃতকর্মেরই বহিঃপ্রকাশ হয়, যখন আমল ভাল হয় তখন হাল বা অবস্থাও ভাল হয়, আর এই অবস্থা বা হাল দলিল হয় নেক আমলের। অতএব, নিছক অবস্থাই মানুষের জন্য সুসংবাদ বহন করে আনে। আর এ অবস্থা আলামত বা চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যদি হুজুর (দ.) স্বপ্নে কোনো কিছু এরশাদ করেন আর তা শরীয়ত মোতাবেক হয় তবে তার উপর আমল করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি সেই এরশাদ শরীয়ত বিরোধী হয় তবে মনে করা হবে যে, এটি স্বপ্নদ্রষ্টার ভুল। সে ভুলের মাশুল স্বরূপই সে এই স্বপ্ন দেখেছে।

১. বুখারী, মুসলিম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

এখন প্রশ্ন হতে পারে–যদি আমল করার জন্য শরীয়ত মোতাবেক হওয়া শর্ত হয়, তবে এই আদেশ তো স্বপ্ন দেখার পূর্বেও ছিল, তবে স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া কি হলো? এর জবাব এই যে, স্বপ্নের কারণে এই ব্যক্তির জন্য উল্লেখিত কাজটির বিশেষ তাগিদ হলো।

কবিতা ঃ

نَعَمْ سَرَى طِيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرْقَنِىْ + وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْاَلَمِ -

গভীর রাত্রে নিদ্রাবিভোর অবস্থায় প্রিয়নবী (দ.)-এর স্মরণ মনের মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং আমাকে জাগ্রত করে দিল, আর তাঁর মহব্বত মধুর নিদ্রার সুখকর অবস্থাকে যাতনাবহুল করে দিল।

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ + قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ -

যেসব গাফেল ব্যক্তিরা শুধু নিজেদের খেয়াল ও ধারণার উপর পরিতৃপ্ত থাকে, হুজুর (দ.)-এর সত্যিকারের মূল্যায়ন তাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব?

পদ্যের প্রথম কলিতে স্বপ্নে হুজুর (দ.) এর জিয়ারত লাভের পর তার মহব্বতের যাতনা প্রকাশ করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কলিতে হুজুর (দ.)-এর অনুকরণ না করে শুধু স্বপ্নের সাক্ষাতের প্রতি নির্ভর করার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

চত্বারিংশ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম, আহ্‌লে বায়ত এবং ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা

এটিই এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়। এখানে সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়ত এবং ওলামায়ে কেরামদের সম্মান-মর্যাদা এবং তাদের সঙ্গে ভালবাসা পোষণ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এর কারণ সুস্পষ্ট, প্রিয়তমের আপনজনও স্বভাবতঃই প্রিয় হয়। বিশেষতঃ যাঁরা প্রিয়তমের অত্যন্ত নৈকট্যভাজন হয় তাঁরা এমনিতে প্রিয় হয়। উপরন্তু যখন প্রিয়তমের নির্দেশ থাকে তাদের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের জন্য এবং এতে যদি প্রিয়তম নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যখন তাঁদের ব্যতীত প্রিয়তম পর্যন্ত পৌঁছবার এবং প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভের আশাই বৃথা– এ অবস্থায় প্রিয়তমের আপনজনকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনে করতে হবে।

মাওলানা রুমী বলেন ঃ

چونکه شد رفت خورشید ومارا کرد داغ
چاره نبوددر مقامش جز چراغ -

সূর্য যখন অস্তমিত হয়, তখন আমাদেরকে অন্ধকারে নিপতিত করে, তাই তার স্থলে প্রদীপ ব্যবহার ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না।

چونکه گل رفت وگلستان شد خراب + بوے گل راازکه جوئم ازگلاب

যেহেতু প্রকৃত ফুল চলে গেছে এবং তাতে বাগান হয়েছে অনাবাদী, তাই গোলাপ থেকেই সেই ফুলের খুশবু তালাশ করছি।

এ সমস্ত কারণ ও আনুসাঙ্গিক দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর একথা বলা যথাযথ ও সঠিক হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়েত এবং ওলামাদের সঙ্গে যাদের ভালবাসা বা কোনোরূপ সম্পর্ক থাকবে না, নবীয়ে পাকের সঙ্গে তাদের মুহব্বতের দাবী নিতান্ত ভুল ও অন্তঃসারশূন্য। এ সম্পর্কে কয়েকখানি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

-১৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

১ম হাদীস

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীদেরকে ভালবাস। কেননা, তাঁরা তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।[১]

২য় হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। আমার ইন্তেকালের পর তাঁদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে মুহব্বত করবে, সে যেন আমার সঙ্গে তাঁদের মহব্বত থাকার কারণেই তাঁদেরকে মুহব্বত করেছে। আর যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে সে যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকার কারণেই তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেছে এবং যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্পাককে কষ্ট দিল। আর আল্লাহ্পাক এমন ব্যক্তিকে অচিরেই পাকড়াও করবেন।[১]

ফায়দা ঃ "যে ব্যক্তি তাদেরকে মহব্বত করবে" এর অর্থ এই যে, মহানবী (দ.) বলেন যে, আমার সঙ্গে যার মব্বত রয়েছে তাই সে আমার প্রিয়জনকেও মহব্বত করে, আর আমার সঙ্গে যার বিদ্বেষভাব রয়েছে সে আমার প্রিয়জনের সঙ্গেও বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কেননা, যদি আমার সঙ্গে মহব্বত থাকতো তবে আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব কখনও পোষণ করতো না।

৩য় হাদীস

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীদেরকে খারাপ বলো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তবুও তাদের এক সের বরং আধা সের পরিমাণ ব্যয়ের সমান হবে না।

১. নাসায়ী।

"ফাজায়েলে আহলে বায়েত"

১ম হাদীস

হযরত এব্নে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্পাকের সঙ্গে তোমরা এজন্য ভালবাসা স্থাপন করো, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে পানাহারের জন্য যাবতীয় নেয়ামত দান করেছেন এবং আল্লাহ্পাকের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের কারণে আমার সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করো (অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যেহেতু প্রকৃত মাহবুব আর আমি তাঁর রসূল ও মাহবুব, এজন্য আমার সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করো) এবং আমার সঙ্গে ভালবাসা থাকার কারণেই আমার আহলে বায়েতের সঙ্গেও ভালবাসা স্থাপন করো। কেননা, তারা আমার বংশীয় ও প্রিয়। এজন্য তাদের সঙ্গেও ভালবাসা স্থাপন করো।[১]

২য় হাদীস

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, আমার আহলে বায়েতের দৃষ্টান্ত নূহ (আ.) এর কিশ্তীর ন্যায়। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করেছে সে নাজাত লাভ করেছে। আর যে এই কিশতী থেকে পৃথক রয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে।[২]

৩য় হাদীস

হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, আমি তোমাদের মাঝে এমন দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাক– তবে আমার মৃত্যুর পর কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না–তার মধ্যে একটি অপরটি থেকে বড়। ঐ দুটি বস্তুর মধ্যে একটি আল্লাহ্র কিতাব যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত রজ্জুর ন্যায়, আর অপরটি আমার 'আহলেবায়েত।" একটি অপরটি থেকে কেয়ামতের ময়দানে হাওজে কাওসারের সম্মুখে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত কখনও পৃথক হবে না। তাই, এই দুটি বস্তুর সঙ্গে আমার পরে কিরূপ ব্যবহার করবে তা খুব ভেবে-চিন্তেই করবে।[৩]

১. তিরমিযী।
২. তিরমিযী।
৩. মসনাদে আহমদ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

ফায়দা ঃ এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা "শরীয়তের আহ্‌কাম" যা চার উৎস দ্বারা প্রমাণিত এবং চার উৎসের মূলে রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম, আহ্‌লেবায়েত, ফোকাহা এবং মোহাদ্দেসীন। যেমন হুজুর (দ.)-এর এক এরশাদে তা প্রমাণিত হয়–তিনি এরশাদ করেন যে, "দু' ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুকরণ করবে যারা আমার পরে আসবে" অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.)।[১]

হুজুর (দ.) আরও এরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীগণ তারকারাজীর ন্যায়। তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরই অনুসরণ করবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ্‌পাকেরও সাধারণ ঘোষণা–

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যে ব্যাপারে জ্ঞান রাখ না, সে সম্পর্কে জ্ঞানবান লোকদের থেকে অবগতি লাভ কর।" এর মধ্যে সমস্ত ওলামাগণই রয়েছেন এবং এক হাদীসে হুজুর (দ.) শরীয়তের নির্দেশকে "কিতাবুল্লাহ" বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন মোকাদ্দমায় তিনি এরশাদ করেন যে, আমি কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। অতঃপর তিনি ঘুষ ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দান করেন এবং এক ব্যক্তিকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করেন। এবং একটি স্ত্রীলোককে তার স্বীকারোক্তির পর প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[২] অথচ উল্লেখিত এই সব নির্দেশের মধ্যে কোনো কোনো নির্দেশ কোরআনে পাকে নেই।

অতএব, আল্লাহ্‌পাকের কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার তাৎপর্য হচ্ছে এই– সার্বিকভাবে ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা তথা গ্রহণ ও বরণ করে নেয়া। আর আহলেবায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার তাৎপর্য হচ্ছে তাদের সঙ্গে মহব্বত পোষণ করা। কেননা, এটিও অন্যতম ঈমানী দায়িত্ব। যেমন হযরত আব্বাস (রা.)-কে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন–যে পর্যন্ত আমার আহলেবায়েতের সঙ্গে কারো মহব্বত না হবে সে পর্যন্ত তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না।[৩] অতএব, উল্লেখিত হাদীসের মমার্থ হলো শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আমল করা এবং আহলেবায়েতের সঙ্গে মহব্বত পোষণ করা।

১. তিরমিযী। ২. বুখারী, মুসলিম। ৩. তিরমিযী।

ফায়দা ঃ হুজুর (দ.)-এর জীবন সংগিনীগণও আহলেবায়েতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনেই তার ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ

এবং ইফ্‌কের ঘটনা সম্পর্কে হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের শপথ করে বল্‌ছি যে, আমি আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কখনও খারাপ কিছু জ্ঞাত হইনি। অতএব, আহলেবায়েতের সঙ্গে মহব্বত রাখা ঈমানি দায়িত্ব। এই সম্পর্কে বহু হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে যাতে তাদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কোরআনে মজীদে তাঁদেরকে উম্মাহাতুল্ মুমিনিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং হুজুর (দ.) তাদের খেদ্‌মতগারদের প্রশংসা করেছেন। হযরত উম্মে সাল্‌মা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) স্বীয় স্ত্রীগণকে বলেছেন যে, আমার মৃত্যুর পর যারা তোমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে তারা সত্যবাদী এবং নেককার হবে।[১]

আম্বিয়া কেরামের ওয়ারেস ওলামাদের ফজিলত

অর্থাৎ যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম তাদের এল্‌ম অনুসারে আমল করেন এবং দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং দ্বীনদার লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট থাকেন তাদের ফজিলত। কেননা, এটিই আম্বিয়া (আ.)-এর কাজ। তবে যে সমস্ত আলেম তাদের এলেম অনুসারে আমল করে না তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে "যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে এলেম হাছেল করবে যে, এলেম দ্বারা আলেমদের মোকাবেলা করবে এবং মুর্খ লোকদের সঙ্গে বিতর্ক করবে, অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে আল্লাহ্‌পাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হুজুর (দ) আরও এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে এল্‌মে দ্বীন হাসেল করবে সে কেয়ামতের দিন "জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা জান্নাতের খুশবুও লাভ করবে না। তিনি আরও এরশাদ করেন যে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে যার থেকে অন্যান্য জাহান্নাম প্রত্যহ চারশত বার নাজাত প্রার্থনা করে, সেই জাহান্নামে রিয়াকার আলেমদেরকে প্রবেশ করানো হবে।"

১. ইমাম আহনাফ। ২. আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, এব্‌নে মাজাহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

পক্ষান্তরে, খাঁটি ওলামা যাঁরা নিজেদের এলেম অনুসারে আমল করেন তাদের ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১ম হাদীস

কাসীর এবনে কায়েস হযরত আবুদ্‌দারদা (রা.) থেকে একখানি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী হুজুর (দ.) থেকে শ্রবণ করেছি যে, আলেম ব্যক্তির জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি জগৎ এমনকি সমুদ্রের তলদেশের মৎস্য পর্যন্ত এসতেগ্‌ফার করে। এবং আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এমনি যেমনি তারকার উপর পূর্ণিমার চন্দ্র। এবং ওলামা আম্বিয়া (আ.)-এর ওয়ারেস, আর আম্বিয়া (আ.) টাকা-পয়সা রেখে যান না, তারা শুধু এল্‌ম রেখে যান, তাই যে এই এল্‌ম হাছেল করবে সে তাদের মিরাজ পরিপূর্ণভাবে লাভ করবে।

২য় হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট দুইটি মজলিসের সম্মুখ দিয়ে হুজুর (দ.) তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ঐ মজলিসদ্বয়ের মধ্যে একটি ছিল আলেমদের মজলিস আর অন্যটি ছিল আবেদদের। অতঃপর হুজুর (দ.) এরশাদ করেন উভয় মজলিসই উত্তম। তবে একটি অপরটি থেকে উত্তম। অতএব, যারা আবেদ তারা আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করতে থাকেন, যদি তাঁর মর্জি হয়, তবে তিনি তাঁদেরকে দান করেন, আর যদি মর্জি না হয় তবে নাও দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় দল আলেমদের, যারা দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেন এবং অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষা দান করেন–তাই এই দল উত্তম। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম (দ.) এরশাদ করেছেন, আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁদের নিকটই বসলেন। (যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এই দল প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর বিশেষ দল।[১]

৩য় হাদীস

হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) এর খেদমতে বনি ইসরাঈলদের এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, এই ব্যক্তি ফরজসমূহ (ও তার আনুসাংগিক বিধি-বিধান) পালনের পর লোকদেরকে

১. দারামী।

এলমে দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে মশগুল থাকতো এবং অন্য ব্যক্তি সারা দিন রোজা রাখতো এবং সারা রাত্র এবাদত করতো–ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করলেন, যে ফরজ আদায়ের পর এলমে দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করতো তার ফজিলত অন্য ব্যক্তির উপর এমন ছিল–যেমন আমার ফজিলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর।[১]

ফায়দা ঃ এসব হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আম্বিয়া (আ.) এরপর তাঁদের ওয়ারিস ওলামাদেরকে তাঁদের কায়েম মোকাম করা হয়েছে।

আর ১ম হাদীসে তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে ওয়ারেস বলা হয়েছে। ২য় হাদীসে তাঁদের মজলিসে প্রিয়নবী (দ.)এর উপবিষ্ট হওয়া তাঁদের বিশেষত্বের প্রমাণ করে এবং ৩য় হাদীসে আলেমদের ফজিলতকে নিজের সঙ্গে তুলনা করা, তাও তাঁদের বিশেষত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর সাহাবা ও আহলেবাইতের সঙ্গে হুজুরের সম্পর্কের কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না, তাই তাঁদের সঙ্গে মুহব্বত রাখা একান্ত করণীয় কাজ।

তাঁরা সেই মহান দল সমগ্র সৃষ্টি জগতে যারা উত্তম, আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন সমস্ত সৎকাজের সুযোগ দিয়ে তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে

অতএব, তাঁদের প্রতি মুহব্বত পোষণ করা একান্ত কর্তব্য। আর এই মুহব্বতই জীবন সংগ্রামের সাফল্যের চাবিকাঠি। যে তাঁদের সাথে ভালবাসা পোষণ করবে সে দোজখ থেকে নাজাত লাভ করবে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

১. দারামী।

❋❋❋

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

সালাত ও সালামের চল্লিশ হাদীস

چهل حديث مشتمل بر صلوة وسلام صيغ الصلوة

حَدِيْث: (١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ (٢) اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّيْ رِضًا لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا ـ (٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ (٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (١٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (١٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (١٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (١٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ وَاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (١٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (١٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (١٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (١٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (١٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (٢٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (٢١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّلَهٗ جَزَاءً وَلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاَجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاَجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔ (٢٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ (٢٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (٢٤) بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَالسَّاعَةُ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ ـ (٢٥) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوٰاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ (٢٦) بِسْمِ اللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ـ (٢٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ (٢٥) وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ـ

صِيَغُ السَّلَامِ

(٢٦) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (٢٧) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (٢٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (٢٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (٣٠) بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ (٣١) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ ـ الصَّلَوٰاتُ لِلّٰهِ وَالزَّاكِيَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ شَهِدْتُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ (٣٢) بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

الْاَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّالسَّاعَةُ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ علينا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ ۔ (٣٣) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔ (٣٤) بِسْمِ اللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ۔ (٣٥) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ (٣٦) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ (٣٧) اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ (٣٨) اَلتَّحِيَّاتُ

لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔ (٣٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (٤٠) بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ۔

[হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) তাঁর এই মহান গ্রন্থে হযরত মওলানা মুফতী এলাহী বখ্‌শ রচিত একটি পুস্তিকা সন্নিবেশিত করেছেন।

এই পুস্তিকায় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মহান আদর্শ, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, তাঁর আকৃতি প্রকৃতির এক অপূর্ব বিবরণ স্থান পেয়েছে। তিনি এই পুস্তিকার নামকরণ করেছেন, "শিয়ামুলহাবীব" আরবী ভাষায় রচিত এই পুস্তিকাটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে নশ্‌রুততীব গ্রন্থে 'শাম্যুত্যীব নামে' সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করছি। (অনুবাদক)

***

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

পরিশিষ্ট

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যিনি প্রেরণ করেছেন আমাদের জন্য এমন একজন রসূল–যিনি আরবী, হাশেমী, যিনি মক্কী-মদীনা, যিনি সাইয়্যেদ, যিনি আমানতদার, সত্যবাদী, সত্য সংবাদপ্রদানকারী এবং যিনি কোরাইশী, সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম।

ওলামায়ে কেরাম আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনাদর্শ, তাঁর চরিত্র মাধুর্য এবং গুণাবলী সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বিষয়টিকে কেহ কেহ এত সুদীর্ঘ করেছেন–যার ফলে পাঠক তা পাঠ করার সময় ক্লান্তি বোধ করেন। আর কেহ এত সংক্ষিপ্ত করেছেন যে, তা দ্বারা কোনো মর্মার্থই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

সাধারণতঃ মানুষের অবস্থা এই যে, সুদীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত কোনোটাই মানুষের পছন্দনীয় হয় না, যদি কোনো বিষয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হয়, তখন মানুষ পলায়নপর হয় আর যখন সংক্ষিপ্ত হয় তখন সে আরও কিছু জানার জন্য ব্যাকুল হয়।

তাই, আমি (গ্রন্থকার) ইচ্ছা করলাম যে, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী, তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি এমন বিবরণ পেশ করি, যা এই পর্যায়ে যথেষ্ট হবে।

কেননা, যে প্রেমিক বিচ্ছেদ যাতনায় কাতর, বিরহ-জ্বালায় যার প্রাণ ওষ্ঠাগত, যখন সে প্রিয়জনের মিলনের কোনো পথ খুঁজে পায় না, তখন সে প্রিয়তমের গুণাবলী, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে, পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্য-মাধুরী লাভ না হলেও প্রেমিকের অশান্ত মন এইভাবে শান্তি লাভ করে।

তাই আমিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এই আলোচনা দ্বারা সওয়াবের আশা করি এবং আশা করি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহর আজাব থেকে নাজাত লাভের, এমনিভাবে আশা করি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের শাফাআতের, আর আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলের নেক দোয়ার।

আর এই আশা ব্যতীত গতিই বা কি? কেননা, নেক আমল বলতে কিছুই যে নেই, আর সারা জীবনতো গোনাহ এবং পথভ্রষ্টতার মধ্যেই কেটে গেল, তাই আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনাদর্শ, তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের আলোচনার আশ্রয় নিয়েছি। আল্লাহ্ পাক আমার তরফ থেকে এবং সকল মুসলমানের তরফ থেকে এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য।

যেহেতু এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিজির প্রণীত "শামায়েলে তিরমিজি" এবং কাজী ইয়াজ প্রণীত "কিতাবুশ্‌শেফা" ধারাবাহিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম। তাই আমি ঐ দু'খানি গ্রন্থ থেকে এমন বর্ণনাগুলোই নির্বাচিত করেছি যা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করবে। এ সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থকে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দিবে এবং মিলন পিয়াসী মনের শান্তি এবং কাতর হিয়ার সান্ত্বনা হবে।

তাই হযরত হিন্দার সূত্রে হাছান এবনে আলি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসই প্রথমে উল্লেখ করছি। কেননা, তা অত্যন্ত সুন্দর এবং ভাষার অলংকারে পরিপূর্ণ। আর তাতে নবুওয়ত ও রেসালতের গুণাবলী যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লামা কাজী ইয়াজ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন ঃ আমি আমার মামা হিন্দ্ এবনে আবি হালার নিকট প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর পবিত্র আকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী সর্বদাই বর্ণনা করতেন। আর আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যে, তিনি আমার নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের যে আলোচনা করবেন–তা আমি আমার মনের গহনে গেঁথে রাখব। তিনি বলেন ঃ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ছিলেন মহান, তিনি মানুষের দৃষ্টিতে এবং মনেও ছিলেন মহান, তার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় ছিল। তাঁর উচ্চতা মাঝারী আকারের চেয়ে একটু বেশি ছিল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক বড় ছিল। মাথার কেশ ঈষৎ কোকড়ানো ছিল। কেশগুলো একত্রিত করে ছেড়ে দিলে নিজেই একটা সিঁথির আকৃতি হতো। তখন ঐ সিঁথিকে ঐ অবস্থায়ই থাকতে দিতেন। অন্যথায় হুজুর (দ.) ইচ্ছা করে সিঁথি বানাতেন না (আর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এ ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক যুগের অভ্যাস। কিন্তু পরবর্তীকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় সিঁথি বানাতেন।) কেশগুলো যখন বৃদ্ধি পেত তখন তাঁর কর্ণ মোবারকের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছতো।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর বর্ণ ছিল অতি উজ্জ্বল, ললাট ছিল প্রশস্ত এবং ভ্রু দুটি ছিল ঘন-কালো পশমে আবৃত। তবে তা পরস্পর একত্রিত হতো না। আর তারি মাঝখানে ছিল একটি ধমনী, রাগান্বিত অবস্থায় যা প্রকাশ পেত।

মহানবী হুজুর (দ.)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল টানাটানা এবং জ্যোতির্ময়। কেহ যদি তাঁর প্রতি অত্যন্ত যত্নসহকারে লক্ষ্য না করে তবে তার দৃষ্টিতে প্রিয়নবী (দ.)-কে লম্বা চক্ষুবিশিষ্ট মনে হবে। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল গভীর কালো বর্ণের। দাড়ি মোবারক ছিল অত্যন্ত ঘন। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল প্রশস্ত ও পাতলা গড়নের। দান্দান মোবারক ছিল সাদা ঝকঝকে ও সুগঠিত। তাঁর বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটা হালকা রেখা ছিল। তাঁর গ্রীবাদেশ ছবির ন্যায় অতি সুন্দর ছিল, রূপার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহের অধিকারী, বক্ষদেশ এবং উদরের মাঝে ছিল এক অপরূপ সামঞ্জস্য। আর তিনি ছিলেন উন্নত বক্ষের অধিকারী। দুই কাঁধের মাঝে ছিল একটু প্রশস্ততা, তাঁর সুগঠিত দেহের হাড়গুলো ছিল সুঠাম ও সুদৃঢ় এবং বড়। প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহের রং ছিল অতি উজ্জ্বল এবং বাহু মোবারকে এবং বক্ষদেশের উপরিভাগে লোমের একটি সুন্দর সরু রেখা ছিল।

এতদ্ব্যতীত বক্ষস্থল ও উদরে লোম ছিল না তবে বাহুদ্বয়ে, স্কন্ধে এবং বক্ষদেশের উপরাংশে লোম ছিল।

এদিকে হাতের কনুই থেকে নিম্নাংশ অতি সুন্দর ওজন মোতাবেক দীর্ঘ ছিল, আর হস্তদ্বয় ছিল প্রশস্ত এবং হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল সুদৃঢ় এবং মাংসল। হস্ত-পদের অঙ্গুলিগুলো ছিল অতি সুন্দর, দীর্ঘ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর পায়ের তালু কিছুটা গভীর এবং পায়ের পাতা এত মসৃণ ও সমতল যে, তার উপর পানি পর্যন্ত থাকত না; বরং পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যেত। হুজুর (দ.) যখন পথ চলতেন তখন সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং সম্মুখের দিকে কিঞ্চিত ঝুঁকে অগ্রসর হতেন, তবে মাটির উপর সজোরে পা ফেলতেন না। চলার সময় খানিকটা দ্রুত বেগে হাঁটতেন–যেন

কোনো উঁচুস্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন। তিনি যখন কারোও প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন, তখন দেহ মোবারক তার দিকে সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দৃষ্টিপাত করতেন। প্রায় সর্বদাই দৃষ্টিকে নিচু করে রাখতেন। আসমানের চেয়ে জমিনের প্রতিই তিনি অধিক সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। স্বভাবসুলভ লাজুকতার কারণে কারও প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারতেন না; বরং চোখের কোণ দ্বারাই দৃষ্টিপাত করতেন। চলার সময় সংগিগণকে সম্মুখে রেখে হুজুর (দ.) স্বয়ং পিছনে চলতেন এবং কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি প্রথমেই তাকে ছালাম করতেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি হিন্দ এব্নে আবিহালাহ্‌কে বললাম, হুজুর (দ.)-এর কথোপকথন সম্পর্কে বলুন। অতঃপর তিনি বললেন যে, হুজুর (দ.) সর্বদাই পরকালের চিন্তা–ভাবনায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। তিনি কখনও নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না এবং নিষ্প্রয়োজনে কোনো কথা বলতেন না। অধিক সময়ই নিরবতা অবলম্বন করে থাকতেন। কোনো কথা আরম্ভ থেকে শেষ করা পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তাঁর কথা খুবই সারগর্ভ হত। অর্থাৎ কথা খুব অল্প হলেও তার অর্থ হতো ব্যাপক। হুজুর (দ.)-এর কথা ছিল সত্যের মাপকাঠি। তাতে কোনো অতিরঞ্জনও থাকত না এবং তা খুব সংক্ষিপ্তও হতো না। প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর স্বভাবে কোনো কঠোরতাও ছিল না এবং যাকে সম্বোধন করে কথা বলতেন, তাকে কখনও অপমানও করতেন না। নেয়ামত সামান্য হলেও তার সম্মান করতেন এবং কখনও কোনো নেয়ামতকে হেয় মনে করতেন না। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা বা নিন্দা কখনও করতেন না (নিন্দা এজন্য করতেন না যে, তা ছিল আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামত, আর প্রশংসা এজন্য করতেন না যে, তাতে অনেক সময় লোভ লালসারই বহিঃপ্রকাশ হয়)। যখন কোনো ব্যক্তি সত্যের বিরোধিতা করতো, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন–যে পর্যন্ত তিনি সেই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করতেন সে পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না। আর কোনো সময় নিজের জন্য কারও প্রতি রাগ করতেন না, আর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো লোক থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। তিনি যখন কোনো দিকে ইঙ্গিত করতেন তখন পূর্ণ হস্ত মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। আর যদি কোনো বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হতেন তবে হস্ত মোবারকের উলটপালট দ্বারা তা প্রকাশ করতেন। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন ডান হাতের দ্বিতীয় অঙ্গুলি দ্বারা বাঁ-হাতের উপর মৃদু আঘাত করতেন আর যখন তিনি রাগান্বিত হতেন, তখন তিনি সেদিক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং পার্শ পরিবর্তন করতেন, আর যখন কোনো ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন দৃষ্টিকে নীচু করে নিতেন। আর অধিকাংশ সময় তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। আর সে সময় মুক্তার ন্যায় সুন্দর দাঁতগুলো এভাবে প্রকাশ পেত–যেন বৃষ্টির ফোঁটা দ্বারা তৈরি বুদবুদ।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হাছান (রা.) বলেনঃ আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত হোসাইন থেকে একথা গোপন করে রাখলাম। অতঃপর যখন একদিন তার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলাম তখন দেখলাম, সে আমার পূর্বেই আমাদের পিতার নিকট থেকে হুজুর (দ.)-এর গৃহে প্রবেশ করা এবং ঘর থেকে বের হওয়া এবং উঠাবসা চালচলন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছে এবং এ সম্পর্কে কোনো কিছুই বাদ দেয়নি।

মোটকথা, হযরত হোসাইন (রা.) বলেন ঃ আমি আমার পিতার নিকট হযরত রাসূলে মকবুল (দ.)-এর গৃহে অবস্থন গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাবে বললেন যে, হুজুর (দ.) নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (যেমন আহার, নিদ্রা) গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি গৃহে অবস্থানের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। এক ভাগ আল্লাহ্ পাকের এবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।

অতঃপর নিজের বিশ্রাম গ্রহণের সময়কে নিজের এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে নিতেন। অর্থাৎ ঐ সময়টাও উম্মতের কল্যাণেই ব্যয় করতেন এবং এই বিশেষ সময়ে বিশিষ্ট সাহাবাগণ হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতেন। অতঃপর তারা অন্যান্য সাহাবাকে তা পৌঁছিয়ে দিতেন। এভাবে অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবাদের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবা তথা সকলেই দ্বীনের শিক্ষা লাভ করে ধন্য হতেন। তবে ঐ সময়ে সকল সাহাবার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল না। যদিও তাঁদের থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতেন না। আর উম্মতের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট ছিল ঐ সময় অতিবাহিত করার পদ্ধতি ছিল এই যে, যে সমস্ত সাহাবা এল্ম ও আমলের দিক থেকে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, তাদেরকে প্রিয়নবী (দ.) দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অন্যান্যদের থেকে প্রাধান্য দিতেন। অর্থাৎ তাদের জন্য হুজুর (দ.)-এর দরবারে সর্বদা উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। আর সেই বিশেষ সময়কে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত ও দ্বীনী মর্যাদা অনুসারে বিতরণ করতেন।

তাদের মধ্যে কারও হয়ত একটা বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রয়োজন হতো, কারও বা দুটি, কারও বা ততোধিক। অতএব, তিনি তাদেরকে শিক্ষাদানের কাজে মগ্ন থাকতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে মশগুল রাখতেন যাতে করে তাদের এবং সমস্ত উম্মতের এসলাহ ও সংশোধন হয়। আর সেই কাজ ছিল এই যে, তারা হুজুর (দ.)-এর খেদমতে যখন কোনো প্রশ্ন করতেন, আর হুজুর (দ.) তাদের অবস্থা অনুযায়ী জবাব প্রদান করতেন এবং তাদেরকে এই নির্দেশ দিতেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে এসকল বিষয়ে শিক্ষা দান করবে। তাদেরকে এ হেদায়েতও করতেন যে, যারা নিজেদের প্রশ্ন আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে অক্ষম থাকে, তোমরা তাদের প্রশ্ন আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিও। আর তাতে তোমরা অনেক লাভবান হবে। কেননা, যে ব্যক্তি এমন লোকদের প্রয়োজন বা প্রশ্ন কোনো ক্ষমতাশীল ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দিবে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাকে পুলসিরাতে স্থিতিশীল রাখবেন।

হুজুর (দ.)-এর দরবারে এমনি কল্যাণকর কথারই আলোচনা করা হতো। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ছিল। অর্থাৎ বিশ্বমানবের প্রয়োজন এবং কল্যাণের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোনো অহেতুক বা অকল্যাণকর আলোচনা হুজুর (দ.) শ্রবণ করতেন না। হযরত সুফিয়ান এবনে অকীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে হযরত আলীর (রা.) একথাও উল্লেখিত হয়েছে। যেমন মানুষ প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর মহান দরবারে (দ্বীনি এলমের অন্বেষণকারী রূপে প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হতো এবং কিছু না কিছু অবশ্যই আহার করে প্রত্যাবর্তন করতো। অর্থাৎ দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি হুজুর (দ.) তাদেরকে কোনো খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই আহার করাতেন এবং তারা হাদী ও ফকীহ্ হয়ে হুজুর (দ.)-এর মহান দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন।

ইমাম হোসাইন (রা.) বলেন ঃ আমি আমার পিতার খেদমতে আরজ করলাম যে, হুজুর (দ.)-এর গৃহ থেকে বাইরে অবস্থান গ্রহণের অবস্থাও বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হুজুর (দ.) সর্বদা বাহুল্য কথা পরিহার করতেন, মানুষের মন রক্ষা করতেন এবং কোনো প্রকার শ্রেণীভেদ করতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান করতেন এবং এমন ব্যক্তিকেই গোত্রের প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন, যিনি সাধারণ মানুষকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

অকল্যাণকর কার্যসমূহ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এবং তাদের ক্ষতি থেকে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেও সজাগ সতর্ক থাকতেন। তবে কারও সঙ্গে হাসি মুখে মিশতে এতটুকু কার্পণ্য করতেন না। যারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য উপস্থিত হতো তাদের যাবতীয় অবস্থায় খোঁজ খবর গ্রহণ করতেন। মানুষের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটতো, সে সম্পর্কেও প্রিয়নবী (দ.) অবগতি লাভ করতেন, যাতে করে মজলুমদের সাহায্য এবং জালেমদের প্রতিরোধ করার সুযোগ লাভ হয়। তিনি ভাল কথার প্রশংসা ও সমর্থন এবং মন্দ কথার নিন্দা ও বর্জন করতেন। হুজুর (দ.) তাঁর যাবতীয় রীতি-নীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে এবং মধ্য পন্থায় পালন করতেন এবং তার মধ্যে কোনো প্রকার অনিয়ম বা ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে দিতেন না। মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো প্রকার অবহেলা করতেন না। কেননা, তাতে এই আশংকা ছিল যে, যদি তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় তবে কেউ হয়ত দ্বীন থেকেই বিমুখ হয়ে যাবে। আবার কেউবা কিছুদিন স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করে অস্বাভাবিকভাবে দ্বীনের আমলে মশগুল হয়ে অতঃপর ক্লান্ত হয়ে দ্বীন থেকে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি অবস্থার জন্যই প্রিয়নবী (দ.)-এর আদর্শে একটি বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল। ন্যায়ের প্রতি কখনও অনীহা প্রকাশ করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতি কখনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। উত্তম ও ভাল লোকেরাই প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর নৈকট্যে ধন্য হতেন। তাঁর দরবারে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই হতে পারতো, যে সাধারণভাবে কল্যাণকামী হতো। আর সবচেয়ে সম্মান সে ব্যক্তি লাভ করতো যে সার্বিকভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে আত্মনিবেদিত ছিল।

অতঃপর আমি তাঁর নিকট (অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (রা.) স্বীয় পিতা হযরত আলীর (রা.) নিকট) হুজুরের (দ.) মজলিস সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য আরজ করলাম।

তিনি বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ (দ.)-এর উঠা-বসা সব কিছুই আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা আরম্ভ ও সমাপ্ত হতো এবং স্বীয় আসন গ্রহণের জন্য এমন কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন না, যেখানে অকারণে আসন গ্রহণ করতেন অথবা কেউ সেখানে আসন গ্রহণ করলে তাকে তুলে দেয়া হতো এবং অন্যান্যকে এভাবে স্থান নির্দিষ্ট করতেও নিষেধ করতেন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) যখন কোন মজলিসে তাশরিফ নিতেন তখন যে স্থানে লোকদের আসন শেষ হতো সে স্থানেই হুজুর বসে পড়তেন। অন্যান্য লোকদেরকেও এই আদর্শ গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। মজলিসে উপবিষ্ট সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টিপাত ও সম্বোধন করে নসিহত করতেন। এমনকি সকলেই এ উপলব্ধি করতো যে, হুজুর (দ.) আমার প্রতিই সর্বাধিক মনোযোগী হয়েছেন। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে হুজুর (দ.)-এর সঙ্গে বসে অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় আলোচনা আরম্ভ করতো। তখন যতক্ষণ না সে প্রত্যাগমন করত হুজুর (দ.) তার নিকট থেকে পৃথক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতেন না। কেহ কোনো আরজি পেশ করলে সে আরজি পূর্ণ করা বা অসম্ভব হলে বিনম্র ভাষায় তার নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করা ব্যতীত তাকে ফিরিয়ে দিতেন না।

মহানবী হুজুর (দ.)-এর মধুর ব্যবহার সকলের জন্যই ছিল সমান, তিনি যেন সকলেরই পিতা। সমস্ত মানুষই প্রিয়নবী (দ.)-এর নিকট ছিল সমঅধিকারী। তবে তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে মোত্তাকীগণ অগ্রাধিকার লাভ করতেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, অধিকারের প্রশ্নে সকলেই ছিল সমান।

হুজুর (দ.)-এর মজলিস ভদ্রতা, নম্রতা, এলম, লাজুকতা, সহনশীলতা এবং আমানতদারীর মজলিস ছিল। সেই মজলিসে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলা হতো না। কারো সম্মানের প্রতি কেহ আঘাত করতো না, কারো ভুল-ভ্রান্তির প্রচার করা হতো না, হুজুর (দ.)-এর মজলিসের লোকেরা ছিলেন মোত্তাকী, পরহেজগার এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল সহমর্মিতা। সেখানে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো এবং ছোটদের প্রতি মায়া মহব্বত প্রদর্শন করা হতো। অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা হতো, নিরাশ্রয়দের প্রতি করা হতো করুণা প্রদর্শন।

অতঃপর আমি (বর্ণনাকারী) মজলিসের লোকদের সঙ্গে হুজুর (দ.) কিরূপ ব্যবহার করতেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন, প্রিয়নবী (দ.) সর্বদাই সুপ্রসন্ন থাকতেন এবং তিনি অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের অধিকারী মহামানব ছিলেন। তার কৃপা ও করুণা লাভ করা ছিল সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। মহানবী (দ.) কঠোরও ছিলেন না এবং তাঁর ব্যবহারও রুক্ষ ছিল না। তিনি কখনও চিৎকার করে কথা বলতেন না, বলতেন না বাহুল্য কোনো কথা। কারও দোষ ত্রুটিও প্রচার করতেন না

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

এবং অতিরঞ্জন করে কারও প্রশংসাও করতেন না। কারও কোনো অশোভনীয় মন্তব্য যা প্রিয়নবী হুজুর (দ.) -এর স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং অপছন্দনীয় হতো–তা যেন তিনি শুনেও শুনতেন না অর্থাৎ, তার জন্য সেই ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতেন না, বরং নিরবতা অবলম্বন করতেন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) সর্বদা লোক দেখানো কাজ, অধিক কথাবার্তা এবং অহেতুক আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করতেন এবং তিনটি বস্তু থেকে অন্যকেও নিরাপদ রাখতেন। কারও নিন্দা করতেন না, কাউকে লজ্জা দিতেন না এবং কারও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। সর্বদা তিনি কল্যাণকর কথাই বলতেন। তিনি যখন কোনো কথা এরশাদ করতেন, তখন তাঁর অনুসারীগণ এমন অবনত মস্তকে উপবিষ্ট থাকতেন যেন তাদের শিরদেশে কোনো পক্ষী উপবিষ্ট রয়েছে। যখন হুজুর (দ.) কথা বলা বন্ধ করতেন তখন প্রয়োজন বোধে সাহাবাগণ কথা বলতেন। তবে তাঁর সম্মুখে তারা কোনো বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতেন না। কেহ যদি কোনো কথা আরম্ভ করতেন তখন তার কথা শেষ না করা পর্যন্ত অন্য কেহ কথা বলতেন না। অর্থাৎ কথার মধ্যখানে কেহ কথা বলতেন না। হুজুর (দ.) মজলিসের সকলের কথাই মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। যে সব কথায় সকলে হাসতো তাতে প্রিয়নবীও (দ.) হাসতেন, আর যে সব কথার কারণে সকলে আশ্চর্যান্বিত হতো তাতে তিনিও আশ্চর্যান্বিত হতেন। (অর্থাৎ বৈধতার সীমারেখা পর্যন্ত মজলিসের লোকদের সঙ্গে শরীক থাকতেন) এবং কোনো বিদেশীর অশোভন কথা তিনি বরদাশ্‌ত করতেন এবং বলতেন, যখন কোন সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখ তখন তাকে সাহায্য করবে। কেহ যদি হুজুর (দ.)-এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করতো তবে তিনি তা পছন্দ করতেন না। অবশ্য কেহ যদি কোনো এহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো তাতে তিনি কোনো আপত্তি করতেন না। কেহ কোন কথা বলতে আরম্ভ করলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সীমালঙ্ঘন করতো তাকে কথা বলতে বারণ করতেন না। যদি কেহ সীমালঙ্ঘন করতো তখন তাকে বারণ করে দিতেন অথবা প্রিয়নবী (দ.) মজলিস থেকে চলে যেতেন।

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর নিরবতা কিরূপ ছিল? হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন যে, হুজুর (দ.)-এর নিরবতায়ও চারটি বস্তু পাওয়া

যেত। স্থিতিশীলতা, বিচক্ষণতা এবং চিন্তা–এভাবে করতেন যে উপস্থিত সকলের আরজি শ্রবণের ব্যাপারে সমান সময়ই ব্যয় করতেন। আর চিন্তা করতেন ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংস এবং চিরস্থায়ী আখেরাত সম্পর্কে। এমনিভাবে হুজুর (দ.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী এবং তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর অভ্যাসসমূহ বিভিন্ন হাদীসে–হযরত আনাস (রা.), আবু হোরায়রা (রা.), বারা এবনে আজেব (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), আবু জোহায়ফা (রা.), জাবের ইবনে সামুরা (রা.), উম্মে মা'বাদ (রা.) এবনে আব্বাস (রা.), মুরেজ এবনে মু'আইকীব (রা.), হযরত আবু তোফায়েল (রা.), আদ্দা এব্‌নে খালেদ (রা.), খোরাইম এবনে ফাতেক (রা.) এবং হাকীম এবনে হিজাম (রা.) প্রমুখ সাহাবা থেকে বর্ণিত রয়েছে। আমরাও আল্লাহ্‌পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূলের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কয়েকখানি রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি।

তাঁরা বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর দেহ মোবারকের রং ছিল অতি উজ্জ্বল, চক্ষুদ্বয়ের মণি ছিল কৃষ্ণবর্ণের, চক্ষুদ্বয় ছিল টানা টানা অর্থাৎ বড় বড়। চক্ষুদ্বয়ের অভ্যন্তরে লাল রেখা ছিল, চক্ষুদ্বয়ের পাতা লম্বা ছিল। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ একটু প্রশস্ত ছিল এবং তা ঘন সরু এবং ঘুরানো ছিল। চক্ষুদ্বয় ছিল ভাসা ভাসা, দন্তপাটি ছিল সমান এবং সুবিন্যস্ত। পূর্ণিমার চন্দের ন্যায় প্রিয় নবী (দ.)-এর মুখমন্ডল ছিল জ্যোতির্ময় এবং গোলাকার। দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল যা বক্ষ মোবারককে প্রায় আবৃত করে রাখতো। পবিত্র উদর ও বক্ষ মোবারক ছিল সমতল, বক্ষ ও বাহুমূলের মধ্যভাগ ছিল প্রশস্ত। দেহের হাড়সমূহ ছিল মোটা, উভয় হাতের কব্জি, বাহু এবং দেহের নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের সাক (গোড়ালী) ছিল পুষ্ট ও মোটা। হস্তদ্বয়ের তালু ও পায়ের পাতা ছিল সুদৃঢ় পুরু মাংসেল এবং প্রশস্ত। বক্ষ মোবারক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। পদযুগল ছিল মধ্যম ও স্বাভাবিক অর্থাৎ তা অধিক লম্বাও ছিল না এবং বেঁটেও ছিল না। প্রিয়নবী (দ.)-এর চলার গতি স্বভাবতঃই একটু দ্রুত ছিল। অন্য কোনো লোক তাঁর সঙ্গে সমানভাবে চলতে সক্ষম হতো না। হুজুর (দ.)-এর দৈহিক গঠনকে একটু লম্বাই বলা চলতো, অর্থাৎ তেমন লম্বা ছিলেন না, তবে দৃশ্যতা একটু লম্বা মনে হতো। কেশ মোবারক আংশিক কুঞ্চিত ছিল। প্রিয়নবী হুজুর (দ.) যখন হাসতেন তখন তাঁর দান্দান মোবারক বিজলির ন্যায় চমকে উঠতো যেন বৃষ্টির ফোঁটার বুদবুদ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

তিনি যখন কথা বলতেন তখন সম্মুখের দন্তপাটি থেকে যেন একটি নূর প্রকাশিত হতো। বাহু ও স্কন্ধ মোবারক অত্যন্ত সুন্দর ছিল, মুখমন্ডল স্ফীত ছিল না এবং তা পরিপূর্ণ গোলাকার ছিল না; বরং ডিম্বাকার ছিল। এবং দেহে গোস্ত ছিল পরিমাণ মত।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল সাদা আর তার মধ্যে ছিল রক্তিমাভা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ অস্থিগুলি ছিল সুদৃঢ়। যখন হাঁটতেন তখন পায়ের পাতা পরিপূর্ণভাবে যমীনে ফেলে চলতেন। পায়ের পাতা তেমন গভীর ছিল না বরং প্রায় সমতল ছিল। এ সমস্ত বর্ণনা কিতাবুস্‌শেফার সংক্ষিপ্ত সার। আর ইমাম তিরমিজি 'শামায়েলের' মধ্যে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের প্রিয়নবী হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্তদ্বয়ের তালু এবং পদযুগলের পাতা ছিল পুরু ও মাংসল। মস্তক মোবারক ছিল সামান্য বড় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ অস্তিগুলো ছিল মোটা। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না এবং খুব খর্বকায় ছিলেন না। হুজুর (দ.)-এর চেহারা মোবারক আংশিক গোলাকার ছিল। তাঁর দেহের রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং রক্তিমাভাযুক্ত, চক্ষুদ্বয়ের পুতলী ছিল গভীর কালো, ভ্রূযুগল লম্বা, তাঁর পবিত্র স্কন্ধ ও বাহু ছিল বড় ও প্রশস্ত। দেহ মোবারকে তেমন লোম ছিল না। তবে, বক্ষ মোবারক থেকে নাভী পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। যখন উভয় পার্শ্বের কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন পরিপূর্ণভাবেই তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। প্রিয়নবী (দ.)-এর উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে নবুওয়তের মোহর ছিল আর তিনিই ছিলেন সর্বশেষ নবী। হযরত জাবের এবনে সামুরার (রা.) বর্ণনায় রয়েছে যে, হুজুর (দ.)-এর পবিত্র মুখ ছিল সামান্য প্রশস্ত। পায়ের গোড়ালীতে গোস্ত ছিল পরিমাণ মত। এবং চক্ষুদ্বয়ের শুভ্রতার মধ্যে পরিস্ফুট ছিল রক্তিম রেখাগুলো। প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হতো তিনি যেন চক্ষুদ্বয়ে সুরমা লাগিয়েছেন অথচ তাতে সুরমা লাগানো ছিল না। এবং আবুতোফায়েল লাইসী (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর (দ.) অত্যন্ত লাবণ্যময় রক্তিমাভাযুক্ত উজ্জ্বল রং-এর মধ্যম গঠনের দেহবিশিষ্ট লোক ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দ.) অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি এবং গন্দমী রং-এর লোক ছিলেন। কর্ণযুগলের নিম্নভাগ পর্যন্ত কেশ মোবারক দীর্ঘ ছিল। লাল ডোরাবিশিষ্ট 'জোড়া' অর্থাৎ লুঙ্গি ও জামা পরিধান করতেন।

শামায়েলে তিরমিজিতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) খুব লম্বাও ছিলেন না এবং খুব খর্বকায়ও ছিলেন না (বরং মধ্যম আকৃতির এর মানানসই লোক ছিলেন)। তিনি চুনের ন্যায় সাদাও ছিলেন না এবং একেবারে শ্যামলা রং এরও ছিলেন না। মস্তক মোবারকে কেশরাশি অতিমাত্রায় কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না (বরং কিঞ্চিত কুঞ্চিত ছিল)। চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহপাক তাঁকে নবুওয়ত দান করেন। অতঃপর মক্কায়ে মোকাররামায় তের বছর অবস্থান করেন। হযরত এবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা এই যে, নবুওয়তপ্রাপ্তির পর মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। (হযরত আনাস (রা.) দশম সংখ্যার উপরের সংখ্যাক গণনা করেননি আর এব্‌নে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাই উভয় বর্ণনায় কোনো অসামঞ্জস্যতার কিছুই নেই)। এবং মদীনা মোনাওয়ারায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর ষাট বছর বয়সে আর এবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুসারে তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

ইমাম বোখারী বলেছেন ঃ "তেষট্টি বছরের" কথা অধিক সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর (এতটুকু বয়স হওয়া সত্ত্বেও) প্রিয়নবী (দ.)-এর কেশ মোবারকে বিশটির অধিক কেশ সাদা হয়নি। তত্ত্ববিদগণ বলেন ঃ কেশ ও দাঁড়ি মোবারকে সর্বমোট সতেরটা কেশ ও দাঁড়ি সাদা হয়েছিল। এবং হযরত জাবের এবনে সামুরা বর্ণনা করেন ঃ মহরে নবুওয়ত প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল রং-এর এক টুকরা মাংসপিণ্ড ছিল। হযরত আম্‌র্ এব্‌নে আখ্‌তাব আনসারীর বর্ণনা এই যে, "তার উপরে কিছু লোমও ছিল"। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন যে, তা ছিল হুজুর (দ.)-এর কোমরের উপরিভাগে এক টুকরা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ছিল হাতের মুষ্ঠি আকৃতির। তার চতুস্পার্শ্বে তিল ছিল (এসমস্ত বর্ণনায়ও কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। কারণ এ সমস্ত বিশেষণ একত্রিত হতে পারে)। হযরত বারা বলেন ঃ লাল ডোরার লুঙ্গি এবং জামা পরিহিত হুজুর (দ.) থেকে অধিক সুন্দর আমি আর কাউকেই দেখিনি। আর হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন ঃ আমি প্রিয়নবী হযরত রসূলে খোদা (রা.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো ব্যক্তিই দেখিনি। মনে হচ্ছিল হুজুর (দ.)-এর মুখমন্ডলে সূর্য বিচরণ করছে। তিনি যখন হাসতেন তখন দেয়ালের গায়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

সে হাসির দীপ্তি ও আভা বিচ্ছরিত হতো। হযরত যাবের (রা.)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, হুজুর (দ.)-এর চেহারা মোবারক কি তলোয়ারের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল? তিনি জবাবে বললেন, তলোয়ার আর কতটুকু স্বচ্ছ বরং চন্দ্র ও সূর্যের চেয়েও অনেক স্বচ্ছ ছিল। হযরত উম্মে মা'বাদ বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.)-কে দূর থেকে তাকালে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর মনে হতো এবং নিকটবর্তী হয়ে তাকালে সর্বাধিক মধুর ও আকর্ষণীয় মনে হতো। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-কে প্রথমতঃ দেখতো সে ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যেত, আর যে পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মহান দরবারে আসা-যাওয়া করতো সে অনিবার্য কারণেই প্রিয়নবী (দ.) কে ভালবাসতো। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর ও সুশ্রী তার পূর্বেও কাউকে দেখিনি এবং তাঁর পরেও কাউকে দেখিনি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ আমি কোনো মুশক, কোনো আম্বর এবং কোনো সুগন্ধি বস্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধময় দেখিনি। যদি কারও সঙ্গে প্রিয়নবী 'মোসাফাহা" (করমর্দন) করতেন তবে সমস্ত দিন ঐ ব্যক্তির হাতে হুজুর (দ.)-এর "মোসাফাহার" সুগন্ধি লেগেই থাকতো, আর যদি কখনও কোনো শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন তবে সুগন্ধির কারণে ঐ শিশু হাজারো শিশুর মধ্যে অত্যন্ত সহজে পরিচিত হতো। প্রিয়নবী (দ.) একবার হযরত আনাসের (রা.) গৃহে শায়িত ছিলেন। প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহ মোবারক ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠলো। হযরত আনাসের মাতা একটা শিশি নিয়ে হুজুর (দ.)-এর দেহের ঘাম ঐ শিশিতে পুরিয়ে নিচ্ছিলেন। হুজুর (দ.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি করছো? জবাব দিলঃ হুজুর আমরা এগুলোকে আমাদের সুগন্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করবো; কেননা আপনার এই ঘাম সর্বোত্তম সুগন্ধি।

'ইমাম বোখারী (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে "তারিখে কবীরের" মধ্যে উল্লেখ করেন যে, হুজুর (দ.) যদি কোনো দলের সঙ্গে কোথাও গমন করতেন, আর যদি কেহ প্রিয়নবীর (দ.) অনুসন্ধান করতো–তবে সে সুগন্ধির কারণেই চিনে ফেলতো। হযরত ইসহাক এবনে রাহওয়েহ বলেন ঃ এই সুগন্ধি প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর দেহ মোবারকেরই সুগন্ধি ছিল। অন্য কোনো সুগন্ধি ছিল না। ইব্রাহীম এবনে ইসমাঈল মুযানী হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমাকে একবার প্রিয়নবী

হুজুর (দ.) তাঁর পশ্চাতে একই বাহনের উপর আরোহণ করিয়ে নেন। আমি তাঁর মোহরে নবুওয়ত আমার মুখের অভ্যন্তরে চুষে নিলাম। তখন সেই মোহরে নবুওয়ত থেকে যেন মুশ্‌কের ফোঁটা নির্গত হলো।

আরো বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.) যখন মলমুত্র ত্যাগ করার জন্য গমন করতেন তখন যমীন বিদীর্ণ হয়ে যেত এবং তাঁর মলমূত্র যমীন তার অভ্যন্তরে গোপন করে ফেলতো। এবং সে স্থান থেকে অত্যন্ত সুগন্ধ প্রকাশিত হতো। হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, আর এজন্য প্রিয়নবী (দ.)-এর মলমূত্র পাক-পবিত্র হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন। আবু বকর এবনে সাবেক মালেকী এবং আবু নসর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু মালেক এবনে সীনান (রা.) ওহুদের ময়দানে প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে পান করেন। প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করলেন, জাহান্নামের অগ্নি কখনও তোমাকে স্পর্শ করবে না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়েরও প্রিয়নবী (দ.)-এর রক্ত চুষে গলাধঃকরণ করে ফেলেন। বরকত (রা.) এবং প্রিয়নবী (দ.)-এর দাসী উম্মে আইমান (রা.) হুজুর (দ.)-এর প্রস্রাব পান করে ফেলেন। অতঃপর তাদের নিকট মনে হলো, তারা যেন কোনো সুস্বাদু এবং মিষ্টি পানীয় পান করছেন। হুজুর (দ.) জন্মগতভাবে খাতনাকৃত এবং চক্ষুদ্বয়ে সুরমা ব্যবহৃত ছিলেন। তাঁর মাতা হযরত আমেনা বলেন ঃ আমি তাঁকে পাক-পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রসব করেছি, কোনো প্রকার অপবিত্রতা বা মলিনতা তাঁর দেহে ছিল না। এবং যদিও তাঁর নিদ্রার সময় নাসিকাধ্বনি হতো তবুও নিদ্রাভঙ্গের পর পুনঃ অজু করা ব্যতীতই নামাজ আদায় করতেন। অর্থাৎ নিদ্রার কারণে প্রিয়নবী (দ.)-এর অজু বিনষ্ট হতো না। কেননা, তিনি নিদ্রাবস্থায় অপবিত্র হতেন না, এই হাদীস হযরত ইকরিমা বর্ণনা করেছেন।

প্রিয়নবী (দ.)-এর দৃষ্টিশক্তি

ওহাব এবনে মোনাব্‌নাহ বলেন ঃ আমি প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর গুণাবলী সম্পর্কে প্রণীত অধিকাংশ গ্রন্থই পাঠ করেছি এবং সমস্ত গ্রন্থে এই একই কথা পেয়েছি যে, হুজুর (দ.) সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন এবং তাঁর রায় ও অভিমতই সর্বোত্তম ছিল। তিনি আলোতে যেমনি দেখতে পেতেন অন্ধকারেও তেমনিই দেখতে পেতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী দূর থেকেও তেমনি দর্শন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

করতেন যেমনটি নিকট থেকে করতেন। এবং সম্মুখেও যেমনি দেখতেন পশ্চাতেও ঠিক তেমনিই দেখতেন। প্রিয়নবী (দ.) নাজ্জাশীর জানাজা (যা আবিসিনিয়ায় ছিল) দেখতে পেয়েছিলেন এবং তার জানাজার নামাজও আদায় করেছিলেন। এবং বাইতুল মোকাদ্দাসকে পবিত্র মক্কা থেকেই দর্শন করে মক্কাবাসীর সম্মুখে তার অবস্থা আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন। এবং যখন মদীনা মোনাওয়ারায় মসজিদে নববী নির্মাণ করেন অথবা বাইতুল্লাহকেও দর্শন করেছিলেন এবং তিনি সুরাইয়া অর্থাৎ সপ্তম আসমানে এগারটি নক্ষত্র দেখতে পেতেন।

প্রিয়নবী (দ.)-এর দৈহিক শক্তি

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর দৈহিক শক্তির অবস্থা এই ছিল যে, তিনি সে যুগের বিখ্যাত বীর আবু রুকানাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। প্রিয়নবী (দ.) রুকানাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে বলল ঃ আপনি যদি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। অতঃপর প্রিয়নবী (দ.) তাকে একে একে তিনবারই পরাভূত করেন। ইসলাম-পূর্বকালেও তিনি রুকানাকে পরাজিত করেছিলেন।

প্রিয়নবী (দ.) সর্বদা এত দ্রুত পদে অগ্রসর হতেন, মনে হতো যেন যমীন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। হযরত আবু হোরায়রা বলেন ঃ আমরা সর্বদা এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতাম যেন আমরা তাঁর পাশাপাশি অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু আমরা তাতে সক্ষম হতাম না। অথচ প্রিয়নবী (দ.)-এর এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া ছিল তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা।

হুজুর (দ.) সর্বদা মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি পার্শ্বের কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন তখন তার প্রতি পরিপূর্ণভাবেই দৃষ্টিপাত করতেন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্পাক হুজুর (দ.)-কে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন এবং তাঁর জন্য সমস্ত পৃথিবীর যমীনকে মসজিদ এবং মাটিকেও পবিত্রতা লাভের উপকরণ করে দিয়েছেন। প্রিয়নবী (দ.)-এর জন্য গণিমতের মাল হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী নবীদের জন্য তা হালাল ছিল না। এবং তাঁকে বিশেষভাবে শাফায়াতে কোবরা এবং মাকামে মাহমুদ দান করেছেন। প্রিয়নবী জ্বীন ও মানব তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য নবী ও রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

প্রিয়নবী (দ.)-এর আলাপ-আলোচনা, তাঁর খাদ্যব্য, নিদ্রা এবং উঠাবসা সম্পর্কে

প্রিয়নবী (দ.) আরবের সমস্ত ভাষা সম্পর্কেই অবগত ছিলেন। গ্রন্থকার বলেন ঃ তিনি বরং পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই জানতেন। (কোনো কোনো বর্ণনায় একথা উল্লেখও রয়েছে) উম্মে মা'বাদ বলেন ঃ হুজুর (দ.) সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। তিনি খুব অল্প কথাও বলতেন না এবং অধিক কথাও বলতেন না (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন না অথচ বাহুল্য ও অহেতুক কথাও বলতেন না)। হুজুর (দ.)-এর বক্তব্য ছিল গ্রথিত মুক্তার ন্যায়। তিনি কম আহার ও কম নিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। আহারের সময় কোনো বস্তুতে ভর দিয়ে অথবা তার আশ্রয় গ্রহণ করে আসন গ্রহণ করতেন না। তত্ত্ববিদগণ একথার ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, প্রিয়নবী কোনো গদী বা তোষকের উপর বা বালিশের সঙ্গে হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করে আহার করতেন না। অর্থাৎ দুই পায়ে ভর করে আসন গ্রহণ করে আহার করতেন। এবং তিনি এরশাদ করতেন যে, আমি গোলামের ন্যায় আহার করি এবং গোলামের ন্যায় আসন গ্রহণ করি। হুজুর (দ.) ডান পাশে ঘুমাতেন, যাতে করে ঘুম কম হয়।

প্রিয়নবী (দ.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী, বীরত্ব, দানশীলতা, মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগ এবং আন্তরিকতা

হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহে তিরিশ জন পুরুষের শক্তি দান করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যৌনশক্তিতে প্রিয়নবী (দ.)-কে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি দান করা হয়েছে। প্রিয়নবী (দ.) নিজেই এরশাদ করেছেন যে, আমাকে চারটি বিষয়ে অন্যান্য মানুষ থেকে ফজিলত দেয়া হয়েছে। দানশীলতা, বীরত্ব, যৌনশক্তি এবং অন্যের সঙ্গে মোকাবেলায় বিজয় লাভ। প্রিয়নবী (দ.) নবুওয়ত লাভের পূর্বে এবং পরে সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত কাইলা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন প্রিয়নবী (দ.)-এর দর্শন লাভ করেছেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পমান হয়ে পড়েন। হুজুর (দ.) তাকে বলেন ঃ দুর্বল মনকে সান্ত্বনা দাও অর্থাৎ ভীত হয়ো না। হযরত এবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উক্বা এব্নে আমের প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর মুখোমুখী হয়ে দণ্ডায়মান ছিল! হঠাৎ সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। প্রিয়নবী (দ.) তাকে বললেন ঃ মনকে সহজ কর! আমি কোনো অত্যাচারী বাদশাহ নই।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

হুজুর (দ.)-কে সমস্ত পৃথিবীর ধন-ভান্ডার এবং সমস্ত শহরের চাবি (কাশফের অবস্থায়) দান করা হয়েছে। প্রিয়নবী (দ.)-এর জীবদ্দশায়ই হেজাজের সমস্ত শহর, ইয়ামান, আরবের সকল দ্বীপসমূহ, ইরাক এবং সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজিত হয়। হুজুর (দ.)-এর খেদমতে খুমুস, জাকাত, ওশর উপস্থাপিত করা হতো এবং বাদশাদের পক্ষ থেকে মহামূল্যবান উপহার উপঢৌকন উপস্থাপিত করা হতো। প্রিয়নবী সমস্তই আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর রাহে ব্যয় করে মুসলমানদেরকে সচ্ছল ও অর্থশালী করে দেন। এবং এরশাদ করেন যে, আমি মোটেই পছন্দ করি না যে, ওহদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করে আমার নিকট উপস্থিত করা হোক, আর রাত্র পর্যন্ত তার সামান্য পরিমাণও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা ব্যতীত আমার নিকট অবশিষ্ট থাকে। হ্যাঁ, তবে অত্যাবশ্যকীয় দানের দিনারসমূহ থাকতে পারে। আর এটি প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর চরম দানশীলতার কারণেই। প্রিয়নবী (দ.)-এর এই দানশীলতার কারণেই তিনি অধিকাংশ সময় ঋণগ্রস্ত থাকতেন। হুজুর (দ.) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর জেরা মোবারক (যুদ্ধের পোশাক) পারিবারিক প্রয়োজনের আয়োজনে এক স্থানে বন্ধক রাখা ছিল।

প্রিয়নবী (দ.) নিজের ব্যক্তিগত ব্যয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান নির্মাণে শুধু অনিবার্য পরিমাণ পর্যন্ত ব্যয় করতেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি কম্বল, মোটা চট ও চাদর পরিধান করতেন। এবং বিভিন্ন সময় সাহাবাকে স্বর্ণ দ্বারা এম্ব্রোয়ডারী করা রেশমী জুব্বা দান করতেন। আর কেহ যদি তখন অনুপস্থিত থাকতো তবে তার জন্য রেখে দিতেন এবং পরে উপস্থিত হলে তাকে দান করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবীর (রা.) স্বভাব ছিল কোরআন। কোরআনে পাকের যে স্থানে খুশীর কথার উল্লেখ ছিল সে স্থানে তিনিও তাঁর খুশী প্রকাশ করতেন এবং যেখানে দুঃখের কথার উল্লেখ ছিল সে স্থানে তিনিও দুঃখ অনুভব করতেন। অর্থাৎ কোরআনে পাকের যে কথা দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি প্রমাণিত হতো, সে কথার উপর প্রিয়নবী (দ.)-এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভরশীল ছিল। এমনকি আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেনঃ হে নবী! আপনি উত্তম ও মহান স্বভাবের অধিকারী। আল্লাহ্‌পাক প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-কে প্রকৃতিগতভাবেই চারিত্রিক উত্তম গুণাবলী, গাম্ভীর্য ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত আমিনা বিনতে ওহাব বলেন ঃ হুজুর (দ.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি হস্তদ্বয় প্রসারিত করে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

ক্ষমা ও ঔদার্যে প্রিয়নবী (দ.)

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন যে, শুরু থেকেই কবিতা ও মূর্তির প্রতি আমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কখনও কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ করার ইচ্ছাও আমার মনে হয়নি। হাঁ তবে একেবারে শৈশবের দুটি ঘটনা তাও পরে পরিত্যাগ করেছি। কোনো মানুষকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে প্রিয়নবী (দ.) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন এবং সর্বাধিক নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ছিলেন, অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তিনি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন, যে তাঁকে দান করতো না, তিনি তাকে প্রদান করতেন। যারা প্রিয়নবী (দ.)-এর প্রতি অত্যাচার করতো প্রিয়নবী (দ.) তাদেরকে ক্ষমা করতেন। কোনো কাজের সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন অবশ্য যদি তাতে কোনো গুনাহ না হতো (এতে প্রিয়নবী (দ.) তাঁর অনুসারীদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। আর অভিজ্ঞতাও এই, যে ব্যক্তি নিজে সহজ পন্থায় কাজ করে সে অন্যের জন্যও সহজ পন্থাই অবলম্বন করে)। প্রিয়নবী (দ.) ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কারও নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। সিরাতে এবনে হিসামে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সা'দ এবনে আবি ওক্কাস (রা.)-এর ভ্রাতা উৎবা এবনে আবি ওক্কাস ওহদের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী (দ.)-এর প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে, যার আঘাতে প্রিয়নবী (দ.)-এর সম্মুখের দান্দান মোবারক ভেঙ্গে যায়। এবং হুজুর (দ.)-এর চেহারা মোবারক জখমী হয়ে যায়। সাহাবা আরজ করলেন যে, আপনি তার জন্য বদদোয়া করুন। প্রিয়নবী (দ.) এই বলে দোয়া করতে লাগলেন–হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন কারণ তারা বুঝতে পারেনি। আর প্রিয়নবী কখনও কোনো প্রাণীকে স্বহস্তে আঘাত করেননি তবে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করেছেন, সে ভিন্নকথা। তিনি কখনও কোনো স্ত্রীলোককে বা খাদেমকেও আঘাত করেননি। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর নিকট কেহ কোনো দিন এমন কোনো বস্তু প্রার্থনা করেনি, যা তিনি তাকে প্রদান করেননি।

কবি কত চমৎকার কথা বলেছেন ঃ

مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا فِیْ تَشَهُّدِہٖ + لَوْ لَا التَّشَهُّدُ لَكَانَتْ لَاءُہٗ نَعَمْ -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

click @islamibookbd.wordpress.com

অর্থাৎ প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর জবান মোবারক দ্বারা কখনও "না" শব্দটি প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র কালেমা তৈয়্যেবার মধ্যে যে "লা" অর্থাৎ "না" ছিল তাই প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ সেই "না"ও একটি "হাঁ" প্রমাণের জন্যই বলেছেন। তিনি দুঃখী ব্যক্তিদের বোঝা বহন করে পৌঁছে দিতেন, অভাবগ্রস্তকে দান করতেন, অতিথি অভ্যর্থনা ও আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতেন।[১] ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন ঃ একবার প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর দরবারে নব্বই হাজার দেরহাম (পঁচিশ হাজার টাকা) উপস্থিত করা হলো। প্রিয়নবী (দ.) তা খেজুর পাতার তৈরি একটি মাদুরের উপর রেখে প্রার্থীদেরকে দান করতে আরম্ভ করলেন। ঐ সমস্ত টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রিয়নবী কোনো প্রার্থীকেই বিমুখ করেননি। অর্থাৎ যে-ই প্রার্থনা করেছে তিনি তাকেই প্রদান করেছেন। অতঃপর ঐ টাকা শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে প্রিয়নবী (দ.) বললেন, এখন তো তোমাকে দান করার ন্যায় আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তবে তুমি আমার নামে কোনো বস্তু ক্রয় করে নাও, যখন আমার নিকট টাকা আসবে তখন আমি তা পরিশোধ করবো। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, হুজুর! যা আপনার শক্তির বাইরে তা করার জন্য তো আল্লাহ্পাক আপনাকে আদেশ করেননি। অতএব, আপনি এত ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন? একথা প্রিয়নবী (দ.)-এর নিকট তেমন পছন্দনীয় হলো না। অতঃপর একজন আনসারী সাহাবী আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র রাস্তায় খুব ব্যয় করুন এবং আরশের মালিকের ভাণ্ডারে অভাব হবে এমন আশংকা করবেন না। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী (দ.) মুচকি হাসলেন এবং মুখমণ্ডলে আনন্দের ভাব প্রকাশিত হলো। হুজুর (দ.) আগামী দিনের জন্য কোনো টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখতেন না। যেমন হযরত আনাস (রা.) হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) কল্যাণ, অনুগ্রহ এবং দানশীলতার ব্যাপারে মলয় বায়ু থেকেও উদার ও দানশীল ছিলেন।

হযরত এবনে ওমর (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর চেয়ে অধিক সাহসী, তাঁর ন্যায় দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দানশীল, চারিত্রিক

১. বুখারী।

গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এবং উত্তম কোনো মানুষ দেখিনি। বদরের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর আড়ালে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করতাম। প্রিয়নবী (দ.) যখন শত্রুর নিকটবর্তী হতেন তখন যে ব্যক্তি প্রিয়নবী (দ.)-এর সন্নিকটে থাকতো, তাকে সাহসী এবং বীর মনে করা হতো। কেননা, তখন তাকেও শত্রুর কাছাকাছি থাকতে হতো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন ঃ কুমারী মেয়েরা পর্দার মধ্যে যেমন লাজুক থাকে প্রিয়নবী (দ.) তাদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহ মোবারক ও তার চর্ম অত্যন্ত নরম ও সুক্ষ্ম ছিল। তিনি কাহাকেও তার সম্মুখে কষ্টদায়ক কথা বলতেন না।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (দ.) স্বভাবগতভাবেও কাউকে কঠিন কথা বলতেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। প্রিয়নবী (দ.) মর্যাদার পরিপন্থী এবং অহেতুক কোনো কথা বলতেন না, কোনো মন্দের বিনিময়েও তিনি মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী অধিক লাজুকতার কারণে কারও চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারতেন না। অর্থাৎ কারও চোখাচোখি বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। এবং কোনো লজ্জাকর বস্তুর আলোচনা করা যদি অনিবার্য হয়ে পড়তো, তবে প্রিয়নবী (দ.) ইশারা ইঙ্গীতে তার আলোচনা করতেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ হুজুর (দ.) সর্বাধিক প্রসন্ন মনের অধিকারী ছিলেন, সত্যবাদী এবং বিনম্র ছিলেন। সামাজিক জীবনে এবং লেনদেনে তিনি অত্যন্ত উদার ও মহান ছিলেন। কেহ তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, উপহার এবং হাদীয়া কবুল করতেন যদি তা নগণ্য বা সামান্য হতো (যেমন গরু বা বকরীর পায়া) এবং হাদিয়ার বিনিময়ে তিনিও হাদিয়া দিতেন। গোলাম, বাঁদী, দরিদ্র ও স্বাধীন সকলের দাওয়াতই গ্রহণ করতেন। মদিনা মোনাওয়ারার শেষ প্রান্তেও যদি কেহ রোগাক্রান্ত হতো তবে তাকেও দেখতে যেতেন। কেহ ওজর বা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করতেন। সাহাবাদের সঙ্গে তিনি প্রথমেই মোসাফাহা করতেন এবং সাহাবাদের সম্মুখে তাঁকে কেহ কোনো দিন পদযুগল প্রসারিত করে উপবেশন করতে দর্শন করেনি, যদ্দরুন অন্যান্যদের জন্য স্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে। কেহ তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হলে তাকে সাদরে বরণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

করতেন। অনেক সময় স্বীয় চাদর মোবারক তার উপবেশনের জন্য বিছিয়ে দিতেন এবং নরম আসন, বালিশ তাঁর দিকেই এগিয়ে দিতেন। কারও কথার মধ্যখানে তিনি কথা বলতেন না, যতক্ষণ না তিনি ওয়াজ বা খোৎবা দান করতেন অথবা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হতো। মধুর মুচকি হাসিতে এবং প্রফুল্লতায় সকলকে আনন্দিত করে রাখতেন।

কোনো কোনো সময় প্রিয়নবী (দ.) অভ্যাগতদের স্বহস্তেই সেবা করতেন, যেমন নাজ্জাশী বাদশার প্রেরিত প্রতিনিধিদের তিনি নিজেই স্বহস্তে সেবা করেছেন। এবং কেয়ামতের দিন তিনি সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার হবেন। সর্বপ্রথম প্রিয়নবী (দ.)-এর কবর মোবারকই বিদীর্ণ হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবেন। সর্বপ্রথম তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। এবং তাঁর শাফায়াতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। প্রিয়নবী (দ.) অত্যন্ত বিনয়ী হওয়ার কারণে কখনও কখনও গাধার উপরও আরোহণ করতেন। এবং কখনও বা কাউকে নিজের পিছনে আরোহণ করাতেন। তিনি গরীব দুঃখীদের সেবা করতেন, অভাবী লোকদের নিকটে গমন করতেন এবং তাদের সঙ্গে বসতেন।

নিজেদের বকরী নিজেই দোহন করতেন। প্রয়োজনবশতঃ স্বীয় পোশাকে নিজেই তালি লাগাতেন এবং জুতা নিজেই সেলাই করে নিতেন। নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী মাঝে মধ্যে নিজেই সমাধা করতেন। ঘরের ঝাড়ু পর্যন্ত দিতেন। গোলামদের সঙ্গে বসে আহার করতেন, তাদের সঙ্গে গৃহ কর্মে অংশ গ্রহণ করতেন। নিজেদের আসবাবপত্র বাজার থেকে নিজেই ক্রয় করে আনতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অনুগ্রহশীল সুবিচারক, পবিত্র ও সত্যবাদী। এমনকি আবু জাহেল যে প্রিয়নবী ও মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু, তাকে বদরের যুদ্ধের দিন আখনাস এবনে শরীক বলল ঃ আবুল হাকাম। এখন তো তোমার আমার সম্মুখে আর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, আমাদের আলোচনা অন্য কেউ শ্রবণ করতে পারবে না। এখন তুমি সত্য করে বল, মোহাম্মদ (দ.) সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? আবুজাহেল বললঃ আল্লাহপাকের শপথ মোহাম্মদ সত্যবাদী সে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি।

মহানবীর (দ.) মজলিস

হযরত খারেজা এবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম (দ.) স্বীয় মজলিসের মধ্যে সর্বাধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। হযরত আবু

সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন প্রিয়নবী মজলিসে উপবেসন করতেন তখন পদযুগল দাঁড় করিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করে উপবেসন করতেন এবং সাধারণতঃ প্রিয়নবী (দ.) এমনিভাবেই উপবেসন করতেন যে তাতে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশিত হয় এই আকৃতিকে "এহ্তেবা" বলা হয়। হযরত জাবের এবনে সামুরাহ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী কখনও কখনও "চারজানু" হয়ে আসন গ্রহণ করতেন এবং কখনও বগলে হাত প্রবেশ করিয়ে উপবেশন করতেন। যখন তিনি পথ চলতেন তখন অত্যন্ত শান্ত অবস্থায় একাগ্রতার সঙ্গে চলতেন। তাঁর চলার গতি দেখে মনে হতো যে, তাঁর মনে কোনো সংকীর্ণতা নেই যাতে ভীত হয়ে চলবেন অথবা কোনো প্রকার অলসতাও নেই। মোটকথা ক্ষিপ্রগতিতেও চলতেন না এবং খুব মন্থর গতিতেও চলতেন না।

হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) কথা এমনি শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে বলতেন যে, কেউ যদি তাঁর কথাগুলো গণনা করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা গণনাও করতে পারতো। প্রিয়নবী (দ.) সুগন্ধি খুব ভালবাসতেন। নিজে সুগন্ধি খুব বেশী ব্যবহার করতেন। অন্যকে ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কখনও ফুক দিতেন না। আঙ্গুল এবং সংযোগ অস্থিগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এমনি অবস্থাই ছিল। হযরত হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর বিছানা একটা চট ছিল। কখনও কখনও তিনি চারপায়ীর উপরে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। প্রিয়নবীর (দ.) চারপায়ী খেজুরের রজ্জু দ্বারা তৈরী ছিল। এতে প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহের পার্শ্ব মোবারকে দাগ পড়ে যেত।

প্রিয়নবীর (দ.) জীবনধারা

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.)-এর উদর মোবারক আহারে কখনও তৃপ্ত হতো না। আর একথা তিনি কারও নিকট প্রকাশও করতেন না এবং অনাহারে অর্ধাহারে জীবন-যাপন করাকে বিলাস বহুল জীবনের চেয়ে অধিকতর ভালবাসতেন। দিনের পর দিন অনাহারে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

অতিবাহিত করে দিতেন এবং রাত্রের পর রাত্র ক্ষুধার জ্বালায় এপাশ ওপাশ করতেন। অথচ তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে স্বীয় প্রতিপালকের দরবার থেকে সমস্ত পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার, খাদ্যদ্রব্য ও বিলাসবহুল জীবন লাভ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি একথা বলতেন–এই দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার পূর্ববর্তী দৃঢ় সংকল্প গ্রহণকারী অনেক নবী ও রসূল এমনি কষ্টের মধ্যে ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তার মধ্যেই জীবন-যাপন করে গেছেন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর খোদাভীতি এবং সাধনা

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) আল্লাহ্পাক থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন, এমনকি অধিক ভীতির কারণে এরশাদ করেন ঃ "আফসোস! আমি যদি কোনো বৃক্ষ হয়ে সৃষ্টি হতাম যা কেউ কেটে ফেলবে!" এবং প্রিয়নবী (দ.) এত অধিক পরিমাণে নফল নামাজ আদায় করতেন, যদ্দরুন তাঁর পদযুগল অবশ হয়ে যেত। এই অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্ সূরায়ে 'তাহা'র শুরুতে এরশাদ করেন ঃ "পবিত্র কোরআনকে আমি আপনার প্রতি এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি তার কারণে কোনো প্রকার কষ্ট পাবেন।" আর প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর সিনা মোবারক থেকে সর্বদাই তপ্ত হাঁড়ির ন্যায় আওয়াজ হতো। আব্দুল্লাহ এবনে শিখখির (রা.) থেকে এমনি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। পরকালের ভাবনার কারণে প্রিয়নবী (দ.) কখনও যেন শান্তি লাভ করতেন না।

প্রিয়নবী (দ.) প্রত্যহ সত্তর অথবা একশত বার এসতেগফার করতেন। (গ্রন্থকার বলেনঃ) প্রিয়নবী নিষ্পাপ ছিলেন, তাই তাঁর এই এসতেগ্ফারের তাৎপর্য হয়ত উম্মতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অথবা উম্মতের জন্যই এস্তেগ্ফার করতেন অথবা প্রিয়নবী (দ.) এসতেগফার এজন্য করতেন যে, তিনি আল্লাহ্পাকের নৈকট্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগরে ডুবে ছিলেন, আর প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্পাকের দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর সৌন্দর্য

ইমাম তিরমিজি হযরত কাতাদা (র.) থেকে তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট নয় আর যিনি সুন্দর নন। তোমাদের নবীর কণ্ঠস্বর এবং আকৃতি সকলের

চেয়ে উত্তম। কিন্তু প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর এত সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি মানুষ সাধারণভাবে যেমন আশেক ছিল–প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর প্রতিও এমনি আশেক না হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্পাক স্বীয় মর্যাদাবোধের কারণে প্রিয় নবী (দ.)-এর প্রকৃত সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের চোখে প্রকাশ করেননি। যেমন ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য যতটুকু হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর এবং জুলাইখার চোখে প্রকাশ করেছিলেন ততটুকু অন্যান্যদের চোখে প্রকাশ করেননি।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

প্রিয়নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন, কোনো লোককে কোনোদিন গালি বা অপবাদ দেননি। তিনি কারো প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না, লা'নতের (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার) বদদোয়াও করতেন না। নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার জন্য কোনো গাধার উপর আরোহণ করতেন। দূরবর্তী স্থানের জন্য উষ্ট্রের উপর এবং যুদ্ধে গমনের জন্য খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। কেহ সাহায্য প্রার্থনা করলে তার নিকট দ্রুত পৌঁছার জন্য অশ্বের উপর আরোহণ করতেন (যুদ্ধক্ষেত্রে যেহেতু দৃঢ় থাকতে হয়, এজন্য সেখানে এমন জন্তুর উপর আরোহণ করতেন যা দ্রুতভাবে পলায়ন করতে সক্ষম নয়, তাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় সাধারণতঃ বিনয় প্রকাশের পন্থা অবলম্বন করে গাধার উপর আরোহণ করতেন, আর দূর দূরান্তের সফরের জন্য সাওয়ারী হিসেবে উষ্ট্রকে এজন্য গ্রহণ করতেন যে, এই জন্তু অত্যন্ত সহনশীল)।

মহানবী হুজুর (দ.) কাফের ও শত্রুদের সঙ্গেও তাদের মন রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতেন এবং মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের অশোভন আচরণে বা মন্তব্যে ধৈর্যধারণ করতেন। গৃহে প্রবেশ করে পারিবারিক কাজকর্ম করতেন এবং সারাক্ষণ চাদর দ্বারা দেহ আবৃত রাখতে স্বচেষ্ট থাকতেন। প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর প্রফুল্ল চিত্ত এবং সদ্ব্যবহার সকলের জন্যই ছিল। সামান্য রাগ বা গোস্বা প্রিয়নবী (দ.)-কে আত্মহারা করতো না। সাহাবাদের থেকে প্রয়োজনীয় কোনো কথা গোপন করতেন না। এবং তিনি চক্ষুর কোণ দ্বারা কখনও দৃষ্টিপাত করতেন না। প্রিয়নবী (দ.) তাঁর যাবতীয় অবস্থায়, কার্যাবলী এবং আলোচনায় সকল প্রকারের কবীরা, সগীরা অর্থাৎ ছোট বড় সকল প্রকারের গুনাহ থেকে মাহফুজ থাকতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

প্রিয়নবী (দ.) কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি এবং কখনও সত্য থেকে এতটুকু তার পদস্খলন হয়নি। বরং তা ছিল পরিপূর্ণ অসম্ভব। ইচ্ছা অনিচ্ছায়, ভুল ভ্রান্তিতে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় বা হাসিখুশীতে মোটকথা, সত্য থেকে মুহূর্তের জন্য কখনও তাঁর পদস্খলন হয়নি।

প্রিয়নবীর (দ.) কেশ মুবারক ও পোশাক

মক্কা বিজয়ের সময় যেদিন প্রিয়নবী হুজুর (দ.) পবিত্র মক্কা নগরীতে শুভাগমন করেন, সেদিন প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর কেশরাজি চারভাগে বিভক্ত ছিল হাদীসখানি উম্মে হানি বর্ণনা করেন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) প্রথমতঃ সিঁথি তৈরী ব্যতীতই সমস্ত কেশরাজিকে একত্রিত করে রাখতেন। অতঃপর সিঁথি তৈরী আরম্ভ করেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী একদিন পরপর কেশরাজিতে চিরুণী ব্যবহার করতেন। হযরত আনাস (রা.)-কে প্রিয়নবী (দ.)-এর খেজাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রিয়নবী খেজাব ব্যবহারের সীমারেখা পর্যন্তই পৌঁছেননি। (অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি কেশ সাদা হয়েছিল তাতে খেজাব ব্যবহারের প্রয়োজনই হয়নি।) পবিত্র মস্তকের দু'পার্শ্বের কয়েকটি কেশ সাদা হয়েছিল তবে হযরত আবুবকর (রা.) মেহেদী এবং নীল রং-এর খেজাব ব্যবহার করেছেন। (যাতে কেশ সাদা না হয়) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর কয়েকগুচ্ছ কেশ মাত্র আংশিক লাল হয়েছিল। অর্থাৎ কালো রং পরিবর্তন হয়ে লাল রং হয়েছিল তবে সাদা হয়নি। আবদুল্লাহ এবনে আকিল বলেনঃ হযরত আনাস (রা.)-এর নিকট প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর কেশ মোবারক খেজাব ব্যবহৃত অবস্থায় দর্শন করেছি। (তত্ত্ববিদগণ উভয় হাদীসের এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হুজুর (দ.)-এর কেশ মোবারক সাদা হতে আরম্ভ করেছিল তবে খুব বেশী সাদা হয়নি কিছু কিছু সাদা হয়েছিল, আর কিছু হয়েছিল লাল। কিন্তু প্রিয়নবী (দ.) তাতে খেজাব ব্যবহার করেননি তবে প্রিয়নবী হুজুর (দ.) মেহেদী ব্যবহার করতেন, যার কারণে সাদা কেশগুলো রংগিন হয়ে থাকবে আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আকিল তাকেই খেজাব বলেছেন।)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী হুজুর (দ.) নিদ্রা যাপনের পূর্বে তিনবার উভয় চক্ষুতে সুরমা ব্যবহার করতেন। তিনি সাদা রং-এর পোশাক পরিধান করতে ভালবাসতেন। কখনও কখনও কালো পশমি চাদর পরিধান করতেন এবং একবার ছোট আস্তিন বিশিষ্ট রূমী কাবা

পরিধান করেছিলেন। প্রিয়নবী (দ.) কালো, সাদা রং-এর চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন এবং অজু করার সময় তার উপর মাসেহও করেছেন। পবিত্র পা মোবারকের আঙ্গুলে ব্যবহারের জন্য জুতা মোবারকে দুটি চামড়ার টুকরা (পায়তাওয়া) ছিল এবং পদযুগলের পৃষ্ঠে ব্যবহারের পায়তাওয়া ছিল দ্বিগুণ। প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর জুতা ছিল চামড়ার তৈরি। অজু করেও তা ব্যবহার করতেন–এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত এব্নে ওমরের (রা.) সূত্রে। হুজুর (দ.) কখনও কখনও জুতা পরিধান করা অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন। কেননা, প্রিয়নবী (দঃ-এর জুতা পবিত্র ছিল এবং সে যুগে জুতা পরিধান করা অবস্থায় নামাজ আদায় করা বেয়াদবী ছিল না। হুজুর (দ.) রৌপ্যের আংটি তৈরী করিয়ে তার উপর মোহর স্থাপিত করিয়েছিলেন, কিন্তু তা সর্বদা পরিধান করতেন না; বরং মাঝে মধ্যে পরিধান করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.)-এর আংটির পাথর ছিল আবিসিনিয়া দেশের। বোখারী শরীফের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার একটি পাথর ছিল অথবা সে দেশের মানুষের ন্যায় তার রং অর্থাৎ কৃষ্ণ ছিল। পাথরটার নামছিল "মুহারায়ে ইয়ামানী" অথবা "আকিক"।

হযরত আনাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.)-এর আংটি ছিল রৌপ্যের এবং তার অভ্যন্তরে "নাগিনা" অর্থাৎ পাথর তাও ঐ রৌপ্যেরই ছিল। (গ্রন্থকার বলেন ঃ পাথর স্থাপনের স্থানটি রৌপ্যের ছিল এবং তাতে স্বর্ণের কোনো অংশ ছিল না, যেমন অনেকে তাই করেন।) হযরত আনাস (রা.) আরও বলেন ঃ ঐ আংটির সাদা দৃশ্য এখনও আমার দৃষ্টিতে ভাস্‌ছে। আর ঐ আংটিতে "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খচিত ছিল। এক পংক্তিতে মোহাম্মদ এক পংক্তিতে "রাসূল" এবং এক পংক্তিতে 'আল্লাহ্' শব্দ ছিল। এই হাদীসটিও হযরত আনাস থেকে বর্ণিত।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গমন করতেন, তখন ঐ আংটি খুলে ফেলতেন আর তা ডান হাতে পরিধান করতেন। ইমাম বোখারী (রা.) স্বীয় গ্রন্থে অর্থাৎ বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখিত হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.), হযরত জাবের (রা.) হযরত এবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) ডান হস্তেই আংটি পরিধান করতেন। এবং তাঁর তলোয়ার "বনি হানিফা" গোত্রের ছাঁচে তৈরি ছিল এবং তার হাতল ছিল রৌপ্যের।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

ওহুদের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী (দ.) দুটি লৌহবর্ম মক্কা বিজয়ের দিন লৌহটুপি পরিধান করেছিলেন। প্রিয়নবী হুজুর (দ.) যখন পাগড়ি পরিধান করতেন, তখন উভয় স্কন্ধের মাঝখানে তার খানিকটা ঝুলিয়ে রাখতেন। সিরাতের গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) কখনও "শামলা" পদ্ধতিতে (উভয় স্কন্ধের মাঝখানে পাগড়ির কিছু অংশ ঝুলিয়ে রাখাকে শামলা বলা হয়) এবং কখনও বা এমনিতে পাগড়ী বাঁধতেন। আবার কখনও বা টুপি পরিধান ব্যতীতই পাগড়ি বাঁধতেন। হুজুর (দ.)-এর একখানি কৃষ্ণ রং-এর পাগড়ি ছিল। পায়ের নালার নিম্নদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে হুজুর (দ.) লুঙ্গি পরিধান করতেন এবং আরও নিম্নদেশ পর্যন্ত পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন–তবে টাখ্নুর নিম্নে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

প্রিয়নবী (দ.) যখন আসন গ্রহণ করতেন তখন উরু দ্বারা পরিধি রচনা করে আসন গ্রহণ করতেন এবং মসজিদে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে শয়ন করতেন। হযরত জাবের এবনে সামূরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী (দ.)-কে বাম বাহুপার্শ্বে একটি বালিশে আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে দেখেছি। হযরত আনাস (রা.) প্রিয়নবী (দ.)-কে এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, তিনি "ক্বিতরী (বাহরাইন এলাকার এক প্রকার মোটা চাদর) স্বীয় বাহুর নিম্নদেশ দিয়ে এনে স্কন্ধের উপর প্রসারিত করে রেখেছিলেন এবং এমনি অবস্থাতেই নামাজের ইমামতি করেছেন।

বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ:) আহারের পর আঙ্গুল চুষে খেতেন। আবু জোহাইফা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেন ঃ আমি তো কোনো বস্তুর সঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আহার করি না। হুজুর (দ.) আহারের জন্য তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন এবং আহারের পরে ঐ আঙ্গুলসমূহকে চুষে খেতেন।

অধিকাংশ সময়ই প্রিয়নবী (দ.) গমের রুটি আহার করতেন। হুজুর (দ.) কখনও টেবিলে রেখে অথবা রেকাবিতে আহার করেননি; বরং দস্তরখান বিছিয়ে তার উপর খাদ্য রেখে আহার করতেন। প্রিয়নবী (দ.)-এর জন্য কখনও চাপাতি রুটি তৈরি হয়নি।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) যাইতুনের তৈল, মিষ্টি জাতীয় বস্তু, মধু এবং কদু তরকারী ভালবাসতেন। তিনি মুরগী, সুরখা'ব (এক প্রকার পাখী), বকরী, উষ্ট্র এবং গরুর গোস্ত আহার করেছেন। হুজুর (দ.) সারিদ (গোসতের সুরার মধ্যে রুটি ভিজানো এক প্রকার খাদ্য) ভালবাসতেন।

হুজুর (দ.) গোলমরিচ ও বিভিন্ন প্রকারের মশলাও আহার করেছেন। এবং 'তিনি আধাপাকা তাজা খেজুর, শুষ্ক খেজুর, শালগম, (অর্থাৎ খুর্মা, ঘি এবং পনীর মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য) আহার করেছেন। তিনি খুবছুনও (এক প্রকার মিষ্টি) ভালবাসতেন। হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, আহারে বরকত লাভের পন্থা হলো আহারের পূর্বে এবং পরে হাত ধৌত করা। খেজুরের সঙ্গে প্রিয়নবী (দ.) শসা আহার করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়। আর হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (দ.) খেজুরের সঙ্গে তরমুজ আহার করতেন। একটির গরম অন্যটির ঠাণ্ডার প্রতিকার করবে। হুজুর (দ.) মিঠা এবং ঠাণ্ডা পানি পান করতেন এবং খেজুর ভিজানো পানি দুগ্ধ এবং পানি একই পাত্রে পান করতেন ঐ পাত্র ছিল কাষ্ঠের তৈরি। তবে তাতে লৌহপাত লাগানো ছিল। হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, দুধ ব্যতীত এমন কোনো বস্তু নেই যাতে খাদ্য এবং পানীয় উভয়ই লাভ হয়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ হুজুর (দ.) জমজমের পানি দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করেছেন। আমর এবনে শোয়াইব তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী (দ.)-কে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট হয়ে তথা উভয় অবস্থাতেই পানি পান করতে দেখেছি। প্রিয়নবী (দ.) পানি পান করার মাঝে দু'বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন। হযরত বারা ইবনে আজেব বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ গণ্ডদেশের নিচে রেখে নিদ্রাযাপন করতেন। তাঁর নিদ্রার সময় স্বর প্রকাশিত হতো– হাদীসখানি বর্ণনা করেন হযরত এবনে আব্বাস। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ হুজুর (দ.) যে বিছানায় নিদ্রা যেতেন তা চামড়ার ছিল, তার অভ্যন্তরে খেজুর বৃক্ষের বাকল ছিল। হযরত হাফ্সা (রা.) বলেন ঃ হুজুর (দ.) একখানি কম্বলের উপর নিদ্রা যেতেন আমরা তা দ্বিগুণ করে বিছিয়ে দিতাম। হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) রুগীদেরকে দেখতে যেতেন এবং জানাজায় অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধার উপরও আরোহণ করতেন। তিনি কৃতদাসের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন। এবং বনি কোরাঁযার যুদ্ধে হুজুর (দ.) একটি গাধার উপর আরোহণ করেছিলেন যার বাঁধনী খেজুর বৃক্ষের বাকলের রজ্জু দ্বারা তৈরি এবং একই বস্তু দ্বারা তৈরি ছিল তার গদি। হযরত আনাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) কখনও কখনও যমীনেই উপবেশন করতেন। এবং স্বীয় বকরীর দুগ্ধ দোহন করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ আমাকে যদি বকরীর সম্মুখের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

পা আহারের জন্য দাওয়াত করা হয় তবে আমি তা গ্রহণ করবো। রসূলুল্লাহ (দ.) একটি পুরানো গদির উপর উপবেশন করে হজ্জ করেছেন, যার মূল্য এক টাকারও কম ছিল। আর এই মুনাজাত করেছেন–হে আল্লাহ! এই হজ্জকে কবুল কর এবং এই হজ্জকে কবুল হওয়ার উপযুক্ত করে দাও, যার মধ্যে খ্যাতি লাভ ও আড়ম্বর প্রদর্শনের ইচ্ছা না হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময় দান করতেন। মহানবী (দ.) এরশাদ করেনঃ একবার তিরিশ দিন পর্যন্ত আমরা এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছি যে, আমাদের নিকট এই পরিমাণ খাদ্যও ছিল না যা কোন প্রাণী আহার করতে পারে, হ্যাঁ তবে এত সামান্য পরিমাণ খাদ্য ছিল যা বিলালের বগল তলে আসতো– এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস (রা.)। তিনি আরও বলেছেন ঃ সকাল-বিকাল কোনো দিনই দু'বেলা রুটি-গোস্ত তাঁর আহার্য হিসেবে একত্রিত হয়নি। তবে সর্বদা আহার্য বস্তু থেকে আহারকারীদের সংখ্যা বেশি থাকত।

প্রিয়নবীর (দ.) অন্তিম মুহূর্ত

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী (দ.) তাঁর অন্তিম সময় সোমবার দিন যখন পর্দা উঠিয়ে তাকিয়েছিলেন, তখনই শেষবার প্রিয়নবীর (দ.) দীদার লাভ করেছিলাম। প্রিয়নবী (দ.)-এর চেহারা মোবারক ঐ সময় কোরআনে পাকের পৃষ্ঠার ন্যায় পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। মৃত্যুর পর হযরত আবুবকর প্রিয়নবী (দ.)-এর চেহারা মোবারকে চুম্বন করেছিলেন। স্বীয় মুখ প্রিয়নবী (দ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে রেখেছিলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর হস্ত মোবারকের কব্জির উপর রাখেন এবং বলেন ঃ হায় নবী! হায় ছফি ॥ হায় খলিল ॥ সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ্ হযরত জাফর এবনে মোহাম্মদ থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ হুজুর (দ.) সোমবার দিন ইন্তিকাল করেছেন। সেদিন মঙ্গলবার রাত্র ও দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁকে দাফন করা হয়। (সাহাবাদের শোকে মুহ্যমান থাকার কারণে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনার জন্য এই বিলম্ব ঘটে) অতঃপর রাত্রে দাফন করা হয় এবং শেষরাত্রে পাহাড় থেকে এক প্রকার শব্দ হতে থাকে। হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ বলেন ঃ সোমবার প্রিয়নবী (দ.) ইন্তিকাল হয়েছেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। গ্রন্থকার বলেন ঃ বুধবার দিবাগত রাত্রে দাফন করার কথাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে প্রিয়নবীর (দ.) এরশাদ

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, আমার চক্ষু নিদ্রা যায় কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে। তিনি আরও এরশাদ করেন যে, আমি রাত্রি এভাবে যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে দেন। হুজুর (দ.) আরও এরশাদ করেন যে, আমার ভুল হয় না তবে আমাকে ভুল করিয়ে দেয়া হয়। (যাতে করে ভুল সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্দিষ্ট হয়) তিনি বলেন ঃ আমি পশ্চাদভাগে এভাবেই দেখতে পাই যেভাবে সম্মুখভাগে। প্রিয়নবী (দ.)-এর অন্তর সর্বদাই জাগ্রত থাকতো। এতদ্সত্ত্বেও ফজরের নামাজ কাজা হওয়ার তত্ত্ব এই ছিল যে, যাতে করে উম্মত কাজা নামাজ সম্পর্কে বিধান লাভ করতে পারে।

মহানবীর (দ.) কৌতুক

প্রিয়নবী (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আমি কখনও কারও সঙ্গে কৌতুক করলেও সত্য কথাই বলি। প্রিয়নবী (দ.) সাহাবীদের সঙ্গে কখনও কখনও তাদের মন প্রফুল্ল রাখার জন্য কৌতুক করতেন। যেমন–একবার একজন গ্রাম্য লোক এসে আরোহনের জন্য উষ্ট্র প্রার্থনা করলো। হুজুর (দ.) তাকে বললেন ঃ তোমাকে উষ্ট্রের বাচ্চার উপর আরোহণ করাব, তখন সে বলল, আমি উষ্ট্রের বাচ্চা দিয়ে কি করব? প্রিয়নবী (দ.) পরে স্পষ্ট করে বললেন যে, উষ্ট্র একদিন অর্থাৎ ইতিপূর্বে বাচ্চা ছিল তার উপর তোমাকে আরোহণ করাব।

এবং একদিন একজন বৃদ্ধাকে বললেন ঃ জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা গমন করবে না। একথা শ্রবণ করে বৃদ্ধা অত্যন্ত চিন্তিত হলো। প্রিয়নবী (দ.) পরে তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, জান্নাতে প্রবেশের সময় কেহ বৃদ্ধা থাকবে না, বরং যুবক-যুবতী হয়ে যাবে।

হযরত ঈসা (আ.) হবেন অনুসারী

প্রিয়নবী (দ.) নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন এবং হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় আবির্ভূত হয়ে হুজুর (দ.)-এর শরীয়তের অনুসারী হবেন।

আল্লাহ্পাকই মহানবীর (দ.) হেফাজত করেছেন

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-কেও অন্যান্য মানুষের ন্যায় চরম দুঃখ-কষ্ট করতে হয়েছে, যাতে করে তার পুণ্য দ্বিগুণ হয়। এবং তিনি যেন উচ্চতর মর্তবার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

অধিকারী হন। হুজুর (দ.) রুগ্নও হয়েছেন ব্যথাও অনুভব করতেন, শীত-গ্রীষ্মের প্রতিক্রিয়াও হয়েছে তাঁর দেহ মোবারকে। ন্যায্য কারণে তিনি রাগান্বিতও হয়েছেন। ক্লান্তি-শ্রান্তিও বোধ করেছেন। দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের প্রভাবও তাঁর দেহে প্রকাশিত হয়েছে। একবার সাওয়ারী থেকে পড়ে আহত হয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে কাফেরদের হামলায় প্রিয়নবী (দ.)-এর চেহারা মোবারক এবং মস্তকে আঘাত পেয়েছিলেন। তায়েফের কাফেরদের হস্তে প্রহৃত হয়ে তাঁর দেহ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়নবী (দ.)-কে বিষও প্রয়োগ করা হয়। তাঁকে যাদুও করা হয়। হুজুর ঔষধ সেবন করেছেন, সিঙ্গাও লাগিয়েছেন। ঝাড়ফুঁকও করেছেন। এবং পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সময় অতিবাহিত করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী লাভ করেছেন।

আল্লাহ্পাক তাঁকে শত্রুদের অনেক হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন বদর এবনে কোম্মাহ প্রিয়নবীর (দ.) প্রতি আক্রমণ করে, তখন তিনি আহত হন এবং লৌহ নির্মিত টুপির দুটি খণ্ড তাঁর কপাল মোবারকে প্রবেশ করে। আল্লাহ্পাক তখনও প্রিয়নবী (দ.)-কে রক্ষা করেছেন।

আর যখন মক্কা থেকে হিজরত করে সওর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনও কাফেরদের জুলুম থেকে আল্লাহ্পাক তাঁকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্তদের চক্ষুর উপরও আল্লাহ্পাক আবরণ রেখেছেন। গওরাস এবনে হারেছ-এর তলোয়ার থেকে, আবু জেহেলের পাথর থেকে, সারাকা এবনে মালেকের অশ্ব থেকে, লবিদ এবনে আসামের যাদু থেকে এবং ইহুদী মহিলার বিষ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া থেকে–আল্লাহ্পাক তাঁকে নিরাপদ রেখেছেন। আর এতে যে কষ্ট হয়েছে, তদ্দ্বারা প্রিয়নবী (দ.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-কে এই কষ্ট ও ব্যথা দেয়ার রহস্য এই যে, যাতে করে মানবজাতি তাঁর সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা না করে যে, তিনিই আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অংশ। যেমন হযরত ওজায়ের (আ.) এবং ঈসা (আ.) সম্পর্কে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। এবং এতে উম্মতের জন্য রয়েছে মহান শিক্ষা। উম্মতে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের সময় প্রিয়নবী (দ.)-এর কষ্টের কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করবে।

এ সমস্ত কষ্ট ও অবস্থা শুধুমাত্র প্রিয়নবী (দ.)-এর দেহ মোবারকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো; কিন্তু তা তাঁর আত্মার মধ্যে কোনো

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। প্রিয়নবী (দ.)-এর পবিত্র আত্মা সর্বদাই আল্লাহ্পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকতো। এমনকি প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর পানাহার, উঠাবসা, চলাফেরা তথা সবকিছুই আল্লাহ্পাকের নির্দেশে পরিচালিত হতো। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এ সম্পর্কে এরশাদ করেন যে, তিনি মনগড়া কিছুই বলেন না; বরং তিনি যা কিছু বলেন সবই ওহী! যা আল্লাহ্পাক তাঁর প্রতি নাজেল করেন। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রতি তাঁর আল্-আওলাদের প্রতি তার সাহাবাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত রহমত নাজেল করুন।

প্রিয়নবী হুজুর (দ.)-এর এই হুলিয়া শরীফ, দৈহিক আকৃতি প্রকৃতি, তাঁর চারিত্রিক মহান গুণাবলী তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ ও নীতিমালা বিভিন্ন ও সুদীর্ঘ গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহিত। আর তা কেবলমাত্র তত্ত্ববিদ আলেমগণই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে। এখানে তারই সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হয়েছে। অতি সহজভাবে এবং অল্প সময়েই মধ্যেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যাবে। হে আল্লাহ্! এই গ্রন্থ যিনি পাঠ করবেন, যিনি লিপিবদ্ধ করবেন, যিনি শ্রবণ করবেন, যিনি প্রণয়ন করবেন এবং যিনি এর অর্থ ও ব্যাখ্যা করবেন তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিও।

পরিশেষে গ্রন্থকার নিজেও এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেছেন, তাও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

يَا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِيْ + اَنْتَ فِى الْاِضْطِرَارِ مُعْتَمِدِيْ -

হে মানব জাতির শাফায়াতকারী নবী! তুমি আমায় সাহায্য কর। সমস্ত বিপদাপদে তুমিই আমাদের সাহায্যকারী।

لَيْسَ لِيْ مَلْجَاءُ سِوَاكَ اَغِثْ + مَسَّنِيَ الضُّرُّ سَيِّدِيْ سَنَدِيْ -

হে আমাদের সর্দার। আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, তুমি ব্যতীত কে আর আমাদের সাহায্য করবে?

غَشَّنِى الدَّهْرُ يَا اِبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ + كُنْ مُغِيْثًا فَاَنْتَ لِيْ مَدَدِيْ -

সময় আমাদের প্রতিকূলে, হে নবী তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর।

لَيْسَ لِيْ طَاعَةٌ وَلَا عَمَلٌ + بَيْدَ حُبِّيْكَ فَهُوَ لِيْ عَتَدِيْ -

আমার না আছে কোন ইবাদত, আর না আছে কোনো সৎকাজ; কিন্তু অন্তরে তোমার মুহব্বত রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

click @islamibookbd.wordpress.com

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَابُكَ لِىْ + مِنْ غَمَامِ الْغُمُوْمِ مُلْتَحِدِىْ ـ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার করুণার দ্বারই আমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর আর কোনো বিপদই আমার হবে না।

جُدْ بِلِقَائِكَ فِى الْمَنَامِ وَكُنْ + سَاتِرَ الذُّنُوْبِ وَالْفَنَدِىْ ـ

হে রসূল! স্বপ্নযোগে তুমি তোমার দর্শন দান কর এবং আমার অপরাধসমূহের উপর পর্দা টেনে দাও।

اَنْتَ عَافٍ اَبَرُّ خَلْقِ اللّٰهِ + وَمَقِيْلُ الْعِثَارِ وَاللُّدَدِىْ ـ

হে রসূল! ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি ক্ষমা করার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যেই রয়েছে।

رَحْمَةٌ لِّلْعِبَادِ قَاطِبَةً + بَلْ خُصُوْصًا لِكُلِّ ذِىْ اُوَدِىْ ـ

হে রসূল! সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য তুমি রহমত স্বরূপ। বিশেষতঃ পাপী ও পথভ্রষ্টদের জন্য।

لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرْبَ مَطِيَّتِكُمْ + فَالْتَمَسْتُ النِّعَالَ ذٰلِكَ قَدِىْ ـ

হায়! যদি আমি মদিনার মাটি হতাম, তবে আপনার জুতা মুবারকের চুম্বন করা আমায় নসীব হতো।

فَاُصَلِّىْ عَلَيْكَ بِالتَّسْلِيْمِ + مُتْحِفًا عِنْدَ حَضْرَةِ الصَّمَدُ

হে রসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ্পাকের অনন্ত অসীম রহমত বর্ষিত হতে থাকুক চিরদিন ধরে।

بِعَدَادِ الرِّمَالِ وَالْاَنْفَاسِ + وَالنَّبَاتُ الْكَثِيْرُ مُنْتَعِدِىْ ـ

এই পৃথিবীতে যত বালুকণা রয়েছে, যত নিঃশ্বাস গ্রহণ করা হয়েছে, যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে, তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম হে রসূল আপনার জন্য।

وَعَلَى الْاٰلِ كُلِّهِمْ اَبَدًا + بِالْفًا عِنْدَ مُنْتَهَى الْاَمَلِ ـ

আর রহমত বর্ষিত হউক আপনার আল্ আওলাদের প্রতি চিরদিন ধরে।

তাম্মাত বিলখায়ের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)